একজন পালকের স্ত্রী

সাবিনা ওয়ার্মব্র্যাণ্ড

400 -024
Pastor's Wife

একজন পালকের স্ত্রী

সাবিনা ওয়ার্মব্র্যাণ্ড
প্রণীত

The Pastor's Wife

Bengali Edition

Copyright 2015 Voice Media

info@VM1.global
Web home: www.VM1.global

All rights reserved. No part of the publication may be reproduced, distributed or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic, or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests, email the publisher, addressed "Attention: Permission Coordinator," at the address above.

This publication **may not be sold, and is for free distribution** only.

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
	১ম খন্ড	
১।	আমি সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম	৫
২।	আতঙ্ক	২১
৩।	রিচার্ডের নিখোঁজ হওয়া	৩৭
৪।	আমার গ্রেফতার হওয়া	৫১
৫।	জিলাভা	৭৫
৬।	আমি যেভাবে যীশুকে গ্রহণ করেছিলাম	৯৩
৭।	প্রতিশ্রুতি	১০১
	২য় খন্ড	
৮।	খাল খনন প্রকল্পের বন্দী শিবির	১০৯
৯।	বাক্স বন্দী	১২৭
১০।	বন্দী শিবির K4ঃ শীতকাল	১৩৫
১১।	দানিয়ুব	১৪৯
১২।	বন্দী শিবির K4ঃ গ্রীষ্ম কাল	১৫৭
১৩।	বারাগান সমতল ভুমি	১৬৯
১৪।	ট্রেনে	১৮১
১৫।	তিরগাসর	১৮৯
১৬।	শুকর খামার	১৯৫
	৩য় খন্ড	
১৭।	আমার পুনরায় বাড়ি ফিরে আসা	২০৫
১৮।	গোপন মণ্ডলী	২২৩
১৯।	রিচার্ডের মুক্তিলাভ ও পুনরায় গ্রেফতার হওয়া	২৪১
২০।	নতুন আতঙ্ক	২৫৯
২১।	মুক্তি লাভ	২৭৫
২২।	উপসংহার	২৮৭

প্রথম খন্ড

প্রথম অধ্যায়

আমি সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম।

১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে হিটলারের জার্মান শক্তির পতন শুরু হলে, এক মিলিয়ন সোভিয়েত বাহিনী রুমানিয়াতে প্রবেশ করে। প্রথম সৈন্যদল বুখারেস্টের কাছে এলে, তাদের সাথে দেখা করার জন্য আমরা ৭নং বহরের কাছে গেলাম।

আগষ্ট মাসের শেষ দিন। মেঘযুক্ত আকাশ, এবং খুব গরম। কামানগুলি নীরব ছিল। মাঠের উপর দিয়ে কোথা থেকে যেন ঘন্টার ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল।

আমার স্বামী রিচার্ড যুদ্ধকালীন পালক ছিলেন। ফলে রুমানিয়ার বন্দী শিবিরগুলোতে রাশিয়ানদের সাথে তার পরিচয় হয়েছিল। সে বলেছিল, কম করে হলেও পঁচিশ বছর নাস্তিকতাবাদের অনুশীলন করে তারা স্বভাবের সহজাত অনুপ্রেরণা দ্বারা ধর্মবিশ্বাসী হয়েছিলেন।

রিচার্ড বলত; ***"খ্রীষ্টই পৃথিবীতে স্বর্গ"*** রাশিয়ানদের এ বিষয়ে বলার জন্য আমাদের অবশ্যই বের হতে হবে এবং তাদের সাথে দেখা করতে হবে।

যখন আমরা শহরতলীর চৌরাস্তা অতিক্রম করলাম, স্থানীয় কমিউনিস্টদের দ্বারা বহনকরা লাল পতাকাবাহী একটি দল দেখতে পেলাম, যারা গৌরবান্বিত 'লাল ফৌজ'কে সংবর্ধনা জানাতে তাদের গুপ্ত আশ্রয়স্থল থেকে বেরিয়ে এসেছিল। তারা আমাদের সন্দেহের চোখে দেখল। যদিও সাময়িকভাবে অধিকাংশ জনগণকে মুক্তিকামীদের পথ থেকে দূরে রাখা হয়েছিল, তথাপি বুখারেস্টে এক বিরাট অর্ভ্যথনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

সে সময় রিচার্ড ছিল এক আকর্ষনীয় তরুণ। লম্বা এবং প্রশস্ত কাঁধ, সাথে দৃঢ় বিশ্বাসের ভাবভঙ্গি ছিল তার চেহারায়। যা তার বিশ্বাসের নিশ্চয়তা থেকে উৎসারিত হয়েছিল। আমি তার পাশে দাঁড়ালে আকৃতিতে তার অর্ধেক হতাম।

একটুখানি ছায়া দেয়া স্থানে দুই অথবা তিনজন রুমানিয়ান সরকারী কর্মকর্তা অপেক্ষা করত। উদ্বিগ্ন ভাবে তারা কিছু রাশিয়ান শব্দ বার বার উচ্চারণ করত। আগুন্তকদের কিছু দীর্ঘ সময় থাকবে এমন খাদ্য যেমন- একখন্ড রুটি এবং একমুঠি লবণ দিতে তারা এখানে আসত। কি ঘটে দেখতে আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে শূণ্য রাস্তার উপর এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতাম।

দূরে সাইকেলে চড়া একটি বালককে দেখতে পেলাম, সে তার প্রিয় জীবন বাঁচাতে দ্রুত সাইকেল চালাচ্ছে।

বালকটি তীক্ষ্ম কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, "তারা আসতেছে! রাশিয়ানরা আসতেছে!"

কমিউনিস্টরা সারি বেঁধে দাঁড়াল!

সরকারী কর্মকর্তা, যিনি রাজধানীতে রাশিয়ানদের সংবর্ধনা জানানোর পরিকল্পনা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতেছিলেন, যিনি মহত্তর কোন মঙ্গলের জন্য আত্মোৎসর্গের বলিরূপে উত্তপ্ত সূর্যের নিচে দাঁড়িয়ে ছিলেন। গর্জনকারী মটর সাইকেল নিকটবর্তী হল। তারপর অগ্রগামী ট্যাংকগুলি এগিয়ে এল।

তাদের কামান রাখার উঁচু জায়গা হতে লাল তারকাখচিত মস্ত-কাবরণ উত্থিত হল। কমিউনিস্টরা কম্পিত কণ্ঠে গেয়ে উঠল তাদের আর্ন্তজাতিক সংগীত, 'দুনিয়ার মজদুর এক হও'। অনুপ্রবেশকারীদের পদভারে বাঁধান পাকা রাস্তা যেন আন্দোলিত হল। বিশাল পদক্ষেপ মন্থর হল। তারপর থেমে গেল। ধুলি মলিন ছাইরঙা ইস্পাতের ভয়াবহ প্রধান অগ্রগামী ট্যাংকটি আমাদের অপর পাশে স্থাপন করা হল। বিশাল কামানের নলটি আকাশের দিকে তাক করা হল। স্বাগত সম্ভাষণের পর একজন অফিসার অপর পাশে ঝুঁকলেন এবং রুটি ও লবণ তুলে নিলেন যেন বিস্ফোরন ঘটবে, এমন ভেবে অফিসারটি কালো রুটির টুকরাটির দিকে পলকহীন ভাবে তাকিয়ে রইলেন এবং তারপর হাসলেন। তার পিছনের তরুণ সার্জ্জেন্টটি চোখ টিপে আমাকে ইশারা করল।

'উত্তম! প্রিয়তমা!' দাঁত বের করে ফিক করে হাসল লোকটা, এবং আমাকে বলল, "তারপর তুমি আর কি দিতে চাও?"

সেদিন কিছুসংখ্যক মহিলা রাস্তা থেকে দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি বললাম, "আমি তোমাদের জন্য বাইবেল নিয়ে এসেছি।" এক কপি বাইবেল আমি তার দিকে এগিয়ে দিলাম।

"রুটি, লবণ আর বাইবেল! কিন্তু এখন আমাদের সকলের প্রয়োজন হচ্ছে মদের"। সার্জ্জেন্টটি অট্ট হাসিতে ফেটে পড়ল। লোকটি মাথার হেলমেটটি সরিয়ে নিল। তার মাথার সুন্দর চুলগুলো রৌদ্রের আলোতে চিকচিক করছিল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'যাহোক, তোমাকে ধন্যবাদ।'

ইঞ্জিন থেকে কালো ধোঁয়া নির্গত হল। সৈন্যশ্রেণী বজ্রনিনাদে গোলাবর্ষণ করল। আমাদের শ্বাস বুঝি বন্ধ হয়ে এল। আমরা আমাদের চোখ মুছলাম।

আমরা বাড়ী ফেরার পথে ট্রামগাড়ী থেকে রাশিয়ানদের লুন্ঠন করতে দেখতে পেলাম। মদের পিপাগুলি নিরাশ্রয়দের দিকে গড়িয়ে যেতে দেখলাম। মুরগীর মাংস, শুকরের রান, সসেজ, খাবার থলির ভেতরেই নষ্ট হতে থাকল।

সৈন্যরা শহরতলীর দোকানগুলির জানালার দিকে উত্তেজিত ভাবে অস্ত্র তাক করল। বুখারেস্ট শহর তারপর তার পূর্বের রূপ পাল্টিয়ে এক বিষন্নতার খোলস ধারণ করল। কিন্তু এতে দানব রাশিয়ান সন্তানেরা অবিশ্বাস্য রকম সমৃদ্ধ হয়ে উঠল।

যখন আমরা বের হতাম, রিচার্ড তাদের কয়েক জনের সাথে কথা বলত। কিন্তু তারা একটাই জবাব দিত; "আমরা কোথায় 'ভদকা' (রাশিয়ান মদ) পাব?" তাই আমরা কিছু নতুন পরিকল্পনা তৈরী করে বাড়ী ফিরলাম। এই সব অসহায় আত্মাদের পরিবর্তনের জন্য

ঈশ্বর সবার অলক্ষে বেছে নিয়েছিলেন, পৃথিবীতে তার প্রতিজ্ঞা করা স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য; কেবল মানবীয় প্রচেষ্টায় যা কখনো পূর্ণ হতে পারত না।

একটা বিষয়ে প্রত্যেকে নিশ্চিত হয়েছিল যে, নাৎসীদের ভয়াবহ তান্ডব এক সময় শেষ হয়ে যাবে। জনগণ আশা করত, রাশিয়ানরা শান্ত হয়ে আসবে এবং শীঘ্রই তাদের পথ শান্তি র দিকে ফিরিয়ে আনবে। কিছু সংখ্যক লোক ধারণা করত, একটি নতুন এবং অধিক সময় স্থায়ী অত্যাচারের যুগ শুরু হয়ে গেছে। আমি নিশ্চিত ভাবে বুঝতে পারিনি যে, 'আমরা কেবল এক পথ ধরে যাত্রা করেছি, যে পথ আমাদেরকে জেলখানায় নিয়ে যাবে, আমাদের বন্ধুদের কবরের দ্বারা যার সীমা নির্দেশিত হবে।

আমাদের বিয়ের পূর্বে রিচার্ড আমাকে একটা সতর্কবাণী বলেছিল, 'আমার সাথে তুমি সুখী জীবন কাটাতে পারবে না।' রিচার্ডের এই কথা আমি সেদিন বিশ্বাস করতে পারিনি।

সেই দিনগুলোতে আমরা ঈশ্বরকে অল্পই পরোয়া করতাম। অন্যান্য নাস্তিকদের চেয়ে একটু বেশিই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিহীন ছিলাম। আমরা সন্তান চাই নি। আমরা শুধু সুখ চাইতাম।

তারপর আমরা খ্রীষ্টিয়ান হলাম। রিচার্ড নরওয়ে, সুইডেন এবং ব্রিটেনে কাজ করল। সে একজন পালক হল। বিশ্ব খ্রীষ্টিয়ান পরিষদে একটা পদ পেল। রিচার্ড বিভিন্ন খ্রীষ্ট সম্প্রদায়ের চার্চে, আইনজীবি সম্প্রদায়ের নিকট, বেশ্যালয়ে এবং কারাগারেও প্রচার কাজ করেছে।

আমার বয়স যখন একত্রিশ বছর, তখন রাশিয়ানরা রুমানিয়ায় প্রবেশ করে। রিচার্ড তখন একজন সুপরিচিত ধর্ম প্রচারক এবং লেখক।

আমরা যিহুদী এবং খ্রীষ্টিয়ান এই উভয় অবস্থায় হিটলারের অনুগত মার্শাল এন্ট্যোনেসকৃ্য-দ্বারা অত্যাচার ভোগ করেছিলাম। রিচার্ডকে তিনবার গ্রেফতার করা হয়েছিল। আমরা উভয়েই সাতজন যিহুদীদের দলের সাথে বেআইনী-ধর্মীয় সভায় যোগদানের অপরাধে সামরিক আদালতে বিচারিত হয়েছিলাম। একজন রুমানিয়ান মহিলা থানায় এসেছিল এবং পুলিশ অফিসারকে বলেছিল, "আপনারা আমার যিহুদী ভাইদেরকে বিনা বিচারে আটকে রেখেছেন। ইহা হয়ত আমাকে একটা সুবিধা করে দিয়েছে তাদের সাথে কষ্টভোগ করতে।"

একথাটাই বেশি বলা হয়েছিল। এজন্য তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং আমাদের সাথে বিচার করা হয়েছিল। ঈশ্বর আমাদের জীবন পথে এরকম অনেক বন্ধু যুগিয়েছিলেন। তারা মানুষের দেহ বিশিষ্ট হলেও আমার কাছে তাদেরকে দেবদূতের মত মনে হত। তারা দিন রাত আমাদের মঙ্গলের জন্য কাজ করত। আমাদের জীবনের প্রতিটি বিপর্যয়ের সময় তারা সাহায্যার্থে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াতেন। ঈশ্বরের এরকম হাজার হাজার স্বর্গদূত রয়েছে। তাদের বহু সংখ্যককে ঈশ্বর ব্যবহার করেন আমাদেরকে গঠন করতে, আমাদের যা কাজ তাতে সাহায্য করতে।

অর্থডক্স মণ্ডলীতে এন্ট্যোনেসক্যুর প্রিয়ভাজন একজন প্রভাবশালী পুরোহিত ছিলেন। বিচারে তিনি আমাদের পক্ষ হয়ে কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, আমরা তার খ্রীষ্টে বিশ্বাসী ভাই। ফ্লেশ্চার নামে একজন জার্মান ব্যাপ্টিস্ট পালক এবং অন্যান্যরা আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, আমরা খ্রীষ্টের জন্য বিরাট কাজ করেছি। আমাদের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে তারা তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন। তারা বিচারকদের দ্বারা অপমানিতও হয়েছিলেন। তারা জানত, আমরা নির্দোষ এবং তারা আমাদেরকে নিরব সম্মতি দিত।

রিচার্ড যতবারই বিপদে পড়েছে, ততবারই তিনজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ওর পক্ষে মধ্যস্থতা করেছে। পালক শৌলহেইম এবং তার স্ত্রী, এবং সুইডেনের রাষ্ট্রদূত ভঁর‍্যিউতারসওয়্যর্ড। উনাকে শৌলহেইম এবং তার স্ত্রী আমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। উনারা তিনজন যদি রিচার্ডের মুক্তির ব্যাপারে বারবার মধ্যস্থতা না করতেন, তাহলে রিচার্ড হয়ত নাৎসীদের শাসন আমলের পুরো সময়টাই জেলখানায় পড়ে থাকত।

রাষ্ট্রদূত ভঁ র‍্যিউতারসওয়্যর্ড এর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল, যেহেতু মার্শাল এন্ট্যোনেসক্যু তাকে কেন্দ্রীয় দূতাবাসের দায়িত্ব দিয়েছিলেন মস্কোর সাথে যোগাযোগ রাখতে। (অবশ্য পরে এন্ট্যোনেসক্যুর মিত্র হিটলার যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেছিলেন) একবার যখন রিচার্ডকে গ্রেফতারকৃত ইহুদীদের মধ্যে ধরে নিয়ে যাওয়া হল, শ্রমিকদের আস্তানায় কাজ করতে; রিউতারস্ওয়্যর্ড এর শক্তিশালী প্রতিরক্ষা তখন তাকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি অসংখ্যবার আমাদেরকে সাহায্য করেছেন।

বুখারেস্ট শহর হয়ত সৌভাগ্যবান ছিল। একবার প্রদেশব্যাপী ভয়ানক সাম্প্রদায়িক হত্যাকান্ড সংগঠিত হল। লাসাইতে একদিনেই এগার হাজার ইহুদীকে জবাই করে হত্যা করা হল। বাইবেলে আছে, সদোম ও ঘমোরা শহর দুইটি ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা পেত যদি সেখানে মাত্র দশজনও ধার্মিক লোকও থাকত। সম্ভবতঃ বুখারেস্টে দশজন ধার্মিক লোক ছিলেন। যাদের জন্য বুখারেস্টে এমন বেপরোয়া হত্যাকান্ড হয়নি। আমরা শুনেছিলাম, তাসী শহরের সাতজন যুবতী মেয়ে নরওয়ের মিশনারীর সাথে রক্ষা পেয়েছিল। সিস্টার উলগা তাদেরকে যীশুর কাছে এনেছিলেন। কিভাবে আমরা হত্যাকান্ডের পূর্বেই তাদেরকে বুখারেস্টে পাচার করতে পেরেছিলাম? সে সময় ইহুদীদেরকে ভ্রমণ করার অনুমতি দেওয়া হতো না।

পুলিশ বিভাগে আমার এক বন্ধু ছিল। তিনি মেয়েদেরকে গ্রেফতার করে রাজধানীতে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। আমরা ট্রেনে তাদের সাথে দেখা করেছিলাম এবং তাদেরকে নিরাপদে আমাদের বাড়ীতে এনেছিলাম। তাসী থেকে অন্য একজন যুবকও তার মেয়ে বন্ধুর সাথে গ্রেফতার হয়ে রাজধানীতে পৌছেছিল। তাকেও আমরা আমাদের বাড়ীতে নিয়ে এসেছিলাম। তারা সকলেই আমাদের বাসায় এসে সারা বছর সাহায্য পেয়েছে এবং শান্তি উপভোগ করেছে। বিশেষ করে সেই যুবকটি। যখন আমাকে গ্রেফতার করা হত, সে তখন আমার পালকীয় কাজের স্থলাভিষিক্ত হত।

'ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়!' এবং আমরা এই ইচ্ছা করেছিলামঃ জবাই করে হত্যার হুমকি থেকে মেয়েদেরকে আমরা রক্ষা করতে চেষ্টা করব। কিন্তু অনেকেই আমাদের সাথে শুধুমাত্র অন্তর্ভুক্ত হতে চাইল না, তাই নয়, তারা তাদের উপর ন্যস্ত করা সহস্র জনের প্রতি খ্রীষ্টিয় দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হল। হয়ত তারা ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা পেত। তারা কেউ মুক্তি পেল না। প্রাদেশিক শহরগুলিতে হাজারে দশজন দশজন করে নির্বাসিত করা হল। আমার নিজ পরিবারের লোকজনও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। যারা সীমান্তবর্তী শহর জারনোভিচ এ বাস করত। তখন শীতকাল ছিল। অনেক বন্দীলোক তুষারপাতে আকস্মিক মৃত্যুমুখে পতিত হল। অন্যরা মারা গেল অনাহারে। সৈন্যরা বাকি অন্যদেরকে হত্যা করল। আমার মা, বাবা, ভাই, তিন বোন, অনেক বন্ধু এবং আত্মীয় স্বজন কখনো ফিরে আসেনি। এমনকি আজকের দিনেও স্মৃতিটা একটা ক্ষতের মত। যখন সে সব কথা মনে পড়ে, তখন যেন হৃদয়ের সে ক্ষত থেকে রক্ত ঝরে।

ইহুদী জাতির ইতিহাস এরকম মর্মপীড়াদায়ক ঘটনায় পরিপূর্ণ। সে সবের স্মৃতি প্রতিটা ইহুদীদের হৃদয়ে গভীরভাবে অংকিত আছে। অন্যান্য জাতির বিপুল সংখ্যক লোককে কাঁদাতে, ইহুদী জাতির এইসব স্মৃতিগুলি তাদের নিজেদের স্বত্তা ছাড়িয়ে সেইসব লোকদের হৃদয়েও আঘাত হানবে, যাদের উপরও এই একই রকম মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেছে।

নাৎসীবাদ সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হওয়ার সময় আমার একমাত্র পুত্র মিহায় এর বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বৎসর। তবু অন্যান্য শিশুদের চেয়ে তার সেই সময়ের অভিজ্ঞতা একটু বেশিই ছিল। আতঙ্ক এবং হত্যা তখন সব জায়গাতেই ছিল। মিহায় এসব দেখেছে। কিছুই বাদ রাখেনি। আমাদের বাসাটা ছিল জনবহুল এলাকায় এবং প্রতি রাতেই লোকজন তাদের সমস্যার কথা বলতে আমাদের বাসায় আসত। সে (মিহায়) এসব শুনত এবং জানতে পারত নিষ্ঠুরতা এবং নিদারুন নির্যাতনের বিবরণ। রিচার্ড তাকে শিক্ষা দিত। এসব বিষয়ের গল্পও তার কাছে বলত। মিহায় তার বাবাকে অত্যন্ত ভালবাসা ও শ্রদ্ধার চোখে দেখত। মিশনের কাজে সব সময় ব্যস্ত থাকলেও রিচার্ড, প্রতিদিন কিছু সময় বের করে নিত মিহায় এর সাথে গল্প করার জন্য এবং খেলাধূলা করার জন্য। একদিন সে ব্যাখ্যা করল কিভাবে যোহন বাপ্তাইজক যার দুটি কোট আছে, যার নাই তাকে একটি দিয়ে দেয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। মিহায় বলে উঠল, 'তোমার দুটি স্যুট আছে বাবা'। রিচার্ড জবাব দিল, 'অতএব আমাকে একটা স্যুট তাকে দান করতে হবে, যার কোন স্যুট নাই- এইতো?' মিহায় মাথা নাড়ল। রিচার্ড সে বছরই প্রথম নতুন স্যুট বানিয়েছিল। -'বাবা, তুমি তোমার নতুন স্যুটটা বৃদ্ধ আইওনেসক্যুকে দিয়ে দিতে পার। উনি সবসময় ময়লা দূর্গন্ধযুক্ত জ্যাকেট পরে থাকেন।'

রিচার্ড প্রতিজ্ঞা করল, তার নতুন স্যুটটা আইওনেসক্যুকে দিবে। এতে মিহায় খুশি হয়ে ঘুমাতে গেল। গুরুত্ব সহকারে ওকে যা বলা হত, তাই ভালকরে মনে গেঁথে রাখত এবং তা থেকে ওর নিজের একটা সিদ্ধান্ত বের করত। ওর বাবা কিভাবে আন্তরিকতার সহিত অন্যদের জন্য কাজ করে তা গভীর মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করত। রিচার্ড যাদেরকে ধর্মান্তরিত করত, (খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দিত) মাঝে মাঝে তাদের একটা উত্তম প্রভাব পড়ত মিহায় এর উপর। মিহায় নতুন বিশ্বাসীদের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠত। তারা ওর জন্য খেলনা এবং মিষ্টি নিয়ে আসত।

যুদ্ধকালীন সময়ে আমরা একটি নতুন ছোট বাসায় চলে গিয়েছিলাম। আমাদের এই নতুন জায়গার প্রতিবেশীরা ছিল ভয়ানক বিদ্বেষি। তাদের এই ঘৃণা বেষ্টন করে রেখেছিল ইহুদী এবং খ্রীষ্টিয়ানদের। বিশেষ করে খ্রীষ্টিয় পুরোহিত বা ধর্মযাজকদের। এই ঘৃণাকে উসকে দিতে তারা একটা ভূমিকা রাখত। কিছু সংখ্যক লোক আমাদেরকে বিভিন্ন চাপ ও বিপদে নিমজ্জিত করে আতঙ্কগ্রস্ত করতে চাইত। কিন্তু তারা এতে ব্যর্থ হত।

আমাদের বাসার সামনের আঙ্গিনায় কঠোর সামরিক রক্ষী বাহিনীর নেতা কর্ণেলিও কডরিয়্যান্যু একটি বড় পোষ্টার লাগিয়ে রেখেছিল- যার প্রতিটি বর্ণ ছিল ইহুদী বিদ্বেষি। এবং আমাদের পরিচয় পত্রেও আমরা যে ইহুদী এ ছাপ লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল। আমরা ইহুদী, এ ছাপতো আমাদের হৃদয়েও অংকিত আছে। ওদের ব্যবহারে আমরা কিছুতেই শান্তিতে থাকতে পারতাম না।

রিচার্ড তবু আমাদের প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে যেত, তাদের সাথে যেচে আলাপ করতে। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যীশুর জন্য কোন না কোন আত্মাকে অবশ্যই জয় করা যাবে। রিচার্ডের একটা আস্থাপূর্ণ প্রত্যয় ছিল যা বিশ্বব্যাপী সার্বজনীন বিদ্বেষভাব এবং পাশবিকতার দ্বারা এত সহজেই আতংকিত হয়নি। আমাদের প্রভু ত্রাণকর্তার বিষয়ে প্রচার করতে এবং ঈশ্বর যে বিনা অপরাধেও কাউকে শাস্তি দিতে পারেন, এ বিষয়ে সর্তক করতে বিভিন্ন রকম ভিন্ন ভিন্ন একদম উপযুক্ত বাক্য খুঁজে পেতে রিচার্ডের জুড়ি ছিল না। সে লোকদেরকে মুগ্ধ করতে ও মিষ্টি কথায় ভুলাতে ওস্তাদ ছিল। তার নীল চক্ষু আপনার অন্তরের গভীর পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারবে।

রিচার্ড কাজ করতে যেত একজন দক্ষ সেনানায়ক যেমন সুকৌশলে সৈন্য পরিচালনা করে, তেমন ভঙ্গিতে। আমাদের নতুন গর্ভণর থেকে শুরু করে আমাদের প্রতিবেশীদের এক এক করে সবার কাছে যেত। সবাইকে চেষ্টা করত হাসাতে।

আমরা যে বাসায় থাকতাম, তার তিন তলায় থাকতেন মিঃ পারভ্যালেসক্যু। তিনি নিন্দায়, উত্তেজনায় চিৎকার করে বলে উঠতেনঃ "তোমাদের ইহুদীদের নিন্দিত ও ঘৃণিত বিষয়ই আছে। কোন ভালকিছু নাই।"

রিচার্ড তাদের বৈঠকখানায় দাঁড়িয়েই সহজভাবে জবাব দিতঃ "ঐ তো একটা সুন্দর সেলাই মেশিন, বলুনতো কারা এটা উদ্ভাবন করেছে? একজন গায়ক! গান গেয়ে যান সুরকরে- এটা কি ইহুদীরা আবিস্কার ও প্রচলন করেনি? মিঃ পারভ্যালেসক্যু, আপনি যদি সত্যিই ভাবেন যে, ইহুদীরা এতই গুরুত্বহীন ও বাজে, তাহলে আপনার জন্য তো ভাল ইহুদীরা যেসব বিষয় আবিষ্কার ও প্রচলন করেছেন তা থেকে মুক্ত হওয়া, দূরে থাকা। আপনি কি তা পারবেন?"

আমাদের আশে পাশে প্রতিহিংসা পরায়ন লোকেরা ছিল। মধ্যবয়সী মহিলা জ্যাজৈসক্যু, আমাদের দেখলেই 'ঐতো ইহুদীরা' বলে পরিহাস করত এবং নানা অসভ্য রকমের আচরণ দ্বারা আমাদেরকে জ্বালাতন করত।

কিন্তু শীঘ্রই তিনি রিচার্ডের অন্তরঙ্গ বন্ধু হলেন, এবং রিচার্ডের নিকট তার দুঃখ-দুর্দশার কথা বলতেন। তার স্বামী তাকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। তার যুবক পুত্রটি অসভ্য লম্পট ছিল। তার আশঙ্কা ছিল ছেলেটি হয়ত এইডস এর মত কোন কঠিন যৌনরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়বে। রিচার্ড মহিলাটিকে কথা দিয়েছিল, তার ছেলের সাথে কথা বলে তাকে সংশোধনের চেষ্টা করবে।

রিচার্ড বলত, 'হয়ত সে কোন কিছুতে আক্রান্ত হয়েছে। এখন এই বিষয়গুলোর আরোগ্য হতে পারে। যদিও এসব থেকে আরোগ্য হওয়ার প্রতিষেধক একজন ইহুদী আবিষ্কার করেছেন।

রিচার্ড ওদের অন্তর থেকে ইহুদীদের প্রতি বিরূপ ধারণা ও কুসংস্কারের ভিত্তিমূল ভেঙ্গে দিল। তারপর তাদের কাছে সুসমাচারের বাণী প্রচার করল। শীঘ্রই তারা পরিবর্তিত হতে শুরু করল। আমরা নম্রভাবে তাদের সাথে মিশতাম; এটা পরে তাদের প্রভাবিত করত। কডরিয়্যান্যুর সেই বিশাল ইহুদী বিদ্বেষি পোষ্টারটি অপসারিত হল। তার স্থলে বাইবেলের পদলিখিত ছোট পোষ্টার শোভা পেল। ভিতরে যেন অন্য এক পৃথিবীতে আমরা শান্তিও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করতে থাকলাম। যখন বাইরে দূর্বার নারকীয় অবস্থা বিরাজমান ছিল।

আর এক নতুন বন্ধু পেলাম। বন্ধুটি ছিল একজন পুলিশ বিভাগের লোক। তিনি মটর সাইকেল নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। প্রচুর মদপান করতেন, মাতাল হয়ে বউকে বেদম প্রহার করতেন। লোকটিকে সংশোধন করার জন্য রিচার্ড তার সাথে কথা বলল। সে অনুতপ্ত হয়ে মন ফেরাল, যীশু তাকে একটি নতুন হৃদয় দান করলেন। তিনি আমার ছেলে মিহায়কে তার মটর সাইকেল চড়ালেন। সেই সময় মটর সাইকেল দুর্লভ বস্তু ছিল। মিহায় মটর সাইকেলে চড়ে। মনে হল সে যেন পৃথিবীতে সবচেয়ে আনন্দিত এবং সুখী বালক।

যখন বিমান যুদ্ধ শুরু হল, আমরা শহর ত্যাগ করতে পারলাম না। ইহুদীদের ভ্রমনের উপরে সরকারী নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিন্তু সেই পুলিশ বন্ধুটি মিহায়কে নিয়ে গিয়ে বন্ধুদের সাথে দেশের বাইরে থাকলেন, যতদিন দেশের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা যদি চ্যালেঞ্জ করত যে, মিহায় ইহুদী সন্তান তাই মিহায়কে পুরানোদিনের একটা সুন্দর রুমানিয়ান নাম, 'জঁ ম ভ্লাদ' বলে ডাকা হত। মিহায় ছদ্মনামে পালিয়ে থাকার এই উত্তেজনাপূর্ণ অভিজ্ঞতায় খুবই রোমাঞ্চ অনুভব করত।

নিষ্ঠুরতা এবং নির্যাতনের বিষয়ে মিহায় অনেক কিছু শুনেছিল। কিন্তু এই গৃহে সে প্রচুর পরিমানে দয়া পেয়েছিল। সে কেবল তার বন্ধু বান্ধবদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। তাদের ভালবাসা থেকে সে অনেক শিক্ষা পেয়েছিল। যা তার পরবর্তী জীবনে বিরাট অবদান রেখেছিল।

আমার আর এক বান্ধবী ছিল। তার নাম আনুৎজা। তাকে একদিন আমাদের বাসায় কফি খাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালাম। সে ছিল ছোট খাট গড়নের, খুব ফর্সা, বেশ মনোরম এবং হাসি-খুশি, প্রফুল্ল। সে নরওয়ে থেকে এসেছিল। মিষ্টি কণ্ঠে প্রবাহমান নদীর মত কলকল করে কথা বলে যেত।

'হে রাশিয়ানরা! তোমরা কি শুনেছ মস্কোর সাথে আমরা নতুন কি আচরণ করেছি? তারা আমাদের সমস্ত গম নিয়ে নেয়, আর এর বদলে আমরা আমাদের সমস্ত তেল তাদের দিয়ে দেই। গতকাল আমি এক রাশিয়ান সৈনিককে দেখেছিলাম, তার উভয় হাতে তিনটি করে হাতঘড়ি ছিল। তারা রাস্তায় লোকজনের কাছ থেকে এসব ঘড়ি এমনভাবে ছিনিয়ে নেয়, যেন বাসের টিকেট সংগ্রহ করছে!'

আনুৎজা হাসল, কিন্তু দেশের যা অবস্থা তা মোটেও হাসির কোন বিষয় নয়। সোভিয়েত বাহিনী রুমানিয়া থেকে যেসব মালামাল লুণ্ঠন করে নিয়ে ছিল তার মূল্য হাজার হাজার মিলিয়ন ডলার। সে সময় ক্রেমলিনের আদেশে আমাদের নৌবাহিনীর জাহাজ আমাদের বানিজ্য বহর, রেল ইঞ্জিন এবং প্রত্যেকটা গাড়ী রাশিয়াতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। দোকানগুলো শূন্য করা হয়েছিল। এখানে সেখানে অপেক্ষা করা মানুষের সীমাহীন লাইন ছিল। কিন্তু স্টালিন বলেছিল, সোভিয়েত বাহিনী জার্মানীকে চুড়ান্তভাবে পরাজিত করলেই রুমানিয়া থেকে চলে যাবে। আর সম্ভবতঃ খুব শীঘ্রই তা হবে।

"ওহ! আমাকে ভাল কিছু বলতে দাও। সাবিনা, আমি শুনেছি তুমি মহিলা সভায় কথা বলেছিলে, খুবই সুন্দর হয়েছিল তোমার কথা বলা। তোমার স্বামীর বক্তৃতাটাও চমৎকার হয়েছিল। এতবেশি ইতিহাস, শিল্পকলা, দর্শনের বিষয়ে বলা বরং দু'ঘন্টায় অনেক লম্বা নয় কি? আমরা নরওয়েতে এত দীর্ঘ কিছুতে অভ্যস্ত নই, তথাপি আমার নিজের কারণে আমি কেবল চেয়েছিলাম, তিনি যেন তার কথা বলা চালিয়ে যান, চালিয়ে যান।"

আন্যুৎজা বকবক করতে পছন্দ করত। আমাদের মণ্ডলীর **'বন্ধু'** নামের একটি সাময়িক পত্রিকার সংখ্যাগুলো সংগ্রহ করতে সে এসেছিল আমাদের বাসায়। ফ্যাসীবাদী সরকার আমাদের এই পত্রিকাটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। তখন আমরা সকলেই এর পুরাতন সংখ্যাগুলির প্রচার কাজ করতাম।

অল্পকাল স্থায়ী কিছুটা ধর্মীয় স্বাধীনতা আমরা উপভোগ করেছিলাম। স্বৈরাচারী এন্টোনেসক্যু কে গ্রেফতার করে মস্কো নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তারপর আবার রুমানিয়ায় ফেরত এনে গুলি করে হত্যা করা হয়। অর্থডক্স মণ্ডলীর প্রধান পুরোহিত এবং যাজকেরা, যারা ইহুদী এবং প্রটেষ্ট্যান্ট মণ্ডলীর খ্রীষ্টিয়ানদের উপর অত্যাচার করে তাদের ক্ষমতার ব্যবহার করত, তারাও তাদের এই লাগামহীন কর্তৃত্ব হারিয়েছিলেন।

অবশেষে আমরা একটি গণতান্ত্রিক সরকার পেলাম। রাশিয়ানদের সন্তুষ্ট করার জন্য কমিউনিস্টদের কয়েকটি সরকারী পদ দেওয়া হল। কেহই পুরোপুরি ভাবে বুঝতে পারেনি এর পরবর্তী সময়ের জন্য কি পরিকল্পনা করে রাখা হয়েছিল।

'যাহোক' তারা বলত, 'আমাদের এই দেশের জনসংখ্যা বিশ মিলিয়ন। এখানে সত্যিকার ভাবে যারা কমিউনিস্ট আছেন তাদের সংখ্যা তো একটা ফুটবল খেলার স্টেডিয়াম পূর্ণ করার পক্ষেও যথেষ্ট নয়।'

যুদ্ধকালীন সময়ে যারা নাৎসীদের অত্যাচারের শিকারে পরিণত হয়েছিল, আমরা তাদের সাহায্যের জন্য কাজ করতাম। তারা হল বন্দী শিবিরের ইহুদীরা, পিতৃমাতৃহীন শিশুরা যাদের মা বাবাকে হত্যা করা হয়েছিল, রুমানিয়ার প্রটেষ্ট্যান্ট খ্রীষ্টিয়ানরা, যাদের এন্টোনেসকূ্যর হুকুমে সীমাহীন অত্যাচার করা হয়েছিল। আমরা প্রথমে ত্রাণকাজ পরিচালনা করেছিলাম হাঙ্গেরীর ইহুদীদের প্রতি, এবং অন্যান্য অত্যাচারিত সংখ্যালঘু কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি।

কিন্তু আর এক সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠির উদ্ভব হয়েছিল। শিকারীরাই শিকারে পরিণত হয়েছিল। যুদ্ধের বিপদজনক অবস্থায় পশ্চাদাপসরণকারী জার্মান বাহিনীর কিছু সংখ্যক সৈন্য পিছনে থেকে গিয়েছিল; যাতে তাদের উপর আক্রমণকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে এবং অনেকেই মারা গিয়েছিল।

আমরা চরমভাবে ন্যাৎসীদের বিরোধিতা করতামঃ তারা লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করেছিল; পুরো দেশটাকে ধ্বংস স্তুপে পরিণত করেছিল। শহর ত্যাগ করার আগে তারা তা ধ্বংস করে দিয়ে যেত। আমাদের বন্ধু বান্ধব এবং আত্মীয় স্বজনদেরকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। কিন্তু পরে তারা পরাজিত হয়েছিল এবং বিপদ ঘটানোর চেষ্টা করতে পারেনি। যেসব জার্মান সৈন্য থেকে গিয়েছিল, তাদের অধিকাংশ আমাদের মত স্বাভাবিক ভাবেই যুদ্ধের শিকারে পরিণত হয়েছিল। তারা অত্যধিক ক্ষুধার যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিল, এবং তারা আতঙ্কগ্রস্থ ছিল। আমরা তাদেরকে সাহায্য করতে অসম্মতি জানাতে পারিনি।

লোকেরা বলতঃ "তোমরা তো এইসব খুনিদের সাহায্য করতে নিজেদের উপর বিপদ ডেকে আনছ।"

রিচার্ড বলতঃ "ঈশ্বর সব সময় অত্যাচারিতদের পাশে থাকেন"। এটা শুধু মার্টিন বোরম্যান এবং তার সহযোগীদের জন্য নয়; যাদেরকে পশুর মত হত্যা করা হয়েছিল। এটা সেই সব আহাম্মক ছেলেদের জন্যও, যারা রবিবার দিন বিকালে বাদামী পোষাক পড়ে প্যারেড করে মনে করে যে, এরকম করলে সৈনিক হতে পারবে। এবং প্রত্যেকেই তো নাৎসীদের ঘৃণিত বেপরোয়া হত্যাকান্ডে অংশগ্রহণ না করে বরং নিজেদের মৃত্যুকে বরণ করে নেয়ার মত যথেষ্ট সাহসী ছিল না।

ইহুদী বিদ্বেষি ভাব জার্মান এবং রাশিয়ান উভয়ের মধ্যেই প্রবল ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যেই একটি ক্ষুদ্রদল ছিল যারা নিজেদের জীবনকেও বিপদের মুখে ফেলে অসহায় ইহুদীদের সাহায্য করত। কেন বর্বর হিটলার এবং তার কিছু সংখ্যক অনুসারীদের জন্য গোটা জার্মান জাতিকে ঘৃণা করছ? জার্মানীদের মধ্যে তো মহান ব্যক্তিও আছেন। তাদের মহান সাধু ব্যক্তিদের সম্মানে কেন অন্যান্য জার্মানদের ভালবাসতে পারছ না? সেই সব মহৎপ্রাণ লোকেরাতো সংখ্যায় কম হলেও নিজেদের জীবন বাজি রেখে বর্বরদের অত্যাচার প্রতিহত করতে চেষ্টা করেছে।

বাইবেল আমাদেরকে ইহুদী হওয়ার প্রকৃত অর্থ বলে দিয়েছে। বাইবেলের 'ইহুদী' শব্দটি হিব্রু ভাষার শব্দ এবং এর বুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে, সাহায্যার্থে কারো পাশে দাঁড়ানো। প্রথম হিব্রু (ইব্রীয়) ছিলেন অব্রাহাম। এবং তিনি কারো সাহায্যার্থে পাশে দাঁড়ানো কথাটির

প্রকৃত অর্থ প্রকাশক জীবন্ত সত্ত্বা ছিলেন। যখন সমস্ত মানুষ প্রতিমা পূজা করত, অব্রাহাম জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসনা করতেন। যখন অন্যরা তাদের প্রতিবেশীদের চেয়ে খারাপ কিছু করার পন্থায় প্রতিহিংসার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল; তখন ঈশ্বর মন্দ থেকে ভালোর দিকে লোকদের ফিরিয়ে আনবার কিছু গুণাবলী ও সামর্থ তাঁকে দান করেছিলেন।

এক সময় তিনজন জার্মান অফিসার আমাদের বাড়ীর প্রাঙ্গনে একটি ছোট গুপ্তঘর তুলেছিল। এটা ছিল একটা গুপ্ত গ্যারেজ। এর অর্ধেকটা বরফে ঢাকা ছিল। আমরা তাদের খাওয়াতাম; যদিও আমরা তাদের পূর্বোকার বর্বরতা এবং নিষ্ঠুরতাকে ঘৃণা করতাম। আমরা নিজেরা প্রতিহিংসা মূলক উৎপীড়নের শিকার ছিলাম। তবু আমরা তাদের সাথে তখন কথা বলতাম। তাদেরকে সহানুভূতি সম্পন্ন করতে চেষ্টা করতাম।

একদিন বিকাল বেলায় যখন আমাকে ডাকা হল, তাদের ক্যাপ্টেন আমাকে বললঃ 'আমার মনের কিছু কথা তোমাকে বলব। তুমি জান যে, আমাদের মত জার্মান সৈনিকের জন্য তুমি যা করেছ তাহল আমাদেরকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে জীবন এবং আশ্রয় দিয়েছ। তুমি এরূপ মহৎ কাজ করেছ; তথাপি তুমি একজন ইহুদী। আমি তোমাকে বলছি, যখন জার্মান বাহিনী পুনরায় বুখারেস্ট দখল করবে- এটা নিশ্চিত যে একদিন জার্মানীরা বুখারেস্ট দখল করবেই করবে। তখন আজকে আমাদের সাথে যেরূপ ব্যবহার তোমরা করছ, এরূপ ব্যবহার তোমাদের সাথে করতে পারব না।'

ক্যাপ্টেন আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে রইল। আমি ভাবলাম, আমার বুঝিয়ে বলা উচিত। আমি উপর দিকে উল্টানো একটা বাক্সের উপর বসলাম, এবং বললামঃ 'আমি আপনাদের আশ্রয়দাতা, আপনারা আমার অতিথি, এবং আমি একজন অতিথি সেবক। আমার পরিবারের সবাইকে নাৎসীরা হত্যা করেছিল। কিন্তু এখন যেহেতু আপনারা আমার ছাদের নিচে আছেন, তাই আপনাদের নিরাপত্তার জন্যই শুধু আমরা দায়ী নই; অতিথি হিসাবে আপনাদের উপর আমাদের একটা দায়িত্বও আছে। বাইবেল বলে, 'যে কেহ মানুষের রক্তপাত করে, তারও রক্তপাত করবে।' কিন্তু আমি আপনাদের রক্তপাত করিনি, বরং রক্ষা করেছি। আমি আপনাকে সেরূপভাবে রক্ষা করতে পারি, যেরূপভাবে পুলিশ রক্ষা করে। কিন্তু ঈশ্বরের ক্রোধ হতে আমি আপনাকে রক্ষা করতে পারব না।'

'বড় অদ্ভুত কথা। এটা এক ধরণের শঠতা'- বলে ক্যাপ্টেন তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল।

ক্যাপ্টেন আমার কাঁধে মৃদু আঘাত করলেন। আমি পিছনের দিকে ঘুরলাম। তার হাত নিরপরাধদের রক্ত ঝরিয়েছিল। তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করলেনঃ 'আমি খারাপ ভাবে ইহা বলিনি। আমি কেবল আশ্চর্য হয়েছি, কেন একজন ইহুদী তার নিজের জীবনের উপর ঝুঁকি নিয়ে একজন জার্মান সৈনিককে রক্ষা করতে চায়। আমি ইহুদীদের পছন্দ করিনা এবং ঈশ্বরকেও ভয় করিনা।'

'আসুন আমরা এটা মিমাংসা করি' আমি জবাব দিলাম, আমরা বাইবেলের পুরাতন নিয়মের একটি বাক্য স্মরণ করতে পারি। "তোমাদের নিকটে তোমাদের স্বদেশীয় লোক

যেমন, তোমাদের সহপ্রবাসী বিদেশী লোকও তেমনি হইবে; তুমি তাহাকে আপনার মত প্রেম করিও; কেননা মিশর দেশে তোমরাও বিদেশি ছিলে" (লেবীও ১৯ঃ৩৪ পদ)।

'সে হতবুদ্ধি ছিল। এটাতো হাজার বছর আগের কথা। মিশরীয়দের হাতে তোমার পিতৃপুরুষেরা নির্যাতন ভোগ করে থাকলে আজকের দিনে এর কি তাৎপর্য রয়েছে তোমার কাছে?

আমি বললাম, 'ঈশ্বরের নিকট হাজার বৎসর একদিনের সমান। প্রাচীন জ্ঞানী লোকেরা আমাদের পিতৃপুরুষদের বিষয়ে যা বলেন আমরা তা একটা স্মৃতি পুস্তকের মত আমাদের স্মৃতিতে জমা করে রাখি। আমরা তাদের জানি নাই, কিন্তু তারা আমাদের আবেগ অনুভূতির বিষয়গুলি, আমাদের বিচারের বিষয়গুলি ধার্য করে গেছেন।

দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বর কথা বলেন উত্তম প্রজ্ঞার সাথে, 'বিদেশী আগুন্তকদের ভালবাস, বলতে গেলে আমরা সবাই একজনের কাছে আর একজন অচেনা বিদেশী আগুন্তকের মত। এমনকি আমাদের নিজেদের কাছেও।'

জার্মান অফিসার বলল, 'এক মিনিট থাম। আমাকে বলতে দাও। ইহুদীরা জার্মানদের বিরুদ্ধে এবং সমগ্র মানব জাতির বিরুদ্ধে অন্যায় করেছে। অবশ্যই তোমরা আমাদেরকে ইহুদী জাতির প্রতি অন্যায় অত্যাচারী হিসাবেই দেখ। তুমি কি জার্মানীদের সকলকেই ক্ষমা করতে পার?'

আমি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে জবাব দিলাম, 'এমনকি সবচেয়ে জঘন্যতম অন্যায়েরও ক্ষমা পাওয়া যায় যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসের দ্বারা। আমার ক্ষমা করার কোন অধিকার নেই। একমাত্র যীশুই ক্ষমা করতে পারেন, যদি আপনি অনুতাপ করে তাঁর কাছে ফিরে আসেন।'

উঠানের বাইরে কোমল বরফের উপর দিয়ে মচমচ করে হেঁটে আসা কারো পদধ্বনি শুনলাম। একটি ছিদ্রের ভেতর দিয়ে উঁকি মেরে তাকালাম। না। যা ভেবেছিলাম, তা নয়। শব্দটা ছিল আমাদের পাশের দরজায় বৃদ্ধ বধির দারোয়ানের। রিচার্ড ক্যাপ্টেনকে সিগারেট দিল। (যদিও রিচার্ড নিজে ধুমপান করা পছন্দ করে না) ক্যাপ্টেন তা থেকে একটা সিগারেট তিনি ধরালেন। তিনি তৃপ্তি সহকারে সিগারেটের ধূয়া টানলেন। এবং সিগারেটের আধপোড়া অংশটুকু তার বন্ধুকে দিলেন। তারপর বললেনঃ *গ্যা দি ফ্র্যা* আমি তোমার কথা মেনে নিব না। তবে তুমি যে রকম বলেছ, মন্দের পরিবর্তে ভাল কিছু ফিরিয়ে দেওয়ার উপহার যদি কাউকে দত্ত না হয়, তাহলে সম্ভবতঃ কোনদিনও এই রক্তপাতের খেলা বন্ধ হবে না।'

আমি যখন চলে আসার জন্য উঠে দাঁড়ালাম, তারাও আলোচনা সমাপ্ত করে উঠে দাঁড়াল। এবং আমাকে অভিবাদন জানাল। আমি তাদের লড্রিতে আমার বাজার করার ব্যগ রেখে চলে এলাম।

এই তিন জন জার্মান সেনা সম্ভবতঃ নিরাপদে সীমান্ত অতিক্রম করে জার্মানীতে যেতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাদের মত হাজার হাজার জার্মান সৈন্য আটকা পড়েছিল, এবং

সোভিয়েত শ্রমিক শিবিরে রাশিয়ান খ্রীষ্টিয়ানদের সাথে বছরের পর বছর বন্দী জীবন কাটিয়ে মারা গিয়েছিল। সেই খ্রীষ্টিয়ানেরা তাদের হয়ত আরো কিছু শিক্ষা দিয়েছিল।

প্রত্যেকটা জার্মান সৈন্যই তাদের সেনাবাহিনীর এই পোষাক থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল। কত গর্বের সঙ্গেই না তারা একদিন এই উত্তম পোষাক, ব্যজ এবং মেডেল পরেছিল। কতই না কঠিন দুঃখের ব্যাপার ছিল তাদের জন্য যে, গৌরবের পোষাকের পরিবর্তে আমরা তাদেরকে যে কমদামী সাধারণ পোষাক দিতাম, তাই তাদের পড়তে হত।

রিচার্ড সেই সময়ে রাশিয়ান সৈন্যদের আমাদের বাসায় আনতে শুরু করেছিল। রাশিয়ান সৈন্যদের কাছে যীশুর বিষয়ে বলতে ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। অন্য লোকেরা ন্যায়তঃই বিশ্বাস করত দেশটা রাশিয়ানদের থেকে মুক্ত হওয়া উচিত।

আন্যুৎজা আমাকে বলত, "সাবিনা, তুমি সর্তক থেকো। যদি দুইজন সৈনিক একসঙ্গে তোমাদের বাসায় আসে, তখন কি করবে?" আমি তার কথার অর্থ বুঝতাম, তবু সেরকম কিছু ঘটার আশংকায় সর্তক থাকিনি।

রাশিয়ান সৈন্যরা ঘড়ির খুব ভক্ত ছিল। রিচার্ড চোরাই বাজারের সস্তা ঘড়ির দালাল, এই ছদ্মবেশে রাশিয়ান সেনা ছাউনিতে যাতায়াত শুরু করে। একদল সৈন্য তার পাশে এসে ভীড় জমাত। কিছু সময় পর সে তাদেরকে বাইবেলের বিষয়ে কথা বলত।

একজন বয়স্ক সৈনিক বলে উঠত, "তুমি আমাদের কাছে ঘড়ি কিনতে আসনি, তুমি এসেছ আমাদের কাছে ধর্মের কথা বলতে। সাধুদের কথা বলতে।"

সেনা ছাউনিতে ধর্মীয় বিষয়ে কথা বলা নিরাপদ ছিল না। যখন রিচার্ড কথা বলত, একজন সৈনিক সর্তকতার সংকেত দিতে তার হাত রিচার্ডের হাঁটুর উপর রাখত। এবং বলতঃ

"এখন ঘড়ির কথা বল। সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের লোক আসছে।"

রাশিয়ান সেনাবাহিনী গুপ্তচরে পূর্ণ ছিল। তারা কমিউনিস্ট সাথীদের কাছ থেকে গোপনে তথ্য নিত এবং তারা যা বলত; তা উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে রির্পোট করত। তরুণ সৈনিকগণ ঈশ্বরের বিষয়ে কিছুই জানত না। তারা কখনো বাইবেল দেখেনি। এবং কখনো গীর্জার ভিতরে প্রবেশ করেনি। তখন আমি বুঝতে পেরেছি, কেন রিচার্ড বলত, রাশিয়ানদের নিকট সুসমাচার পৌছান হল, 'পৃথিবীতে স্বর্গ স্থাপন করা।'

আমি কয়েকজন উচ্চ শিক্ষিত লোকদের সন্ধান পেয়েছিলাম, যারা জার্মান ও ফ্রেঞ্চ এই উভয় ভাষাই জানত।

আমি তাদের ধর্মীয় মতবাদ সম্পর্কে বলেছিলাম, "যে বাক্য আমি বিশ্বাস করি তা থেকে ধর্মীয় মতবাদের উৎপত্তি"। ইহা (ধর্মমত) কোন রাজনৈতিক পার্টির আদেশের মত নয়, যা আপনি যেটা ভাবেন আপনাকে তাই বলে। বরং ধর্ম বিশ্বাস আপনাকে বলে যে, আপনাকে আপনার নিজস্ব স্বত্ত্বায় একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন 'আমি' হতে হবে। আপনাকে অবশ্যই আপনার নিজের সম্বন্ধে ভাবতে হবে।'

"একজন সৈনিক সবচেয়ে মন্থর গতি সম্পন্ন ট্রাককে দ্রুতগতিতে চালায়। একটি বড়দলে থেকে মানুষেরা যদি অগ্রসর হতে পারে তাহলে তারা সবচেয়ে মন্থর গতি মানুষটিকে তিরস্কার করবে। যীশু খ্রীষ্ট মানুষের বৃহৎ দলের বাইরে আপনাকে ডাকেন। মানুষের প্রতি সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ হচ্ছে তার 'হা' অথবা 'না' বলার অধিকার তাদের আছে।" এমনকি ঈশ্বরকেও।

"মানুষেরা সত্যের প্রতি জেগে উঠতেছে", ইহা খুবই চমৎকার দৃশ্য ছিল।

আমাদের মণ্ডলীর একটা বড় অংশ কাজে জড়িয়ে পড়েছিল। আমরা কৌশলে সেন্সর বোর্ডকে এড়িয়ে চলে হাজার হাজার কপি সুসমাচার রাশিয়ান ভাষায় প্রকাশ করেছিলাম। রাশিয়ান সেনাবাহিনী উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচরণ করত। তাদের নিকটে সুসমাচার পৌছানো আমাদের জন্য কঠিন ছিল। আমরা একটি নতুন কৌশল আবিষ্কার করলাম। সেনাদল মালবাহী গাড়ীর সহিত যেত। যখন একটি ট্রেন চলতে শুরু করত, মালবাহী ট্রেনটিকে ঘন্টাখানেক লাইনে অপেক্ষা করে থাকতে হত; তখন আমরা তাড়াতাড়ি এক কপি বাইবেল ট্রেনের ভিতর ফেলে দিতাম।

রাশিয়ান সেনারা মাঝে মাঝে আমাদের অতিরিক্ত কক্ষে ঘুমাত। একদা ছয়জন থেকেছিল সেই বিকাল বেলায়, তাদের বুট এবং রাইফেল সহ। ঘরকে উকুন মুক্ত রাখতে আমি বড় ধরনের ঝামেলা করেছিলাম। কিন্তু সৈন্যরা ঘাবড়ে গিয়েছিল। এটাই ছিল দীর্ঘ সময় তাদের একটি ঘরে বাস করা। তারা তাদের দুমদাম শব্দপূর্ণ সেনাছাউনি থেকে একঘন্টার জন্য কত স্বাচ্ছন্দে থেকেছিল! কিন্তু তারা তাদের ছিনতাই কাজ বন্ধ রাখেনি। রাষ্ট্রীয় ইউনিফরম পরা দুজন তরুন সৈনিক দরজার কাছে এসে আমাদের মুখামুখী হল।

ছিনতাই করা তিনটি ছাতা দেখিয়ে তারা বলল, 'আপনারা কি একটা ছাতা কিনতে চান?'

রিচার্ড জবাব দিল, 'আহ্ আমরা তো খ্রীষ্টিয়ান। তোমরা ছিনতাই করা জিনিস আমাদের কাছে নিয়ে এসেছ কেন? আমরা কিনি না, বিক্রয় করার মত আমাদের কিছু আছে'। রিচার্ড ডেকে তাদের ভিতরে নিয়ে এল। আমি একটু দুধ নিয়ে এসে তাদের পান করতে দিলাম। তারপর তাদের বড়জন যার বয়স বড় জোড় বিশ বছর হতে পারে এবং মাথায় ছিল সুন্দর চুল, সে আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

সে বিস্ময়ে চিৎকার করে বলে উঠল, 'আপনি ই কি আমাকে একটি বাইবেল দিয়েছিলেন!'

সেই মুহুর্ত্তে আমি তাকে চিনতে পারলাম। আমি বললাম, 'বুখারেস্টের নিকটবর্তী প্রথম ট্যাংকের কাছে থাকা সেই তরুন সার্জেন্ট কি তুমিই!'

তার বাক্সে এখনো বাইবেলটি আছে। সে এটা পড়েছে এবং একটি প্রশ্ন যা তাকে বিভ্রান্তিতে ফেলেছিল তার সমাধান পেয়েছে।

আইভান খাবার পরে আমাদের বলেছিল পশ্চিম ইউরোপ অতিক্রম করার পথে সে কিভাবে যুদ্ধ করেছিল। তার কোম্পানীতে একজন ইহুদী ছিল, যে ধর্মহীনভাবে বেড়ে উঠেছিল এবং রাশিয়ানদের উপর নির্ভর করতে পছন্দ করত।

আমাদের ইউনিটের একজন বয়স্ক লোক এই ইহুদীটিকে উচ্চ কণ্ঠে বলতেন, "তোমরা ইহুদীরা খ্রীষ্টকে হত্যা করেছ" ইহুদী সৈনিকটি ভবত, বয়স্ক এই লোকটি বোধহয় বিকৃত মস্তিস্ক। সে তো স্ট্যালিনগার্দ থেকে বুখারেস্ট পর্যন্ত আসার পথে লোকজন হত্যা করে করেই এসেছে। তাহলে সে কিভাবে জানবে যে, কাকে কাকে হত্যা করেছে?'

যীশু খ্রীষ্টের নাম তার কাছে একেবারেই অপরিচিত ছিল।

আইভান যিহুদীটিকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে এসেছিল। রিচার্ড তাকে সবকিছু বুঝিয়ে বলেছিল। আদম থেকে যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত। স্ট্যালিন তাদের ঈশ্বর হতে বিরত রেখেছে।

তারা মাঝে মাঝে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসত। যখন তাদের রেজিমেন্ট অন্যত্র চলে গিয়েছিল, তার আগে আইভান আমার জন্য একটি সুন্দর উপহার রেখে গিয়েছিল। উপহারটি হল একটি নতুন বৈদ্যুতিক চুল্লী।

আমি রিচার্ডের দিকে তাকালাম। আমরা জানতাম আইভ্যান এটা টাকা দিয়ে কিনে নি। হয়ত কারো কাছ থেকে জোড় করে নিয়ে নিয়েছে।

আন্যুৎজা খুশিতে চিৎকার করে বলে উঠল, 'এটা খুবই সুন্দর! ঠিক লাইবমানস্ এর যেটা ছিল সে রকম।' এই পরিবারটা আস্কাভিজ থেকে সবকিছু ফেলে নিঃস্ব অবস্থায় ফিরে এসেছে। আমরা তাদের নিকট চুল্লীটা পাঠিয়ে দিলাম। এটা চুরি হয়ে গিয়েছিল খ্রীষ্টের পথ দেখিয়ে দিতে একটি সাধারণ প্রাণের ভালবাসা অদ্ভুতভাবে তার কাছে প্রকাশ করতে পারে। ঈশ্বর যদি সত্যি সত্যি মানুষের প্রতিটি ত্রুটির জন্য বিচার করতেন তাহলে খুব কম ব্যক্তিই উদ্ধার পেত। এটা কতইনা উত্তম বিষয় যে, যীশু খ্রীষ্টের রক্ত এই রকম পাপী লোকদেরও আবৃত্ত করে রেখে রক্ষা করছে।

যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থদের খাওয়াতে রিচার্ড এবং তার সহকর্মী পালক শৌলহেইম লুথারেন চার্চে একটি ক্যান্টিন খুলেছিল। আমাদের ফ্লাটটি বরং একটি অতিথি-শালা হয়ে উঠেছিল এবং সব সময় আগুন্তক এবং বন্ধু-বান্ধবদের দ্বারা পূর্ণ থাকত। অনেক ছাড়া পাওয়া অপরাধীকে খ্রীষ্টের জন্য জয় করেছিল, কারাগারে অন্য বন্ধুদের প্রতি ঈর্ষা জাগানো কাজ করে। আমরা রবিবার দিন দুপুরের খাবার কখনো টেবিলের চারপাশে এক ডজন লোক না নিয়ে খেতে পারতাম না।

কমবয়সী মেয়েরা আমাদের সাথে কাজ করত। তারা মাঝে মাঝে নৈতিক বিষয়ে প্রশ্ন করে উপদেশ নিত। আমি জানতাম না এই একটি বিশেষ বিষয়ে কিভাবে একদম সঠিক উত্তর দেওয়া যেতে পারে। কারণ এই সমস্যাটি আমারও ছিল।

সতর বছর বয়সে আমি প্যারিসে বাস করতাম। প্রথম অবস্থায় আমি মাতা-পিতার নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিলাম। আমি একটি ছোট শহরে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে এক গোঁড়া ইহুদী পরিবারে প্রতিপালিত হয়েছিলাম, আচার আচরণ সম্বন্ধে বিভিন্ন বাঁধা নিষেধের বেড়াজালের নিয়মের মধ্য দিয়ে। প্যারিসে আসার সময় আমি বড় হয়ে উঠেছি এবং তখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। তখন প্রথম ছেলে বন্ধু জুটে আমার জীবনে। সে আমাকে বাইরে নিয়ে যায়। সে আমাকে চুমু খেতে চাইত, এবং আমি তাকে বাঁধা দিতাম। আমি তাকে বলতাম আমি কি রকম পরিবেশে প্রতিপালিত হয়েছিলাম।

আমার ছেলে বন্ধুটি স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলত, 'যদি তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ, তাহলে কি বলবে না যে সেই একই ঈশ্বর আমাদের হাত এবং ঠোঁটও সৃষ্টি করেছেন? এবং যদি আমি আমার হাত দিয়ে তোমার হাত ধরতে পারি, তাহলে আমার ঠোঁট দিয়ে তোমার ঠোঁট স্পর্শ করে চুমু খেলে, আমার হাত দিয়ে তোমাকে জড়িয়ে ধরলে অন্যায় হবে কেন?

আমার শিক্ষকেরা, আমার পিতা-মাতা কেহই আমাকে এই প্রশ্ন বিষয়ে সর্তক করতে পারেনি। আমিও এ প্রশ্নের উত্তর পাইনি। এবং আমার সেই ছেলে বন্ধুটা এব্যাপারে অত্যধিক আবেদন বা আকাংখা সৃষ্টিকারী ছিল। তাই আমি প্যারিসে আনন্দ উল্লাসপূর্ণ জীবনে আমার (তথাকথিত) অন্যায়কে মানিয়ে নিয়েছিলাম। একজন ঈশ্বরে অবিশ্বাসী মেয়ে তো স্বাধীনভাবে চুমু খেতে পারে এবং সে যে রকম চায় সে রকম আচরণ করতে পারে।

আমার বন্ধুটির দুটি চোখ এবং হাত দুটি ছিল পাপের দালাল। এবং আমার চোখ, আমার হৃদয়ও। যা ছিল তার পরিচারিকা।

কিন্তু মানুষের চেতনা কখনো চিরদিনের জন্য শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় ঢাকা থাকে না। নৈতিকতার এই জটিল সমস্যাটি মানুষের অন্তরাত্মাকে, ক্রমাগত জ্বালাতন করে, দোষারোপ করে। কেন একটা মেয়ের নিজ স্বত্তাকে নিষ্কলংক রাখা উচিত? ইহাই অনেক নৈতিক আচার আচরণের প্রচলিত রীতির প্রধান অংশ। কিন্তু কি অভিষ্ট লক্ষ্যের দিকে ইহা ধাবিত করে?

আমি জানতাম না। অনেক বৎসর পর আমি এর জবাব শিখেছিলাম।

একজন পালকের স্ত্রী সাধারণতঃ যৌনতার বিষয়ে আলোচনা করে না। তথাপি সে এই রকম প্রলোভন জাগানো অভিজ্ঞতার প্রত্যাশা করে তার নিজ জীবনে। কেননা পালক এবং তার স্ত্রী উভয়েই মানবীয় সত্ত্বা। পূর্বের জীবনে রিচার্ড এবং আমি এই রকম বেপরোয়া, অবাধে নিজের ক্ষুধা বা সাধ মেটানোর জীবনে পরিচালিত হয়েছিলাম। তারপর আমরা কিছু বিপজ্জনক বিষয় থেকে পরিবর্তিত হলাম, যা সারা খ্রীষ্টিয় জীবন ব্যাপী বিনা বিচারে মেনে নিলাম। যৌনতা মানব স্বভাবের অত্যাবশ্যক বিষয়। আমাদের বিবাহে অনেক সময় ইহার প্রভাব মহৎ কিছু ঘটনার কারণ হয়। রিচার্ড এতই ভাল ছিল, এতই সুদর্শন এবং এতই প্রতিভা সম্পন্ন যে, আমি সব রকম বিকৃত যৌনাচার করাতে ভয় পেতাম, হয়ত এতে তার মাথা হেঁট হবে এটা ভেবে। অনেক মেয়ে রিচার্ডের প্রেমে পড়েছিল। এবং একজনের প্রতি সে খুবই আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। আমি অবশ্য বলতাম সে মেয়েটি লাবন্যময়ী, তার দিকে

তাকানো আনন্দ দায়ক। আমি দেখলাম রিচার্ড দুইয়ের মধ্যে চলছে। তাড়াতাড়ি আমি তাকে সাহায্য করলাম। পাপ অনেক সময় প্রয়োজনে পরিণত হয়। এই রকম পরিস্থিতিতে স্ত্রীর কর্তব্য স্বামীর সাথে আরো ঘনিষ্ট হয়ে বাস করা।

রিচার্ড কিছুই বলত না, কিন্তু একদিন সে পিয়ানোতে খ্রীষ্ট সংগীতের সুর বাজাতে ছিল, সে গানের এই কথাতে এল *'তোমাকে প্রয়োজন মোর প্রতিক্ষণ'*; তখন পিয়ানোর প্রতিটা তার মনে হল একসাথে এই কথাটি গেয়ে উঠল এবং রিচার্ড তখন কাঁদল। আমি তাকে আমার দু'বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম এবং বললাম, 'রিচার্ড! তুমি স্বর্গদূত নও! তুমি একজন মানুষ। এ বিষয়টাকে কঠিনভাবে নিও না। ওগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে।' তা অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রির্চাডের গ্রেফতারের পর চৌদ্দটা বছর যখন আমি একা পরে থাকলাম, তখন প্রলোভন আমার কাছেও এসেছিল। এবং কিছুটা একাকিত্বের কাছাকাছি নিজেকে সমর্পণ করলাম। তখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম রিচার্ড অনেকটা ভাল ছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়
আতঙ্ক

আমার পরিবার রাতারাতি বেড়ে উঠল। একটি মাত্র পুত্র ছিল। আমার বাসায় আরো তিন ছেলে এবং তিন মেয়ে আসল। হাজার হাজার পিতৃমাতৃহীন ইহুদী ছেলে মেয়েরা বন্দী শিবির থেকে ফিরে আসতে ছিল। তারা ছেঁড়া কাপড় পরে থাকত। এবং প্রায়ই একটু গরম পাবার আশায় নিজেদের শরীর কাগজ দিয়ে জড়িয়ে রাখত। আমি শিশুদের ভালবাসি। তাই আমরা তাদের ছয় জনের ভার নিয়ে খুশি হলাম। তাদের প্রতিপালনের জন্য আমাদের বাড়ীতে আনাতে তারাও খুশি হল।

মিহায় অতিশয় আনন্দিত হল। আমাকে বলল, "আম্মু, তুমিতো বলতে আমার কোন ভাই বোন নাই। দেখ, এখন আমার কত ভাইবোন!"

তারা খুবই সুন্দর শিশু ছিল, কিন্তু একটু রোগা ছিল। এবং তাদের চোখ দুটি ছিল ভীত সন্ত্রস্ত যেন ভুতুরে চোখ। এই চোখ দিয়ে তারা কি দেখেছিল? তারা দেখেছিল, তাদের পিতা-মাতা, সমস্ত আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের হত্যা করতে।

দীর্ঘদিন অনাহারে থেকে তাদের কোমল গাল দু'টি চুপসে গিয়ে গর্তের মত হয়ে গিয়েছিল। আমাদের আদর যত্নে আবার তারা সতেজ হয়ে উঠল। তারা হাসতে এবং খেলা করতে শুরু করল। রাশিয়ান সৈনিকেরা তাদের ভালবাসত। কারণ, তাদের পরিবারেও শিশু সন্তান আছে। যুদ্ধে ব্যস্ত থাকার কারণে বছরের পর বছর তাদের দেখতে পায়নি। প্রায়ই রাশিয়ানরা রাস্তায় মিহায় এর সাথে এবং অন্য শিশুদের সাথে কথা বলত।

"মিষ্টি নাও", বলেই রাশিয়ান সৈন্যরা শিশুদের হাতের উপর একটা ছোট্ট মিষ্টি তুলে দিত। শিশুরা খুশিতে মৃদু হেসে উঠত। এবং তাদেরকে ধন্যবাদ জানাত। মিষ্টি দেয়ার বদলা হিসাবে তারা সৈনিকদের হাতে সুসমাচার তুলে দিত।

এরূপ ভাবে সৈনিকদের সুসমাচার দেওয়া বয়স্ক লোকদের জন্য বিপদজ্জনক ছিল। কিন্তু শিশুরা একদম নিরাপদে একাজটি করতে পারত। রাশিয়ানরা শিশুদের ভালবাসার চোখে দেখে। অনেক সৈনিক যারা হয়ত অন্য অবস্থায় এরূপ করত না, তারাও ঈশ্বরের বিষয়ে অবগত হল। এভাবে মিহায় মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে একজন মিশনারী হয়ে উঠল।

আমাদের মণ্ডলীর সদস্যগণ প্রায়ই রাতের বেলা "পোষ্টার নিয়ে বেরিয়ে যেত। তারা দেয়ালে, দরজায়, বাসের গায়ে, রেলষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে এসব লাগাত। প্রত্যেকেই বাইবেলের পদ ও খ্রীষ্টিয় ধর্মের বার্তা লিখিত পোষ্টার নিয়ে যেত। যদিও বন্ধুরা কেহ কেহ রাশিয়ানদের মধ্যে এরূপ প্রচার কাজ করতে গিয়ে গ্রেফতার হয়েছিল; তবুও তারা আমাদের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করে রাশিয়ানদের কাছে আমাদের বিষয়ে বলে দেয় নাই। যতবারই রাশিয়ানরা আমাদের পোষ্টার ছিঁড়ে ফেলেছে, আমরা ততবারই পুনরায় পোষ্টার লাগিয়ে

দিয়েছি। আমাদের একজন কর্মীর নাম ছিল গাব্রিয়েলা। সে খুবই সুন্দরী ও রূপবতী ছিল। রাশিয়ান সৈনিকদের কাছে যেতে তাকে কোন বাঁধা দেয়া হত না। সে একজন উচ্চ পদস্থ সামরিক কর্মকর্তাকেও বাইবেল দিয়েছিল। কিন্তু একদিন তাকে গ্রেফতার করা হল। এবং সোভিয়েত সেনারা তাকে রোমানিয়ান মিলিটারীদের হাতে সমর্পণ করল। সে যখন বিচারের জন্য কারাগারে বন্দী অবস্থায় অপেক্ষা করতে ছিল, তখন একটা লোক তার রুমে গেল এবং তাকে জিজ্ঞাসা করল, কেন তাকে এখানে আনা হয়েছে? যখন গাব্রিয়েলা সব কিছু খুলে বলল, তখন লোকটার মুখে স্নিগ্ধ হাসির রেখা ফুটে উঠল। লোকটি বলল, "আমি তোমাকে সাহায্য করব"। শীঘ্রই দ্বিতীয় আর একজন লোক আসল এবং তার কক্ষের তালা খুলে দিল। বাইরের একটি দরজা দিয়ে গাব্রিয়েলাকে বের করে বাইরে রাস্তা পর্যন্ত নিয়ে এল। এবং বলল, "এখন দ্রুত পালিয়ে যাও"। মেয়েটি মুক্ত হয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে দিতে (হেঁটে) চলে এল। যে লোকটি গাব্রিয়েলাকে মুক্ত করেছিল, সে সম্প্রতি পুলিশ বিভাগের বড় কর্মকর্তা হয়েছে।

আমরা অনেক আশ্চর্যজনক কাজ দেখেছি। আমার এক বান্ধবীর নাম ছিল জর্জ্যেসক্যু। সে একবার অসুস্থ হয়ে পড়ল, কিন্তু কোন ডাক্তার দেখাল না। কারণ সে এমন একটি ধর্ম সম্প্রদায়ে দৃঢ়ভাবে অর্ন্তভূক্ত ছিল; যারা মানবীয় ঔষধ বা চিকিৎসাকে মিথ্যা প্রমাণ করে এবং বলে যে, "একমাত্র ঈশ্বরই আরোগ্য করতে পারে"। সে যখন মুক্ত থাকত, রাশিয়ানদের মাঝে সুসমাচার প্রচার কাজেই তার সময় কাটত। একবার তাকে ধরা হল এবং বদমেজাজি ও অগ্নিমুর্ত্তি এক সেনাপতির সামনে তাকে নিয়ে যাওয়া হল। যখন সেই বদমেজাজি সেনাপতিটি রাগতস্বরে চিৎকার করে তার সাথে কথা বলছিল; তখন হঠাৎ জর্জ্যেসক্যুর প্রবল রক্তক্ষরণ হল। সেনাপতিটি রক্ত দেখল এবং তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। চেঁচিয়ে বললেন, "বাইরে ফেলে দিয়ে এস ওকে।" তারপর জর্জেসক্যুকে টেনে হিঁছড়ে বাইরে নিয়ে রাস্তায় ফেলে রাখা হল। ঈশ্বরের ইচ্ছায় সে মুক্তি পেয়েছিল।

"আমার হতভাগ্য শীর্ণ দুটি পা! আজ সকালে আমি ভিক্টোরিয়া রোডে পাঁচ ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেখ, আমি এই সমস্ত পেয়েছি।" আনুৎজা এসে বলল। সে একটু কফি আর একটু নিরস সসেজ পেয়েছিল। এই প্রথম তাকে আমি দুর্বল, রোগাক্রান্ত দেখলাম।

রাশিয়ানদের বার্ষিক স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান ছিল। এ উপলক্ষে দোকানে দুইদিন খাদ্য রাখা হয়েছিল। তার পর পরই দোকানের তাকগুলি পূণরায় খালি করা হল। জানালা দিয়ে দেখা যেত মাংস রাখার ধুলিময় পিজবোর্ড এবং শূণ্য মদের বোতলগুলো। রোমানিয়া সে সময় দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছিল।

সোভিয়েত সেনাদের লুণ্ঠন ও অত্যাচারের মাত্রা চরম পর্যায়ে পৌছাল। জলের অভাবে ক্ষেতের শস্যগুলো শুষ্ক হয়ে গেল। অনাহারের পর্যায়ে নেমে গেল লক্ষ লক্ষ মানুষ। লোকজন গাছের পাতা ও শিকর দিয়ে স্যুপ তৈরী করে খেয়ে জীবন বাঁচাতে লাগল।

বিশ্ব খ্রীষ্ট মণ্ডলী পরিষদের একটি শাখা খাদ্য, কাপড়-চোপড় এবং টাকা পয়সা পাঠাত এবং আমরা ক্ষুর্ধাত লোকদের মধ্যে ত্রাণকাজ পরিচালনা করতাম। আমাদের চার্চের হলরুমে

পালক শৌলহেম এবং রিচার্ড একটি ক্যান্টিন চালাত। তারা দিনে প্রায় ২০০ জন লোককে খাবার খাওয়াত। পরিচর্যা কাজ সে সময় কঠিন ছিল। আমরা কঠোর প্রচেষ্টার দ্বারা যে পরিচর্যার কাজ চালু করেছিলাম, কমিউনিস্ট সরকার আমাদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করে তা নস্যাৎ করার চেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু আমাদের অনেক স্বেচ্ছা সেবক কর্মী ছিল।

যেসব এলাকায় দুর্ভিক্ষ বেশি মাত্রায় ছিল, সেখান থেকে শিশুদেরকে নিয়ে এসে বুখারেস্টে আমাদের বিশ্বাসী ভাইদের বাসায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যাতে তারা বাঁচতে পারে। আমরা ছয় বছরের একটি ছোট মেয়েকে নিয়ে ছিলাম আমাদের বাসায় রাখতে। সে খুবই শীর্ণ ছিল। এবং তার একটি মাত্র কাপড় ছিল, যা সে পরে এসেছিল। আমি তাকে উত্তম খাবার ও পোষাক দিলাম। সকালের খাবারে দুধ ও চিনি দিলাম। সে খেতে পারত না। সে ছিল গেঁয়ো চাষীর মেয়ে। সে যা খেতে অভ্যস্ত এমন খাদ্যের দরকার ছিল তার। যেমন, *ম্যামালিগা*। যা ভুট্টোর তৈরী এক রকম কেকের মত খাদ্য বিশেষ। মাত্র এই একটি খাবার সমন্ধেই সে জানত। আমাদের খাবার যেন তার কাছে স্বাদযুক্ত হয়, তা কঠোর ভাবে বলে দেয়া হত। আস্তে আস্তে তার ওজন বাড়তে লাগল।

আমরা তার খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছিলাম। একদিন সে বলল, 'আপনারা আমাকে শরৎকাল পর্যন্ত ভালবাসবেন। তারপর নতুন শস্য আসবে এবং আমি আমার মা বাবার কাছে ফিরে যেতে পারব।'

যখন রাশিয়ানরা বুদাপেষ্ট দখল করল, তখন সেখানের মিশনে কিছু লোক আমাদের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল যারা ত্রাণকাজের জন্য টাকা সংগ্রহ করবে। রিচার্ড বুখারেস্ট ত্যাগ করতে পারল না। কারণ, দায়িত্ব পালন করার মত আর কেহ ছিল না। তখন বুদাপেষ্টে আমাকেই যেতে হয়েছিল।

আনুৎজা চিৎকার করে বলেছিল, "তুমি বুদাপেষ্টে যাবে না। রাশিয়ান সৈন্যরা লম্পট। তারা মেয়েদের জন্য লালায়িত। তুমি বুদাপেষ্টের রাস্তায় হাঁটলে দেখতে পাবে গলাকাটা মেয়ের লাশ। ওরা ছাড়া কেউ এরকম করেনি। ওরা মেয়েদের ধর্ষণ করার পর এভাবে রাস্তায় ফেলে রেখে চলে যায়।"

সময়ের স্বাভাবিকতায় ইহা লম্বা ভ্রমন ছিল না। তবু সেনারা প্রতিটি ট্রেন এবং গাড়ী নিজেদের ব্যবহারের জন্য দখল করতেছিল। ষ্টেশনে অকল্পনীয় বিশৃংখলতা, উদ্বেগ ও আতঙ্ক বিরাজ করছিল। নিতান্ত অভাবগ্রস্ত এবং বাস্তুহারা লোকজন দলবেধে চলে ভিড় করতে চেষ্টা করত, যেটাতে সুবিধা করতে পারে এমন কোন মালবাহী ট্রেনের বগিতে উঠার জন্য। অনেক খোঁজাখুঁজির পর আমি একটি কোণায় একটু জায়গা পেলাম। সারাদিন ধরে আমরা মালপত্র রাখার পিছনের দিকের কোনায় বসে দেশের উপর দিয়ে আড়াআঁড়ি ভাবে বুদাপেষ্টের দিকে চললাম। ট্রেনে রাশিয়ান সৈন্যরা ভর্তি ছিল এবং আমিই একমাত্র মহিলা ছিলাম।

যখন আমি পৌঁছিলাম, জার্মান বাহিনী তখনও ঘরে ঘরে যুদ্ধরত ছিল। তারা সকলেই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ছিল। কোন বাস ছিল না, কোন ট্যাক্সি ছিল না, অন্য কোন পরিবহনও ছিল না। ধ্বংসাবশেষের ধোঁয়া অতিক্রম করে আমি প্রতিটি জায়গায় হেঁটে গিয়ে আমার

প্রার্থিত লোকদের খুঁজে পেতে সক্ষম হতাম। জার্মানরা অনেক লোককে বিতাড়িত করেছিল এবং তারা কোনদিনও ফিরে আসেনি। অন্যরা পূর্ববর্তী দিনগুলোতে সম্মুখ যুদ্ধে নিহত হয়েছে। অবশেষে আমি পালক *জনসন*-এর সন্ধান পেলাম। তিনি ছিলেন নরওয়ে মিশনের নেতা। এবং দেখা পেলাম পালক *আনগ্যর* এর; যিনি হিব্রু খ্রীষ্টিয়ান এবং তিনি একটি স্বাধীন মণ্ডলী পরিচালনা করতেন। যেখানে ইহুদী এবং অন্যান্য জাতির লোকেরা উপাসনা করতেন। আমি বুদাপেষ্টে যাওয়ার পর সেখানের লোকেরা নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। আমাকে দেখে তাদের মনে হল ঈশ্বর প্রেরিত কোন স্বর্গদূত। যেন অন্য কোথাও নয়, কেবল দুর্ভিক্ষের প্রকোপ যেখানে সবচেয়ে বেশি সেখানকার জন্যই ঈশ্বর স্বর্গদূত পাঠিয়েছেন। লোকজন ভূগর্ভের গুপ্তাবস্থা থেকে বেরিয়ে এসেছিল। খাদ্য শস্য একেবারেই উৎপাদিত হয়নি। খাদ্য বলতে কিছুই ছিল না। একটি ঘোড়া যুদ্ধে মারা গিয়েছিল। ঘোড়াটি কেটে তার মাংস খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল।

অনেক গীর্জাঘর সম্পূর্ণ ধ্বংস করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছিল। এবং শতশত খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসী ভাইয়েরা ঘরছাড়া হয়েছিল। তাই আমি যে সাহায্য বয়ে নিয়েছিলাম সেটাকে তারা স্বাগত জানাল।

বুদাপেষ্টে রেডক্রসের প্রতিনিধি প্রফেসর ল্যাংলি-র সাথে আমি দেখা করেছিলাম। তিনি সেখানে ত্রাণকাজে কখনো ক্লান্ত হয়ে পড়েননি। তার কাছ থেকে বিদায় নেয়ার পূর্বে তার সাথে বসে আমি খাবার খেয়েছিলাম। আমি তাকে বলেছিলাম, 'আমি কামনা করি, আপনি যা করেছেন তার পুরস্কার খ্রীষ্ট আপনাকে দান করুন।'

ল্যাংলি জবাব দিয়েছিলঃ "একবার যখন একগাড়ী খাবার জোগাড় করলাম, তখন দেখি গাড়ীর ভাড়ার টাকা আমার নাই। একজন ভাড়াটা পরিশোধ করে দিলেন। যখন আমি তাকে ধন্যবাদ দিলাম, তিনি বললেন, 'আমাকে ধন্যবাদ জানাবেন না।। গতকাল আমিও আপনার মত পরিস্থিতিতে পরেছিলাম, তখন অন্য একজন আমাকে গাড়ীর ভাড়ার টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিল। আজকে আমিতো তার বদলা হিসাবে আপনাকে সাহায্য করলাম। অতএব, আমি ধন্যবাদ পাওয়ার মত কিছুই করতে পারিনি।"

বুদাপেষ্ট থেকে আমি ভিয়েনা গিয়েছিলাম। স্বাভাবিক অবস্থায় বুদাপেষ্ট থেকে ভিয়েনা যেতে চারঘন্টা লাগে। কিন্তু তখন আমার ভিয়েনা পৌছাতে ছয় দিন লেগেছিল!

আমি একদিন খুব ভোরে ছেড়ে যাবে এমন একটা ট্রেন পেলাম। যাত্রীরা দরজায় ঝুলে যাচ্ছিল। কিছু লোক বসা ছিল ছাদের উপরে। দেখলে মনে হবে, এভাবে কারো পক্ষে বিদেশ যাওয়া সম্ভব নয়।

আমি শুনলাম, কে যেন আমার নাম ধরে ডাকছে। মালবাহী বগির ছাদের উপর মেয়েদের একটি দল স্থির হয়ে বসেছিল। ওরা বুখারেস্টে আমাদের সাথে বাস করত। "কোন রুম খালি নাই। আমরা বরং ছাদের উপরেই একটা রুম বানিয়ে নেব।" তারা হাসল। আমরা মঙ্গলবার থেকে রবিবার পর্যন্ত এই ছয়দিন মালবাহী ট্রেনের ছাদের উপর বসেই ভিয়েনা পৌছালাম। এই ভিয়েনা শহরও সীমাহীন খাদ্যাভাবে পড়েছিল, জনগণ

ক্ষুধার যন্ত্রনায় কষ্ট পাচ্ছিল এবং শহরটার অবস্থা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসের মুখে পড়েছিল। আমি বন্ধুদের সাথে এবং খ্রীষ্টিয়ান নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম এবং তারপর এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলাম এখানে ত্রাণকাজ পরিচালনা করার জন্য; যখন আমার কাজটা পরিপূর্ণভাবে সফল হয়েছিল কেবল তখনই ভিয়েনা থেকে ফিরে এসেছিলাম।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে আমি সম্পূর্ণরূপে আমার বাড়ীর সংস্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলাম। রিচার্ড আমাকে বললঃ 'আমি ভয়ানকভাবে দুশ্চিন্তায় ছিলাম তোমার জন্য। আমি দিবাভাগের স্বপ্নে একটি দর্শন দেখেছিলাম।

রিচার্ড যখন একটা বই খুলত, তখন তার সম্মুখে আমার মুখচ্ছবি দেখতে পেত। জানালার কাঁচের শার্শিতে যখন কোন ডালপালা বাতাসে দোল খেয়ে শব্দ করত তখন সে জেগে উঠত- এই বুঝি আমি ফিরে এসেছি। আমি দেখেছিলাম আমি যেন পাহাড়ের উপর দিয়ে হাঁটছি। এবং উচ্চ কণ্ঠে তোমার নাম ধরে ডাকছি। আমার মনে হল, আমি শুনলাম তুমি উত্তর দিচ্ছ।'

রিচার্ড যে সময় দর্শন দেখে আমাকে ডাকছিল এবং আমার উত্তর শুনছিল, আমিও শুনেছিলাম আমি উত্তর দিচ্ছি; বিধ্বস্ত শহরের পরিত্যক্ত রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে আমি খুঁজে পেয়েছিলাম আমি যেন আমার নিজ স্বত্ত্বাকে অনুসন্ধান করতেছি এবং আমি যেন ডাকতেছি, "রিচার্ড! রিচার্ড!" আমরা স্বামী স্ত্রী দুজনে এতই ঘনিষ্ট ছিলাম!

আমাদের দেশটা তখন পরিচালিত হত রাশিয়ার অধীনে। কিন্তু স্থানীয় কমিউনিস্টরা তখনও গণতন্ত্রের চর্চা করত। আমরা সবার সাথে বন্ধুত্ব করতে চাই তারা বলত; "নিজ নিজ ধর্ম পালনে সবারই স্বাধীনতা থাকবে? অবশ্যই। সমস্ত পার্টির ঐক্যমতের সরকারে রাজা মিখায়েল কি নিয়মতান্ত্রিক সম্রাট থাকবেন? কেন নয়?" এ রকম কথা বলা হত কেবল পশ্চিমা শক্তিদের প্রতারণা করার জন্য।

কমিউনিস্টদের এই ছদ্মবেশের মুখোশ খুলে পড়ল যখন সোভিয়েত মন্ত্রী ভিসিন্স্কি রাশিয়ান সৈন্য নিয়ে কুচকাওয়াজ করে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন, এবং হুকুম জারি করলেনঃ "স্থানীয় সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীকে নিরস্ত্র করতে হবে। রাজাকে অবশ্যই বিশ্বস্ত কমিউনিস্টদের সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগদান করতে হবে, অন্যথায় .....।" আমরা জানতাম, রাশিয়াতে কিভাবে চার্চকে রাষ্ট্রীয় হাতিয়ার বানিয়ে নেওয়া হয়েছিল। রোমানিয়াতে তারা যে কাজ শুরু করেছে, রাশিয়ার মত বানাতে আর কত সময় লাগবে?

যখন পালক শৌলহেইম আসলেন, এবং এই বিশৃংখল অবস্থা দেখলেন, তখন থেকে আমি আমাদের চার্চে রবিবারের প্রার্থনা সভার আয়োজন করেছিলাম।

তিনি বললেন, "একটি আশ্চর্য সংবাদ আছে। সরকার একটি ধর্মীয় সম্মেলন ডেকে এতে উপস্থিত থাকার আদেশ জারি করেছেন। প্রত্যেক মতবাদ, প্রত্যেক ধর্মের প্রতিনিধিদের একটি বড় আলোচনা সভায় ডেকে পাঠান হয়েছে। আর এই সম্মেলনটা হবে আমাদের জাতীয় সংসদ ভবনে। এমন আশ্চর্য সংবাদ কেউ কি পূর্বে শুনেছে? কি জানি তারা এখন আর কি পরিকল্পনা তৈরী করতেছে!"

প্রত্যেকেরই একটি ধারণা ছিল অথবা একটি গুজবের কথা সবাই বলত। অনেক যাজক/পাদ্রী 'ধর্মীয় ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা' সরকারের এই কথাটা বিশ্বাস করতেন।

কিন্তু রিচার্ড বিস্মিত হয়েছিলেন; এখানে যা ঘটতেছে রাশিয়াতেও কি অনুরূপ ঘটনা ঘটেনি? লেলিন দৃঢ়ভাবে নির্যাতিত সম্প্রদায়ের রক্ষা করে এসেছিলেন ক্ষমতায় আসার পূর্ব পর্যন্ত। তারপর হাজারে দশজন করে মৃত্যুর শিকার হয়েছিল বন্দী শিবিরে। প্রথমতঃ খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী কমিউনিস্টদের স্বীকৃতির মধ্যে শান্ত হয়ে পড়েছিল। তারপর আকস্মিক দুর্বিপাকে পড়েছিল।

আমরা শৌলহেইমের সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করেছিলাম। তিনি ছিলেন মিশনের প্রধান এবং তাঁকেই কোন বিষয়ে পরিকল্পনা স্থির করতে হত।

তিনি বললেন, "আমাদের বেরিয়ে যেতে হবে এবং আমরা অবশ্যই এ বিষয়ে কথা বলব"।

এক পছন্দ মত নির্ধারিত সকাল বেলায় আমরা সংসদ ভবনে উঠলাম। সেখানে প্রধান হলরুমের গ্যালারিতে এবং মেঝেতে সবাই ভীড় করে বসে আছে। মুসলিম, ইহুদী, প্রটেস্ট্যান্ট খ্রীষ্টিয়ান এবং অর্থডক্স খ্রীষ্টান- ধর্মাবলম্বীদের প্রায় ৪০০০ (চার হাজার) মোল্লা, রব্বি, বিশপ, পালক এবং যাজক সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

রাশিয়ার জাতীয় লাল পতাকা সর্বত্র ঝুলানো ছিল। আনুষ্ঠানিক ভাবে স্ট্যালিনকে সম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি মনোনিত করা হল। বক্তৃতা মঞ্চের উপরে বসাছিলেন শীর্ষ স্থানীয় কমিউনিস্ট নেতারা, কমিউনিস্টদের অনুগত প্রধান মন্ত্রী, পেত্রো গ্র্যোজা, ক্ষমতাশীন অন্তবর্তী মন্ত্রী থিওহারো জ্যরজেসক্যু।

এমনকি সেখানে পূর্ব হতেই উচ্চ শ্রেণীর বিশপের একটি সরকারী পদ ছিল। কমিউনিস্ট নেতারা তাদেরকে অতিক্রম করলেন। ওরা আইকনে চুমু খেলেন। তারা বিশপের হাতে চুমু খেলেন।

বক্তৃতা শুরু হল। গ্র্যোজা, যিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে দেশের শত্রু এবং মস্কোর সহায়তাকারী; তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন, 'নতুন রোমান সরকার ধর্মীয় বিশ্বাসের সমর্থক; যে কোন ধর্মীয় বিশ্বাসের। এবং এই সরকার ধর্ম যাজকদের সম্মানী প্রদান চালু রাখবে।' এ সংবাদে উষ্ণ সংবর্ধনা জানানো হল এবং করতালি দ্বারা স্বকলরবে তার প্রশংসা করা হল। বাস্তবে সৈন্যদের বেতন ভাতা বাড়ানোর একটা পরিকল্পনা তারা করেছিল।

পালক এবং যাজকেরা প্রতিক্রিয়া জানাতে লাগল। একের পর এক তারা উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধের এমন যথাযথ মূল্যায়ন ও প্রশংসা কত খুশির বিষয়! রাষ্ট্র ধর্মকে মূল্যায়ন করবে এবং ধর্ম রাষ্ট্রকে মূল্যায়ন করবে। একজন বিশপ মন্তব্য করলেন যে, 'সকল বর্ণের রাজনীতির স্রোতধারা খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর ইতিহাসে সংযুক্ত হয়েছিল। এখন সোভিয়েত রাজনীতির লাল বর্ণ মণ্ডলীর ইতিহাসে প্রবেশ করল।' বিশপ বললেন, এতে তিনি খুবই উৎফুল্ল। উনাদের সমস্ত আনন্দ উচ্ছাস সেদিন রেডিওর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সরাসরি

সম্প্রচারিত হয়েছিল জাতীয় সংসদ ভবনের হল থেকে। ইহা ছিল উদ্ভট এবং অপ্রীতিকর। প্রকৃত পক্ষে কমিউনিজম উৎসর্গিত ছিল সব ধর্মীয় মতবাদকে নির্মূল করতে। রাশিয়াতে এর প্রকৃত চেহারা প্রদর্শিত হয়েছিল।

তারা তাদের পরিবারের জন্য, তাদের চাকরির জন্য তাদের বেতনের জন্য ভয়ে এরূপ কথা বলেছিলেন। তারা অবশেষে তাদের চাটুকারিতা ও মিথ্যার দ্বারা বাতাস ভারি করার পরিবর্তে নিরবতা অবলম্বন করেছিল।

তাদের কথাবার্তা শুনে আমার মনে হয়েছিল, এটা যীশুর মুখে থুথু নিক্ষেপ করার মত। আমি বুঝতে পেরেছিলাম রিচার্ড উত্তেজিত হয়ে উঠতেছে। ইতিমধ্যে তার হৃদয়ে যে অনুভূতি জেগে উঠেছে আমি তাকে সেরূপ কথাই বললাম। আমি বললামঃ "যীশুর মুখমণ্ডল থেকে এই অপমান এই থুথু ধুয়ে ফেলার জন্য তুমি কিছুই করবে না"?

রিচার্ড জানত, এর ফলে কি ঘটবেঃ

"আমি যদি এই সম্মেলনে যীশুর পক্ষে কথা বলি, তাহলে তুমি তোমার স্বামীকে হারাবে।"

আমি তৎক্ষনাৎ জবাব দিলাম, "শুধুমাত্র তোমাকে উৎসাহিত করার জন্য, তোমাকে সাহস জোগানোর জন্য আমি বলছি না। এ সময়ের জন্য একথাটা আমাকে দেয়া হয়েছেঃ "স্বামী হিসাবে একজন কাপুরুষকে আমার প্রয়োজন নেই।"

রিচার্ড তাকে বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ প্রদানের জন্য তার কার্ড পাঠাল। কমিউনিস্টরা আনন্দে উৎফুল্ল হল। বিশ্ব খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী পরিষদের একজন প্রতিনিধি তাদের জন্য একটি প্রচার পত্র তৈরী করছিলেন। রিচার্ড বক্তৃতা দেয়ার জন্য মঞ্চে গেল; তৎক্ষনাৎ একটা নিরবতা নেমে এল হল জুড়ে। এমন হয়েছিল যেন ঈশ্বর নেমে আসছে।

রিচার্ড বলল, "যখন ঈশ্বরের সন্তানেরা কোন বিষয়ে আলোচনার জন্য মিলিত হয়, তখন স্বর্গদূতেরাও একত্রে জড় হয় ঈশ্বরের বিষয়ে জ্ঞানের কথা শুনতে। তাই উপস্থিত সকলের এটা কর্তব্য যে, যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা তার গৌরব প্রকাশ করা। যিনি আমাদের পরিত্রাণ দাতা, যিনি আমাদের জন্য ক্রুশে প্রাণ দিয়েছিলেন সেই যীশু খ্রীষ্টের গৌরব প্রকাশ করা। কিন্তু যে পার্থিব ক্ষমতা একবার আসে একবার যায় তার প্রশংসা করা আপনাদের কর্তব্য নয়।"

যখন রিচার্ড কথা বলতেছিল, সেই মুহূর্তে হলের অবস্থা হঠাৎ পরিবর্তন হতে শুরু হল। আমার হৃদয় উল্লাসে পূর্ণ হল এটা ভেবে যে, আমার স্বামীর সময়োপযোগী এই বাণীটা সারা দেশ ব্যাপী পৌঁছে যাচ্ছে।

আকস্মিকভাবে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী লাফিয়ে উঠলেন।

"আপনার উচিত এই বক্তব্য প্রত্যাহার করা"। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন। অতি উচ্চ স্বরে মঞ্চ থেকে আদেশ করলেন।

রিচার্ড তাকে অগ্রাহ্য করল এবং কথা বলা চালিয়ে গেল। সমস্ত শ্রোতা মণ্ডলী হাততালি দিয়ে তার প্রশংসা করল। কারণ, শ্রোতারা যেরূপ ভাষন শুনতে চেয়েছিল, রিচার্ড ঠিক সেরূপ কথাই বলছিল তার ভাষনে।

বুরজোশিয়া গর্জন করে বলে উঠলেন, "এর মাইক কেটে দিন"।

সম্মেলনের প্রতিনিধি বর্গ তাকে ধমক দিয়ে বসিয়ে দিলেন। তারা Patorul! Pastorul!' বলে ছন্দবদ্ধ গুঞ্জন ধ্বনি তুলে তার প্রশংসা বা স্তুতি গাইতে লাগল।

'পালক বাবু! পালক বাবু!' তাদের আনন্দ ও প্রশংসা মিশ্রিত এ ধ্বনি থেকে রিচার্ড 'একজন পালক' থেকে 'সত্যিকার মহৎ পালক' হয়ে উঠল।

তাদের এ গুঞ্জন ধ্বনি কয়েক মিনিট স্থায়ী ছিল। তাদের উৎসাহ ধ্বনি ও হাততালি ততক্ষণ পর্যন্ত চলতেছিল, যতক্ষণ মাইক্রোফোনের সংযোগ ছিল এবং রিচার্ড কথা বলতেছিল। তারপর রিচার্ড দৃপ্ত পদক্ষেপে মঞ্চ থেকে নেমে এল। সভা সেদিনের মত বন্ধ (সমাপ্ত) হল। হৈচৈ ও বিশৃংখল অবস্থার মধ্যদিয়ে একটু পথ করে সম্মেলন কক্ষ থেকে আমরা বাইরে চলে এলাম।

বাড়ীতে রিচার্ডের মা রেডিওতে ওর পুরো বক্তৃতাটা শুনেছিলেন। যখন গোলমালের জন্য সম্প্রচার বন্ধ হয়েছিল; তিনি ভেবেছিলেন, হয়ত রিচার্ডকে আর কোনদিনও দেখতে পাবেন না; কারণ কমিউনিস্টরা রিচার্ডের বক্তৃতার উপর যে রকম প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, রিচার্ডকে ওরা মেরে ফেলবে।

আমরা বাড়ী ফিরে আসলে তিনি আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলেনঃ "আমিতো ভেবেছিলাম, তোমাদের দুজনকেই ওরা গ্রেফতার করেছে। তখন কি ঘটেছিল"? ফ্যাকাশে মুখে তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন।

রিচার্ড জবাব দিল, "মা! আমাদের এক আশ্চর্য ক্ষমতাশালী রক্ষাকর্তা আছেন, তিনি হলেন যীশু খ্রীষ্ট। তিনি তাই করবেন, যা আমার জন্য সবচেয়ে ভাল হবে।"

সরকারীভাবে রিচার্ডের বক্তৃতার উপর কোন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা হল না। তবে শীঘ্রই আমাদের ধর্মসভাগুলো ভেঙ্গে দিতে অথবা বাঁধা দিতে বিভিন্ন জটিল ও অমার্জিত প্রশ্নবানে আমাদের জর্জরিত করতে, আমাদের বিরক্ত করতে, কমিউনিস্টদের পাঠানো শুরু হল। সম্প্রতি আমরা আমাদের গীর্জায় ধর্মসভা করার জন্য একটি নতুন ও বড় হল রুম খুলেছিলাম। সপ্তাহের পর সপ্তাহ অমার্জিত অভদ্র ও গুন্ডাপ্রকৃতির যুবকেরা চলার পথে শিশ দিয়ে, বিদ্রুপ করে আমাদের সভায় বাঁধা দিত।

পালক শৌলহেইস বলতেন, "এতে আমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। নীরব থেকে মনোযোগ সহকারে শুনছে এ রকম মিথ্যা ভানকারী শ্রোতার চেয়ে বরং গোলমাল কারী শ্রোতা অনেক ভাল।"

আমরা সুকৌশলে পরিকল্পনা মাফিক রাস্তায় রাস্তায় প্রচার কাজ চালাতে শুরু করি। অনেক ভীরু আত্মার মানুষ এমন ছিল যে তারা প্রকাশ্যে আমাদের গীর্জায় আসতে সংকোচ বোধ করত। এইভাবে রাস্তায় রাস্তায় প্রচার কাজ করে আমরা তাদেরকে যীশুর কাছে আনতে পেরেছিলাম। রাস্তার একটি কোনায় আমাদের একটি ক্ষুদ্র দল ধর্মীয় গান গাইতে মিলিত হত। তারপর আমি আমার বাণী প্রচার করতাম। যা হত খুবই সংক্ষিপ্ত অথচ তীক্ষ্ম এবং মর্মস্পর্শী।

গ্রেট মালাস্কা ফ্যাক্টরীর কর্তৃত্ব কমিউনিস্টরা গ্রহণ করেছিল। এর বিরুদ্ধে একদিন বিকাল বেলায় ফ্যাক্টরীর বাইরে একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়েছিল। ফ্যাক্টরীর শ্রমিকদের সম্মেলনে আমি তাদেরকে যীশু খ্রীষ্টতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় এ বিষয়ে বক্তৃতা করেছিলাম। এটাই ছিল শেষ সতর্কবাণী। তারপরের দিন পুলিশ ভীড়ের মধ্যে ফ্যাক্টরীতে আগুন ধরিয়ে দিল। অনেক শ্রমিককে গুলি করে মেরে ফেলল।

আর একদিন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ পথে বক্তৃতা দিয়েছিলাম। আমার কথা শুনতে লোকজন ভীড় করতে থাকল; এবং সেই উন্মুক্ত স্থান লোকজনে পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত লোকজন আসতেই ছিল। আমি কখনো বক্তৃতা শুনার জন্য এমন শ্রোতা মণ্ডলীর ভীড় দেখিনি। বুখারেস্ট শহরের সবচেয়ে প্রশস্ততম রাস্তায় আমি কথা বলা শুরু করেছিলাম; ভীড় এতই হয়েছিল যে, সেখানেও ট্রাফিক জ্যাম পড়েছিল। সেখানে টিটকারী করার মত বা অবান্তর প্রশ্ন করে বক্তৃতায় বাঁধা দেওয়ার মত কেউ ছিলনা। কেবল মুর্হুমুহু প্রশংসা ধ্বনিই আমি শুনতে পেয়েছিলাম শ্রোতা মণ্ডলীর কাছ থেকে।

যখন আমি বক্তৃতা করতেছিলাম রিচার্ড আমাকে অনুসরণ করে এসে পশ্চাদদিকে প্রায় আমার নিকটে দাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎ আন্যূৎজা ভীড় ঠেলে আমাদের সামনে আসল।

ঃ"একথা সারা শহর ব্যাপী ছড়িয়ে গেছে যে, অ্যানা প্যাউকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে বক্তৃতা করতেছে। তারা বলতেছে, স্টালিনের পক্ষে কথা বলার জন্য সে মস্কো থেকে রুমানিয়ায় ফেরত এসেছে।"

অ্যানা প্যাউকার ছিলেন একজন কমিউনিস্ট স্কুলের শিক্ষিকা। তিনি রাশিয়াতে চলে গিয়েছিলেন। তিনি রাশিয়ার লাল ফৌজ এর একজন অফিসার হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন কুৎসিৎ ইহুদী মহিলা। আমি যখন থেকে জনসাধারণের সম্মুখে উন্মুক্ত জায়গায় বক্তৃতা দেয়া শুরু করি, তখন থেকে একটা গুজব রটে গেছে যে, কুখ্যাত অ্যানা প্যাউকার আবার রুমানিয়ায় ফিরে এসেছে। (লোকজন ভুলবশতঃ আমাকেই অ্যানা প্যাউকার ভাবতে থাকে)। অ্যানা প্যাউকার নিজ হাতে তার স্বামী মার্সেলকে নৈতিক বিচ্যুতি বা ভ্রষ্টতার জন্য গুলি করে হত্যা করেছিল।

কিন্তু কেহই বুঝতে পারত না যে তাদের এই কমরেড প্যাউকার (অর্থাৎ আমি) কেন তাদেরকে পাপ থেকে অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসতে বলতেছি। আমাকে লোকজন ভুলবশতঃ কমরেড প্যাউকার ভাবছে, এতে মজা পেয়ে আমরা হাসিতে ফেটে পড়তাম।

১৯৪৭ সালে গ্রেফতার করা শুরু হল। প্রতারণাপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে, যাতে সবরকম প্রতারণামূলক এবং হিংসাত্মক পরিকল্পনা ব্যবহার করে কমিউনিস্টরা জয়লাভ করে দেশের পূর্ণনিয়ন্ত্রন দখল করে। বিরোধী দলীয় নেতারা সৎ এবং অসৎ পুলিশ বিভাগের প্রধান এবং বেসামরিক সমাজ সেবকেরা সন্ত্রাস ও আতংকের স্রোতে তরলিভূত হয়ে পড়েছিল। তারপর বিপথগামী হয়েছিল ক্যাথলিক মণ্ডলীর বিশপ এবং অসংখ্য পালক, সন্ন্যাসি এবং সন্ন্যাসিনী। রাতের বেলায় তাদেরকে গ্রেফতার করা হত। ধর্মীয় বিষয় মূলক অনুষ্ঠান বেতারে সম্প্রচারিত হত সাধারণতঃ পশ্চিমাদের প্রতি। প্রতি হাজারে দশজন করে সাধারণ জনগণ জেলখানা থেকে এবং শ্রমিক শিবির থেকে অদৃশ্য হত। অন্যরা পার্বত্য এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের দলে যোগ দিত।

ইহুদীরা হয়ত রাশিয়ানদের অধীনে রুমানিয়ায় প্রাথমিক বিশৃঙ্খলার সময়ে রুমানিয়া ত্যাগ করতে পারত, কিন্তু এখন তাদের অবস্থা জালে আটকা পরার মত হয়েছে। সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তারপর হাজার হাজার লোক পালিয়ে গিয়েছিল তাদের সমস্ত কিছু ত্যাগ করে। তারা নিঃস্ব অভাবগ্রস্থ জীবনকেই অধিকতর পছন্দ করেছিল সোভিয়েত অধীনে তথাকথিত 'স্বাধীনতা'র চেয়ে।

গ্রেফতার করতে হবে এরকম ইহুদীদের নামের তালিকায় অ্যান্যুৎজাও রয়েছে- এরকম বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ ছিল। দৈবজ্ঞানে অপরাধী বলে ধারণা হয়েছিল তার যে অপরাধ ছিল তাহ'ল, 'রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ'। যে কোন ব্যক্তি বিদেশীদের সাথে কিছু করলে তাকেই অপরাধী বলে সন্দেহ করা হত- এমনকি নাপিতকেও যদি সে কোন বিদেশীকে শেভ করে দিত।

আন্যুৎজার বিদায়টা ছিল খুবই দুঃখদায়ক আমাদের জন্য! আমরা এতই ঘনিষ্ট ছিলাম।

'যোনাথন এবং দাউদ এর মত'- আন্যুৎজা কেঁদে বললঃ 'একমাত্র আমিই যোনাথন, যোনাথন সবচেয়ে বেশী ভালবেসেছিল।'

আমরা অশ্রুপূর্ণ নয়নে দুজন কোলাকুলি করলাম। আন্যুৎজা বলল, 'তোমাদের উভয়কে পেতে আমি দেশের বাইরে কাজ করব। আমরা আবার স্বাধীন ভাবে মিলিত হব।'

রিচার্ড সেদিন অসুস্থ ও দুর্বল ছিল এবং শয্যাশায়ী ছিল। আন্যুৎজা জানত, রিচার্ডের গ্রেফতার খুব বেশী আশংকাজনক ছিল, কারণ সে অসুস্থ। আন্যুৎজা রিচার্ডের বিছানার কাছে ঝুঁকল এবং তাকে চুমু খেল, কিছু প্রতিজ্ঞা করল। সে কাজ করল, আমরা মিলিত হলাম। শুধু বিশ বছর, এটা থাকল।

সন্ত্রাস বাড়তে থাকল। গোয়েন্দা পুলিশ ঘরে ঘরে প্রবেশ করে তল্লাশী চালাল। একটা অভিযোগ তৈরী করার জন্য লোকদের ধরে নিয়ে যাওয়া হত এবং বলা হত এরপর ছেড়ে দেয়া হবে।

তারা বলত, "মোটেই অভিযোগ দায়ের করা হবে না। ইহা কেবল কয়েক. ঘন্টার জন্য।"

বিদেশী সংবাদ পত্রগুলোর প্রতিনিধিরা 'মাংস, মাছ, রুটি' ইত্যাদি লেবেল আটা গাড়ীগুলি রাস্তা ধরে যেতে দেখত, তারা ছবি তুলে নিত এবং তাদের পত্রিকায় রির্পোট লিখত, লোকজনের জন্য খাদ্য সরবরাহ করা হচ্ছে; তারা জানত না যে, গাড়ীগুলোতে খাদ্য থাকত না, থাকত বন্দী লোক।

তারপর আমাদের প্রথমবারের মত সর্তক করে দেওয়া হল। যখন সাধারণ পোষাক পরা লোক রাস্তা ধরে হেঁটে যেত অর্থাৎ উদি পড়া সরকারী লোক রাস্তায় থাকত না তখন রিচার্ড প্রচার কাজ করতে থাকত।

ঃ 'আমি ইন্সপেক্টর রাইওসান্যু' ইন্সপেক্টর নিজেই নিজের পরিচয় দিলেন। তারপর বললেন, 'তুমি ওয়ার্মব্রান্ড, তাই না? তাহলে তুমিই হচ্ছ সেই মানুষ যাকে আমার জীবনে আমি সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করি।'

রিচার্ড অবাক হয়ে এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

ঃ 'আমার যতদূর মনে পড়ে, আপনার সাথে পূর্বে কখনো আমার দেখা হয়নি। আপনি কি বুঝাতে চান?'

ঃ 'স্মরণ কর দশ বছর আগে বেটী নামের একটি মেয়ের সাথে কি তুমি বেড়াতে বের হতে? যার দেহের রং ছিল সুন্দর, লাবন্যময়ী, আর ছিল ঢেউ খেলানো সোনালী চুল। যে মেয়েটি অনর্গল কথা বলে যেত।'

ঃ "ঠিক আছে। কিন্তু তাতে কি হয়েছে?"

ঃ "আমাকে বল, কেন তুমি তাকে বিয়ে করনি?"

ঃ "আমি কখনো এ বিষয়ে ভাবিনি।"

ঃ "না। কিন্তু আমি তো তা ভেবেছিলাম। ওয়ার্মব্রান্ড, তুমি যদি কেবল তাকে বিয়ে করতে, তাহলে হয়ত আমাকে সুখী করতে পারতে।" ইন্সপেক্টর রিচার্ডকে একথাই বুঝাতে চেয়েছিল।

কিন্তু বিষয়টি ছিল কেবল দেখানোর জন্য ছিল, আসল বিষয় অন্যরকম। উদারপন্থী ইন্সপেক্টর বললেন, 'আমি তোমাকে বিশেষ সংবাদ দিতে এসেছি। গোয়েন্দা পুলিশ H Q এর নিকট তোমার বিষয়ে একটা অভিযোগের মোটা ফাইল রয়েছে। আমি তা দেখেছি। সম্প্রতি তোমার বিরুদ্ধে কোন একজন এই তথ্য জানিয়েছে যে, অনেক রাশিয়ান বন্ধুর সাথে তুমি কোন বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতেছ। তাই না?'

রাইওস্যানূ তার সিরিশ কাগজের মত খস্‌খসে হাতের তালু দুটি একত্রে ঘসে খর খর শব্দ করতে থাকলেন।

ঃ 'বরং আমি ভাবি আমাদের একটা চুক্তিতে আসা উচিত'। সে হয়ত তোমার বিরুদ্ধে পেশ করা রির্পোটটা বাতিল করতে পারে।

আমি আলোচনায় অংশ নিলাম। আলোচনা শেষে আমরা নির্দিষ্ট পরিমান টাকা দিতে সম্মত হলাম। টাকাটা পকেটে ঢুকাতে ঢুকাতে রাইওস্যানূ বলল, 'তোমাদের সাথে একটা চুক্তি আছে। এজন্য বলছি' তোমাদের বিরুদ্ধে গোপন সংবাদ দাতার নাম হল .....'

ঃ 'না', থাক। আমরা তার নাম জানতে চাই না।' একথা বলেই আমি তাড়াতাড়ি ভিতরে প্রবেশ করলাম।

রাইওস্যানূ মাথা ঝাঁকালেন। বললেন, 'তোমরা যা ভাল মনে কর'। তারপর চলে গেলেন।

এ ঘটনার কিছুকাল পর জবাবদিহি করার জন্য ধরে নিয়ে যাওয়া হল রিচার্ডকে। পরাভুত সোভিয়েত সেনাবাহিনী সম্বন্ধে কিছুই বলা হল না। তখনও আমাদের কয়েকজন প্রভাবশালী বন্ধু ছিল। তাদের সহযোগিতায় তিন সপ্তাহ পর আমরা রিচার্ডকে মুক্ত করে নিয়ে এলাম। কিন্তু আমরা জানতাম যে, এটা সাময়িক মুক্তি ভিন্ন বেশি কিছু নয়।

আমাদের অনেক শুভাকাঙ্খী বন্ধু-বান্ধব এবং সাহায্যকারীগণ গ্রেফতার হতে থাকল।

আজও আমার সেই দিনটার কথা মনে পরে যেদিন আমি প্রথম গোয়েন্দা পুলিশকে একটা লোকের উপর সীমাহীন অত্যাচার করতে দেখেছিলাম। রক্তবর্ণ ফোলা ঠোঁট দিয়ে সে অনেক কষ্টে কথা বলতে পারল না। মাত্র একটা কথা দ্বারা সে সবার জন্য সদাশয় বন্ধুত্বপূর্ণ মানুষ হতে পারত। কিন্তু এখন তার চোখের দিকে তাকালে আপনি দেখতে পাবেন কেবল নিদারুন ঘৃণা আর হতাশা।

ঘুষ দিয়ে এবং ভয় দেখিয়ে মণ্ডলীগুলোকে কমিউনিস্টরা তাদের পক্ষে কাজ করতে বাধ্য করেছিল। যারা রাজদ্রোহী হতে চাইত না তাদের উপর তারা রাষ্ট্রদ্রোহীতার সন্দেহ করে জেলে নিক্ষেপ করত। অবাধ্যদের অধিকাংশকে প্রথম অবস্থাতেই জেলে পুরা হয়েছিল।

একটি রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা বিরাজমান ছিল। আমাদের সবার প্রিয় তরুণ রাজা মিখায়েল এতসহজেই বিনাযুদ্ধে নতী স্বীকার করতেন না; যদি না ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনের প্রত্যক্ষ সমর্থন ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ক্রেমলিনের অনুগত গ্রোজা তাকে বলপূর্বক সিংহাসন ত্যাগে বাধ্য না করতেন। গ্রোজা ছিলেন একজন ছদ্মবেশী প্রতারক আইনজীবি (উকিল) এবং জ্যর্গিউদেজ ছিলেন একজন রেল বিভাগের নিম্নতম কর্মচারী। এই সব অযোগ্য ব্যক্তিরাই পরবর্তী সময়ে দেশের শাসনকর্তা বনে যান। রাজপ্রসাদ সৈন্যবাহিনী দ্বারা ঘেরাও করে তারা রাজাকে সিংহাসন ত্যাগ করতে কঠোরভাবে আদেশ দেয়। রাজার করার কিছু ছিল না। সেদিনই "রুমানিয়া প্রজাতন্ত্রের" উদ্ভব হয়।

আমার একটা প্রবাদ বাক্য মনে পড়লঃ 'দাস যখন রাজা হয় তখন পৃথিবী কেঁপে উঠে।'

প্রথমে আমার মনে হল একটু কাঁশি হয়েছে, আসলে এর চেয়ে বেশি কিছু হওয়ার অপেক্ষায় ছিল। এক সপ্তাহের মধ্যে আমি ব্রংকাইটিসে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লাম। সীমাহীন ক্ষুধা, অভাব এবং বুদাপেষ্টে ঝুকিপূর্ণ কাজ আমাকে শয্যাগত করেছিল।

শয্যাশায়ী হয়ে আমি অনুভব করলাম, আমি যেন নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছি, আমি যেন বায়ুতে মিশে অশরীরি প্রেতাত্মার মত হয়ে যাচ্ছি। তখন অনাহুত একজন রাশিয়ান মহিলা ডাক্তার আমাকে দেখতে এলেন। তার মুখমন্ডল ছিল দুঃখ বেদনার মুখোশে ঢাকা।

মহিলা ডাক্তারটির নাম *ভেরা য়্যাকুভ্লেনা*। তার সাথে আমাদের হালকা পরিচয় ছিল। সে এসেছিল ইউক্রেনের একটি ছোট শহর থেকে। তাকে সহ অগনিত পালক, পুরোহিত এবং মণ্ডলীর লোকদেরকে সাইবেরিয়ার শ্রমিক শিবিরে নির্বাসন করা হয়েছিল। সেখান থেকে মাত্র কিছু সংখ্যক লোকই ফিরে আসতে পেরেছিল।

সে আমার অসুস্থতার বিষয়ে খুব একটা আগ্রহ দেখাল না। সে একটি সংবাদ দিতে এসেছিল।

ঃ "আমরা মহিলা-পুরুষ একত্রে বন জঙ্গল পরিষ্কার করতে কাজ করতাম। দুটি বিষয় আমাদের জন্য সমান ছিলঃ আমরা অনাহারে মারা যেতে পারতাম অথবা তুষারপাতে মরে হিম হয়ে যেতে পারতাম।"

য়্যাকুভ্লেনা আমার বাহু স্পর্শ করল তার হাত দ্বারা, যে হাত দিয়ে তাকে বরফের বড় বড় টুকরো বহন করতে হয়েছে। সেই স্মৃতি মনে করে তার শরীর ভয়ে শিউরে উঠেছিল। বলল, প্রতিদিন বরফের উপর মাত্রারিক্ত কাজ করে অনেক মানুষ তুষারপাতে মারা পড়ত।

একবার যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিল বলে য়্যাকুভ্লেনাকে- ঘন্টাব্যাপী খালি পায়ে বরফের উপর দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। বরফের উপর যখন সে আর দাড়িয়ে থাকতে পারছিল না, তখন গার্ড তাকে ঘুসি মেরে বরফের উপর ফেলে দিল। শিবিরে ফেরার সময় যে একটু নিরস ঝোল খেতে দেয়া হত, সেই ঝোল টুকুও দেওয়া হল না তাকে।

য়্যাকুভ্লেনাকে বরফের উপর ঐ অবস্থায় ফেলে রেখে ওরা চলে গেল। শিবিরের বাইরের প্রাঙ্গনে একাকী পরে থেকে সে কেঁদে কেঁদে প্রলাপ বকতে থাকল এবং তার এই করুন অবস্থায় তাকে তারের বেড়া দেওয়া ঘেরা নিষিদ্ধ জায়গায় রাখা হল, যেখানে বন্দীদেরকে গুলি করে মারা হয়।

একটা ককর্শ কণ্ঠ চেঁচিয়ে উঠল, "এ্যই মেয়ে! তোমার মা কি খ্রীষ্টে বিশ্বাসী?"

য়্যাকুভ্লেনা ভয়পেয়ে কষ্টে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "কেন আমার মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করছ?"

খ্রীষ্টে বিশ্বাসী সন্দেহে তার মাকে গ্রেফতার করে অত্যাচার করা হচ্ছে কিনা এ বিষয়ে য়্যাকুভ্লেনা দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ছিল।

রক্ষী সেনা তাকে বলল, "কারণ আমি তোমাকে দশ মিনিট ধরে পর্যবেক্ষণ করছি কিন্তু তোমাকে গুলি করতে পারছি না। আমি আমার বাহু নাড়াতে পারছি না; যেন অবশ হয়ে পড়েছে। দেখ, কেমন স্বাস্থ্যবান সবল আমার হাত! আমি আমার হাত তো সারাদিন নাড়াতে পারি। নিশ্চয় তোমার মা তোমার জন্য প্রার্থনা করতেছে, এবং এ কারণেই আমি তোমাকে

গুলি করার সময় আমার হাত নাড়াতে পারছি না।" উত্তেজিত কণ্ঠে রক্ষী সেনাটি বলে উঠলঃ "যাও! আমি অন্য উপায়ে দেখে ছাড়ব"।

সেদিনই বেশ কিছুক্ষণ পরে য়্যাকুভ্লেনা রক্ষীসেনাটিকে দেখতে পেল। সে হাত উঠাচ্ছে আর হাসছে। "এইত, এখন আমি পুনরায় আমার হাত নাড়াতে পারছি।"

এই শিবিরে য়্যাকুভ্লেনা দশ বছর কাটিয়েছিল। অন্যান্যদের মধ্যে বেশির ভাগই মারা গিয়েছিল। কিন্তু সে ফিরে এসেছিল, ঈশ্বর দুঃখ যন্ত্রণা এবং অভাবের মধ্যে কিভাবে মহাপরাক্রমশালী নিদর্শন দেখিয়েছিল, সে বিষয়ে বলতে। এখন সোভিয়েত সেনাবাহিনীর ডাক্তার হয়েছে সে।

আমার মাথায় যন্ত্রণার সহিত এই বিষয়টা ঘুরপাক করতে থাকল। ঈশ্বরের এই অত্যাশ্চর্য কাজের বিষয়ে চিন্তা করার পরিবর্তে য়্যাকুভ্লেনার সীমাহীন নির্যাতন ভোগের বিষয়ে চিন্তা করলাম। অন্যকিছু ভাবতে পারলাম না। এটা কিভাবে হতে পারে? এর তাৎপর্য কি? কেন সে এমন অবর্ণনীয় বিষয় জানাতে আমার কাছে এসেছে?

যখন সে চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল, আমি দূর্বল শরীর নিয়ে টলতে টলতে উঠলাম। তাকে রাতটা আমাদের বাসায় থেকে যেতে বললাম। অন্ততঃ পক্ষে রিচার্ড বাসায় ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বললাম। ইতিমধ্যে সে দরজা পর্যন্ত চলে এসেছিল, আমার কথা শুনে একটু থেমে বললঃ "আমার স্বামীকেও **G P H** ধরে নিয়ে গেছে। সে বার বৎসর ধরে জেলে আছে। এই পৃথিবীতে জীবনে যদি আমাদের পুনরায় দেখা হয় সেটাই বরং আমার জন্য বিস্ময়ের ব্যাপার হবে।' তারপর সে চলে গেল।

বার বৎসর? আমি সহজভাবে মেনে নিতে পারিনি। আমি বুঝতে পারিনি, আমার এবং রিচার্ডের ভাগ্যেও এরকম দুঃখকষ্ট অপেক্ষা করতেছিল। আমি অনেক পরে বুঝেছিলাম ঈশ্বরের এই দূত দুঃখ-দুর্দশার বিষয়ে বলে যা বুঝাতে চেয়েছিল। দুহাজার বৎসর পূর্বে দামেস্ক মণ্ডলীর প্রধান অননিয়কে বলা হয়েছিলঃ "পৌল যে কিনা ভবিষত্যে মনোনীত প্রেরিত হবে, এই নতুন বিশ্বাসীকে দেখিয়ে দাও ভবিষতে আমার জন্য তাকে কত ক্লেশ ভোগ করতে হবে" (প্রেরিত ৯ঃ১ পদ)।

এত বেশি দেরি হয়নি যে, এখন আর দেশ ছেড়ে যাওয়া যাবে না। যদিও পরিস্থিতি প্রতিদিন জটিল হচ্ছে। এখনও হাজার হাজার জনকে ঘুস দিয়ে বশে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে তারা কমিউনিস্টদের পক্ষে থাকে এবং দেশ ত্যাগ না করে। আমি জানতাম, রিচার্ড চলে যেতে চায়নি। কিন্তু সে বলতঃ

"এ্যান্টোনেসকূ্যর শাসনাধীনে একসঙ্গে কখনো আমাদের দুই থেকে তিন সপ্তাহের বেশি কারারুদ্ধ থাকতে হয়নি। আর এখন কমিউনিস্টদের অধীনে বৎসর ব্যাপী জেলখানায় থাকতে হতে পারে। ওরা তোমাকেও ধরে নিয়ে যাবে। কে মিহায়কে এবং অন্যান্য শিশুদেরকে লালন পালন করবে"?

তারপর অন্য একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। একজন পালক, যাকে আমরা প্রায় এক বৎসর যাবৎ দেখতে পাইনি, তিনি হঠাৎ বাড়ী আসলেন। তাকে ধর্মবিশ্বাসী বানাতে ঈশ্বর রিচার্ডকে ব্যবহার করেছিলেন। তিনি পূর্বে মদে আসক্ত ছিলেন। রাতের বেলায় মদপান করতে পানশালার দ্বারে দ্বারে যেতেন। এমনি এক রাতে রিচার্ডের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। রিচার্ড তাকে নিয়ে গেল। মদ্যপানের কুফল সম্পর্কে তার সাথে কথা বলল, তাকে যুক্তি দেখাল, তার অন্তরে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মানোর চেষ্টা করল। পরবর্তী দিন যখন তিনি মাতাল অবস্থা থেকে চেতনায় ফিরে আসলেন, তখন তাকে একদম পরিবর্তীত মানুষরূপে দেখা গেল।

তখন তিনি আমাদের ইহা স্মরণ করিয়ে দিলেন। আমরা যা বলেছিলাম, তা কিছু সময় তিনি বার বার বললেনঃ "আপনারা আমাকে যা বলেছিলেন তার মধ্যে বাইবেলের সেই পদ আমাকে সবচেয়ে বেশি বিমুগ্ধ করেছে- লোটের নিকট স্বর্গদূতের বাণীটিঃ 'প্রাণ রক্ষার্থে পলায়ন কর, পশ্চাদ দিকে দৃষ্টি করিও না' (আদিপুস্তক ১৯ঃ১৭ পদ)।

যখন তিনি চলে গেলেন, রিচার্ড আমাকে জিজ্ঞাসা করলঃ 'তুমি কি মনে কর লোকটা যা বলে গেলেন, তা আমাদের জন্য ঈশ্বরের কোন বার্তা হতে পারে? না হলে লোকটা এতদিন পর আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে এলেন কেন? এবং কেনই বা 'প্রাণ রক্ষার্থে পলায়ন কর' এই পদটা বার বার আবৃত্তি করলেন? এর অর্থ কি এই নয় যে, প্রাণ বাঁচাতে আমাদের পালাতে হবে এ দেশ থেকে?

আমি বললাম, "কোন্ প্রাণ বাঁচাতে তুমি পালিয়ে যাবে"? তারপর আমি বেডরুমের দিকে চলে গেলাম। বাইবেল খুলে আমি সেই পৃষ্ঠা বের করলাম, যেখানে যীশু বলেছেন; "যে কেহ তার নিজ জীবন বাঁচাতে চাইবে, সে তা হারাবে, এবং যে কেহ আমার জন্য তার জীবন দিবে সে তা পাইবে।"

আমি রিচার্ডকে জিজ্ঞাসা করলামঃ "তুমি যদি এখন পালিয়ে যাও, তাহলে কি তুমি কখনো বাইবেলের এই পদের বিষয়ে প্রচার করতে পারবে?"

আমরা সেই রাতে দেশ ত্যাগের বিষয়ে কোন কথা বলিনি।

কিন্তু এর কয়েকদিন পর রিচার্ড বলল, "আমরা যদি পশ্চিমা দেশে চলে যাই তাহলে কি রুমানিয়ার খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীগুলির জন্য এর চেয়ে অনেক বেশি কিছু করতে পারব না? আমরা যদি রুমানিয়াতে থেকে যাই তাহলে অন্যান্যদের পথ ধরে আমাকেও জেলখানায় যেতে হবে। আমাদের একত্রে বাস করা জীবনটাও শেষ হয়ে যাবে। আমাকে অত্যাচার ভোগ করতে হবে, এমনকি মেরে ফেলাও হতে পারে এবং যদি তোমাকেও জেলে যেতে হয় তাহলে তো আমাদের মিশনটাই শেষ হয়ে যাবে। পালক শৌলহেইমেরা তো বিদেশী, তারা এখানে স্থায়ীভাবে থেকে যাওয়ার অনুমোদন পাবে না। তখন মিহায় কমিউনিস্টদের নির্দেশিত পথে বড় হয়ে উঠবে। তাহলে এখানে থেকে যাওয়াটা আমাদের কার জন্য কি মঙ্গল বয়ে আনবে?"

আমি বললাম, "আমি মনে করি আমাদের এই রুমানিয়াতেই অবস্থান করতে হবে।"

তারপর বিপদের চূড়ান্ত লক্ষণ এসে গেল। বুখারেস্টের চারপাশে গোপনীয় বাড়ীগুলোতে আমরা সভার আয়োজন করতে শুরু করলাম। গীর্জাগুলোতে সভা করার চেয়ে এমন গোপনীয় জায়গায় সভা করা আমাদের জন্য অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ছিল। আমরা কখনো এমন আর্শিবাদপুষ্ট সেবা কার্য্য করতে পারতাম না এবং এতবেশি লোককে ধর্ম বিশ্বাসী বানাতে পারতাম না। যেন ঈশ্বরই আমাদের সামনে সেই জ্ঞান পেশ করেছিলেন, যা আমাদেরকে সবচেয়ে অসুবিধাজনক অবস্থায় সবচেয়ে বেশি শান্তি ও স্বস্থি দিতে পারে।

একদিন রাতে আমরা এক ধনী লোকের বাড়ীতে সভা করেছিলাম। লোকটি এই বাড়ীটা বাদে তার সবকিছু হারিয়েছেন। এবং শীঘ্রই এই বাড়ীটাও তার হারাতে হবে। আমরা ইহাতে পালাক্রমে পাহারার ব্যবস্থা করে সভার আয়োজন করতাম। এমন একটি গোপন প্রার্থনা সভার সংবাদ কমিউনিস্টরা জানতে পারলে আমাদের সবাইকে জেলে পুরা হত।

একবার আমরা মোটামুটি পঞ্চাশ জন সারারাত ব্যাপী এক জাগরণী সভায় মিলিত হয়েছিলাম। একজন প্রায় মধ্যরাত পর্যন্ত হাঁটু গেড়ে জোড়ে চিৎকার করে প্রার্থনা করেছিল। এবং রিচার্ডকে বলেছিল, "এবং তুমিও তাদের একজন, যে এমন সংকটময় অবস্থায় দেশ ত্যাগের চিন্তা করতে পারবে। মনে রেখ, ভাল এবং বিশ্বস্ত পালক কখনো তার মেষপালকে ছেড়ে চলে যায় না; বরং যত বিপদ আসুক শেষ পর্যন্ত সে তার মেষের সাথেই থাকে।"

রিচার্ডের সমস্যা সম্পর্কে মহিলাটির কোন ধারণা ছিল না। আমরা সবাই রিচার্ডের দেশত্যাগের বিষয়টা নিয়ে তাকে খুবই হতবুদ্ধিকর ও হতাশাগ্রস্থ্য দেখেছিলাম। কিন্তু হতবাক মহিলাটি এ বিষয়ে পরে আর কোন কথা বলেনি।

রাত্রি শেষে ভোর হল। আমরা বরফ পরা রাস্তা ধরে হেঁটে হেঁটে আমাদের বাড়ীর দিকে চললাম। তখন জানুয়ারী মাস ছিল। প্রচন্ড শীত তাই সুন্দর শিশির কণা পড়তেছিল। আমি বললাম, "আমরা এখন দেশ ছেড়ে চলে যেতে পারব না"।

রিচার্ড সম্মত হল। আমরা সবাইকে কথাটা বললাম। আমরা দেশেই থেকে গেলাম। এতে তারা সবাই খুব খুশি হল।

রিচার্ড যখন চৌদ্দ বছর জেল খেটে ফিরে আসল, তখন স্টেশনে সেই মহিলাটি রিচার্ডের জন্য অপেক্ষা করছিল; যে মহিলাটি সেদিনের জাগরণী সভায় রিচার্ডের বিষয়ে সতর্কতা সূচক পূর্বাভাষ দিয়েছিলেন। তিনি স্টেশনে রিচার্ডের সাথে সাক্ষাৎ করতে উপহার হিসাবে একগুচ্ছ ফুল নিয়ে এসেছিলেন। রিচার্ড তাঁকে চিনতে পারল। তাঁর সেই কথা মনে পড়ল। রিচার্ড বলল, "আমি আপনার সে রাতের উপদেশ মেনে নিয়ে এত কষ্ট ভোগ করেও আজ দুঃখ প্রকাশ করছি না; বরং আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমি আনন্দিত!"

তৃতীয় অধ্যায়
রিচার্ডের নিখোঁজ হওয়া

আমরা এক বিকাল বেলায় বন্ধু বান্ধবদের সাথে কমিউনিস্টদের রূপ যে পাল্টে গেছে এ বিষয়ে জরুরী কিছু কথাবার্তা বলে সময় কাটিয়েছিলাম। একজন রাজনীতিবিদ আমাদের সবারই পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন উত্তম স্বভাবের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। কমিউনিস্টরা তাকে গ্রেফতার করেছিল, এবং এক সপ্তাহ পর জেলখানায় তার কক্ষে গলায় দড়ি দিয়ে তিনি ফাঁসিতে মারা যান। ভাবা যেতে পারে কি পরিমাণ অসহ্য নির্যাতনের ফলে তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কোন একজন বলল, "তিনি নির্ঘাত নরকে যাবেন"।

রিচার্ড উত্তর দিয়েছিল, "তুমি যে মন্দ কাজ করেছ, তাতে তোমার জন্যও নিঃসঙ্গ অন্ধকার নরকে জায়গা প্রস্তুত রয়েছে।"

কয়েক দিনের মধ্যে সেই লোকটি রাজনীতিবিদের মত একই রকম কাজ করে (অর্থাৎ আত্মহত্যা করে) নরকে তার ঠিকানা করে নিয়েছিল।

১৯৪৮ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী, সেদিন ছিল রবিবার। রিচার্ড একাকী গির্জার দিকে হেঁটে যাচ্ছিল। আমি পরে গেলাম। পাষ্টর শৌল হেইমকে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে বিমর্ষ অবস্থায় দেখতে পেলাম।

ঃ "রিচার্ডতো আসেনি। কিন্তু তারতো ভাল করেই মনে থাকার কথা যে, এখানে তাকে আসতে হবে। হয়ত তিনি জরুরী কোন কাজে জড়িয়ে পড়েছেন এবং এখানে আসার কথা ভুলে গেছেন।"

ঃ "কিন্তু সেতো আমার সাথে প্রতিজ্ঞা করেছিল আধ ঘন্টার মধ্যে এখানে এসে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে।"

শৌল হেইম বললেন, "সম্ভবতঃ তিনি তার কোন বন্ধুর সাথে দেখা করতে গেছেন, যে তার কাছে সাহায্য চেয়েছিল। ভাববেন না, রিচার্ড এসে পড়বে।" শৌল হেইম তার কাজ হাতে নিলেন। আমি তার বন্ধু বান্ধবদের কাছে ফোন করলাম। কিন্তু রিচার্ড তাদের কারো কাছেই যায়নি। আমার অন্তরে ভয়ের উদ্বেক হল।

আমরা জানতে পারলাম, বিকাল বেলায় এক তরুন দম্পতির বিবাহ পড়ানোর কথা ছিল রিচার্ডের।

শৌলহেইম বলল, "এখন দুশ্চিন্তা করোনা। রিচার্ডকে তুমি কখনো জানতে পারনি। স্মরণ কর, যে সময় আমরা গ্রীষ্মকালীন শিবিরে ছিলাম, তখন একবার সে সকালে পত্রিকা কিনতে বাইরে বেরিয়েছিল, এবং দুপুরের খাবারের সময়ে ফোন করে বলেছিল যে, সে সকালের খাবার খেতে ফিরে আসতে পারবে না।"

সেই কথা মনে করে আমি মুচকি হাসলাম। রিচার্ড বুখারেস্টে কিছু জরুরী ব্যবসায়িক কাজের কথা ভেবেছিল। সে রকম কিছু পুনরায় সে হয়ত করেছে। রবিবারে সাধারণতঃ অনেক লোকের জন্য দুপুরের খাবারের আয়োজন করা হয়। যারা এসেছিল তাদের অনেকের জন্যই এটা সপ্তাহের মধ্যে একটি মহৎ ঘটনা ছিল। একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন ছিল। আমাদের খাবার বেশি ছিল না, তথাপি আমরা ধন্যবাদ দিলাম এবং গান করলাম।

তারপর আমরা নীরবে বসে রিচার্ডের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। কিন্তু রিচার্ড এল না। গতরাতেও আমাদের বাড়ীতে অনেক অতিথি ছিল। রিচার্ড তাদের সাথে আনন্দিত মনে কথা বলছিল। কথা বলতে বলতে হঠাৎ সে নীরব হয়ে গিয়েছিল। কোন একজন বলেছিল, 'রিচার্ড! আপনাকে কেমন যেন বিষন্ন দেখাচ্ছে- এর কারণ কি? আপনার কি হয়েছে, রিচার্ড অদ্ভুত ও রহস্যময় একটা জবাব দিয়েছিল। বাইবেলের উপদেশক পুস্তকের একটা পদের উদ্ধৃতি দিয়ে! 'আমি হাস্যকারীকে বলিলাম ইহা পাগলামি ও বোকামি' (উপদেশক ২ঃ২ পদ)। আমাদের আলোচনার বাইরের অবস্থা শান্ত ছিল। কথা বলার সময় কেউ হাসেনি। আমি মনে করি রিচার্ডের এই কথাটার বিশেষ তাৎপর্য আছে, কথাটা ও হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত হয়েছিল। আজ আমরা কথাটার প্রকৃত মর্ম বুঝতে পেরেছি, কেন 'হাসা বোকামী ও পাগলামি।'

বিকালে যে বিয়ে পড়ানোর কথা ছিল রিচার্ডের, পালক শৌলহেইমকে তা করতে হল। আমরা সমস্ত হাসপাতালে ফোন করলাম। আমি হাসপাতালের প্রতিটি জরুরী বিভাগে গেলাম এটা মনে করে যে, রিচার্ড হয়ত রাস্তায় কোন মারাত্মক দূর্ঘটনার শিকার হয়েছে এবং কেহ তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে জরুরী বিভাগে ভর্তি করেছে। কিন্তু রিচার্ডের কোন আলামত খুঁজে পেলাম না।

একটা বিষয় আমার কাছে সত্য বলে মনে হল, রিচার্ডকে কমিউনিস্টরা গ্রেফতার করেছে। আমাকে একটা কাজ করতে হবে। আমার সামনে রিচার্ডকে খুঁজে বের করার একটাই পথ আছে, তাহল আমাকে রাশিয়ার কমিউনিস্ট সরকারের আন্তঃপ্রাদেশিক মন্ত্রীর কাছে যেতে হবে।

তারপর ঘন্টার পর ঘন্টা, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, বছরের পর বছর খোঁজাখুঁজি শুরু হল। রিচার্ডের খোঁজে ক্লান্তিকর ভাবে অফিস থেকে অফিসে যেতে থাকলাম। আশা আর হতাশা নিয়ে দ্বারে দ্বারে কড়া নাড়তে থাকলাম; হয়ত আমার জন্য কোন দরজা খুলেও যেতে পারে। কিন্তু নিরাশ হলাম।

আমি জেনেছিলাম, গুরুত্বপূর্ণ কয়েদীকে কমিউনিস্টরা কেন্দ্রীয় আন্তঃপ্রাদেশিক মন্ত্রীর বাসভবনের অট্টালিকার ভুগর্ভস্থ্য গোপন কুঠরীতে বন্দী করে রাখে। মুক্তভাবে আলাপ আলোচনা করে অপরাধী সন্দেহ প্রবণ লোকদের বিষয়ে তদন্ত করার জন্য একটি "তথ্য দপ্তর" খোলা হয়েছিল। গ্রেফতারকৃত স্বামী, বাবা এবং সন্তানদের এখানে খুঁজতে আসত অনেক মহিলা। এ অফিসের সিঁড়িতে ভিড় ছিল অনেক মা ও শিশুদের। ওরা কোন সংবাদ শুনার জন্য নিরাশ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকত। অন্য পাশের খালি দেয়ালে সুন্দর বড় বড় সুসজ্জিত করে লিখে রাখা হয়েছিল কমিউনিস্টদের একটা স্লোগানঃ

"শ্রেণী শত্রুদের বিরুদ্ধে আমরা হব নির্মম"

এখানে অপেক্ষাকারী প্রত্যেক মহিলারই প্রশ্ন করার পালা আসত। এখানে নিযুক্ত সরকারী কর্মকর্তা এমন ভান করত যে, তাদের কাছে চিহ্নিত অপরাধী ব্যক্তিদের একটা তালিকা আছে। তারা ফাইল রাখার আলমারির দিকে উকি মেরে দেখত। অপেক্ষমান সকলেই তাদের প্রার্থিত ব্যক্তির নাম, তাদের কোন চিহ্নই খুঁজে পেত না এখানে এসে।

একটি গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে, রিচার্ডকে মস্কোতে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। (এন্ট্যানেসক্যু এবং অন্যান্যদের বেলায় এরূপ ঘটনা ঘটেছিল।) কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে পারিনি, রিচার্ডকে আমার জীবন থেকে কেড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। একটি সন্ধ্যার পর আর একটি সন্ধ্যা আসত, এভাবে প্রতিটি রাতে আমি রিচার্ডের জন্য টেবিলে খাবার সাজিয়ে বসে থাকতাম। প্রতি রাতে জানালার পাশে বিষন্ন মনে বসে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতাম, আর রিচার্ডের প্রতিক্ষা করতাম। প্রতি রাতেই আমি ভাবতাম, 'আজ রাতেই রিচার্ড আসবে। রিচার্ডের কিছুই হয়নি। রিচার্ড শীঘ্রই মুক্তি লাভ করবে। ফ্যাসিবাদী জার্মানদের চেয়ে রিচার্ডের উপর বেশি খারাপ কিছু কমিউনিস্টরা করতে পারবে না। জার্মানরাতো রিচার্ডকে ধরে নিয়ে এক সপ্তাহ, বড় জোড় দুই সপ্তাহ বন্দী করে রাখত।' আমি মনে মনে বলতাম, কমিউনিস্টরা রিচার্ডকে এর চেয়ে বেশি দিন বন্দী করে রাখতে পারবে না।

এভাবে প্রতি রাতেই আমি জানালার কাছে উদাসভাবে বসে রিচার্ডের প্রতিক্ষা করতাম, কিন্তু রিচার্ড আসত না। আমি জানালার কাচের শার্সিতে কপাল ঠুকতাম আর ফুঁপিয়ে কাঁদতাম। অনেক দেরীতে বিছানায় যেতাম, কিন্তু ঘুমাতে পারতাম না। একদিন সকালে পাষ্টর শৌলহেইম আমাকে আমাদের পূর্ব বন্ধু সুইডেনের রাষ্ট্রদূত রিউতাব্‌স্ ওয়্যার্ড এর কাছে নিয়ে গেল। তিনি বললেন, এ ব্যাপারে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনাপাউকারের সাথে একবার তিনি কথা বলেছিলেন।

পাউকারের উত্তর প্রস্তুত ছিলঃ 'আমাদের গোয়েন্দা বিভাগ এই তথ্য দিয়েছে যে পাষ্টর রিচার্ড ওর্য়াম ব্রান্ড দুর্ভিক্ষের ত্রাণকাজের জন্য একটা স্যুটকেস ভর্তি ডলার নিয়ে দেশ থেকে পালিয়ে গেছে। তথ্য বিভাগের লোকেরা বলেছে রিচার্ড এখন ডেনমার্কে আছে।'

রাষ্ট্রদূত রিচার্ডের ব্যাপারটা প্রধান মন্ত্রীর কাছে নিয়ে গেলেন। প্রধান মন্ত্রী গ্রোজা ঈশ্বরের দিব্যি দিয়ে প্রতিজ্ঞা করে পাউকারের মতেরই পুনরাবৃত্তি করলেন এবং রিওতারস ওর্য়্যডকে বললেনঃ "আপনার কথামত ধরে নিলাম যে, পালক ওর্য়াম ব্রান্ড আমাদের জেলখানায় বন্দী আছে। আপনি যদি এটা প্রমাণ করতে পারেন তাহলে আমি অবশ্যই তাকে ছেড়ে দেব।"

কমিউনিস্টরা নিজেদের বক্তব্যে নিজেরা এতই দৃঢ় ছিল। একবার গোয়েন্দা পুলিশের কক্ষে জেরা করার সময় অবর্ণনীয় অত্যাচারের ফলে একটা লোকের জীবন শেষ হয়েছিল।

এখন রিচার্ডের মুক্তির ব্যাপারে কেহই মধ্যস্থতা করতে পারবে না। হাজার প্রচেষ্টার পরে একটি আশাই রয়ে গেছে- তাহল কমিউনিস্ট সরকারকে ঘুষ দিয়ে রিচার্ডকে ছাড়িয়ে আনা যেতে পারে।

আমার স্কুল জীবনের এক বন্ধু ক্লেরি মেয়ার জিজ্ঞাসা করল, "সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী থিওহারী জ্যাঁজেসক্যুকে জান? তার ভাই আমাদের বাসার কাছাকাছি বাস করে এবং তার সাথে আমার ঘনিষ্টতা আছে। আমি শুনেছি পর্যাপ্ত পরিমান ঘুষের টাকার বিনিময়ে সে রাজবন্দীদের মুক্ত করতে পারে। আমি তার স্ত্রীর সাথে তোমার পক্ষে কথা বলব।"

জ্যাঁজেসক্যু ঘুষের ব্যাপারে ইচ্ছুক ছিল। সবকিছুই সমাধা করা হয়েছিল সম্পূর্ণ গোপনীয় ভাবে। কিন্তু তার অনুগ্রহের মূল্যের পরিমান ছিল আকাশচুম্বি।

তিনি যে রকম চেয়েছিলেন, তার কথামত আমি শহরের শেষ প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র নোংরা বাসায় তার সাথে দেখা করতে গেলাম। একটা বেশ ফ্যাশনদোরস্ত নতুন স্যুট পরা খর্বকৃতির মোটাসোটা গড়নের ছিলেন তিনি। আমাকে দেখে প্রথমেই তার পরিচয় দিলেন।

ঃ "আমি জ্যর্জেসক্যু। আমি আমার ভাইয়ের কাছ থেকে তোমার স্বামীর বিষয়ে জেনেছি। তার কথামত সব ব্যবস্থা করেছি। আমি কথা দিচ্ছি তুমি নিশ্চিত থাকতে পার। আমার কথায় গ্যারান্টি আছে।"

তিনি যত চেয়েছিলেন সে পরিমান টাকা আনতে পেরেছি কিনা জানতে চাইলেন। অনেক কষ্টে তা জোগাড় করতে হয়েছিল। টাকাটা তার হাতে তুলে দিলাম।

কিন্তু কিছুই হল না।

এভাবে এটাই আমাদের প্রথম ও শেষবারের মত প্রতারণার শিকার হওয়া নয়। আমরা বার বার এভাবে প্রতারিত হয়েছি। এভাবে ঘুষ প্রদান করে আমরা কিছুই করতে পারিনি। আমি অনেক জুচ্চোর বদমায়েশদের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। এসব পেশাদার প্রতারকরা তাদের নিজস্ব উচ্চ সামাজিক মর্যাদায় আসীন ছিল। অনেকে ছিল উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা। অনেকে ছিল নামেমাত্র কমিউনিস্ট।

একজন প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ রাতের বেলা আমাদের বাসায় আসলেন, তিনি বললেন, 'কে জানে এরপর রুমানিয়াতে কারা আসতেছে? সম্ভবতঃ ব্রিটিশরা এবং আমেরিকানরা।'

এই বিষয়টা মনে রেখে ভবিষতের জন্য (এবং বর্তমানের জন্য নগদ প্রতিদানে) তিনি সাহায্য করতে চেষ্টা করতেন। সরকারী প্রয়োজনের নামে নিজ স্বার্থ সাধনের বিষয়টা যেন বিপন্ন না হয় এই শর্তে তিনি যতটুকু পারতেন ততটুকু করতেন।

কয়েক মাসের কঠোর প্রচেষ্টার ফল ব্যর্থ হওয়ার পর একদিন বিকাল বেলায় একজন অচেনা অদ্ভুত লোক আমাদের দ্বারে এল। তার মুখমণ্ডলে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি। হয়ত অনেক দিন শেভ করেনি। তার সম্পূর্ণ শরীরে ছিল কড়া মদের উটকো গন্ধ। লোকটি নাছোড়বান্দা হয়ে বিনতি করতে থাকল যে, তার সাথে যেন আমরা নিরালায় একটু কথা বলি।

আমরা তাকে সুযোগ দিলে লোকটি বলল, "আমি আপনার স্বামীর সাথে দেখা করে এসেছি"। একথা শুনে আমার হৃদয় আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ল। লোকটি বলতে থাকল, "আমি

জেলখানার দাড়োয়ান- দয়া করে জানতে চাইবেন না কোন্ জেলখানার। আমি তাকে তার প্রয়োজন মত খাবার দেই। এবং সে বলেছে তার বিষয়ে ভাল সংবাদ দিচ্ছি এজন্য আপনি যেন আমাকে ভাল পারিশ্রমিক দেন।"

আমি বললাম, "কিভাবে এতটা নির্ভর করতে পারি? আমরা পূর্বে অনেকের কথার উপর নির্ভর করে বিফল হয়েছি।"

লোকটি বলল- ঃ"আপনি জানেন, আমার নিজের জীবনের ঝুকি সত্ত্বেও আমি আপনাদের কাছে এসেছি এবং রিচার্ডকে সাহায্য করছি।"

লোকটি বিরাট অংকের টাকা চাইল এবং কোন দরকষাকষি করল না।

পাষ্টর শৌলহেইম ও আমার মতই লোকটাকে সন্দেহের চোখে দেখল। তিনি কারারক্ষী লোকটাকে বললেন, "আমার কাছে রিচার্ডের নিজ হাতে লেখা চিঠি দেখাও। তাহলে আমরা তোমার কথায় বিশ্বাস করব; অন্যথায় নয়।"

শৌলহেইম দুর্ভিক্ষের সময়ের জন্য মজুদ ত্রাণসামগ্রীর ভান্ডার থেকে একজোড়া চকলেট লোকটাকে দিয়ে বললেন- "এগুলো রিচার্ডের কাছে নিয়ে যাও এবং তার কাছ থেকে তার নিজ হাতে লেখা কোন প্রতিউত্তর বা বার্তা নিয়ে ফিরে এসো, তাহলে আমরা বুঝতে পারব।"

দুইদিন পর লোকটা ফিরে আসল। তার টুপিটা খুলল। টুপির ভিতরে সচেতনতার সহিত কাগজ দিয়ে মুড়িয়ে চকলেটের প্যাকেটটা রেখেছিল। মোড়ানো কাগজটা আমার হাতে দিল। আমি পড়লামঃ

"আমার প্রিয়তমা স্ত্রী সাবিনা- তোমার ভালবাসার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ-- আমি ভাল আছি। ইতি- রিচার্ড।"

আমি লেখা দেখে বুঝতে পারলাম, এটা তারই হাতের লেখা। কষ্ট সত্ত্বেও পরিষ্কার বড় বড় অক্ষরে সবকিছু লিখে বর্ণনা করেছে রিচার্ড। রিচার্ডের লেখার মধ্যে অশান্ত ও ক্ষুদ্ধভাব নেই, ভুল বুঝার সম্ভাবনাও সৃষ্টি হয়নি।

কারারক্ষী লোকটি বলল, 'রিচার্ড ভাল আছে' 'সে আপনাকে ভালবাসা জানিয়েছে' একথা বলেই লোকটি নিঃশ্বাস ছাড়ল এবং তার নিঃশ্বাস থেকে মদের গন্ধ ছড়াল।

সব সময় রিচার্ডের খবরাখবর এনে দিবে এই শর্তে তাকে আমরা টাকা দিতে সম্মত হলাম। পরিশেষে লোকটি বললঃ "ঠিক আছে। আমি রিচার্ডের সংবাদ এনে দিব। আপনারা জেনে রাখুন আমি এ কাজটা করব কেবল টাকার জন্য নয়।"

সে তার মুক্ত জীবনের উপর বিপদের ঝুকি নিয়েছিল। সে টাকা ভালবাসত। সে মাঝে মাঝে রিচার্ডকে জেলখানায় নির্ধারিত রুটির চেয়ে অতিরিক্ত রুটি দিত। সে নিয়মিত রিচার্ডের সংবাদ এনে দিতে থাকল।

একদিন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমরা যে তোমাকে টাকা দেই এ টাকা দিয়ে তুমি কি কর?

লোকটি হাসল 'আপনাদের দেওয়া টাকা দিয়ে মদ কিনে খাই'। মদ্যপান সত্ত্বেও, ঈশ্বর সহানুভূতির সাথে তার হৃদয়টা স্পর্শ করেছিলেন। তাকে দেখে এটা বুঝা যেত।

শৌলহেইম এবং তার স্ত্রী সিলজিয়া, দুঃখকষ্ট বা বিপদের সময়ের বন্ধুরা, সবকিছু লিখে পাঠাত এবং তারা কেবল উৎসাহ দেওয়ার জন্য এবং রিচার্ডের মুক্তির জন্য কাজ করত। পাষ্টর শৌলহেইম আমাকে সুইডেনের দূতাবাসে নিয়ে গেলেন; সেখানের রাষ্ট্রদূত একবার রিচার্ডের মুক্তির ব্যাপারে চেষ্টা করেছিলেন। রাষ্ট্রদূত রিউতারস্ ওর্য়্যড রিচার্ডের হাতের লেখা ক্ষুদ্র পত্র দেখতে পেয়েই তাড়াতাড়ি একটা বিবরণ লিখে পাঠিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী বরাবরেঃ-

"আপনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, আমরা যদি প্রমাণ করতে পারি যে, পাষ্টর রিচার্ড ওর্য়্যাম ব্রান্ড রোমানিয়ার জেলখানাতে বন্দী আছে তাহলে আপনি তাকে মুক্ত করে দিবেন। এখন আমার হাতে এর প্রমাণ আছে।"

প্রধান মন্ত্রী গ্রোজা এ বার্তা পেয়ে বিবরণটি পাঠিয়ে দিলেন পররাষ্ট্র দফতরে মন্ত্রী আনাপাউকারের কাছে।

আনা পাউকার রাষ্ট্রদূত ভঁ রিউতারস্ ওর্য়্যডকে ডেকে পাঠালেন এবং তার প্রতি ক্ষেপে গিয়ে বললেন, "আমি যদি বলে থাকি রিচার্ড ওর্য়্যাম ব্রান্ড ডেনমার্কে পালিয়ে গিয়েছে তাহলে জেনে রাখবেন, সে পালিয়েই গেছে। রুমানিয়াতে আপনি একজন রাষ্ট্রদূত মাত্র। ক্ষমতা ও পদমর্যাদায় নিম্ন পদস্থ হয়েও আপনি কি করে আমাকে অপমান করার সাহস পান? ওর্য়্যাম ব্রান্ডের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভাবে আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলাবেন না। আমি মিথ্যাবাদী নই।"

ভঁ *রিউতারসক* কে তার উচ্চ পদস্থ্য সম্মানিত পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বক্তব্যের উপর প্রশ্নতোলা এবং হস্ত ক্ষেপের অপরাধে রুমানিয়াতে অনাস্থাভাজন ঘোষণা করা হল। বৈদেশিক মিশনের জন্য কাজ করলেও ওর্য়্যামব্রান্ড ছিল রুমানিয়ার নাগরিক। *রিউতারস্ ওর্য়্যড* তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের জবাবে বললেন, "নৈতিক কারণে এবং বিবেকের তাড়নায় আমি এমন একজন লোকের পক্ষে কথা বলতে বাধ্য হয়েছি, যার সম্বন্ধে আমি জানি যে, সে নির্দোষ এবং আমাকে রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিথাবাদী বলেছে, তাই আমার এর প্রতিবাদ করা অবশ্য কর্তব্য। এটা আমার কোন অপরাধ নয়।" ভঁ *রিউতারস্ ওর্য়্যড* ছিলেন একজন ঈশ্বরের মানুষ। কমিউনিস্ট সরকার এমন মহৎ ও দয়ালু মানুষকে সহ্য করতে পারবে, তা হতেই পারে না। এবং এমন লোককে রুমানিয়াতে রাখাও সমুচিত মনে করত না। তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে সুইডেনে ডেকে পাঠান হল এবং তাকে কূটনৈতিকের দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দেওয়া হল।

এর অল্পকাল পরেই গ্রোজা জাতীয় পরিষদে প্রেসিডেন্ট সম্বন্ধে অনাস্থা প্রস্তাব তোলে এবং প্রেসিডেন্টের সমর্থন শূন্য করেন। একদা তিনি রুমানিয়ার বিখ্যাত বিদ্রূপাত্বক রচনা লেখক যাজকের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। তাকে চাপ দিয়ে প্রেসিডেন্টের বিষয়ে হিংসাত্বক বিদ্রুপপূর্ণ কবিতা লিখিয়ে প্রচার করা হল।

'নিজেকে আখ্যা দিলাম সকলের শ্রদ্ধাভাজন হিসাবে,
প্রেসিডেন্ট হলাম আমি এই রূপে।
যাজক কবি বলে এমন তামাশা
দেখিনি আমি কোন কালে।'

এই বিদ্রূপাত্বক কবিতার কারণে যাজক কবিকে ৬ বছর জেল খাটতে হয়েছে।

শৌলহেইম যে নিজেকে রিচার্ডের অন্যরূপ ভাবত, এবং রুমানিয়াকে তার দ্বিতীয় জন্মভূমি ভাবত- তিনি রুমানিয়া ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হলেন। তিনি আমাদের সাথে নিজেকে এবং তার মিশনের কেন্দ্রকে অঙ্গীভূত করে নিয়েছিলেন, যেরূপভাবে একজন উত্তম ও সত্যিকার মিশনারী করে থাকে। তিনি আর বেশি সাহায্য করতে পারলেন না। তথাপি আজ পর্যন্ত আমরা বন্ধুত্বে দায়বদ্ধ, যদিও আমাদের মাঝে বন্ধুত্ব নিজেদেরকে বিপদে ফেলবে।

কমিউনিস্টরা নিয়ম করেছিল, রাজনৈতিক বন্দীর স্ত্রীকে রেশন কার্ড দেওয়া হবে না। রাজবন্দীর স্ত্রী কোন কাজ পাবে না- কেন? কারণ, তার কোন রেশন কার্ড নেই। এবং তার ফল হল তাদের কোন অস্থিত্ব থাকবে না।

আমি এই যুক্তি দেখাইনি যে, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্তা ব্যক্তিরাতো রিচার্ডের রুমানিয়ায় বন্দী হয়ে থাকার কথা অস্বীকার করেছে- তাহলে আমি রাজবন্দীর স্ত্রী হলাম কিভাবে? আমি কেবল এই যুক্তি তুলে ধরেছিলাম-

ঃ "কাজ না পেলে এবং রেশন কার্ড না পেলে আমি কিভাবে বেঁচে থাকতে পারব? এবং আমার ছেলে মিহায় কিভাবে বেঁচে থাকবে?"

ঃ "সেটা তোমাদের ব্যাপার।"

মিহায় পুনরায় আমার একমাত্র পুত্র হয়ে উঠল। রিচার্ড গ্রেফতার হওয়ার পূর্বেই আমরা সেই সব অনাথ শিশুদেরকে হারিয়েছিলাম। যারা পূর্ব রুমানিয়ায় নাৎসিদের বেপরোয়া হত্যাকান্ড থেকে বেঁচে গিয়ে আমাদের কাছে এসেছিল এবং আমরা তাদেরকে আমাদের সন্তান হিসাবে নিয়েছিলাম। রাশিয়ানরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, রুমানিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় দুইটি প্রদেশ বিসারাবিয়া এবং বুকোভিনাতে পুনরায় জনবসতিতে পূর্ণ করা হবে। এবং সেখানে আশ্রায়ণ প্রকল্পের অধীনে বাসগৃহ তৈরী করা হয়েছে, এ কথা শুনে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে, এই শিশুগুলিকে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হবে। হাজার হাজার শিশু এরকম দুর্দশাপূর্ণ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল। কত অধিক ভালই না হত যদি আমরা এই শিশুগুলিকে ফিলিস্তিনে পেতাম যেখানে ইহুদীদের জন্য একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হতে চলেছে। অন্তরের

নিদারুন যন্ত্রনার মধ্যে আমরা শিশুদেরকে যে চলে যেতে দিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সোভিয়েতদের অধীনে তাদের প্রত্যেকের অজানা ভাগ্যের জন্য অপেক্ষা করতে থাকার চেয়ে এটা অধিকতর ভাল মনে হয়েছিল।

তুর্কীস্থানের জাহাজ 'বুলবুল' এ তারা উদ্বাস্তু ক্ষুদে সেনাদলে যোগদান করেছিল। সপ্তাহের পর সপ্তাহ অতিবাহিত হয়ে গেল; কিন্তু তাদের পৌঁছানোর কোন সংবাদ পেলাম না। রিচার্ডকে অধিক দুশ্চিন্তাগ্রস্থ দেখাল। আন্তর্জাতিক তদন্ত শুরু হল, সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল কৃষ্ণসাগর থেকে মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত। তারপর আস্তে আস্তে সব আশা ধুলায় মিশে গেল। তাদের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। মনে করা হল, 'বুলবুল' জাহাজে যুদ্ধকালীন মাইন লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। এর বিস্ফোরনে জাহাজসহ সবাই ডুবে মারা গেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেহই জানেনি কি ঘটেছিল। জাহাজটি যাত্রা করেছিল। পৌঁছাতে পারল না। জাহাজের কেউ বেঁচে থাকতে পারল না।

আমাদের হৃদয়ে তাদের জন্য যে বেদনার সৃষ্টি হয়েছিল তা ছিল অপরিসীম তা বর্ণনার কোন ভাষা নেই। কারণ তাদেরকে আমাদের নিজ সন্তানের মত ভালবেসেছিলাম। যখন আমরা নিশ্চিতরূপে জানলাম যে তারা কেউ আর জীবিত নেই, তখন আমি মানসিকভাবে এতই বিপর্যস্থ হয়ে পড়েছিলাম যে, আমি কারো সাথে দেখা করতে চাইতাম না, কারো সাথে কথা বলতে চাইতাম না। এমন মানুষ দুর্লভ যে সত্যিকারভাবে মানুষের যন্ত্রনা লাঘব করে সান্তনা দিতে পারে। পুনরুত্থানে, অনন্তজীবনে, আমার সমস্ত বিশ্বাসে এরকম কঠিন পরীক্ষা রয়েছে।

আমি ভাবতাম, আমি কোন দিন এই নিদারুন দুঃখটা ভুলতে পারব না। কিন্তু ঈশ্বর আমাকে শক্তি দিয়েছেন দুঃখের যন্ত্রনা অতিক্রম করতে। তারপর একদিন ঈশ্বরের বাক্য আমার হৃদয়ে শান্তি নিয়ে আসল। এই বলে- 'আমার শান্তি আমি তোমাদিগকে দেই'। আমি বুঝতে পারলাম, বাইবেলের নতুন নিয়মে যে শব্দটা বার বার ব্যবহার করা হয়েছে তা নতুন করে আমার মধ্যে ধৈর্য্য এনে দিয়ে আমাকে শান্তি ও সান্তনা দিল। গ্রীক ভাষায় এ স্থলে hypomone শব্দটি রয়েছে, এর অর্থ 'রেখে যাওয়া, বিদ্যমান রাখা,' যীশু 'শান্তি' আমাদের জন্য রেখে গেছেন, যাতে আমরা তা গ্রহণ করি। যীশু 'শান্তি' রেখে গেছেন যাতে ঈশ্বর হতে যে দুঃখ কষ্ট পাওয়া, তাতে ধৈর্য্য ধারণ করতে পারি। এটা আমাদের জীবনে প্রচুর ফল প্রসব করবে। ঈশ্বরই দেন এবং ঈশ্বরই নিয়ে নেন। সেই অনাথ ছেলেমেয়েদের হারানোর পর ঈশ্বর আমার চারপাশে অনেক নতুন কমবয়সী বাচ্চাদের এনে দিলেন।

আমার মনে দুঃখ নিয়েই মিহায়কে সান্তনা দিতে হয়েছিল। অনাথ ছেলেমেয়েদের এমন দুঃখজনক পরিণতির সংবাদ শুনে মিহায় খুব করুন ভাবে কেঁদেছিল। ওকে শান্ত করা যাচ্ছিল না। আমি তাকে আমার হাত দিয়ে বুকে টেনে নিলাম এবং একটি গল্প বললাম। গল্পটি আমি প্রায়ই রিচার্ডের মুখে শুনতাম। এটি 'তালমুদ' নামক মানবীয় জ্ঞানের বিখ্যাত বইতে আছে।

"এক বিখ্যাত রব্বী (ইহুদী ধর্মগুরু) এক সময় বাড়ীতে ছিলেন না, তখন তার দুটি পুত্র মারা যায়। পুত্র দুইটি অসাধারণ সৌন্দর্য্যের অধিকারী ছিল। রব্বীর স্ত্রী ওদেরকে বহন করে শয়নকক্ষে নিয়ে গেলেন এবং মৃতদেহ দুইটি সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখলেন। বিকাল বেলায় রব্বী বাড়ী ফিরে আসলেন।"

স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার ছেলে দুইটি কোথায়? স্কুলে তন্ন তন্ন করে তাদের খুঁজেছি, ওদেরতো স্কুলেও দেখিনি।" তার স্ত্রী কোন কথা না বলে চলে গেলেন এবং পান পেয়ালা নিয়ে আসলেন। রব্বী ঈশ্বরের প্রশংসা করে ও ধন্যবাদ দিয়ে পান করলেন এবং আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার ছেলে দু'টি কোথায়?"

রব্বীর স্ত্রী জবাব দিলেন, "তারা দূরে কোথাও নয়; এ বাড়ীতেই আছে।" একথা বলেই রব্বীর সামনে খাবার দিলেন, যাতে ভালভাবে খেতে পারে।

রব্বী খাবার খাওয়ার পর স্ত্রীকে ধন্যবাদ জানালেন এবং তার মধ্যে যখন স্বাভাবিকতা ফিরে আসল, তখন তার স্ত্রী তাকে বললেন, 'যদি অনুমতি দেন তো আপনাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি'। তিনি বললেন, 'বল'।

মনে করুন, কয়েকদিন পূর্বে কোন ব্যক্তি আমাকে বিশ্বাস করে কিছু দামী অলংকার অর্পণ করেছিলেন এবং এখন তিনি তা ফেরত নিতে চান, আমার কি খুশি মনে সেগুলো ফেরত দেওয়া উচিত?

রব্বী উত্তর দিলেন, "কি! যার ধন সে চাচ্ছে আর তুমি সেগুলো ফেরত দিতে দ্বিধা করছ? সত্যিই কি কেহ তোমার কাছে দামী অলংকার জমা রেখেছিল? আর এখন তুমি তা ফেরত দিতে দ্বিধা করছ? যে তোমার জিম্মায় ধন জমা রেখেছিল, সে চাওয়ার সাথে সাথে হৃষ্ট চিত্তে তা ফেরত দেওয়া উচিত।"

রব্বীর স্ত্রী জবাব দিলেন, "না! আমি ফেরত দিতে দ্বিধা করছি না তবে আপনাকে না জানিয়ে তা প্রত্যাবর্তন না করা ভাল মনে করলাম তাই ..... ।"

তারপর তিনি রব্বীকে শয়নকক্ষে নিয়ে গেলেন, যেখানে তার দুই পুত্রের মৃত দেহ শোয়ানো আছে। তাদের উপর থেকে সাদা কাপড়টি সরালেন। রব্বী তৎক্ষনাৎ 'আমার পুত্র! আমার চোখের মনি!' বলে জোড়ে বিলাপ করতে থাকলেন। ছেলে দুটির মায়ের অন্তরের ব্যথা আর বাঁধ মানল না। ঢুকরে কেঁদে উঠল।

কিছুক্ষণ পর কান্না শেষে তিনি তার স্বামীকে সান্তনা দেয়ার জন্য তার হাত ধরে নিজের কাছে আনলেন এবং বললেন, 'আপনি কি একটু আগে এই শিক্ষা আমাকে দেন নাই যে, বিশ্বাস করে আমাদের জিম্মায় কেহ কোন ধন রাখলে, সে যখন ফেরত চাইবে তখন তা ফেরত দিতে অনিচ্ছুক হওয়া উচিত নয়। ঈশ্বর আমাদের দুইটি পুত্র সন্তান দিয়েছিলেন এবং তিনিই তা নিয়ে নিয়েছেন; ঈশ্বরের নামে তারা আর্শীবাদ প্রাপ্ত হোক।'

সেই সময় অনেক দুঃখ যন্ত্রণার চাপ আমাদের আবিষ্ট করে রাখলেও বিরাট এক ঐতিহাসিক ঘটনায় আমরা একটু আনন্দ খুঁজে পেয়েছিলাম। ঘটনাটি হল, 'ইহুদীরা তাদের নিজ বাসভূমিতে প্রত্যাবর্তন করবে, বাইবেলের এই ভবিষদ্বানী পূর্ণ হওয়া। এই ভবিষদ্বানীটি পূর্ণ হল ১৯৪৮ সালে ইহুদীদের জন্য নিজস্ব একটি রাষ্ট্র 'ইস্রায়েল' এর প্রতিষ্ঠা হওয়ার মধ্য দিয়ে। তখন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইহুদীরা তাদের নিজ বাসভূমিতে ফিরে আসার সুযোগ পেল।

'আমি সমস্ত দেশ থেকে তাদের এনে একত্র করব' ঈশ্বর একথা যিরিমিয় ভাববাদীর মাধ্যমে জানিয়েছিলেন। ইহুদীদের স্বদেশ প্রত্যার্বতন ঈশ্বরের পরিকল্পনারই একটা অংশ ছিল, যা তিনি তাঁর নিয়ম হিসাবে নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। এবং সমস্ত পৃথিবী এ আর্শিবাদের অংশীদার হয়েছিল। তখন আমি দেখেছিলাম ঈশ্বরের পরিকল্পনা সত্যে পরিণত হতে চলেছে, যা চিরদিন টিকে থাকবে। যখন যিরমিয় ভাববাদী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ঈশ্বর তার মনোনীত লোকদের পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে আসবেন; তখন তারা জানত না ইহুদী জাতি কোন্ কোন্ দেশ ও মহাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তারা যে সাক্ষ্য রেখে গিয়েছিল আজকের দুনিয়ার মানুষ এই বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষিতে তার ব্যাখ্যা করতে আগ্রহী। যেসব মানুষ বছরের পর বছর বাইবেল খুলে দেখেনি, তারা এই ঘটনার পর বাইবেলের এই প্রতিশ্রুতির পদটি অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, যেন ইহা এইমাত্র প্রচারিত হয়েছে। পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য তারা যিহিষ্কেল, যিরমিয়, আমোষ ভাববাদীর পুস্তক তারা আগ্রহের সাথে পড়ল।

রুমানিয়াতে বৃহৎ সংখ্যক ইহুদীদের একটি নতুন দেশত্যাগী দলের সৃষ্টি হয়েছিল। জার্মান নাৎসী বাহিনী রুমানিয়ার অর্ধমিলিয়ন ইহুদীদেরকে বেপরোয়াভাবে হত্যা করেছিল। যারা থেকে গিয়েছিল, তারা অধিকভাবে কমিউনিস্টদের হয়ে গিয়েছিল; যাদেরকে স্বাধীনতাকামী মনে হত। পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের ইহুদীদেরকে রাশিয়ানরা ধরে নিয়ে জড়ো করত রাস্তায় সোভিয়েত মাইন পোতার কাজ করাতে। জার্মানদের সময় থেকে তখন একটা পার্থক্য দেখা যেত যে, জার্মানরা যেমন কেবল ইহুদীদের ব্যবহার করত, রাশিয়ানরা তা না করে রুমানিয়ানদের এবং ইহুদীদের উভয়কেই নিত। তারা পরিবারের লোকদের সাথে একটি কথা বলার সুযোগ না পেয়ে ট্রাকে করে তাদের নির্বাসনে চলে যেতে হত। তাদের অল্পই ফিরে আসত।

বুকোভিনা প্রদেশে এক তরুন ব্যক্তি আমাকে বলেছিল, 'আমার ভাই নির্বাসনে চলে যেতে অস্বীকার করায় একটি গর্তের মধ্যে কাপবোর্ডের নিচে তাকে চার মাস কাটাতে হয়েছিল। আমি এক কাপড়ে চলে গিয়েছিলাম। আমি একজন সোভিয়েত ক্ষমতাসীন আমলাকে বলেছিলাম, 'আমার বাসা এবং বাসার সবকিছু এবং আমার সব টাকা-পয়সা আপনি নিয়ে নিন, বিনিময়ে আমাকে দেশের বাইরে চলে যাওয়ার জন্য একটা পাসপোর্টের ব্যবস্থা করে দিন। তিনি তা দিয়েছিলেন, এবং আমি আমার সব হারিয়ে এসেছিলাম। কমিউনিজমের পরিচয় এখানেই শেষ- এরা কেবল ছিনতাই করতে থাকত সবার কাছ থেকে, সব জায়গাতে, সবকিছু।'

পরিস্থিতি এরকমই ছিল লোকজনকে শুধুমাত্র প্রাণটা বাঁচিয়ে পালিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য তাদের সবকিছু দিয়ে দিতে হত।

ইহুদীদের জন্য ইস্রায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার অনতিবিলম্বে রুমানিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনা পাউকার ইস্রায়েলের সাথে একটা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির শর্ত অনুসারে ইহুদীদের কমিউনিজমের স্বর্গ থেকে বিদায় নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় প্রচুর অর্থের বিনিময়ে। রুমানিয়া রিপাবলিক সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি ছিল। তাই সরকার ইহুদীদেরকে মাথা পিছু চড়া দামে বিক্রি করত। দামটা নির্ভর করত মাথার ব্রেনের উপর। ব্রেন যত বেশী, দামও তত উচ্চ। বিজ্ঞানী, ডাক্তার এবং প্রফেসরদের দাম ছিল সর্বোচ্চ।

প্রতিরাতে ভিসা অফিসের বাইরে অনেক লোক ভিড় জমিয়ে অপেক্ষা করত। বয়স্ক এবং কমবয়সী লোক, বৃদ্ধ দাদা-দাদী তাদের নাতী-নাতনীদের নিয়ে জড়াজড়ি করে কম্বল মুড়ি দিয়ে ফুটপাতে ঘুমাত। এক বিদেশী পর্যটক একটি গল্প বলেছিলেন; তিনি দেখেছিলেন পুলিশ ষ্টেশন থেকে জাতীয় সংসদ ভবন পর্যন্ত বিস্তৃত ইহুদীদের একটা লম্বা লাইন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'লোক লাইন করে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে কি পাওয়ার জন্য?' উত্তরে বলা হল, 'কমলা লেবুর জন্য! কিন্তু রাস্তার পাশের দোকানগুলি থেকে অপেক্ষমান লাইনে কমলা লেবু বিক্রি হচ্ছে না।'

'আহ! বরং আমরা যদি গাছে থাকতেই সেগুলি খেতে পারতাম!

কমিউনিস্ট সরকার 'ইস্রায়েল অপারেশন' পরিকল্পনাটি গোপনীয়ভাবে পরিচালনা করেছিলেন। বিশেষ ট্রেন পূর্ব ব্যবস্থা করা ষ্টেশন হতে ছেড়ে যেত এবং অজানা গুপ্ত পথের দিক পরিবর্তন করে চলত। কেহই দেশের কেন্দ্রস্থল বুখারেস্ট হতে যেত না। অজ্ঞাত রহস্যের পরবর্তী সময়ে নিয়ন্ত্রিত স্থান থেকে চলে যেত; কিন্তু তখন তারা প্রত্যেকেই থাকত বাক্সের মধ্যে প্যাকেটজাত অবস্থায়।

রাতের পর রাত আমরা আমাদের বেদনার্ত চোখের নীরব অশ্রু নিয়ে আমাদের বন্ধুদের শেষ দেখা দেখে আসতাম।

রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধ আরোপিত ইহুদী বসতি এলাকা এবং সিনাগগস• থেকে একশ বছর যাবৎ এই আর্তস্বর প্রতিধ্বনিত হয়ে আসছিল যে, 'আসছে বছর আমরা যেরুজালেমে যাব।' ইহুদীদের জন্য ইস্রায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে এই স্বপ্ন সত্যি হবে জানতে পেরে আমার হৃদয় আনন্দে অসম্ভব রকম উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল।

বাইবেলের 'যাত্রা' পুস্তকে লিখিত আছে, 'ইহুদীদের সাথে মিশ্রিত লোকদের মহা জনতা' মিসর দেশ থেকে প্রস্থান করেছিল (যাত্রাপুস্তক ১২ঃ৩৮পদ)। এবং আমাদের সময়েও অনুরূপ ঘটনা সত্য হয়ে দেখা দিল। অনেক লোক নিজেদেরকে ছদ্মবেশে ইহুদী পরিচয় দিয়ে দেশ ত্যাগের জাল ভিসা নিয়ে ইহুদীদের সাথে কমিউনিজম স্বর্গভূমি থেকে

• *ফুট নোটঃ ইহুদীদের উপাসনার স্থান বা সমাজ গৃহ।*

প্রস্থান করেছিল। রুমানিয়ায় প্রবাসী বিদেশী লোকদের একটি বড় অংশ ভিসা ছাড়া দেশ ত্যাগের সুযোগ পেতে প্রস্থানকারী ইহুদী জনতার সাথে মিশে গিয়েছিল এবং তাদের জন্য নিরাপত্তা ও আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিল।

একজন উচ্চ পদস্থ পুলিশ অফিসার আমাকে বলেছিল, ' আপনি যদি আমাকে টাকা দেন তাহলে ইহুদী পরিচয়ের একটা ভিসা পেতে এবং দেশ ত্যাগের সুযোগ পেতে আপনাকে সাহায্য করতে পারব এবং আপনার স্বামীকেও জেলখানা থেকে মুক্ত করতে পারব। একজন বিশ্বস্ত বন্ধু আমাকে বলেছিল, 'এই পুলিশ অফিসারটি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তা করতে পারবে। অফিসারটি আমাকে নতুন একটি আশার স্বপ্ন দেখালেন। আমি কথাটা মিহায়কে বললাম।

সে সময় মিহায় ছিল দশ বছরের বালক। বয়সের তুলনায় একটু বেশি বাড়ন্ত গড়নের, চক্ষু ও গালের মধ্যবর্তী হাড়টি উচু ছিল এবং এতে তার কোমল চেহারায় একটি চটপট ভাবের আভাস ফুটে উঠেছিল। তার মধ্যে সে সময় ছিল একটা জিজ্ঞাসু ও কৌতুহলী দৃষ্টি। স্কুলে তাকে শিখানো হয়েছিল, সে একজন 'জাতিচ্যুত' ব্যক্তির সন্তান। এ নিয়ে তাকে উপহাস করা হত। স্কুলের শিক্ষা তার জন্য কঠিন হয়ে পড়েছিল। মিহায় তার বাবাকে খুব ভালবাসত এবং শ্রদ্ধা করত। এটা তাকে কোনভাবেই বুঝানো সম্ভব ছিল না যে, কেন তার বাবাকে ধরে নিয়ে গেছে এবং কেনই বা জেলখানায় তালাবদ্ধ করে রেখেছে। তার কোমল হৃদয় কোন বুঝ মানত না। কোন সান্ত্বনাই বাবার জন্য ব্যথাতুর হৃদয়কে শান্ত করতে পারত না। মাঝে মাঝে মিহায় এর ঈশ্বরের প্রতি আস্থা দেখে আমার হৃদয় কেঁপে উঠত। যখন আমি পুলিশ অফিসারের মাধ্যমে তার বাবার মুক্তির ব্যাপারে নতুন আশার কথাটা তাকে বললাম, তখন সে উত্তেজিত হয়ে উঠল। পরের দিন সকাল বেলায় তার উল্লাস বিদূরিত হল। মিহায় বলেছিল;

'আম্মু, আমি একটি স্বপ্ন দেখেছিঃ আমাদের প্রতিবেশীর ছোট বাসার কাছে দুটো পাখি এল। তিনি পাখিদের বাসাটি ছেড়ে দিতে চাইলেন এবং অনুনয় বিনয় করলেন যেন পাখিদু'টো বাসার ভিতরে আসে। তারা বাসার চারপাশে ডানা ঝাপটাল। বাসার ভেতরে প্রবেশ করল না।- এবং তারপর উড়ে চলে গেল।'

সে বলেছিল, 'এ স্বপ্নের তাৎপর্য হল, আমাদের পরিকল্পনা সহায়ক কোনকিছুই নিয়ে আসতে পারবে না।' কয়েকদিন পরে আমরা শুনতে পেয়েছিলাম, যে পুলিশ অফিসার আমাদের সাহায্য করার প্রস্তাব করেছিলেন, তিনি নিজেই গ্রেফতার হয়েছেন। মিহায় ভবিষতে সংঘটিত অনেক ঘটনা ঘটে যাওয়ার পূর্বেই স্বপ্নে দেখতে পেত।

প্রত্যেক দিন অনেক লোকজন নিখোঁজ হত। এক সময় কিছু সংখ্যক সুপরিচিত বন্দী লোককে মুক্তি দেওয়া হল। তারা অ্যামবুলেন্সে করে বাড়ি ফিরে আসল। নির্দয়ভাবে পিটিয়ে তাদের হাড় ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। তাদের শরীরে ক্ষত চিহ্ন বলে দিয়েছিল তাদের উপরে কেমন নিদারুন অত্যাচার করা হয়েছিল।

আমি রিচার্ডের কথা মনে করে কাঁদলাম। হয়ত রিচার্ডকেও এরকম অবর্ণনীয় অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে। আমি আশংকা করতাম হয়ত সে ভেঙ্গে পড়বে। এবং তার বন্ধু বিশ্বাসঘাতকতা করবে। সে প্রতিজ্ঞা করেছিল সে মরে যাবে তবু এরকম করবে না। কিন্তু কে বলতে পারে একটা মানুষ কতটা ধৈর্য্য ধারণ করতে পারে? সাধু পিতর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তিনি যীশুকে অস্বীকার করবেন না; এজন্য তাকে ক্রুশে মরতে হলেও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার কথা তিনি রাখতে পারেন নি।

রিচার্ড যদি মারা যায়, আমি জানি আমরা পরবর্তী জীবনে মিলিত হতে পারব। আমরা সম্মত হয়েছিলাম, একজন আর একজনের জন্য স্বর্গের বারটি দরজার কোন একটাতে আমরা প্রতিক্ষা করে থাকব। আমরা নিজেরা স্থির করে নিয়েছিলাম, স্বর্গে আমাদের পুণঃমিলনের স্থানটা যেন বেনজামিনের দ্বারে হয়।

যীশুর মৃত্যুর পর তার শিষ্যদের সাথে সাক্ষাতের জন্য একটা স্থান পূর্বেই নির্ধারিত করে রাখতে চেয়েছিলেন, তা হল, গালিল এবং তিনি শিষ্যদের সাথে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা পূর্ণ করেছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়
আমার গ্রেফতার হওয়া

আগষ্ট মাসের একদিন বিকাল বেলায় আমি একটু দেরী করে বাড়ী ফিরলাম। মিহায় তার বন্ধু বান্ধবদের সাথে ছিল, তাই আমি মুক্ত ভাবে আমার ইচ্ছামত ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পেয়েছিলাম। আমরা মহিলারা মণ্ডলীর জন্য পালকীয় কাজ করতে চাইলে আমাদের অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে, হাসপাতালের নার্স অথবা বাসা বাড়ীর কাজের মেয়ে- এই ছদ্মবেশে কাজ করতে হত। তখন প্রায় রাত ১১টা। আমি ঘর পরিষ্কার করা শেষ করে একটি ব্যক্তির ছয়টি সন্তানের তত্ত্বাবধান করছিলাম। লোকটির স্ত্রী হাসপাতালে ছিলেন। লোকটির জায়গা জমি ছিল, টাকা পয়সাও ছিল। কিন্তু কমিউনিস্ট সরকার ধন-সম্পদ, জায়গা-জমি উভয়ই বাজেয়াপ্ত করেছিল।

আমি বাড়ী ফিরে এসেছিলাম যে রাস্তা দিয়ে তার দু'পাশে সুসজ্জিত করে রাখা হয়েছিল; রুমানিয়াতে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আগমনের বার্ষিক আনন্দ উৎসব উপলক্ষে। আমি এতই ক্লান্ত ছিলাম যে, খাবার খেতে ইচ্ছা হল না, সোজা বিছানায় যেতে মনস্থ করলাম।

কিন্তু সেখানে আমার এক আত্মীয়কে দেখতে পেলাম। সে ইস্রায়েলের উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগের অপেক্ষায় ছিল এবং যতদিন যাওয়ার সুযোগ না হয় ততদিন আমাদের প্লাটে আমাদের সাথে বাস করে আসতেছে। সে ছিল খুবই বিপদগ্রস্থ। একজন সন্দেহ ভাজন পরিদর্শক তাকে ডেকেছিল। সে বলল,

"পরিদর্শকটি আমাকে একই ফ্লাটে অধিক সংখ্যক লোক থাকার বিষয়ে কথা বলেছিল। কিন্তু নিশ্চিত যে, তিনি আসলে জানতে চেয়েছিলেন, তুমি ইহুদীদের কতজনের দেশ ত্যাগের পথ করে দিতে এখানে রেখেছ।"

আমি জানতাম, এর পরে আমার জন্য কি অপেক্ষা করে আছে। একজন পুলিশ অর্তকিতে হামলা চাল্‌াল। আমি মোটেও বিস্মিত হইনি। আমি এত পরিশ্রান্ত ছিলাম যে, প্রায় কোন প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করতে পারিনি। মিহায়কে রেখেছিলাম ঈশ্বরের মঙ্গলময় হাতে। ব্যাপারটা এরকমই ছিল। আমি আমার স্বামীর কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমাতে গেলাম, আমার প্রিয় পুত্র এবং অন্যান্যদের ঈশ্বরের তত্ত্বাবধানে রেখে।

ভোর পাঁচটায় তারা দরজায় হাতুড়ি পেটাতে লাগল। শব্দ শুনে আমার নিকট আত্মীয় লোকটি দরজা খুলে দিল। আমি তাদের চেঁচামেচি শুনতে পেলাম। সিঁড়িতে বুটের শব্দ শুনা গেল।

'তোমার নাম কি?' তারা আমার কাকাত ভাইটিকে জিজ্ঞাসা করল।

সে ভয়ে কম্পিত কণ্ঠে তো তো করে বলল 'হিটলার'। সত্যিই তার নাম হিটলার ছিল। কিন্তু তারা মনে করল, তাদের প্রতি অবজ্ঞা ও উদ্ধতভাব দেখাতে নিজের নাম সে জার্মান চ্যান্সেলর হিটলারের নামে প্রকাশ করল।

তারা রেগে গেলঃ 'কি! এত বড় আস্পর্ধা! গ্রেফতার কর ওকে'।

আমার অসহায় কাকাত ভাই বিষয়টি বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করল। তার মা একজন কট্টর পন্থী ইহুদী যুবককে বিয়ে করেছিলেন। তার কোকড়া দাড়ি ছিল এবং তাকে হাসকেল হিটলার নামে ডাকা হত। তিনি বিয়ের পর কিছুতেই তার এই নাম পরিত্যাগ করতে চাইলেন না। আর এই নামটাই আজ এই রকম ভয়ংকর ফাঁদে ফেলা বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। তারা বুঝতে পারল এই নামের সাথে তারা যেরকম উদ্ধত ও অবজ্ঞার মনোভাব প্রদর্শন ধরে নিয়েছিল, এতে সে রকম কোন সম্পর্ক নেই। হাস্যকর বিষয়টা শেষ হল। তারা তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল এবং ঘরের ভিতরে বেডরুমের দিকে প্রবেশ করার পথ করে নিল।

আমি আমার রুমে খ্রীষ্টে বিশ্বাসী একজন মহিলা অতিথির সাথে ঘুমিয়ে ছিলাম। তাদের আসতে দেখে আমরা বিছানা থেকে উঠে বসলাম। তাড়াতাড়ি আমাদের শরীরে ভালভাবে কাপড় জড়িয়ে নিলাম।

দায়িত্ব প্রাপ্ত একজন লোক ষাড়ের গলার মত চেঁচিয়ে ডেকে উঠল, 'কে সাবিনা ওয়্যার্ম ব্রান্ড?' লোকটা যতক্ষণ ধরে এ ফ্লাটে এসেছে ততক্ষণ ধরে কেবল চেঁচাতেই থাকছে। "আমরা জানি তুমি এ বাসায় অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছ। আমাদের দেখাও সেগুলি এখন কোথায়!"

আমি কথা বলার আগেই তারা আমাদের ট্রাংকগুলি টেনে ফেলে দিল, কাপবোর্ড গুলি খুলে ফেলল, ড্রয়ার গুলি খুলে সবকিছু মেঝেতে ফেলে দিল। একটি বই এর তাকের বইগুলি ধপাস করে মেঝেতে আছড়ে ফেলে দিল। আমার সাথের মহিলাটি বিছানা থেকে নেমে পড়ল বইগুলি তোলার জন্য।

বলা হল, 'কিছু মনে করোনা। তোমাদের কাপড় পরে নাও।'

ছয়জন মানুষের সম্মুখে আমাদের কাপড় পড়তে হল। তারা আমাদের জিনিসগুলি পদদলিত করল। একটু পর পর তারা চিৎকার, চেঁচামেচি করে উঠত; যেন তাদের একজন আর একজনকে উৎসাহ দিয়ে তাদের অর্থহীন সন্ধান কাজ ভালভাবে চালাতে পারে।

ঃ "তাহলে তুমি বলবে না কোথায় অস্ত্রগুলি লুকিয়ে রেখেছ!"

আমি বললাম, 'আমার এই বাসায় একটি মাত্র অস্ত্র রয়েছে, এইতো আমার অস্ত্র'। আমি তাদের পায়ের তলা থেকে বাইবেল তুলে নিয়ে দেখালাম।

ষাঁড়ের গলার মত গর্জনকারী লোকটি গর্জে উঠল, 'তোমাকে আমাদের সাথে যেতে হবে এবং আমাদের অফিসে গিয়ে তোমার এই অস্ত্র সম্বন্ধে বিস্তারিত বলতে হবে।'

আমি বাইবেলটি টেবিলের উপর রাখলাম, তারপর বললাম, 'দয়া করে আমাদের কয়েক মিনিট প্রার্থনা করতে দিন। তারপর আমরা আপনাদের সাথে যাব।' আমার বন্ধু এবং আমি যতক্ষণ প্রার্থনা করতেছিলাম, ততক্ষণ তারা হা করে আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। তাদের সাথে যাওয়ার আগে আমার কাকাত ভাই এবং তার মাকে জড়িয়ে ধরলাম।

'আগামী বৎসর জেরুজালেমে' তাদের চোখ অশ্রু পূর্ণ হয়ে উঠল।

আমার কথার উত্তর দিতে তারাও বললঃ *'লিশানা হাবা বি জেরুজালেম!'*

তারা আমাকে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার আগে আমি শেষ যে কাজটি করেছিলাম, তাহল চট করে সাইড বোর্ড থেকে একটা মোড়ক নিয়ে নিয়েছিলাম। মোড়কটিতে ছিল গলাবন্ধনী আর অর্ন্তবাস। দু' একদিন পূর্বে আমাদের মণ্ডলীর একজন মেয়ে এগুলো তৈরী করে আমাকে উপহার দিয়েছিল। মোড়কটি না খুলেই আমার জামার ভেতরে গোপনে ঢুকিয়ে নিয়েছিলাম। তখন অনুমানও করতে পারিনি যে, জেল খানায় এগুলো আমার প্রয়োজন পড়বে।

মটর সাইকেলে বসিয়ে চোখে কালো চশমা পরিয়ে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল, যাতে আমি বুঝতে না পারি যে, আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অল্প সময় মটর সাইকেলে করে নিয়ে যাওয়া হল। কয়েক মিনিট পর আমাকে উচুঁ করে তুলে ধরে দ্রুতবেগে ফুটপাতের উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। আমাকে একটা ভেড়ার মত উপরের তলায় উঠাতে থাকল ওরা। উচুঁ করে নিয়ে গেল। আমার পা সিড়িতে প্রায় পড়েইনি। আমি আমার পা প্রায় ভেঙ্গে ফেললাম যখন তারা ধাক্কা মারতে মারতে আমাকে একটা রুমের কোণার দিকে ঠেলে দিল। আমার চোখের কালো চশমা খুলে পড়ল। আমার পিছনের দরজা শব্দ করে বন্ধ করে দেওয়া হল।

আমি একটা লম্বা অনাচ্ছাদিত রুমে ছিলাম। যেখানে মহিলাদের ভীড় ছিল। তারা মেঝের উপর বেঞ্চে বসা ছিল। দরজাটা পুনরায় খোলার অনুমতি দিতে বাঁধা দেওয়া হল। আমি একজন উদার পন্থী রাজনীতিবিদের স্ত্রীকে দেখলাম। আমি একজন অভিজাত সমাজের সৌখিন মহিলাকে দেখলাম, যার ছবি আমি পত্রিকায় দেখেছিলাম। একজন চলচিত্রের অভিনেত্রীকে একটি পাতলা ও সংক্ষিপ্ত পোষাক পরা অবস্থায় দেখলাম। প্রাসাদ থেকে একজন অপেক্ষমান ছিল।

রুমানিয়ার 'সামাজিক বিকৃতি'র তত্ত্বে আমরা ছিলাম বিপজ্জনক।

সন্ধ্যাবেলায় কয়েকশত মহিলাকে গাদাগাদি করে একটি রুমে নেওয়া হল। জাতীয় তালিকা অনুসারে বার্ষিক স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে অপরাধীদেরকে একত্র করা হয়েছিল। ২৩শে আগষ্টকে রাশিয়ানরা স্বাধীনতা দিবস ঘোষণা দিয়েছিল। এই দিনটা রাশিয়ানদের কাছে আত্মসমর্পণ করার দিন।

আমরা গাদাগাদি করে বিশৃংখলভাবে ভীড় করে অবস্থান করছিলাম। আমাদের জন্য কোন খাদ্য কিংবা পানীয় নিয়ে আসা হল না।

প্রত্যেকটি মহিলা তার নিজের ভাগ্যে কি ঘটবে এই ভয়ে রেশম কিটের মত গুটিসুটি মেরে বসেছিল। সবাই আতঙ্কগ্রস্থ ছিল।

তারা ভাবতঃ আমাদের এই বন্দী জীবনটা কতসময় স্থায়ী হবে? আমাদের ছেলেমেয়েদের ভাগ্যে কি ঘটবে? মিহায় তার প্রিয় বাবাকে হারিয়েছে। এখন মা-কেও তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আমাদের বাড়ী এবং এতে যা আছে সবকিছু বাজেয়াপ্ত করা হবে। মিহায়কে তার বন্ধুদের দয়ার উপর ছেড়ে দেয়া হবে, যারা নিজেরাই বিপদের মধ্যে আছে। যখন আমি তার জন্য প্রার্থনা করতাম, তখন একটি মহিলা উন্মাদের মত প্রচন্ড বেগে বন্ধ দরজার দিকে ছুটে যেত, দরজায় তার দৃঢ় মুষ্টি দিয়ে ঘুসি মারত এবং তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে চিৎকার করে উঠতঃ

'আমার সন্তানেরা! আমার সন্তানেরা!'

অন্য মহিলা তার স্বামীর জন্য এবং তার পুত্রদের জন্য বিলাপ করত। আমার পাশের একজন মহিলা দুঃখযন্ত্রণা ও অপমানে মানসিকভাবে একবারে ভেঙ্গে পড়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। এবং মৃগী রোগীর মত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু আমি কিছুই করতাম না।

অভিনেত্রী মহিলাটি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে বলতঃ আমি অবশ্যই মুক্তি পাব, তোমরা দেখে নিও।

তারা ভাবত তাদের নির্দোষিতা তাদেরকে মুক্ত করতে পারবে। যেন ইহা ১৯৫০ সাল নয় এবং এটা একটি কমিউনিস্ট রাষ্ট্র নয়। কমিউনিস্ট রাষ্ট্র না থাকলে ভাবলেও ভাবা যেত নির্দোষিতা মানুষকে মুক্ত করতে সক্ষম।

তাদের সকলকে একটি কথা বলা হত, 'একটা বিবৃতি প্রস্তুত করতে তোমাদের ধরে আনা হয়েছে'। কারো কারো দশ বছর কেটে গেছে বন্দী জীবনে তাদের বিবৃত্তি দেওয়া শেষ হয়নি।

পরের দিন সকালে স্বাধীনতা দিবসের প্যারেড চলছিল; (সমাবেশ বাধ্যতামূলক ছিল) প্যারেডের তালে তালে ব্রান্ড পার্টির পিতলের বাদ্যযন্ত্রের ঝুন ঝুন শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম আমরা। স্বাধীনতা দিবস পালন উপলক্ষে জানালাগুলি রং করা হয়েছিল।

রাস্তায় হাজার হাজার বুটের শব্দ তুলে দৃপ্ত পদে এগিয়ে চলল মিছিল। তারা ছন্দের তালে তালে একটা স্লোগান আবৃত্তি করতে থাকলঃ

"২৩শে আগষ্টের দিনটা
এনে দিয়েছে মোদের স্বাধীনতা।"

ঝুন ঝুন শব্দের তালে তালে আর একটি স্লোগান ধ্বনীত হচ্ছিলঃ

'বদমায়েশদের ঝুলাও ফাঁসিতে,
বিশ্বাস ঘাতকদের বন্দী কর জেলখানাতে।'

মার্চের সময় নূতন জাতীয় সংগীতের ধ্বনী সিংহনাদে গর্জন করে উঠতেছিলঃ
'ভেঙ্গে ফেল ঐ লৌহ শৃংখল শক্ত হাতে,
নতুন দিনের জয়গান গেয়ে
এসো ভাই মোদের পশ্চাতে।'

কমিউনিস্টরা বন্দীত্বের লৌহ শৃংখল ভেঙ্গে ফেলার জিগির তুলছে আজ। অথচ কি আশ্চর্য, কমিউনিস্টদের শাসনামলে এত বেশী নির্দোষ লোককে শৃংখলিত করা হয়েছে যে, রুমানিয়ার ইতিহাসে পূর্বে এমনটি আর দেখা যায়নি।

বন্দী জীবনে পরবর্তী সময়গুলো ক্লান্তির বোঝা বয়ে নিয়ে কেমন ভাবে কেটে যাবে? অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না। প্রতিটি রাত এবং প্রতিটি দিন আমি কাটিয়েছি সময়ের হিসাব না করে, যে নরকের শেষ নাই তার যন্ত্রণার স্বাদ আস্বাদন করে করে।

দীর্ঘক্ষণ পর কারারক্ষী কালো রুটি এবং পানসে ঝোল নিয়ে আসল।

পরের দিন পুলিশ বিভাগের একজন সার্জেন্ট আমাদের সবার নাম ডাকল। আমরা মনে মনে ভাবলাম, আমাদেরকে কি মুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে?

আমার নামটা প্রথম লিস্টে ছিল। আবার আমাকে কালো চশমা পরানো হল। একটি পুলিশের গাড়ীতে তুলে আমাকে *রাহোভা* স্ট্রিট এ অবস্থিত গোয়েন্দা পুলিশের সদর দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হল।

আমাকে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে ঠেলে ঢুকিয়ে দেয়ার আগে একজন মহিলা রক্ষী ভেতর থেকে তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলঃ 'তোমাদের মধ্যে কেউ কি এই মহিলাটিকে চিন?

কেউ আমাকে চিনত না। তাদের সাথে যোগ দিতে আমাকে অনুমতি দেওয়া হল। এই কুট কৌশলটা কখনো তাদের সাথে বন্ধুত্ব করার জন্য ছিল না। বলা হত, তুমি আরাম দায়ক কিছুর অনুমোদন পাবে না, তোমাকে সম্পূর্ণ একাকী থাকতে হবে, জেরা চলাকালীন অবস্থায় তোমাকে একটি কক্ষে বেশিক্ষণ থাকতে দেওয়া হবে না। যাতে তুমি নির্ভরযোগ্য কোন বন্ধু না বানাতে পার। নতুন আগমনকারীকে একজন সংবাদদাতা হতে হত। এরকম প্ল্যান করা হয়েছিল বন্দীদের উপর গুপ্তচরের কাজ করার জন্য, যাতে এদের কাছ থেকে গোপন তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

একজন তরুন ডাক্তারী পড়ুয়া ছাত্র ছাড়া সব গ্রাম্য চাষী মহিলারা আমার সঙ্গী হল, যাদেরকে এলোপাতারী ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

ভূমির উপর যৌথ মালিকানা বাধ্যতামূলক করতে সন্ত্রাসকে ব্যবহার করা হয়েছিল। কৃষিভূমি অধিকার করতে যাওয়া সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে এক প্রচণ্ড দাঙ্গা সংগঠিত হয়েছিল। অজানা সংখ্যক চাষীদেরকে বিচারে মাথায় মুগুর পেটা করে বধ করার রায় দেয়া হয়েছিল। এবং প্রায় এক লক্ষ চাষীকে জেলে নিক্ষেপ করার রায় দেয়া হয়েছিল।

বেশ কিছুদিন পর জেলখানার নির্জন কক্ষে আমাকে স্থানান্তরিত করা হল। আমার রুমে একটি মাত্র লোহার খাট ছিল। জেলখানায় প্রথম যে জিনিস কয়েদীরা খোঁজে- অর্থাৎ একটা বদনা বা বালতিও ছিল না। একটা বদনা না পেয়ে কেমন দুঃখ লাগতে পারে। ইহা খাবার পাওয়া, উষ্ণতা অথবা আলো পাবার চেয়ে বেশি দরকার হয়ে পড়ল। বাজে খাবারের কারণে পেটে গন্ডগোল শুরু হয়ে গিয়েছিল।

কারাগারের দেয়ালগুলি ছিল উচুঁ। অনেক উচুঁতে ছোট একটা জানালা রাখা হয়েছিল। এবং এর বাইরে লোহার গ্রিল লাগানো ছিল। আগষ্ট মাসের গরমের সময়ও রুমটা ছিল স্যাঁতস্যাঁতে এবং ঠান্ডা। আমার সাথে গ্রীষ্মকালীন হালকা কোট এবং উলের তৈরী গলাবন্ধনী ছিল। এগুলো নিয়ে এসেছিলাম এজন্য এমন পরিস্থিতিতে কত ভাল লাগতে ছিল!

একজন বয়স্ক কারারক্ষী খাবার দিয়ে যেত। বয়স্ক কারারক্ষীরা যুবক কারা রক্ষীদের চেয়ে অনেকটা ভাল ছিল। এই বয়স্ক কারারক্ষী ব্যক্তিটি মাঝে মাঝে সহানুভূতি সম্পন্ন কথা বলত।

সে রাগে গড় গড় করত, চোখ পিটপিট করে কঠোর শাস্তি জনক কিছুর ইঙ্গিত করত। সে ছিল তাদের একজন যারা তখন পর্যন্ত ভাবত যে, আমেরিকানরা রুমানিয়াতে আসবে এবং রাশিয়ানদের হটিয়ে দিয়ে পুরো অবস্থা পাল্টে দিয়ে সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে নিয়ে নিবে।

একদিন সে বলেছিল, 'তুমি তোমার কোন বন্ধু বান্ধব কারো কাছে চিঠি লিখতে পার, আমি গোপনে তা পৌঁছে দিব।' কিন্তু আমি কোন চিঠি লিখে লোকটার হাতে দেইনি। আমি সন্দেহ করতাম, আমার চিঠি যার হাতে পৌঁছাবে তাকে ফাঁদে ফেলার কৌশল করবে হয়ত লোকটা।

ফিস ফিস করে ফ্যাসফ্যাসে ভাঙ্গা গলায় তার বীরত্বের একটা গল্প বলেছিল। সে একজন পদস্থ সরকারী কর্মকর্তাকে বলেছিলঃ 'কেন রুমানিয়াতে এতগুলো লোককে বিনা বিচারে জেলে রাখা হয়েছে?' অফিসারটি তাকে বলেছিলেন, 'তোমার নিজের কাজে মন দাও। নাহলে জেলখানায় লোকসংখ্যা (তোমাকে নিয়ে) আরো একজন বেড়ে যাবে।'

লোকটি দাঁত বের করে খুশিতে বিদ্রুপের হাসি হাসল এবং বলল, 'তারপর কি ঘটেছিল? পরের দিন অজ্ঞাত কারণে সেই অফিসারটিকে গ্রেফতার করা হল। কেউ জানত না কেন তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তারপর কখনো তাকে দেখা যায়নি। আহ! কি বিচিত্র, আজকে যারা বিচার করে, আগামী কাল তারা বিচারিত হবে।'

স্টিলের দরজা বন্ধ করা এবং খোলার তীক্ষ্ম শব্দ, কারা রক্ষীদের অশ্লীলতা, পেরেক বিদ্ধ জুতার খরখর শব্দ থেকে রক্ষা পেতে রাতের বেলা আমার কান দুটি বন্ধ রেখে শুয়ে থাকতে চেষ্টা করতাম।

আমার কাছের দরজাগুলো খুলে রাখা হত। প্রতিটি মুহুর্তে আমি ভাবতাম, এরপরে আমার কি হবে। কিন্তু একটা আবদ্ধ স্থানে থাকার আতঙ্কগ্রস্থ কতিপয় দিন ছিল তারা আসার আগে।

আমার রুমের দরজা খোলা হল।

আমাকে উল্টা দিকে ঘুরে দাঁড়াতে বলা হল।

তারপর কালো চশমা দ্বারা আমার চোখ দুটি ঢেকে দেয়া হল। যখন আমাকে তারা বাহু দিয়ে ঠেলে সরু বারান্দা দিয়ে নিয়ে যেতে থাকল, তখন আমি ভয়ংকর অজানা আতঙ্কজনক কিছু ঘটতে যাচ্ছে ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। বাম, ডান, বাম ডান বলে- তালে তালে ঘুরিয়ে আমাকে এক কোণে নিয়ে গেল। আমি ভাবলাম, তারা কি আমাকে গুলি করার জন্য নিয়ে যাচ্ছে? কিছু না জানিয়ে অন্ধকারে গুলি করে মারবে?

তাদের সাথে অজ্ঞাত স্থানে গিয়ে থামলাম। আমার চোখ থেকে কালো চশমাটা খুলে পড়ল। একটা বড় রুমে দিনের আলোতেও অন্ধ হয়ে রইলাম। একজন কারারক্ষী আমাকে একটি চেয়ারে বসিয়ে দিল। আমি ডেস্কের উপর হাত রেখে চেয়ারটায় স্থির ভাবে বসে রইলাম। কালি মাখানো একটি বড় ওক কাঠের তৈরী ডেস্ক, এর পিছনে নীল ব্যাজ লাগানো ইউনিফরম পরা দুজন গোয়েন্দা পুলিশ বসে আছে। একজন লম্বা গোফ ওয়ালা মোটা সোটা গড়নের মধ্য বয়সী মেজর। আর একজন তরুন লেফট্যান্যান্ট, তার মাথায় সুন্দর চুল। এই তরুন অফিসারটি আমার ফ্লাটে পুলিশের অপ্রত্যাশিত হানা দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন। ল্যাফট্যান্যান্ট কোন কিছু জানার অদম্য কৌতুহল নিয়ে একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। পরিষ্কার নীল চক্ষু, উজ্জ্বল ফর্সা এবং সুন্দর সোনালী চুল যুক্ত এই ল্যাফট্যান্যান্টকে দেখে কোন একজনের কথা মনে পড়ে গেল। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসতে লাগলেন।

আমি শিহরিত হয়ে উঠলাম। তারপর আমি উপলব্ধি করলাম, অনেক দিন পূর্বে প্যারিসে আমি যে ছেলেকে ভালবেসেছিলাম, লেফট্যান্যান্টকে ঠিক তার মত লাগছে। মিলটা সত্যিই অসাধারন।

আমি অপেক্ষা করলাম, আমার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ তৈরী করা হয়েছে, তা শুনতে। কিন্তু মেজর বললেন, 'সাবিনা ওয়ার্ম ব্রান্ড, তুমি জান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কি অপরাধ জনক কাজের অভিযোগে তোমাকে ধরে আনা হয়েছে। এখন এ বিষয়ে তোমার অভিমত বিস্তারিত ভাবে আমাদের লিখে জানাতে পার।'

'কিন্তু আমি কি লিখব? আমি তো জানিই না আমাকে কেন আপনারা এখানে ধরে এনেছেন?'

মেজর আবার বললেন, 'তুমি ভাল করেই জান, কেন তোমাকে এখানে ধরে আনা হয়েছে।' টেবিলের একপাশে কাগজ এবং কলম ছিল। আমি লিখলাম 'আমাকে কেন গ্রেফতার করা হয়েছে সে বিষয়ে আমার কোন ধারণা নাই।' তিনি মাথা ঝাঁকালেন, পরবর্তী বন্দীর বিষয়ে জানতে চাইলেন, তাদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

কারারক্ষী চেঁচিয়ে উঠল এবং আমাকে চোখ বাঁধা অবস্থায় ঠেলে নিয়ে গেল দেয়াল পর্যন্ত। দরজা বন্ধ করে দেওয়ার সময় আমার চোখ বাঁধা থাকা সত্ত্বেও একটা ছোট গোপন ছিদ্র দিয়ে আমি তার চোখ দুটো দেখে নিয়েছিলাম।

কর্কশ কণ্ঠে সে বলে উঠল, 'এখন বসে থাকবে এবং চিন্তা করবে, যতক্ষণ না অফিসার যা বললেন, তা লিখে দাও। অন্যথায় তোমার উপযুক্ত চিকিৎসা করা হবে।'

'চিকিৎসা করা হবে' কথাটার অর্থ বুঝতে পারলাম। এর অর্থ নির্যাতন। নির্মম ভাবে নিপীড়ন করা হবে, উপহাস করা হবে, মানহানি করা হবে। জেরা করার জন্য মানসিক নির্যাতনের মাধ্যমে আমাকে দূর্বল করা হবে।

বারান্দায় লাউড স্পিকারে প্রকাশ্যে গুলি করে মারা এবং আর্তনাদ এবং মাকে তার সন্তান থেকে পৃথক করার রেকর্ডকৃত ক্যাসেট তিক্ষ্ণ শব্দে বাজতে লাগল।

তারপর আছে শারীরিক নির্যাতন। কেন তারা এই কক্ষে নিয়ে এসেছে এবং তার পরিণাম ফল কি হবে আমি তা বুঝতে পেরেছিলাম।

সমস্যাটা হল জেরা করার সময় কি ধরণের কথা বলা হয় তা আমার কাছে নতুন নয়। নাৎসীদের সময়ে আমরা এর সম্মুখিন হয়েছিলাম। কিছু বিশ্বাস করে আপনাকে অবশ্যই মিথ্যা কথা বলা ঠিক হবে না, এমন কি কারো জীবন বাঁচাতে হলেও। ওরা বিশ্বাস ভাজন হওয়ার ভান করে। কিন্তু ভালবাসা সত্যের চেয়ে অধিকতর উচ্চ। আমি তো চোরকে বিশ্বাস করে এটা বলতে পারি না যে, আমার ঘরে কোথায় টাকা আছে। একজন মহিলা যার কাছে অস্ত্র আছে, তাকে নিরস্ত্র করতে একজন ডাক্তারের কর্তব্য তার সাথে প্রতারণা করা। আমাদের কর্তব্য তাদেরকে ভুল বুঝানো, যাদের উদ্দেশ্য কেবল ধ্বংস সাধন।

মেজর এবং তার সহচর আমার জন্য পরের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করল। একটি প্যাডে একগাদা প্রশ্ন লিখে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল আমার কাছ থেকে জোর করে তথ্য আদায় করা, যা তারা রিচার্ডের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে।

আমি একটা বিষয় স্মরণ করলাম, মেজর বলেছিলেন, 'প্রত্যেক মানুষেরই একটা দূর্বল পয়েন্ট রয়েছে।' লেফট্যান্যান্ট তার সোনালী চুলযুক্ত খোদাইকরা মূর্তির মত সুন্দর মাথাখানি ঘুরালেন এবং পরিচিত স্মিত হাসির ঝলক নিক্ষেপ করলেন।

তারা রিচার্ডের দূর্বলতার বিষয়টা কি তা খুঁজে দেখার চেষ্টা করবে। তার জেরাকারী কর্মকর্তা হয়ত দয়ামায়াহীন হবে। মেজর দীর্ঘ সময় পর আসল কথায় আসলেন। তিনি অল্প কথায় কমিউনিজমের সুখ্যাতি করলেন এবং কমিউনিজমের আশীর্বাদ কামনা করলেন। মেজর আমাকে নিশ্চয়তা সূচক তোষামুদে ভাষায় বললেনঃ 'আসলে আমরা তোমার বন্ধু হতে চাই। পাষ্টর ওয়ার্ম ব্রান্ডের ও বন্ধু হতে চাই। আমরা তাকে মুক্ত করতে চাই, কিন্তু এজন্য প্রথমে আমাদের কিছু তথ্য প্রয়োজন। আমাকে বল, রিচার্ড তার সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে কি কথা বলেছিল?

আমি জবাব দিলাম, 'আমরা ধর্ম নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, কখনো রাজনীতি নিয়ে নয়।'

লেফট্যান্যান্ট আমার দিকে তাকিয়ে সে মুচকি হেসে খুবই আন্তরিকতার সাথে বললেন, 'সাবিনা ওয়ার্ম ব্রান্ড, বাইবেল তো রাজনীতিতে ভরপুর। ভাববাদীরা যারা বিদ্রোহী হয়েছিলেন, তারা মিশরীয় শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন। যীশুও তাঁর সময়ের শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন। যদি তোমার স্বামী খ্রীষ্টিয়ান হয়ে থাকেন, তাহলে সরকার সম্বন্ধে তার পরিষ্কার ধারণা থাকা কর্তব্য।

ঃ "আমার স্বামীর রাজনীতিতে কোন আগ্রহ নাই।"

ঃ "তথাপি, দেশ ত্যাগের পূর্বে রাজা মিখায়েল যে সম্মেলন করেছিলেন তাতে তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি কেন উপস্থিত হয়েছিলেন?"

ঃ ইহা গোপন কোন বিষয় নয়। অনেক লোককে নিয়ে রাজা সেই সম্মেলন করেছিলেন।

ঃ সেই সম্মেলন কতক্ষণ স্থায়ী ছিল?

ঃ প্রায় দুই ঘন্টা।

ঃ এবং এই সময়ের মধ্যে সেখানে কোন রাজনৈতিক বক্তব্য পেশ করা হয় নাই?

ঃ আমি পূর্বেই বলেছি, রাজনীতিতে আমার স্বামীর কোন আগ্রহ নাই।

ঃ ভাল, তাহলে ওয়ার্ম ব্রান্ড সেখানে কোন্ বিষয়ে কথা বলেছিলেন?

ঃ যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের বিষয়ে।

ঃ তারপর রাজা কি বলেছিলেন?

ঃ তিনি ইহার পক্ষপাতি।

লেফট্যান্যান্ট ক্ষুদ্র একটা হাসির ঝড় তুললেন। তারপর তাড়াতাড়ি তার হাত দিয়ে মুখ ঢাকলেন।

মেজর আগের চেয়ে অধিক আন্তরিকতার সাথে মৃদু হাসলেন।

ঃ সাবিনা ওয়ার্ম ব্রান্ড! এখন বুঝতে পারছি তুমি খুবই বুদ্ধিমতি মহিলা। আমি তোমার মনোভাব বুঝতে পারছি না। তুমি এবং তোমার স্বামী দুজনেই ইহুদী। আমরা কমিউনিস্টরা তো জার্মান নাৎসী বাহিনীর ভয়ংকর নিপীড়ন থেকে তোমাদের মুক্ত করেছি। এ জন্য তো তোমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। তোমাদের তো থাকা উচিত আমাদের পক্ষে।

মেজরের চোখ ছোট হয়ে আসল। তিনি আরো ধীরে ধীরে কথা বলতে থাকলেন।

ঃ তোমার স্বামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পাল্টা বিপ্লব ঘটানো মূলক কাজের সাথে জড়িত, তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হয়েছে। তাকে গুলি করে মারা হতে পারে। তার সহকর্মীরা সাক্ষী দিয়েছে। তারা তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ সমর্থন করে।

আমার হৃদয় বেদনায় আপ্লুত হয়ে পড়ল। নিশ্চয় লোকটা মিথ্যা বলছে। রিচার্ডের বিষয়ে এমন কথা শুনার পর আমার প্রতিক্রিয়া কি হয় তা পর্যবেক্ষণ করছে। দেখে যেন একদম নিরুদ্বেগ মনে হয় এরকম হতে চেষ্টা করলাম। মেজর তার কথা চালিয়ে গেলঃ

রিচার্ডের সহকর্মীদের মধ্যে যারা ওনার বিপক্ষে কথা বলেছে তারা হয়ত কেবল মাত্র নিজেরা বাঁচার জন্য ঔরূপ কথা বলেছে। সম্ভবতঃ তারাই প্রকৃত পক্ষে পাল্টা বিপ্লব সাধনের পক্ষপাতী ও সক্রিয় কর্মী। আমরা ন্যায় বিচার করতে পারব না। মিশনের সাথে লোকজন কি কাজ করছে, সবকিছু যদি আমাদের না বল। সবকিছু আমাদের কাছে খুলে বল এবং কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে পাল্টা বিপ্লব সাধনে কারা কাজ করছে তাদের কথা জানিয়ে দাও, তাহলে আগামীকালই তোমার স্বামী মুক্তি পাবে।'

মেজর আমার দিকে ফিরে মুচকি হাসলেন। তিনি ভাবলেন আমি সব বলব ঠিক তিনি যেরকম চান সেরকম। তার খুশি খুশি চাহনীতে তার কাজে সাহায্য করার একটা আবেদন ছিল। তার চোখের তারা বলল, "তুমি বাড়ীতে তোমার পরিবারের কাছে ফিরে যেতে পারবে"।

কেমন মজার ভাবনা এটা। আমি এই ভাবনা বাতিল করে দিলাম। এবং দৃঢ়ভাবে বললাম, 'আমি আসলে কিছুই জানি না।"

রাতে আমার কক্ষে ফিরে কারারক্ষীর কাছ থেকে সেবা শুশ্রষা পেলাম। সেবাটা হল হাড়ভাঙ্গা পিটুনী। আমি রিচার্ডের কথা ভাবলাম, "অসহায় রিচার্ড, তার পা হয়তো ঝুলিয়ে দেবে, যেহেতু সে খুব লম্বা ছিল।"

এখন তারা তার প্রতি কি করছে? এসব কথা ভেবে ভেবে এক মুহূর্তে আমি তাকে নিয়ে মুক্ত হতে যে কোন কিছু বলে দিতে প্রস্তুত হয়েছিলাম। কিন্তু পর মুহূর্তে অজানা আশংকায় অন্তর কেঁপে উঠেছিল। আমি তাকে বাঁচাতে চাইলাম। আবার তার কাজের বাঁধা হতে চাইলাম, এই দু'টি ইচ্ছা আমার মধ্যে তোলপাড় করতে থাকল।

মেজরকে ক্লান্ত দেখাল। চোখ দুটি কিছুটা ঝাপসা হয়ে এল, কিন্তু তার মধ্যেও বিজয়ের দীপ্তি দেখা গেল। তিনি অধৈর্য্য হয়ে ডেস্কের উপর তার আংগুল দিয়ে টোকা মারলেন। এবং জার্মান নাৎসীদের কেন্দ্র করে আমাকে একগাদা প্রশ্ন করলেনঃ 'জার্মানরা কি করেছিল তুমি জান? জার্মানদের সাথে তোমাদের কি সম্পর্ক? তোমরা কি অবগত ছিলে যে, নাৎসীদের যারা আশ্রয় দিত, লোকজন তাদের গুলি করে হত্যা করত? কেন তোমার বাড়ীতে নাৎসী অফিসারদের লুকিয়ে রেখেছিলে?'

আমি বিশ্বাস জনকভাবে জবাব দিলাম, 'আমরা আমাদের বাড়িতে কোন নাৎসীদের লুকিয়ে রাখিনি। আমার কাছে তারা কেবল মানুষ ছিল। যেহেতু আমরা প্রথম দিকে অত্যাচারিত ইহুদী এবং যাযাবরদের সাহায্য করতাম; তাই যাদের সাহায্যের প্রয়োজন পড়ত, তাদের ধর্মমত যাই হউক না কেন আমরা তাদের সাহায্যের চেষ্টা করতাম।'

ঃ 'তুমি আবার তোমাদের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ অস্বীকার করছ? উত্তম, সত্যিই আমাদের বিস্মিত করলে'

তিনি তার ডেস্কের নিচে রাখা একটা কলিং বেল এ চাপ দিলেন। গার্ড একটা লোককে ধরে নিয়ে এল। স্টিফেনেস্কো নামের এই লোকটা একদা পরিচিত ছিল। ১৯৪৫ সালে সে আমাদের সাথে ছিল। জার্মানদের জন্য আমরা কি করেছিলাম তার সবকিছুই সে জানত।

সে ভয়ে এলোমেলো ভাবে পা ফেলে সামনে এগিয়ে এল। আমাকে সনাক্ত করে দিয়ে মেজরের কাজে সহায়তা করতে তার উদ্বিগ্ন চোখদুটি কেঁপে উঠল। কথা বলার জন্য সে ঢোক গিলে নিল, তারপর তার চোখ বন্ধ হয়ে গেল। পৃথিবীটা তার দৃষ্টি পথ থেকে সরে গেল।

মেজর, একটি চুরুট ধরালেন, তৃপ্তির সাথে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া নিলেন। তারপর বললেনঃ

'স্টিফেনেস্কো! এখন আমাদের বল, *ওর্য়াম ব্রন্ড* কিভাবে তার বাড়িতে নাৎসীদের লুকিয়ে রেখেছিল। তুমি নিশ্চিত ভাবে এই মহিলাটিকে চিন?

ঃ না!

ঃ কি!

ঃ আমি কখনো এই মহিলাটিকে দেখিনি।

ঃ তুমি মিথ্যা বলছ!

ঃ না স্যার! আমি সত্যিই এই মহিলাটিকে কোন দিন দেখিনি।

ঃ স্টিফেনেস্কো আবার তার চোখ বন্ধ করল।

মেজর চিৎকার করে উঠলেন। স্টিফেনেস্কোর কানের কাছে মাত্র এক ইঞ্চি দুরত্বে মুখ নিয়ে যতটুকু জোরে পারেন গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বললেনঃ

'স্টিফেনেস্কো! তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি নিশ্চয় এই মহিলাটিকে চিন। বল, এই মহিলাটি তার বাড়ীতে নাৎসীদের লুকিয়ে রেখেছিল কিনা।'

হতবুদ্ধির অবস্থায় স্টিফেনেস্কো আবার বললঃ

'আসলেই আমি এই মহিলাটিকে চিনি না। কোন দিন দেখিও নাই।'

সে আমাকে ভালভাবেই চিনত। তথাপি আমাকে তার দৃষ্টি সনাক্ত করতে পারল না। আমার প্রতি তার ভাল কোন অভিপ্রায় ছিল না বলে ঈশ্বর তাকে সেই মুহূর্তে দৃষ্টিহীন করে দিয়েছিলেন।

পরিশেষে হতাশ হয়ে মেজর গার্ডকে হুকুম করলেন, 'নিয়ে যাও একে'। চুরুটের শেষ অংশটুকু ফেলে দিয়ে পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে আমাকে দেখে নিলেন। মোটের উপর এই

বিষয়টার ভাবনা তার নিকট উদ্ভট মনে হলঃ একজন ইহুদী মহিলা যে নাৎসীদের বেপরোয়া সাম্প্রদায়িক হত্যাকান্ডে তার পরিবারের সবাইকে হারিয়েছে, সে কিনা তার বাসায় কোন নাৎসীকে লুকিয়ে রেখে আশ্রয় দিতে পারে। এবং এজন্য তার স্বামীর জীবন এমনকি তার নিজ জীবন বিপন্ন হতে পারে, সেদিকে খেয়াল না করে। তিনি কথার মোড় ফিরিয়ে নিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সোভিয়েত সেনাবাহিনীর মধ্যে তোমরা কি প্রচার কর?'

আমি এই বিপজ্জনক প্রশ্ন কৌশলে এড়িয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করলাম।

ঘুম থেকে জেগে শুয়ে শুয়ে আমি মনে করছিলাম, একদা কৃষ ও লম্বা সোভিয়েত বালক সেনারা আমাদের ফ্লাটটা পূর্ণ করেছিল বিস্ময়কর সরলতা নিয়ে ঈশ্বরের বাক্য শুনতে এসে। রিচার্ড যখন বলেছিল যীশুকে মারার পর তৃতীয় দিনে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেছিলেন, তখন তাদের একজন আনন্দে ঘরময় নাচতে ছিল।

সেদিনের সে ঘটনা আমাকে উৎসাহিত করেছিল। নির্জন কারাকক্ষের একাকীত্বের মাঝে শক্তিশালী স্বর্গীয় সহানূভূতির উপস্থিতি টের পেয়েছিলাম। রাশিয়ান ভাষায় মুদ্রিত সুসমাচারের বিষয়ে সব রকম প্রশ্ন ও আপত্তি প্রতিহত করতে, এবং ত্রাণ কাজের জন্য সাহায্য পেতে ঈশ্বর আমাকে শক্তি ও প্রজ্ঞা দান করেছিলেন। বোধ হয় খারাপ পরিস্থিতি সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

কারা কক্ষের দেয়াল থেকে প্লাস্টার করা একটা বড় টুকরা অংশ খসে পড়েছিল। আমি তা তুলে নিয়ে ধন্যবাদের সহিত অন্ধকারে একটা বড় ক্রুশ বানিয়েছিলাম।

আবার নতুন এক জেরাকারী কর্মকর্তার সম্মুখীন হলাম। টেকো মাথার এই লোকটি বড় মজার মানুষ! একটি বাদামী বর্ণের ফাইল থেকে যতক্ষণ তিনি আমার বিরুদ্ধে আনিত দলিল প্রমাণ বা তথ্য পড়ে যাচ্ছিলেন ততক্ষণ আমি কালি রঞ্জিত ডেস্কটির সামনে দীর্ঘ সময় ঠাঁয় দাঁড়িয়েছিলাম।

উজ্জ্বল ফর্সা ও সোনালী কেশ যুক্ত তরুন লেফট্যান্যান্টটি একটি ছোট টেক্সট্-বুকে সব কিছু নোট করে নিয়েছিলেন। এর ফাঁকে ফাঁকে তিনি চোখ তুলে আমার দিকে তাকাতে লাগলেন। যেন তিনি কিছু বিষয় জানেন, যা আমি জানি না।

কোন সিনেমার বালক, যে জানে কয়েক মিনিট পরেই চমৎকার অশ্লীল কিছু ঘটতে যাচ্ছে তার দৃষ্টি ও অনুভূতি যে রকম হওয়ার কথা ঠিক সেই রকম কৌতুহলোদ্দীপক ও উত্তেজনা জাগানো চাহনী ছিল আমার প্রতি। সুন্দর আকর্ষণীয় গোলগাল চেহারার এই লেফট্যান্যান্টের।

টেকো মাথা ওয়ালা জেরাকারী কর্মকর্তার হাত দুটি ঘন পশমে ঢাকা ছিল। অবশেষে তিনি প্রশ্ন করা শুরু করলেন। সব প্রশ্নই ছিল একান্ত ব্যক্তিগত পর্যায়ের। আমার পরিবার, আমার বন্ধু-বান্ধব, প্রমোদ ভ্রমণে বাইরে যাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করল। আরো প্রশ্ন করলো প্যারিসে যখন লেখাপড়া করতাম তখনকার জীবন সম্পর্কে। তিনি ছিলেন উত্তেজিত এবং আপাত দৃষ্টিতে বন্ধু ভাবাপন্ন কিন্তু কপট।

কোন মতেই অফিসিয়াল ভদ্রতার মধ্যে পড়ে না এমন স্বরে আমাকে একটি ফরম পূরণ করার নির্দেশ দিয়ে বললেনঃ 'তারপর, এখন আমরা তোমার যৌন জীবনের ইতিহাস লিখে রাখতে চাই। এই ফরমটা পূরণ কর।'

বিষয়টা বুঝতে আমার দেরী হল। আমি অসম্মত হলাম। তিনি ধৈর্য্য সহকারে আমাকে বুঝাতে চেষ্টা করলেনঃ

'তার মানে তোমাকে জানাতে হবে তোমার যৌন জীবনের ইতিহাস। যেমন কোন একজনের সাথে তুমি যৌন সঙ্গম করেছ- মনে কর আমার সাথে- তোমাকে বলতে হবে তোমার জীবনের প্রথম যৌনতার অভিজ্ঞতার কথা। তোমাকে বলতে হবে প্রথম যে ছেলের সাথে গমন করেছিলে তার কথা। সে তোমাকে কেমন আদর সোহাগ করেছিল- সে তোমাকে কেমন ভাবে চুমু খেয়েছিল- তুমি এর প্রতিক্রিয়ায় তাকে কেমন ভাবে চুমু খেয়েছিলে- এবং এর পরে কি ঘটেছিল? সে কি তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে তোমাকে ভোগ করেছিল? এবং কোন্ স্থানে? তার ভোগ করার পর কি অন্য আর একজন এসেছিল? সে তোমাকে আলিংগন করেছিল? এ ব্যাপারে তোমার অনুভূতির কথা আমাদেরকে বল। দুজনের মধ্যে তুলনা করে বল। অথবা তিনজনের সাথে। তারপর ক্রমাগত তোমার যেসব প্রেমিক এসেছিল তোমার জীবনে তাদের বিষয়ে বল। আমরা তোমার যৌন জীবনের পূর্ণ বিবরণ জানতে চাই। সব কাহিনী এক এক করে বিস্তারিত ভাবে বল।'

ভদ্র শান্ত কণ্ঠস্বরটি গালে একটা চড় মারার মত ছিল।

লেফট্যান্যান্ট আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। তার জিহ্বা বের করে বার বার ঠোঁট ভিজাতে লাগলেন।

'সব লিখে দাও। আমরা সব কিছুর পূর্ণ বিবরণ চাই। আমি নিশ্চিত যে, যৌন অভিজ্ঞতার ঘটনা তোমার জীবনে প্রচুর।'

আমি তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম।

'এসব বিষয়ে প্রশ্ন করার কোন অধিকার আপনাদের নাই। আপনারা আমাকে আপনাদের বিরুদ্ধে পাল্টা বিপ্লব করার অভিযোগে অভিযুক্ত করতে পারেন অথবা আপনাদের যা ইচ্ছা তাই অভিযোগ করতে পারেন আমার বিরুদ্ধে; কিন্তু এসব অশ্লীল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন না। তাছাড়া এটা কোন নৈতিক বিষয়ে যাচাই করার আদালতও নয়।

লেফট্যান্যান্ট তার লোমশ আঙ্গুল দিয়ে টেবিলে টোকা মেরে বললেনঃ

'এর কিছুটা আমরা তৈরী করে নেওয়া স্থির করেছি। গল্পটি প্রসার লাভ করেছে যে, তুমি নাকি কোন এক প্রকার সাধু সন্যাসিনী হয়ে উঠেছ। আমরা তোমাকে অন্যরকম ভাবি। তোমার সম্বন্ধে অন্য রকম কোন কিছু আমরা জানি। এখন আমরা তোমার সত্যিকারের রূপ সকলকে দেখিয়ে দেবার পরিকল্পনা করেছি।'

পলকহীন ভাবে আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

লেফট্যান্যান্ট বলল, 'তুমি একটা বেশ্যার মত।'

ঃ 'আপনারা যা বলবেন আমি অবশ্যই তা করব না'

ঃ 'উত্তম, তা বিবেচনা করে দেখা যাবে।'

টাঁক মাথাওয়ালা তদন্ত কর্মকর্তাটি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, অশ্লীল প্রশ্নগুলি আমার দিকে নিক্ষেপ করলেন। মাংসল হাত দ্বারা ডেস্কের উপর চাপড় মেরে তার প্রশ্নের উপর জোর দিলেন।

আমার মাথা ঝিম ঝিম করছিল। আমার মনে হল আমি হয়ত মূর্ছা যাব। যা লিখতে বলা হল আমাকে, আমি তা লিখতে অস্বীকার করলাম।

তিনি একঘন্টা পর জেরা বন্ধ করলেন। লেফট্যান্যান্ট তারপর তার নোট বুকের কাছে ফিরে এল। পূর্বেই তারা সব করে রেখে ছিল। ইহা ছিল বিরক্তিকর।

টাক মাথাওয়ালা জেরাকারী কর্মকর্তাটি বললেন, 'আমার হাতে সময় আছে।' তার জমানো শেষ একটা অস্ত্র ছিল।

তিনি বললেন, 'তোমার স্বামী ইতোমধ্যে স্বীকার করে ফেলেছে যে, সে একজন রাষ্ট্রদ্রোহী এবং গুপ্তচর। আর তুমি তোমার পুঞ্জিভূত নোংরামীর পথে পড়ে রয়েছ।' লোকটা ডেস্কের পিছনে থেকে উঠে আসল এবং আমার মুখের কাছে মুখ এনে বলল, 'তোমার নোংরা যৌন জীবনের সব তথ্য আমাদের না বললে এ স্থান থেকে তুমি ছাড়া পাবে না।'

একথা বলে ভ্রুকুটি করে আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

আমি ভয়ে প্রবল ভাবে কাঁপতে থাকলাম।

উটকো গন্ধভরা কড়িডোর দিয়ে আমার কক্ষে ফিরে এলাম। যখন তারা ধাক্কা মেরে রুমের ভিতরে ঢুকাতে ছিল, তখন এক মুহূর্তের জন্য আমার চোখে লাগানো কালো চশমাটা খুলে পড়েছিল। আমি সেই সুযোগে প্রথম বারের মত আমার কক্ষের নাম্বারটা দেখে নিতে পারলাম। দরজার উপরে লেখা দেখলাম '৭'।

আমি জেলখানার ৭ নং রুমে ছিলাম। সাত নাম্বারটি একটি পবিত্র নাম্বার। এই নাম্বারটি এই জগত সৃষ্টি হওয়ার সময়ের নাম্বার। বাইবেল বলে ঈশ্বর সাত দিনে সমস্ত সৃষ্টি- জগত সৃষ্টি করেছেন। বাইবেলে সাত সংখ্যাটা অনেকবার ব্যবহার করেছে। যীশু সাতটি মণ্ডলীর কাছে তাঁর আদেশ পাঠিয়েছিলেন। যোহন দর্শনে সাতটি সুবর্ণ দীপবৃক্ষ দেখেছিলেন, তুরীবাদক সাতজন দূতকে দেখেছিলেন। একটি পুস্তকের সাতটি মুদ্রা খুলবার দর্শন দেখেছিলেন .....।

আমি খাটের উপর শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলাম। বেশ কিছুক্ষণ পর আমি একটু শান্ত হয়ে উঠলাম। আমার দূর্বল দেহ অন্ধকার কারাকক্ষে খাটের উপর পরে ছিল, কিন্তু আত্মা কারাগারের বন্দীত্বের দেয়াল অতিক্রম করে উঠে গিয়েছিল।

আমি বাইবেলের এই পদটি স্মরণ করতামঃ 'আমরা যীশুর সহিত ক্রুশারোপিত হয়েছি।' (গালাতীয় ২ঃ২০পদ)। যদি সেই সময় এসে যেত, যখন আমাকে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মত বলতে হত, 'সমাপ্ত হল' (যোহন ১৯ঃ৩০ পদ)। তাহলে আমি পিতা মাতাকে, বন্ধুদেরকে, আমার নিকটের দস্যুকে যীশুর মত আমি শেষ ভালবাসার কথা বলতে চাইতাম। আমার নিদারুন যন্ত্রণার মধ্যে ঈশ্বর আমার সাথে ছিলেন।

একটি কণ্ঠ ডেকে উঠলঃ 'জেগে উঠ!'

দেখলাম, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে লাল মুখ ওয়ালা ম্যিল্যূ নামের প্রধান রক্ষী। আমি উঠলাম এবং দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়ালাম।

ঃ 'এখানে এটা কোন হোটেল নয়। যদি সবাই শুয়ে থেকে শরীরে চর্বি জমাও তাহলে যুদ্ধে যেতে হবে। জেলখানায় বন্দীদের জন্য কি থাকে তা তুমি শিখতে চলেছ।'

ঃ রুমানিয়া ভাষায় 'ম্যিল্যূ' শব্দের অর্থ ভেড়ার বাচ্চা। কিন্তু লোকটা ভেড়ার বাচ্চা নয়। সকালে নিয়মিত দেখাশোনার পাশাপাশি সে করিডোরে তীক্ষ্ণভাবে চেক করত।

ঃ 'আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াও । তোমার বলার কিছু আছে?'

ঃ 'স্যূপ খেতে আমি কি একটি চামচ পেতে পারি?'

ঃ 'তুমি যদি আমার সাথে কথা বলতে চাও, তাহলে তোমার মুখ বন্ধ করে রাখ।'

সে তার নিজের কৌতুকে নিজেই কক কক করে হাসল। তার এই কৌতুক করার ঢং এর জন্য সে রুমানিয়ার জেলখানায় সুপরিচিত হয়ে উঠেছে। তারা বলত, যুদ্ধের আগে সে জুতার ফিতা বিক্রী করত। একজন গুপ্ত সংবাদ দাতা হওয়ার ফলস্বরূপ সে তার এই বর্তমান পদ লাভ করতে পেরেছে। সবার কাছে প্রত্যেক উপযুক্ত সময়ে তাকে তার নিজের গুরুত্ব প্রমান করতে হয়েছে।

দুপুর বেলায় চর্বিযুক্ত স্যূপ আমার কক্ষে দিয়ে গেল। নিয়ম ছিল এর সম্পূর্ণটুকু পান করতে হবে। একটুও ফেলে দেয়া যাবে না। অনশনকারীদের জোর করে খাওয়ানো হয়েছিল, দুজন পাহারাদার ধরে রাখবে যতক্ষণ না তিন ভাগের একভাগ গলার ভেতর ঢালা হয়। তারপর সাধারণ স্যূপের চেয়ে একটু উন্নত মানের স্যূপের ব্যবস্থা করা হয়। রোগীদেরকে একটু সুস্থ্য সবল করতে ডিমের কুসুমও চিনি এর সাথে যোগ করা হত। তারা বলত, তিন দিনে সাধারণ খাবারে যে পরিমান পুষ্টি উপাদান কম পড়েছে এ পানীয়ের সাথে সে পরিমান পুষ্টি উপাদান দেওয়া হয়েছে। তাই বন্দীরা জোর করে খাবার খাওয়ানো হবে এ আশায় খাবার খেতে অস্বীকার করতেই পারে।

আমাদের বিয়ের প্রথম অবস্থায় রিচার্ড খাবার ব্যাপারে কতই না খুঁত খুঁতে ছিল। সে কথা মনে করে আমার জেলখানার খাবার দেখে হাসি পায়। রিচার্ড যদি মুক্তি পেয়ে বাড়ী ফিরে আসে তাহলে দীর্ঘদিন পর বাড়ীতে আমার রান্না করা খাবার খেয়ে কতই না খুশি হবে। আমি অবাক হচ্ছি, আবার আমার কষ্টও লাগছে রিচার্ড জেলখানার বাজে খাবার কিভাবে খাচ্ছে।

আমরা দুজনেই মোশির 'যাত্রা পুস্তক' হৃদয় দিয়ে জেনেছিলাম। বাইবেলের এই পুস্তকে লেখা আছে, কিভাবে ইস্রায়েল সন্তানেরা দাসত্বের জীবন থেকে মুক্ত হয়ে মিশর দেশ থেকে বের হয়ে এসেছিল। ঈশ্বরই তাদেরকে মুক্ত করে মিশর থেকে বের করে দিয়েছিলেন।

জেলখানার ৭ নাম্বার কক্ষে শুয়ে প্রতিটা রাত্রে আমি যাত্রা পুস্তকের পদগুলি মনে মনে আওড়াতাম। আমি জানতাম, রিচার্ড যেখানেই থাক, এই সময়ে সেও বাইবেলের পদগুলি মনে মনে আবৃত্তি করতেছে। ঈশ্বরই আমাদেরকে বের করে নিয়ে যাবেন।

লোমশ আংগুল ওয়ালা লোকটা নিকটে এল। মদ এবং তামাকের গন্ধ ছড়ালো। 'আচ্ছা, এখন আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে প্রস্তুত হও। তোমার নোংরা যৌন জীবন থেকে আত্মিক উন্নতি লাভ করে এখন নাকি পবিত্র দেবী বনে গেছ?'

উজ্জল ফর্সা সুন্দর সোনালী কেশযুক্ত লেফট্যান্যান্ট তার অধিক বয়স্ক সহকর্মীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন; দেখে মনে হল এরকম বাজে কথাবার্তা শুনে মনে দুঃখ পেয়েছেন।

তার কাছে পাঠ্যপুস্তক এবং নোট প্যাড ছিল। আমি মনে করলাম, তিনি হয়ত বিত্তহীন নতুন শ্রমিক সম্প্রদায়ের একজন নেতা। তিনি হয়ত পরীক্ষায় পাস করতে ও প্রমোশন লাভ করতে পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছেন।

টাক মাথা ওয়ালা জেরাকারী কর্মকর্তা তার নিয়ম মাফিক অশ্লীল প্রশ্নগুলো বিশ মিনিট ধরে চালিয়ে গেলেন। আমি আমার পূর্বের কথারই পুনরাবৃত্তি করলামঃ 'এসব বিষয়ে প্রশ্ন করার আপনার কোন অধিকার নাই'। তারপর তিনি থামলেন, এবং একটি সিগারেট ধরালেন। আমি মনে করলাম এখন হয়ত লেফট্যান্যান্ট আমাকে জেরা করার দায়িত্ব নিবে, কিন্তু এই লোকটি চলে যাওয়ার পরও লেফট্যান্যান্ট তার বই পড়া চালিয়ে যেতে থাকলেন।

আমি তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালাম। ভয়ে একটু একটু কাঁপতে থাকলাম। আমি ভালভাবে তাকাতে পারলাম না। আমার হাঁটু মনে হল যেন ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়তেছে। আমি ঘুমাতে পারলাম না।

অনেক দিন আগে প্যারিসে যে ছেলের সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল, তার কথা লোকটা জানল কিভাবে! এতদিন পর তার কথা কেন মনে করিয়ে দিল আমাকে? সে ছেলেটি এখন কোথায়? প্যারিসের সেই ছেলে বন্ধুটি এবং এই লেফট্যান্যান্ট উভয়ই সুদর্শন। একটি সুন্দর মুখ কতগুলো বিষয় লুকিয়ে রাখতে পারে। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে লেফট্যান্যান্ট বই থেকে চোখ তুলে আমার দিকে তাকাতো। আমি তার সুন্দর মুখমণ্ডলে আমার পরিচিত একটা মৃদু

হাসির ঝলক দেখতে পেতাম। মনে হত, সে যেন আমাকে নিয়ে তার সহকর্মীর সব বাজে প্রশ্নগুলির উত্তর জানে।

আমি তিনঘন্টা ধরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এটা ছিল একটা চমৎকার প্র্যাকটিস! তাদের অবসর সময় কাটাতে তারা কারাবন্দীকে ডাকত, তারা যতক্ষণ অধ্যয়ন করবে ততক্ষণ তাকে পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। কারাবন্দী যখন তাদের নিকট আসত তখন একটা রসিদ সই করত, এবং যখন চলে যেত তখন অন্য একটা রসিদ সই করত, যাতে অফিসে তাদের সময়ের হিসাব রাখতে পারে।

টেকো মাথা বয়স্ক জেরাকারী কর্মকর্তাটি আবার ফিরে এল। তারপর আমাকে আরো একঘন্টা ধরে অতি রুঢ় ভাবে জেরা করল। 'তুমি কার কার সাথে ঘুমিয়ে ছিলে? তাদের সাথে তুমি কি করেছিলে?'

আমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমার প্রতি আরোপিত কলংকের স্রোত আমাকে পরিশ্রান্ত করে ফেলেছিল। তবুও আমি একটি কথা বলার প্রেরণা ও শক্তি আমার স্বত্তায় আমি খুঁজে পেলাম, 'আপনি যা জানতে চাচ্ছেন, আমি তা বলব না।' আমি তাকে একটা ক্ষুদ্র তথ্য জানাতে পারলাম,

'ঈশ্বর চাইলে, কারো জীবনের সবচেয়ে জঘন্যতম যৌনাচারের ঘটনা তাকে মহান সাধু ব্যক্তি হতে বাঁধা দিতে পারে না। কারো জীবনের ইতিহাস অনেক অশ্লীল যৌনাচারের ঘটনায় পূর্ণ থাকলেও সে ঈশ্বরের প্রিয় পাত্র ও মহান পবিত্র ব্যক্তি হতে পারে। মগ্দলীনী মরিয়ম এক সময় বেশ্যা ছিলেন, কিন্তু আমরা যখন দীর্ঘ বিস্মৃতির মাঝে হারিয়ে যাব, তখনও পবিত্র ও মহিমান্বিত জ্ঞান করে সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা জানাবে।

আমাকে জেরাকারী লোকটি অশ্লীল ভাবে ঘোঁত ঘোঁত করে বলে উঠলঃ 'দূর করে দাও এই বেশ্যাটাকে।!'

ঃ সুদর্শন সোনালী কেশ যুক্ত লেফট্যান্যান্ট হাই তুললেন।

কয়েকদিন পর জেলখানার সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ মনা (!) কয়েদীদের 'সেলে' আমাকে স্থানান্তর করা হল। এই রুমটা ছিল বরফের বাক্সের মত। রুমের ভিতর শীতকাল এসে গিয়েছিল। আমার গ্রীষ্মকালীন কোট এবং উলের তৈরী মাফলার অতীব বাঞ্ছনীয় বস্তু হয়ে উঠেছিল। এগুলো থাকাতে আমি নিদারুন শীতের হাত থেকে রক্ষা পেলাম। এমন পরিস্থিতিতে এই সামান্য দুটি পরম মূল্যবান বস্তু আমার কাছে থাকতে নিজেকে ধনবান মনে হল।

আমার এ পরম মূল্যবান সম্পদ দুটি দিয়ে অন্য দের সাথে সহভাগিতা করার চেষ্টা করতাম। আমার কোটটি অন্যদেরকে কম্বল হিসাবে ব্যবহার করতে, গাউন হিসাবে ব্যবহার করতে, উৎসবাদিতে পরতে, তদন্ত করার সময়ের জন্য পরতে দিতাম। একটি মাত্র পাতলা জামা পরা একটি মেয়েকে আমার মাফলার খানা দিয়েছিলাম। এটা পেয়ে দুচোখের অশ্রু বাঁধা না মেনে অঝোর ধারায় তার ফ্যাকাশে গাল বেয়ে ঝরে পড়ছিল।

অন্য চারজন মহিলা এই কক্ষে ছিল। তারা আমার এ অত্যাশ্চর্য বস্ত্রটি সন্ধ্যা বেলায় পরত। সার্টিন কাপড়ের হাতাছাড়া গাউনের ঝালর আলগা ভাবে ঝুলে থেকে সিমেন্টের নোংরা মেঝেতে পড়ত- এটা কয়েদীদের উপযোগী পোষাক ছিল না।

তাদের একজন আমাকে বলল, 'আমরা আমেরিকার দুতাবাসে ফিল্ম দেখতে গিয়েছিলাম। ছবিটা ছিল বরফ পরা মরু অঞ্চলের শ্বেত ভল্লুক নিয়ে। ছবি দেখা শেষে টেক্সী করে বাড়ি ফেরার পথে আমাদেরকে থামান হল এবং টেনে রাস্তায় নামান হল। তারা আমাদেরকে ধরে নিয়ে গেল গোয়েন্দা পুলিশের সদর দপ্তরে এবং বললঃ 'আমরা তোমাদের সম্বন্ধে সবই জানি। তোমরা আমেরিকানদের গুপ্তচর।'

তারপর সারাদিন ব্যাপী জেরা করা হল। অনাহারে ও অনিদ্রায় রাখা হল। ওরা ওদের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ অস্বীকার করেছে। এবং এখন বিচারের অপেক্ষায় আছে। ওদের জাকজমক পূর্ণ জামা নেকড়ায় পরিনত করা হল। টেনে ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে রুমাল, তোয়ালে এবং তাদের দরকারী অন্য কিছু বানিয়ে নিল।

এই চারজন মহিলার প্রত্যেকে পালাক্রমে আমার কোটটি পরিধান করে আনন্দ অশ্রু বিসর্জন করত। ইহা চামড়ার তৈরী গাউনের মত ছিল।

ঃ এর পরের বার যখন তোমাকে জেরা করার জন্য ডাকা হবে, তখন কি তুমি এটা পরে যেতে চাও? তুমি চাইলে আমি দিতে পারি।

ঃ উহ! এটা তো তোমার বিরাট দয়া আমার প্রতি! ঐ সব পশুদের সামনে অনাবৃত কাধে গেলে আমার কাছে নিজেকে নেংটা নেংটা মনে হয়। তোমার কোটটা আমাকে সাহস এনে দিবে।

আমাদের কথা বলার সময় হঠাৎ তীক্ষ্ণ শব্দে দরজা খুলে গেল। আমাদের হৃদয় ভয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল।

কারারক্ষী সামনে এসে বলল, 'তুমি ..... তু. . . . মি, অন্যান্য অনেক ইহুদী নামের মত তারা আমার নাম উচ্চারণ করতে পারল না। ওয়ার্মব্রান্ড শব্দটা জার্মান শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। এজন্য 'ডব্লিউ' উচ্চরণে তারা ব্যর্থ হয়।

'তোমার চশমা পরে নাও।'

দুর্গন্ধযুক্ত লম্বা কড়িডোর দিয়ে কালোচশমা পরে অন্ধের মত তাদের পিছে পিছে মার্চ করে করে যেতে হল।

আমি তাদের সাথে একটা রুমে ঢুকলাম। রুমটাতে অনেক মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। একটা নিরবতা নেমে এল। আমি বুঝতে পারলাম, তারা সবাই আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। এটা ভূতুরে জায়গা ছিল।কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। চোখদুটি ঢাকা। অন্ধের মত। আমার উপর ওদের সতর্ক দৃষ্টি। এর পর কি হবে?

ঃ 'চশমাটা খুলে ফেল।'

উজ্জল আলো আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিল। আমি দেখলাম লম্বা নতুন আর একটা জেরা করার কক্ষ। এই রুমে কোন জানালা নেই। আমার মনে হল ইহা হয়ত মাটির নিচের দালান হবে। দেখলাম একটি লম্বা টেবিলের পাশে ইউনিফরম পরা দশজন অফিসার বসে আছেন। এদের তিন জনের সাথে ইতিপূর্বেই আমার সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়েছিল। তারা আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

"তুমি কি জান, তোমার স্বামীর ভাগ্যে কি ঘটেছে"?

"বরং আপনারা কি জানেন না? আপনাদের উচিত হবে তার কথা আমাকে বলা"।

গোফওয়ালা মেজর বললেন, 'বস। যদি তুমি আমাদের সহযোগিতা কর এবং আমরা যে প্রশ্ন করেছিলাম, তার জবাব লিখে দাও, তাহলে তার সাথে দেখা করার অনুমোদন পাবে।

আমি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে নিয়েছিলাম তারা হয়ত আমাকে রিচার্ডের সাথে দেখা করার অনুমতি দিবে। আমরা কোন অন্যায় অপরাধ করিনি। আমি আরো বিশ্বাস করেছিলাম তারা রিচার্ডকে বেকসুর খালাস দেয়ার চেষ্টা করতেছে। আমি কতই না হাস্যকর সরল বিশ্বাসে ছিলাম সেই কয়েকটা দিন।

সার্জেন্ট অনেক পুরুষ এবং মহিলার ছবির একটা সেট টেবিলের উপরে রাখল। একটা একটা করে তুলে ধরে আমাকে দেখাল এবং জিজ্ঞাসা করলঃ

ঃ 'এই লোকটা কে?'

ঃ 'এই লোকটা কে?'

ঃ 'তুমি কি এই লোকটাকে চিন?'

ঃ 'এই লোকটা কে?'

এভাবে প্রতিটা ছবি দেখিয়ে আমাকে তার পরিচয় বলে দিতে বলা হল। জিজ্ঞাসা করা হল আমি ছবির লোকদের কাউকে চিনি কিনা।

অনেকগুলি ছবির মধ্যে আমি কেবল একজনের চেহারা চিনতে পালাম। ছবিটা দেখে আমি ভাবলেশহীন ভাবে আমার চোখ দুটি বন্ধ করার চেষ্টা করলাম, এবং অবিচলিত থেকে না বলে গেলাম।

যে ছবিটা আমি চিনেছিলাম, সে ছিল আমার প্রিয় বন্ধু। একজন রাশিয়ান সৈনিক। সে আমাদের বাড়িতে যীশুকে বিশ্বাস করে বাপ্তিস্ম নিয়েছিল। ছবিতে দেখে বুঝলাম এখন সে কত পরিবর্তন হয়েছে। আমার বেদনার্ত মন বলে উঠল, সে এখন কোথায় আছে? সার্জেন্টের জিজ্ঞাসার জবাবে আমি শুধু মাথা নেড়ে বলে চললাম না। না। না।

তারা রাগে চিৎকার করে উঠল। তর্জন গর্জন করে শাসাতে লাগল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে চলল। যার কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারলাম না। কিছু কিছু প্রশ্নের

উত্তর আমি দিব না। অনেক সময় ধরে এরকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা চলল। কোলাহল-গোলমালে এবং আমার চোখ বরাবর পতিত চোখ ধাঁধানো উজ্জল আলোতে আমি অস্থির হয়ে উঠলাম। আমার মাথা ঘুরতে লাগল।

ঃ 'তুমি যে বিষয় পছন্দ কর না, সে বিষয়ে তোমাকে দিয়ে কথা বলতে আমরা একটা উপায় স্থির করে নিয়েছি। আমাদের সাথে চালাকি করার চেষ্টা করবে না। এতে আমাদের সময় নষ্ট হবে আর তোমার জীবন নষ্ট হবে।

নাছোর বান্দার মত বার বার একই রকম প্রশ্ন করে আমাকে পাগল বানিয়ে ছাড়ল। এইসব আবোল তাবোল প্রশ্নের মাত্রাতিরিক্ত চাপ সহ্য করতে না পেরে আমার স্নায়ু ব্যবস্থা যেন ভেঙ্গ পড়ার উপক্রম হল।

তারা আমাকে আমার রুমে ফেরত পাঠাল। খড়ের তৈরী জাজিমে শুয়ে পড়লাম। নিজেকে কিছুতেই সংযত করতে পারলাম না। দুঃখ-বেদনায়, অপমানে কণ্ঠ রোধ হয়ে এল। হৃদয়ের বেদনার জোয়ার বাঁধ মানল না, উন্মত্তের মত জোরে জোরে কাঁদতে থাকলাম।

কারারক্ষী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। কান্না শুনে কর্কশ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলঃ

'তোমাকে কান্না করার অনুমতি দেওয়া হয়নি।'

কিন্তু আমি কান্না থামাতে পারলাম না। আমার চোখের অশ্রু অন্যান্য কয়েদীদের হৃদয় বেদনার্ত করল। আমার আবেগের বাঁধ ভাঙ্গা কান্না দেখে তারাও কাঁদতে থাকল।

দয়ামায়াহীন নিরস মুখের কারারক্ষীটি দরজা বন্ধ করে দিয়ে ফিরে গেল।

আমি দুইঘন্টা ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলাম তারপর বিছানা থেকে উঠলাম এবং চিন্তা করতে চেষ্টা করলামঃ 'ওরা এক বিষয় থেকে আর এক বিষয়ে প্রশ্ন করতেছে, একজনের সম্বন্ধে জানার পর আরেকজনের সম্বন্ধে জানতে চাইবে। আমি কোন একজনের নাম করলে তাকে ওরা গ্রেফতার করে নিয়ে আসবে। রুঢ় ভাবে জেরা করবে, নির্যাতন করবে। আমি কারো নাম বলব না। এভাবে পর্যায়ক্রমে অনেকবার রুঢ়প্রশ্নবানে বিদ্ধ হতে, এরকম নির্যাতন ভোগ সহ্য করতে পরব; তবু কিছুতেই কারো নাম বলব না।'

আমাকে জেরা করার নতুন কৌশলগত পন্থা স্থির করা হল। টেকো মাথা ওয়ালা জেরাকারী কর্মকর্তা একা ছিলেন এবং মুচকি মুচকি হাসছিলেন।

'সাবিনা ওয়ার্ম ব্রান্ড, তোমার বয়স তো মাত্র ছত্রিশ বছর হয়েছে। একজন মেয়ের জীবনে ত্রিশ বছরের পরও আকর্ষনীয় সবচেয়ে ভাল ও আনন্দময় অনেক বছর থাকে, এবং তোমার সামনে তা পরে রয়েছে। তাহলে তুমি এতটা জেদী হচ্ছ কেন? এত তাড়াতাড়ি তোমার জীবন শেষ করে দিতে চাচ্ছ কেন? কেন তুমি আমাদের কাজে আমাদের সাথে সহযোগিতা করতে অসম্মত হচ্ছ? তুমি তো আগামী কালকেই মুক্ত হতে পারবে, যদি এই সব বিশ্বাস ঘাতক রাষ্ট্রদ্রোহীদের পরিচয়, অবস্থান ও নাম বলে দাও . . . . . ।'

আমি কোন উত্তর দিলাম না।

যৌন ক্ষুধার বিষয়ে কথা বলা যাক। প্রত্যেকটি পুরুষ মানুষের একটা মূল্য আছে এবং প্রত্যেকটি মেয়ে মানুষের নির্দিষ্ট মূল্য আছে। তুমি কি সে গল্পটা শুনেছ?- নাইট ক্লাবে একটা পুরুষ লোক ওয়েটারকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'পানশালায় ঐ উজ্জ্বল ফর্সা স্বর্ণকেশী মেয়েটিকে ভোগ করতে চাইলে কত ফ্রাঁ লাগবে?' ওয়েটার জবাব দিল "সে ১০০ ফ্রাঁ চায়"- "তাহলে কালো বর্ণের পিঙ্গল কেশী ঐ মেয়েটার মূল্য কত?" ওয়েটার জবাব দিল, "ঐ মেয়েটি খুবই স্পেশাল! এবং ওর মূল্য ৫০০ ফ্রাঁ।- "উত্তম! ঐ কোনায় একটা লোকের সাথে যে মেয়েটা রয়েছে ওর মূল্য কত?" ওয়েটার জবাব দিল, "না স্যার! মেয়েটা ঐ লোকটার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ, এজন্য ওর মূল্য বেশি। ওকে আপনি ১০০০ ফ্রাঁর কমে ভোগ করতে পারবেন না।"

জেরা কারী লোকটা নিজের বলা অশ্লীল কৌতুকে নিজেই হো হো করে হেসে উঠল এবং রুমাল দিয়ে মুখ মুছল। তারপর আবার বললেন,

'তুমি একজন সৎ মহিলা। তুমি তোমার দাম বাড়াতে পার। ইস্করিয়োতীয় যিহুদা বোকা ছিল, তাই তার মনিবকে মাত্র ৩০ টি রুপার টাকায় বিক্রি করে দিতে সম্মত হয়েছিল। সে ইচ্ছা করলে ৩০০ টাকা চাইতে পারত। তুমি বল, আমাদের কাছে তুমি কি চাও? তুমি কি তোমার স্বামী এবং তোমার মুক্তি চাও? তার জন্য কি ভাল ধর্ম প্রদেশ চাও, যেখানে সে যাজক হিসাবে ধর্মের কাজ ও শাসনকাজ পরিচালনা করতে পারবে? আমরা তোমার পরিবারের লালন পালন করব। তুমি আমাদের নিকট খুবই মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারবে। এতে তোমার চলবে? আর কি চাও'?

তিনি আমার সাথে কথা বলা শেষ করার পর রুমটার ভিতরে একটা নিরবতা নেমে এল। অবশেষে আমিই প্রথম নীরবতা ভাঙ্গলাম।

আপনার এমন লোভনীয় প্রস্তাবের জন্য এবং আমার মূল্য বাড়ানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু কথা হল, আমি তো ইতিমধ্যেই বিক্রি হয়ে গেছি। ঈশ্বরের পুত্র নির্যাতন অপমান ভোগ করেছিলেন, এমনকি শেষ পর্যন্ত তার জীবন দিয়েছিলেন আমার জন্য। তিনিই আমাকে তার রক্তের মূল্য দিয়ে কিনে নিয়েছেন। তার মধ্যদিয়ে আমি স্বর্গে পৌছাতে পারি। আপনি কি আমাকে এর চেয়ে উচ্চ মূল্য দেবার প্রস্তাব করতে পারেন?

টেকো মাথা লোকটাকে হঠাৎ খুব ক্লান্ত দেখাল। তার কণ্ঠস্বর কর্কশ ও ফ্যাসফ্যাসে হয়ে গেল। তার কণ্ঠস্বরে আমি ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের ছায়া দেখতে পেলাম। তার লোমশ আংগুলগুলি ঘুসি মারার ভঙ্গিতে শক্তভাবে মুট করে ধরলেন, আমি ভাবলাম, হয়ত আমাকে ঘুসি মারতে পারে। তার হাত নেমে এল। তারপর চুলহীন মসৃন মাথার চান্দিতে হাত দিয়ে গভীর ভাবে কেবল দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

অক্টোবরের ২৩ তারিখে আমাদের বিয়ের দিন। কিন্তু জেল খানায় আমাদের বিবাহ বার্ষিকীর দিনটাকে বিয়ের প্রথম দিনটার সুখ ও আনন্দের স্মৃতিটা মনে করে অধিক দুঃখে কাতর হয়ে পড়লাম।

শীতকাল এসে গেছে। মিহায়ের জন্য ভাবনা হল, ওর একটুতেই ঠান্ডা লেগে বসে। ঘুমিয়ে নড়াচড়া করত এবং অনেক সময় গায়ের আবরণ মেঝেতে ফেলে দিত। আমি জানিনা কেমন অবস্থায় ঘুমায় এখন। এই ঠান্ডায় ঘুমের মধ্যে যদি ওর শীতের কাপড় মেঝেতে পড়ে যায়, তাহলে এখন কে ওর গায়ে আবার তা দিয়ে দিবে?

মিহায় মাঝে মাঝে জেদি হয়ে উঠে। একবার আমরা পিকনিকে গিয়েছিলাম। আমি মানা করা সত্বেও মিহায় একটি বদ্ধ জলাশয়ের নোংরা পানি পান করেছিল। তারপর সে একটি গাছে উঠেছিল এবং গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিল। তখন সে প্রায় মরেই গিয়েছিল। মিহায়কে কে এখন তার দুষ্টামি থেকে, জিদের বশে বিপজ্জনক কাজ করা থেকে ফিরাবে? সেখানে অবশ্য মিহায়ের স্যুজান আন্টি রয়েছেন; কিন্তু তারও তো ঝামেলা সৃষ্টিকারী কয়েকটি দস্যি সন্তান রয়েছে। শত শত সন্দেহ ও দুশ্চিন্তা আমার মাথায় উঁকি দিত। এনিয়ে আমি প্রতিদিন কষ্ট পেতাম।

নভেম্বর মাসে জেল খানার প্রধান পরিচালক স্বয়ং পরিদর্শনে এলেন। দশ জন মহিলার একটি ক্ষুদ্র দলকে চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে বলা হল। কোন প্রশ্ন করার অনুমতি দেওয়া হল না। ভয় পেয়ে আমাদের নগন্য জিনিসপত্র এবং কাপড় চোপড় গোছালাম। আমরা অপেক্ষা করে রইলাম, হয়ত আমাদের মুক্ত করে দেওয়া হবে, অথবা আমাদের গুলি করে মেরে ফেলা হবে। আমাদের মেরেও ফেলা হল না, মুক্তও করা হল না।

আমাদেরকে কঠোর পরিশ্রম করার কাজে নিয়োগ করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। আমার অনুপস্থিতিতে একটি বোর্ড আমার জন্য দুই বছরের শাস্তি ধার্য করা হল। যখন এই নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে যাবে, তখন আবার নতুন করে শাস্তি আরোপ করা হবে। হাজার হাজার কয়েদীদের শ্রেণীতে আমি পরিচালকের মত। আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কৃতদাসদের শিবিরে। সেখানে তাদের কোন সুযোগ সুবিধা ছিল না। আমাদের বিনা বিচারে সেখানে রাখা হয়েছিল।

কয়েদীরা তখন সরকারের অর্থনীতির একটা অংশ হয়ে উঠেছিল। সমগ্র দেশ ব্যাপী শিবির স্থাপন করা হয়েছিল। শিবিরগুলো ছিল বিশাল আকৃতির এবং সেগুলিতে স্থায়ীভাবে ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) লোক থাকত। পুরুষ, মহিলা, শিশু এবং বৃদ্ধ সবাই থাকত সেখানে। বার বছরের ছেলে মেয়ে থেকে সত্তর বছরের বৃদ্ধ এবং তার চেয়ে বেশি বয়সের বৃদ্ধ মানুষ সেখানে রাখা হত। এই পদ্ধতিতে কমিউনিস্ট দেশে সামাজিক পূর্নগঠন সংঘটিত হতে চলেছিল।

রাষ্ট্র যা ইচ্ছা করত, তাই প্রকাশ করত। সংবাদ পত্রে কয়েদীদের বিচার ও দন্ডাদেশের বিষয়ে কিছুই লেখা হত না। রাষ্ট্রীয় সংবাদপত্রে কেবল সরকারের অভিনন্দন ও প্রশংসা জানানো হত এই বলে যে, কমিউনিস্ট সরকার সকলের জন্য কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এরকম মিথ্যা কথা বলে কমিউনিজমের প্রশংসা ও গৌরব প্রকাশ করা হত যে, এটা কত বড় বিস্ময়কর ও অলৌকিক কাজ! যেখানে পশ্চিমা দুনিয়ার পুজিবাদী দেশগুলিতে মিলিয়ন মিলিয়ন লোক বেকার, সেখানে কমিউনিস্ট দেশের সবাইকে কাজ দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমা দুনিয়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কমিউনিস্টদের তথাকথিত বেকার সমস্যা সমাধানে সন্তোষ জনক পদক্ষেপের প্রতি দৃষ্টিপাত করে এ বিষয়ে আলোচনা করতেন।

তাদের প্রচারিত তথাকথিত সমস্যা সমাধানের সুফলের অংশ গ্রহণের আগেই আমাকে জিলাভার ট্রানজিট জেলখানাতে স্থানান্তরিত করা হল। জিলাভার জেলখানা হল দেশের মধ্যে সব চেয়ে খারাপ ও ভয়াবহতম জেলখানা।

পঞ্চম অধ্যায়
জিলাভা

যখন ট্রাকটি নিম্ন দিকে ঝুঁকে ঢালু স্তরে নেমে গেল, তখন সব মহিলারা উচ্চ স্বরে চিৎকার করে উঠল। আলো নিভিয়ে দেওয়া হল। আমরা থামলাম। আমাদের চুপ করে থাকতে আদেশ করা হল। সেরকম পরিস্থিতিতে চুপ করে থাকা আমাদের পক্ষে সহজ ছিল না।

বলা হলঃ তোমাদের চশমা খুলে ফেল।

আমাদের অট্টালিকার ভুগর্ভস্থ অংশে রাখা হল। সে রুমে কোন জানালা ছিল না। দেয়াল ছিল ভিজা সেঁতসেঁতে। পাথরে বাঁধান মেঝে তৈলাক্ত করে রাখা হয়েছিল। ইউনিফরম পরা মহিলা গার্ড বিভ্রান্তের মত আমাদের সেলে ঘুরে বেড়াত। মহিলাটি ছিল বেটে, মোটা ও বলিষ্ট গড়নের। আমাদের সতর্ক করে দিয়ে বলা হতঃ

'আমি সার্জেন্ট আসপ্রা'• আমার নামটা যেমন কর্কশ আমার স্বভাবটাও তেমনি কর্কশ। তোমরা এ কথা যেন ভুলে যেওনা।

মহিলাটি তার মতই আকর্ষনীয় এক সহকর্মীর সাথে একটি ট্রেসল টেবিলের পিছে বসত।

র‍্যাউক্যু আসপ্রা নামের মহিলা গার্ডটি আবৃত্তি করার মত করে বলতঃ

তোমাদের অনাবশ্যক কাপড়-চোপড় যত,
আমার কাছে রাখতে হবে গচ্ছিত।
অতএব, হয়না যেন দেরি . . . ,
কাপড়-চোপড় খুলে ফেল তাড়া তাড়ি।

তারা আমার গরম কোটটা নিয়ে নিল। পরিবর্তে একটি পাতলা কাপড় আমাকে দেওয়া হল। তখন উলের তৈরী মাফলারটিই একমাত্র ভরসা হয়ে পড়ল। সবার কাপড়-চোপড়ের একটি তালিকা তৈরী করা হল। কয়েক ঘন্টা পর ভূগর্ভস্থ ঘরের ধনুকের মত বাঁকা ছাদে ঢাকা অন্ধকারময় সরু পথ দিয়ে আমরা হেঁটে গেলাম। সেঁতসেঁতে বাতাসে পচাঁ গন্ধ ভেসে বেড়াত। ষ্টীলের গ্রিলের পিছনে দাঁড়িয়ে সামরিক পোশাক ও সামরিক টুপি পরা সৈনিক পাহারা দিত।

জিলাভা আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গা ছিল না। কমিউনিস্টরা যখন গণহারে ধড়পাকড় শুরু করে তখন আমি আমার এক মেয়ে বন্ধুর সাথে এখানে এসেছিলাম। আমার বন্ধুটির এক বন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, এবং সে মনে করেছিল যে, হয়ত তার বন্ধুকে

• *রুমানিয়ান ভাষায় আসপ্রা শব্দের অর্থ হচ্ছেঃ- রুঢ় কর্কশ, কঠোর*

এখানে এনে বন্দী করে রাখা হতে পারে। তাই আমরা তার খোঁজে এখানে এসেছিলাম। হারানো বন্ধুর কথা জিজ্ঞাসা করা হলে এখানের কর্মকর্তাগণ ফাইলের পর ফাইল খুঁজে বলেছিলেন, এখানে তার কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

রিচার্ড হারিয়ে যাওয়ার পর আমি ও রিচার্ডের খোঁজে এরকম ভাবে বুখারেস্ট থেকে আট মাইল রাস্তা হেঁটে এসেছিলাম। আমি রিচার্ডের কথা জিজ্ঞাসা করলে অনেকগুলি ফাইল খুঁজে দেখা হল; আমি অপেক্ষা করলাম, অনেক্ষণ। অবশেষে আমাকে বলা হল, রিচার্ডের বিষয়ে তারা কিছুই জানেনা।

একবার চৌদ্দ বছরের দুইজন স্কুল ছাত্রী তদন্ত কেন্দ্রে আমাদের সাথে ছিল। তারা একটি গোপন 'স্বদেশ প্রেম আন্দোলনে' যোগ দিয়েছিল। মেয়ে দুইটির মধ্যে বড়টি ফিসফিস করে আমাদের বলেছিল, 'ঈশ্বর আপনাদের সাহায্য করবেন, যদি আপনারা জানতে পারেন জিলাভা-তে চার নাম্বার সেলটি কি রকম।'

সার্জেন্ট আসপ্রা একটি বড় খোলা দরজা দিয়ে আমাদের রুমে প্রবেশ করলেন, তার হাতে ছিল একটি লোহার দন্ড। ঘরে ঢুকেই বললেন, 'আমার হাতের এইটা ৪ নাম্বার সেলের জন্য নয়'।

তখন সকাল ছিল কিন্তু রুমের সর্বত্র আবছা অন্ধকার ছিল। একটি কম শক্তির বৈদ্যুতিক বাতি সিলিং এর কাছে ঝুলানো ছিল। খিলান দেওয়া বিশাল ঘরটাতে পর পর সাজানো দুইটি কাঠের বড় তাক ছিল। একটি ভগ্ন প্রায় করিডোর ছিল। উচুতে একটি ছোট জানালা ছিল। এর কাঁচ রং করা ছিল যাতে বাইরের কিছু দেখা না যায়।

এক ডজন চোখ আমার দিকে ড্যাবড্যাবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

একটি কণ্ঠস্বর বলে উঠল, "আমি ভাইওরিকা, তোমার রুমের অধ্যক্ষ"। তারপর একটি হাত নাড়িয়ে বললেন, "একে শেষ প্রান্তে নিয়ে যাও।"

জেলখানার শেষ প্রান্তে সবচেয়ে অন্ধকারময় স্থানে একটি খোলা ড্রেনের পাশে একটি মাত্র গোসল করার ও মল ত্যাগ করার জায়গা, সেখানে একটিমাত্র বালতি। এ জায়গার ঠিক উপরেই আমার ঘুমানোর যায়গা করে দেওয়া হল। আমাদের অধিকাংশেরই বাজে খাবার খেয়ে পেট খারাপ করেছিল। মলত্যাগ করতে গিয়ে অথবা গোসল করতে গিয়ে পঞ্চাশ জন মহিলার একটি মাত্র বালতি ব্যবহার করতে হত।

একটি কাঠের তাকের উপর ঘুমাতে হত, পর্যাপ্ত বাতাস ছিলনা, ছিল শ্বাসরুদ্ধকর গরম। গরমে ঘামে ভিজে যেত শরীর, ঘর্মাক্ত মহিলাদের অর্ধ নগ্ন অবস্থায় ঘুমাতে হত। যেখানেই তাকানো যাক না কেন দেখা যাবে শীর্ণ বাহু, বক্র পা, শুকিয়ে যাওয়া বুকের হাড়গুলি বেরিয়ে পড়েছে, আর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় অত্যাচারের ক্ষত চিহ্ন। এটা ঠিক যেন মধ্য যুগীয় কবর থেকে তুলে আনা পরিত্যাক্ত লাশের অস্থি রাখার প্রদর্শনশালা।

কয়েকজন মহিলার দেহে আতঙ্কজনক অত্যাচারের ক্ষত চিহ্ন একে দেওয়া হয়েছিল।

নিঃশ্বাস নেয়ার জন্য ক্লান্ত মহিলারা খোলা দরজার কাছে কংক্রিটের উপর শুয়ে ঘুমাত।

আমার কাছে শুয়ে থাকা একটি মেয়ে বলত, "ঐ মহিলাগুলি কত বোকা! আরাম পাবার জন্য দরজার কাছে মেঝেতে ঘুমিয়েছে। ওদের জন্য তো স্যাতস্যাতে মেঝেটা আরো বেশী মারাত্মক।"

"রুমানিয়ান ভাষায় জিলাভা" শব্দের অর্থ হচ্ছে, ভিজা সেঁতসেঁতে, অন্ধকার ও শৈত্য। এ দূর্গটি চার পাশে পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত, তাই এখানে ঠান্ডাটা স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশিই। একটি ক্রুশাকার দন্ড ঝুলিয়ে রাখা হত। এতে প্রতি দিন ভোর পাঁচটায় ঘন্টার মত শব্দ করা হত, আমাদের ঘুম থেকে উঠতে হত। ঘুম থেকে উঠেই একটি মাত্র বালতির জন্য আমাদের লাইন করে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। রুমটা তখন কথা কাটাকাটি ও কোলাহলে গুমগুম করত। জিলাভা-তে আসার পর প্রথম প্রভাতে আমি শুনলাম, কয়েকটি মেয়ে প্রভুর গান গাচ্ছে ঃ

আমরা সবাই মঠ বাসিনী, সন্যাসিনী- - -
শত অত্যাচারে, অপমানে প্রভু তোমায় ভুলিনি ॥
যত পার কর অত্যাচার
সব সয়ে যাব,
হাসি মুখে গান গেয়ে যাব - - -
মঠ হল আজ মোদের এই কারাগারে।
প্রভুর ভালবাসায় আজ মোরা বন্দীনী ॥

আমি আশ্চর্য হলাম, এখানে প্রভুর গান শুনে আমার হৃদয় উল্লাসিত হয়ে উঠল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "এখানে এই জিলাভাতে প্রভুর জন্য জীবন উৎসর্গ করা সন্যাসিনী রয়েছে?"

'হ্যাঁ, রয়েছে। কিন্তু যদি সার্জেন্ট আসপ্রা জানতে পায় এরা প্রভুর উদ্দেশে এমন ভজন গাইতেছে, তা হলে হাত দুটি পিছনের দিকে নিয়ে তিন ঘন্টার জন্য বেঁধে রাখবে।'

একটি আঠার বছরের মেয়ে রুটি চিবাইতে ছিল, তা বন্ধ রেখে সে বলল।

'শুধু বেঁধে রাখাটা তো বড় কিছুই নয়। গতবার আমি মিসলিয়াতে বন্দী ছিলাম, সেখানে ধর্মের কাজ করে এমন মহিলাদের শক্ত করে বেঁধে নেওয়া হত, তারপর একটি গ্যাস মাস্ক মুখের উপর রাখা হত। এটা ছিল ভয়ঙ্কর ব্যাপার।

আমাদের কক্ষের সংলগ্ন অন্য একটি কক্ষে অন্যান্য সন্যাসিনীদের রাখা হয়েছিল। মাঝখানে ১২ ফুট দেয়াল থাকলেও মহিলারা ঝুকি নিয়ে কথাবার্তা বলত। কে কি বলে তা শুনার জন্য এবং সাথে সাথে রেকর্ড করে রাখার জন্য একটি লুকানো টেপ রেকর্ডার ছিল। শব্দ যাতে স্পষ্ট শুনা যায় এজন্য এম্প্লিফায়ার ছিল। কিন্তু লুকানো ছিদ্র দিয়ে একজন সতর্কভাবে দেখত গার্ড আসে কিনা এভাবে তারা কথাবার্তা বলত।

আমরা জেনেছিলাম, এখানে চারটি সেলে ২০০ মহিলা বন্দী রয়েছে এবং প্রায় ৩০০০ জনের বেশি পুরুষ অন্যত্র রয়েছে। তার মানে একটি দূর্গে ৬০০ জনকে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

লোকজন জানত জেলখানায় যাওয়ার অর্থ এই পৃথিবীতে আর কিছুই করতে হবে না। মহিলারা আকুল আকাঙ্খার সহিত কথা বলত, রান্না বান্না ও ঘর পরিষ্কার করার বিষয়ে। তারা কতই না আগ্রহ নিয়ে তাদের সন্তানদের জন্য রুটি বানাত, তারপর ঘর ঝাড়ু দিত, জানালা পরিষ্কার করত, টেবিল মুছত। এখন আমাদের কোন কাজ নাই শুধু তাকিয়ে দেখতে হয়। আমাদের মনে হয় সময়ের কাটা যেন নড়ে না: সময়ের গতি যেন থেমে গেছে।

আমার প্রতিবেশী বলল, "এক সময় বেশি কাজ করতে হয় বলে আমি কত অভিযোগ করেছি" একথা চিন্তা করলে পাগল হয়ে যাই।

একজন মা জানে সন্তানেরা যখন বাড়ী থেকে দূরে থাকে তখন তাদের জন্য কাজ করতে কত আনন্দ। এটা কেমন শোচনীয় রকম মন্দ অবস্থা যে, করার মত কিছুই নেই।

১১টার সময় স্যুপের জন্য আমাদের লাইন করে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। প্রত্যেকেই এক টুকরা করে পাতলা রুটি পেত। খাদ্য যে আসছে একথা চিন্তা করেই সবাই শান্ত থাকত। নিরবে খাবার পাবার জন্য অপেক্ষা করে থাকত।

রুটির ছোট ঝুড়িটা খালি করে নিয়ে যাওয়ার পর মুহূর্তে মহিলাদের মধ্যে ঝগড়ার উৎপত্তি হত। কার রুটির টুকরাটা বড় এ নিয়ে ঝগড়া লেগে যেত। ঝগড়াটা সব সময়ই শুরু হত এই ভাবে, "এই কুত্তনী! দুশ্চরিত্রা নারী! তুই জানতিস আজকে প্রথমে আমার পালা, তবু তুই লাইনের প্রথমে দাঁড়িয়েছিস?" তীক্ষ্ণ কণ্ঠে গালি গালাজ চলত। কুৎসিত গালিগালাজ, ক্রুদ্ধ কণ্ঠের ঝগড়ার শব্দে"জেলখানা গুম গুম করত।

হঠাৎ স্বশব্দে দরজা খুলে গেল। গার্ড স্ববেগে ভিতরে প্রবেশ করল। সার্জেন্ট আসপ্রা লাঠি দিয়ে আঘাত করল, ষাড়ের মত গর্জন করে বলে উঠলঃ 'আমরা তোমাদেরকে যথেষ্ট ভাল রকমের খাবার দিয়েছি, তোমাদের এই ঝগড়া যদি চলতে থাকে তাহলে আগামী কাল থেকে তোমাদের না খেয়ে থাকতে হবে।'

জমিয়ে রাখা স্যুপ মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল। আবছা অন্ধকারে মহিলারা ফুপিয়ে কাঁদতে থাকল। গার্ড যখন হুড়মুড় করে দরজা ভেঙ্গে চলে গেল তখন বিক্ষোভ ও দাঙ্গা হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেল। পঞ্চাশ জন মহিলা চিৎকার করে ডাকতে লাগল, যতক্ষণ সার্জেন্ট আসপ্রা পুনরায় না আসল। আসপ্রা এসে উচ্চ স্বরে বলল, "তোমাদের জন্য আজ আর কোন খাবার নাই, আগামী কালের জন্যও কোন খাবার নাই।"

তারা চলে যাওয়ার পর বিড়বিড় করে হিসহিস করে পাল্টা অভিযোগের ঝড় উঠল। আমার পরে যে মহিলা ছিল সে আমার হাত ধরল,

ঃ "তোমরা অসহায়, তাই তোমরা খেতে পারবে না।"

ঃ "কিছু মনে করোনা, তোমরা তো খুব বেশি ক্ষুর্ধাত নও।"

ঃ "এগুলি পচাঁ গাজর। দেশের ৩০০ টন সব্জি এখানে মজুদ রাখা হয়েছে। শুকরকে খাওয়ানোর জন্য ছাড়া অন্য কোন প্রয়োজনে এগুলি কেউ কিনবে না। আর আমরা তো এগুলি এক সপ্তাহ ধরে গ্রাস করে চলেছি। এগুলি খেয়ে দেখ আমার হাত হলুদ হয়ে গেছে। আমরা এ রোগটাকে 'গাজর রোগ' বলতে পারি।"

মেয়েটির নাম এলিনা। আমাকে বলল, "তোমার নাম কি? তুমি এখানে কেন এসেছ? তুমি তো এখানে আসার পর থেকে একটি কথাও বলনি।"

আমি তাদেরকে আমার নাম বললাম, আরো বললাম যে, "আমি একজন পালকের স্ত্রী।"

ধুসর বর্ণের চুল ওয়ালা গ্রাম্য মহিলাটি বলল, "এ্যা! তুমি একজন ধর্মানুরাগী মহিলা? বাইবেলের কোন গল্প জান?"

একটি কণ্ঠস্বর বলে উঠল, "হ্যা, আমাদের কিছু একটা বল।" আর একজন বলল, "ধর্মের কথা এখানে একদম বিরক্তিকর লাগবে। তাছাড়া তেজস্বী মহিলা আরো মারমুখো হতে পারে।"

ঃ "তোমাকে এখান থেকে একটি ধর্ম পল্লীতে স্থানান্তর করবে"। কঠিন স্বরে কথাটা বলে উপহাসের ভঙ্গিতে চলে গেল।

এলিনা বলল, "এলসা গাভরিল্যুই! মহিলাটির ওরকম কথায় কিছু মনে করোনা। মহিলাটি রাজনৈতিক দলের একজন প্রবীণ সদস্য। জিলাভাতে তার চিন্তাধারা ভুল শিক্ষা দিতে রি-এডুকেশনাল ইন্সটিটিউটে ভর্তি হওয়ার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে।"

অন্য মহিলাটি হাসল এবং আগামী ৩৬ ঘন্টা তাদেরকে কোন খাবার দেওয়া হবে না, এই কথাটি মনে না হওয়া পর্যন্ত কিছুটা শান্তি ও আরাম পেল।

আমি বাইবেলের যোসেফ এবং তার ভাইদের গল্পটা বলাতে তারা উৎফুল্ল হয়ে উঠল, একথা শুনতে পেয়ে, যেখানে কোন কিছুতেই আশার সম্ভাবনা দেখা যায় না, সেখানেও কিভাবে জীবনের চাকা ঘুরে যেতে পারে। আমি কয়েকটি গল্পের অনেকগুলি অর্ন্তনিহীত তাৎপর্য্যের কথা বললাম। আমি যতক্ষণ কথা বলে চলেছিলাম ততক্ষণ আমার কথা শুনার প্রতি তাদের আগ্রহের উজ্জ্বল আলো তাদের মুখমণ্ডলে দেখতে পেলাম।

ঃ "তোমরা ভেবে দেখ যোসেফের বাবা তাকে বিচিত্র রং এর একটি কোট দিয়েছিলেন। কোটটা অনুজ্জ্বল কালো রং এর সুতা দিয়েও তৈরি হয়েছিল এবং অন্যান্য উজ্জ্বল রং এর সুতা দিয়েও তৈরি হয়েছিল। মানুষের জীবনটাও সেরকম। জীবনে যেমন দুঃখকষ্ট ও নির্যাতন ভোগের কালো অধ্যায় রয়েছে তেমনি, এসব বিলীন হওয়ার পর একটি গৌরবময় উজ্জল অধ্যায় রয়েছে। যোসেফকে তাকে হিংসুক ভাইয়েরা যদিও একজন দাস হিসাবে মিশরীয়ের কাছে বিক্রি করেছিল, তথাপি সে মিশরে রক্ষক সেনাপতির বাটীর অধ্যক্ষ হয়েছিলেন।

তারপর আবার ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল। যোসেফকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হল। তথাপি যোসেফ পরে সমগ্র মিশরের উপরে শাসন কর্তা হয়েছিলেন। এবং দেশকে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কবল থেকে বাঁচিয়েছিলেন। যখন তার ভাইয়েরা শস্য কিনতে মিশরে এল, যোসেফকে তারা চিনতে পারল না, তারা ভয় পেয়ে গেল যে মিশরের এই মহাপ্রতাপশালী শাসনকর্তা তাদের গাধাগুলি নিয়ে নিতে পারে। এরকম ঘটনা আমাদের জীবনেও ঘটে। আমরা ক্ষুদ্র বিষয়ে অতিরিক্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি এবং এর অর্ন্তনিহীত তাৎপর্য বুঝতে আমাদের দৃষ্টি অন্ধ হয়ে থাকে। আমরা এর গভীরে লুকানো মহৎ কিছু দেখতে পাইনা। আমরা সবকিছু আমাদের মানব সুলভ সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখি। নাহলে আমরা বুঝতে পারতাম যে, কিছু কিছু দুঃখের মধ্যে প্রচুর পরিমানে আশীর্বাদ লুকিয়ে আছে। আমরা সংকীর্ণ দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে কোন কিছু বিচার করি, ফলে এর শেষ ফলকে আমরা দেখতে পারি না। যোসেফ শেষ পর্যায়ে মিশরের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন এবং যে ভাইয়েরা তাকে দাস হিসাবে বিক্রয় করেছিল, তাদের উদ্ধারকর্তা হয়েছিলেন। যোসেফের প্রথম পর্যায়ের দুঃখজনক পরিণতির ঘটনা দেখে কে এটা ভাবতে পারত।"

যতক্ষণ মহিলারা আমার কথা শুনতেছিল, ততক্ষণ রুমটা পাখির মত কিচিরমিচির শব্দ ও অস্পষ্ট গুঞ্জনে ভরে গিয়েছিল: যেন রুমটাতে অনেকগুলি পাখী বন্দী করে রাখা হয়েছে।

উত্তেজিত ভাইওরিকা আমার প্রতি কটাক্ষ দৃষ্টি হানল।

গ্রাম্য মহিলাটি ফিস ফিস করে আমাকে বলল, 'সতর্ক হও, যদি সার্জেন্ট আসপ্রা শুনতে পারে এখানে ঈশ্বরের বিষয়ে কথা বলছ, তাহলে সমস্যা হতে পারে।'

পরের দিন আমাদের কামরার মাঝখানের গলিপথে ভাইওরিকার দেখা পেলাম।

সে আমার দিকে আংগুল তুলে ইংগিত দিয়ে বলল, ঃ 'আমি জানি তুমি কে, ঘন্টাব্যাপী আমি দ্বিধা ও সন্দেহের মধ্যে ছিলাম। আমার মাথায় চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল। এখন আমি জেনেছি তুমি কে।'

আমি ভাবলাম, সে হয়ত আমার ক্ষুদ্র ধর্মীয় আলোচনা শুনেছিল এবং এটাকে বিচারের জন্য উত্থাপন করতে পারে।

ভাইওরিকা বলল, ঃ 'আমি তোমার নাম এবং জনপ্রিয়তার কথা শুনেছিলাম। আমি মনে মনে বলেছিলাম, 'কোথায় যেন নামটা শুনেছি . . . . .।'

অন্যান্যরা একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি সবার উপরের তাকে বসা ছিলাম। তারা যেভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, তাতে মনে হল যেন কোন প্রদর্শনীর মত আমাকে বসিয়ে রাখা হয়েছে।

লম্বা ছিপছিপে গড়নের ভাইওরিকা উল্লাসের সাথে বলে উঠল, "হ্যাঁ! সে একজন ধর্ম প্রচারক! পালক ওয়ার্মব্রান্ডের স্ত্রী।"

ভাইওরিকা, ঐ রুমের প্রধান গর্বের সঙ্গে ব্যাখ্যা করে বলল যে, তার কাকা বুখারেস্টের একটি অর্থডক্স চার্চ আক্রমণ করেছিলেন। তিনি সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত ধর্মীয় সম্মেলনে পালক ওর্য়াম ব্রান্ডের বক্তৃতা শুনেছিলেন।

ভাইওরিকা আরো বললেনঃ "চার হাজার লোকের মধ্যে কেবল মাত্র একজন ব্যক্তি ঈশ্বর প্রেরিত মানবের মত দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং ধর্মের পক্ষে কথা বললেন, যেখানে অন্য সবাই কমিউনিস্টদের প্রশংসা করেছিলেন! আপনারা জানেন, এঘটনার পর কমিউনিস্টরা ধর্ম-মন্ত্রীকে বরখাস্ত করেছিল?"

ভাইওরিকা আমার দিকে ফিরে তাকাল, তারপর বলল, "আমি তোমার মণ্ডলী দেখেছি। আমি মনে করি তোমার কাজগুলি সেবামূলক কাজ ছিল।"

আমার সম্বন্ধে ভাইওরিকার অমন কথায় সেই সময়ে আমি তাদের মধ্যে বীরঙ্গনা হয়ে গেলাম। বালতির উপর উচু যে তাকে আমাকে বসানো হয়েছিল, আমি আমার প্রায়শ্চিত্তের সেই উচ্চাসন থেকে নেমে এলাম। ভাইওরিকা এই কামরা থেকে দশফুট দূরে অন্য একটি কামরায় আমাকে স্থানান্তর করল। কামরাটি খালি করা হয়েছিল। আমার জন্য সেখানে বিশেষ শাস্তির ব্যবস্থা করা হল। "এটি রুম প্রধানের কোন তামাসা নয়" সে বলল। "গতকালের মত অন্য দিন প্রিয় আর আমি পাগল হব"।

ভাইওরিকার অনেক ক্ষমতা ছিল। যারা লন্ড্রির কাজ করতে আগ্রহী হত তাদের জন্য সে সার্জেন্ট আসপ্রা-র নিকট সুপারিশ করত। কত নিরীহ মহিলারা গার্ডের ময়লা অর্ন্তবাস ও অন্যান্য কাপড় ধুয়ে দেয়ার কাজ পেতে অনুনয় বিনয় করত। এটা কঠিন কাজ ছিল, তবু কিছুই করার নাই এমন অবস্থায় ৪নং সেলের নোংরা পুতিগন্ধময় জায়গায় অন্ধকারে বসে থাকার চেয়ে এ কাজটা প্রকৃতপক্ষে অনেকটা ভাল।

এখানে আমি প্রথম যে খাবার পেলাম, তাহল থালা ভর্তি টর্চ- অর্থাৎ পানিতে সিদ্ধ ভুট্টো। এর সাথে মেশানো কি যেন দেখা গেল।

"ওর চামচ লাগবে"! গাভরিল্যই উপহাস করে বলল, "চামচ হবে না। জিহ্বা দিয়ে চেঁটে চেঁটে চুক চুক করে খাও।"

অগভীর টিনের থালা থেকে আমি স্যাতস্যাতে গন্ধযুক্ত মন্ডবৎ তরল খাবার খেতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু ইহা আমার থুতনি বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়ল। পশুর মত জিহ্বা দিয়ে চুক চুক শব্দে চেটে চেটে খেয়ে কোন রকমে আমার সকালের খাবার টর্চ খাওয়া শেষ করলাম।

তাছাড়া একটা ভাবনা আমার মাথায় আসল, কেন আমি নত হতে চাইলাম না? আমাদের প্রভু যীশু তো সর্বাপেক্ষা অধিক নত হয়েছিলেন। আমি স্মরণ করলাম বাইবেলে বর্ণিত বিখ্যাত বীর গিদিয়োনের কথা। যে ইস্রায়েলের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন এবং ঈশ্বর তাকে বলেছিলেন, 'যেসব সৈন্য কুকুরের মত করে জিহ্বা দিয়ে চুক চুক করে নদী থেকে পানি পান করবে, তাদেরকেই তোমার সেনাদলে নিবে। ইহা . . . . .।

পুনরায় তারপরের বারে যখন আমার জন্য মন্ডবৎ তরল খাবার আনা হল, আমি কোনরূপ দ্বিধা না করে কুকুরের মত চুকচুক করে তা পান করলাম।

পরে এক সময় এলিনা আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিল কিভাবে একখন্ড কাঠ চিড়ে ভাংগা কাচের টুকরা দিয়ে একটু খোদাই করে ঠিক চামচের মত বানানো যায়।

'মিসলিয়া' জেল থেকে এখানে আসা একজন মহিলা বলেছিল, সেখানে কিভাবে অতিরিক্ত রেশন দেওয়া হয়েছিল সেবিকা এবং গর্ভবতী মহিলাদের। কিন্তু পরে এটা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল।

আমি বললামঃ 'কেন বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল? কি ঘটেছিল?'

কারণ সেখানের অর্ধেক মহিলা এই ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর অবিলম্ভে ঘোষণা করল যে, তারা গর্ভবতী। এতে অন্যরা হিংসা করতে লাগল।

নিজেকে গর্ভবতী বলে চালিয়ে নেয়ার মত মোটা পেট আমাদের মধ্যে কারোরই ছিল না। যা হোক, ক্ষুধা ও অপুষ্টিতে কয়েকজনের পেট ফুলে গিয়েছিল। পরে আমরা অনশনে থাকার সংকল্প করেছিলাম। এতে আমরা অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম এবং কিছুটা সমস্যা দেখা গিয়েছিল। তারপর, যখন তারা শ্রমিক শিবিরে লোক চাইল, তখন অধিকতর ভাল খাবার পাবার ভাবনাটা আমাদেরকে স্বেচ্ছা সেবক হতে আগ্রহী করে তুলল।

আমাদেরকে সন্যাসীনীদের কামরার চারপাশে জড় করা হল।

এলিনার ঘনিষ্ট সহচর স্ট্যপাইনিয়্যানূ বললঃ "মহিলা সংঘের সাথে কাজ করতে তোমার অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে হৈচৈপূর্ণ কলহ থেকে আমাদেরকে বাঁচাবে"।

একজন লম্বা জাকজমক পূর্ণ মহিলা, তার কিছু মূল্যবান বিষয় সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে সব কিছু ফেলে রেখে চলে এসেছিল। কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় আসার আগ পর্যন্ত তার সবকিছু ছিল, তারপর সবকিছু হারাল। যে গীর্জার এক সময় তিনি ছিলেন দানশীল পৃষ্টপোষক সেই গীর্জা ঘর ঝাড়ু দিয়ে এবং মোমবাতি বিক্রি করে তাকে দু মুঠো খেয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হত। সে মহিলাটি একটি আজব গল্প বলেছিলঃ

একদিন সকাল বেলায় গীর্জাতে তার মোমবাতির টেবিলের পাশে সে দাঁড়িয়ে ছিল তখন এক বিদেশী লোককে দেখতে পেল। লোকটা ক্রস করল, অর্থডক্সদের মত ডান থেকে বামে নয়: বরং ক্যাথলিকদের মত বাম থেকে ডানে। সে একটি মোমবাতি কিনল, কিন্তু তাকে দেখে মনে হল সে রুমানিয়ান ভাষা অল্প জানে। তার পরিচয় জানা হয়ে গেল, সে একজন রোমান ক্যাথলিক যাজকদের শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্র। ফ্রান্স থেকে ইউরোপ ভ্রমণ করতে এখানে এসেছে। মণ্ডলীর উপর নির্যাতন করা হয়েছে দেখে সে লোকটি খুবই মর্মপীড়া অনুভব করেছিলেন।

স্ট্যপাইয়্যানূ লোকটাকে ফ্রান্স ভাষায় অনেক কিছু বুঝিয়ে বলল। কিভাবে দূবৃত্ত পুলিশ পবিত্র গীর্জার ভিতরে বেদীর সম্মুখে যাজকদেরকে অশ্লীলভাবে নির্যাতন করেছে।

তার পরের দিন স্ট্যূপাইনিয়্যানূকে গ্রেফতার করা হল। ছদ্ম বেশধারী ফ্রেন্স লোকটি ছিল কমিউনিস্টদের দালাল। বিধবা মহিলাটিকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল যে, সে গীর্জাগামী লোকদের সম্বন্ধে বলে দিবে, তারা সেখানে কেন যায়, সেখানে কি করে এবং কি বলে। এ সম্বন্ধে তথ্য না দিলে তাকে জেলে যেতে হবে।

আমি জিলাভা জেল খানাতে এক বছর ছিলাম। ৪৬ বছর বয়সেই তার সমস্ত চুল পেকে সাদা হয়ে গিয়েছিল।

সেখানে দুইজন ক্যাথলিক সিস্টার ছিল, তারা শান্ত গুণাবলী ও ধার্মিকতায় উদ্ভাসিত ছিল। তারা বয়স্ক মহিলাদের দেখাশুনা করত। তাদের কোন অভিযোগ ছিল না। তারা ক্ষত শরীর ধুয়ে দিত। তারা প্রভুর উদ্দেশ্যে গান গাইত। যেখানেই তাদের সেবা প্রত্যাশা করা হত, সেখানেই তারা সেবা ও সান্ত্বনা বয়ে নিয়ে যেত।

আমার সাথে যখন তাদের প্রথম দেখা হল, তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "তোমাদের গান গাইতে অনুমতি দেওয়া হয় এখানে"?

সিস্টার ভেরোনিকা আমাকে জবাব দিয়েছিল, "আমাদের গান গাওয়ার অনুমতি আছে, এবং তাদের শাস্তি প্রদানেরও অনুমোদন আছে।"

তাদের মধ্যে ছোট সিস্টার সুফিয়া আমাকে তার বাহুতে এবং তার ঘারে রক্ত জমে কাল হয়ে যাওয়া প্রহারের চিহ্ন দেখাল। সে বললঃ

"আমরা মৃদু স্বরে গান গাই। কিন্তু কেহ কেহ আমাদের সম্বন্ধে বলে দেয়। তারপর ওরা দৌড়ে এসে আমাদেরকে লাথি মারতে থাকে, প্রহার করতে থাকে, চড় থাপ্পর মারতে থাকে। পরে সার্জেন্ট আসপ্রা এসে সব রকম কথা বলা নিষেধ করে দেয়। কিন্তু কিভাবে পঞ্চাশ জন মহিলাকে চুপ করানো যেতে পারে?"

সুফিয়া গীর্জাতে অরগান বাজাত এবং অন্যান্যদের নিয়ে গান গাইত। বাকীরা ঈশ্বরের সেইসব সৈনিকদের জন্য গান লিখত, উচ্ছেদ করা কৃষকদের মধ্যে থেকে যেসব স্বাধীনতাকামী সেনার উত্থান হয়েছিল।

অধিকাংশ মহিলা ছিল অর্থডক্স সম্প্রদায়ের। অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকেরা ধর্মযাজকদের ধর্মমতের বাইরে থেকে মৃত্যু বরণ করতে ভীষণ ভয় পেত। তারা মনে করত মৃত্যুর পর যদি স্বর্গে যেতে না পারে তাহলে তাদের আত্মা ভুত হয়ে যাবে। সন্যাসিনীরা এরকম কথাই বলত সমাধি অনুষ্ঠানে। তারা গান গেয়ে মৃত দেহ উৎসর্গ করতঃ

"প্রভু, তোমার যে দাস ঘুমিয়ে গেছে চিরতরে
জায়গা করে দিও তারে
তোমার প্রিয় সাধুদের সাথে।
স্বর্গের সবুজ তৃণ ভূমিতে।"

সবুজ তৃণ ভূমি! আমরাতো মাটির নিচে রয়েছি, আমাদের সেলে ঘাস গজিয়েছে। তৃণভোজী গরু রয়েছে এখানে। এসব গরু কতইনা খুশি হত যদি এরা উন্মুক্ত সূর্য্যের নিচে সমতল ময়দানে ঘাস খেতে পারত।

জিলাভা জেলখানাতে সন্যাসিনীদের সাথে সিস্টার, যারা সামাজিক কাজ করত তারা, ব্রতী শিক্ষানবিশ, মঠের অধ্যক্ষও অর্ন্তভূক্ত ছিল। আঠার বছরের মেয়ে থেকে ষাট বছরের মহিলা পর্যন্ত। যখন কমিউনিস্ট সরকার গ্রীক ক্যাথলিক চার্চ উচ্ছেদ করল, তখন যে সব সন্যাসি, যাজক, সন্যাসিনী কমিউনিস্ট নিয়ন্ত্রিত চার্চে অর্ন্তভূক্ত হতে চাইল না, তাদেরকে জেলখানায় নিক্ষেপ করা হত। সেখানে রোমান ক্যাথলিক ব্রাদারগণ যোগ দিয়ে ছিল।

সার্জেন্ট আসপ্রা-র নির্বাহী প্রতিনিধি ছিল কর্পোরাল জর্জ্যেসক্যু; সে ছিল এক ঘেয়ে অলস, মুখ ছিল চেপ্টা, অনবরত চাটুকারিতা ও মিষ্টি কথায় ভরা ছিল কন্ঠ স্বর। সে কারা বন্দীদের লাইন করে দাঁড় করাত, এবং সৈনিকদের মত কুচকাওয়াজ করাত।

সে বলতঃ 'আমি যখন বলব, বাহির হও, তখন সবাইকে বাইরে বেরিয়ে আসতে হবে। একজনও দেরি করতে পারবে না।'

কিন্তু একটি মাত্র দরজা দিয়ে একসঙ্গে পঞ্চাশজন মহিলার বেরিয়ে আসাতো কিছুতেই সম্ভব নয়। তবু জ্যর্জেসক্যু-র সাথে তর্ক করা যাবে না।

"যখন আমি কোন আদেশ করব তোমাদের তা অবশ্যই পালন করতে হবে।" সে বার বার বিরক্তিকর এই কথাটি বলত। তার পিছনে দাঁড়িয়ে মহিলারা ফিক ফিক করে হাসত। নাকি সুরে তার কথার নকল করে বিদ্রুপ করত, এবং উন্মাদের মত হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ত। কিন্তু যখন জ্যর্জেসক্যু চিৎকার করে ধমকাতে শুরু করত তখন সবাই ভয়ে ছুটে পালাত। যারা ছুটে পালাত তাদেরকে পরে চড় থাপ্পর, ঘুসি ও লাথি মারা হত। যারা জ্যর্জেসক্যু-র মার খেত তারা আধমরা হয়ে পরে থাকত।

আমি চিৎকার করে বলতাম, 'তুমি কি একটু দয়া দেখাতে জান না? শাস্ত্রে লেখা আছে, যে দয়া দেখাতে জানে না পরবর্তী জীবনে সে ঈশ্বরের কাছ থেকে কিছুই পাবে না।'

কর্কশ কন্ঠে বলে উঠত, "না আমি জানিনা। আমি জানতে চাই না।"

তথাপি এই কর্কশ জর্জেসক্যু-র অনুভূতিতেও দুর্বল একটা অংশ ছিল। আমি যতদিন ৪নং সেলে ছিলাম, দেখেছি- যদিও জ্যর্জেসক্যু কোন আঘাত অথবা অসুখে ডাক্তারের চিকিৎসার অনুমতি দিত না; তবুও কোন মহিলা দাঁতের ব্যাথায় কষ্ট পেলে তাকে একজন দন্তরোগ বিশেষজ্ঞের দ্বারা চিকিৎসা করানোর অনুমতি দিত।

তারও দাঁতের সমস্যা ছিল, সে মাঝে মাঝে দাঁতের যন্ত্রনায় কষ্ট পেত। তাই সে কারো দাঁতে যন্ত্রণা হলে এর কষ্টটা বুঝত।

কেমন নীরস ছিল এই মহিলা গার্ডটি।

যারা ভালবাসত, ঘৃণা করতে এমন অনেকের দ্বারা আমি ব্যবহৃত হয়েছি। কিন্তু ইউনিফরম পরা এই মহিলা গার্ডটি পরিণত হয়ে পরেছিল অন্যের হাতের ক্রিড়ানোকে। তাকে যদি আদেশ করা হত প্রহার কর, তাহলে প্রহার করতে হত। আমরা হয়ত কার্পেটে পরিণত হয়ে যেতাম। তাকে যদি আদেশ করা হত নমনীয় হতে তাহলে সে আমাদের প্রতি উপেক্ষার দৃষ্টিতে থাকত। সে সিকিউরিটি পুলিশ স্কুল থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে এসেছিল। সেখানে তাকে কেবল অন্ধ অনুগত্য-ই শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। অধিকাংশ মহিলাই ছিল অশিক্ষিত গ্রাম্য, এরা কখনো এমন আকর্ষনীয় ইউনিফরম পরার সুযোগ পায়নি। রিভলবার এর মত এত দামী খেলনার অধিকারী হতে পারেনি। তারা রুমানিয়ান কমিউনিস্টদের দ্বারা শাসিত হয়ে আসছিল, এবং রুমানিয়াই ছিল তাদের পৃথিবী।

তাদের বিত্তহীন শ্রমজীবি সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত চরম এক নায়কতান্ত্রিক সরকারের মনোভাব ছিল প্রধানতঃ শিক্ষক, প্রফেসরের স্ত্রী এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে বেকার করে রাখা। নিরক্ষরতা সাধারণতঃ ক্ষতিকর বা অপমানজনক মনে করা হত না। তাদের অন্তরে এই ধারণা বদ্ধমূল করে দেওয়া হয়েছিল যে, কায়েমি স্বার্থবাদী সম্প্রদায়ের মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিরা কমিউনিস্ট বিশ্বের উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায়। তারা তখনো কমিউনিস্ট পার্টিকে এবং এর ভবিষ্যৎ উৎকর্ষের অনুকুল পূর্ব লক্ষণকে বিশ্বাস করত।

সানদা নামে মেয়েটির দিকে দৃষ্টিপাত করে চিন্তা করলে বুঝা যাবে সেলের ভিতরে একজন বিবেক সম্পন্ন মানুষ রয়েছে। লম্বা গড়নের দীর্ঘ কালো চুলের কম বয়সী এ মেয়েটি খুবই বিচক্ষণ। সে আমাকে বলেছিল, তাকে গ্রেফতারের মাত্র এক মাস পূর্বে সে বিজনেস বিষয়ে একটি ডিগ্রী সম্পন্ন করেছে। তার জ্ঞান পূর্ণ কথাগুলি কোন বিষয়ের উপরিভাগের সম্যক ধারণাকে আলতো ভাবে স্পর্শ করিয়ে দিয়ে সে বিষয়টাকে পূর্ণ উপলব্ধির পর্যায়ে পৌঁছে দিত। মেয়েটি তার ভাইয়ের কারণে গ্রেফতার হয়েছিল। পাহাড়ি এলাকায় কর্ণেল আরসেনেসকু-র মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে ছিল তার ভাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে সে যে সব মন্তব্য করেছিল, তার উপরও পুলিশের রির্পোট করা হয়েছিল।

যে সময় আমরা কথা বলতে ছিলাম, তখন আতঙ্ক ও বিহ্বলতার একটি চিহ্ন তার চোখের তারায় চকচক করে উঠেছিল। কথা বলার মাঝখানে তার কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। কয়েদীদের মধ্যে এরকমটা আমি পূর্বেও দেখেছি, এবং এটা আমাকে কোন কিছু থেকে সর্তক হতে বলল।

একদিন বিকাল বেলা সানদার শুয়ে থাকার তাকটা খালি করা হল।

একটি মেয়ে দ্বিতীয় তাকে এসে আমার সাথে যোগ দিল।

ঃ প্লিজ, আমাকে তোমার কাছে বসতে দাও, সে বলল। সানদা খুব অদ্ভুত হয়ে গিয়েছিল। আমি মনে করি তাকে অন্য কোন শাস্তি দেয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

আমি মেয়েটির দিকে দৃষ্টিপাত করলাম। তার চোখের অশ্রু বাঁধা না মেনে দুগাল গড়িয়ে পড়ছে। অস্থিরভাবে তার লম্বা আঙ্গুল দিয়ে মাথার চুলগুলি মোচড়াতে মোচড়াতে দড়ির মত পাকাতে থাকল।

তারপর হঠাৎ জোরে কেঁদে উঠল। "আমি জানিনা, .. . আমি আর কিছু মনে করতে পারি না। আমি তাকে পূর্বে কখনো দেখিনি"।

ভাইওরিকা তিরস্কার করে নাকি সুরে বলল,

"ইহা খুবই খারাপ। কেন তারা তাকে বের করে দেয় নাই? যেহেতু আমার হাত দিয়ে বেশি কিছু করিনি।"

মহিলারা আতংকিত হয়ে নিজেরা হাত দিয়ে ক্রুশ এঁকে চুমু খেল।

দেখলাম সানদা খুব কষ্টে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। তার মুখ মন্ডল রক্তে রাঙ্গা। একটা পশু ফাঁদে আটকে তার পা কাটা গেলে যেমন হয় তেমনভাবে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল। সে তার শুয়ে থাকার তাক থেকে লাফিয়ে পড়েছিল। হাতদুটি লাঠির মত আঘাত করতে থাকল। তার কালো চুলগুলি উড়তেছিল। তার পথের যে কাউকে কাত করে ফেলে দিল। জানালা থেকে ভাঙ্গা টিনের অংশ তুলে নিয়ে ভাল করে ধরে সোজা নিক্ষেপ করল ভাইওরিকার মাথা বরাবর। সেগুলি ভাইওরিকার মাথায় না লেগে দরজায় প্রচন্ড আঘাত করল।

মাথা কম্বল দিয়ে ঢেকে দেয়া হল। চিৎকার, আর্তনাদ, নাকি সুরে কান্নায় বাতাস ভরে গেল।

দুইজন শক্তিশালী মেয়ে সানদার সাথে কুস্তি লড়তে লাগল। তারা পিছু হটতে চেষ্টা করল, এবং একটা সংকীর্ণ গলির মধ্যে পড়ে গেল। ভাইওরিকা অপ্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে লাগলঃ

"ওকে ঠেসে ধর, ওকে লাথি মার। হে ঈশ্বর! হে ঈশ্বর!"

সানদার পিছন থেকে সিস্টার ভেরোনিকা কম্বল ছুড়ে মেরেছিল। তারা মেঝের উপর উল্টিয়ে পড়েছিল। দুইটি মেয়ে সানদাকে নিচে ফেলে দিয়েছিল। শরীর মোচড়াতে থাকল। তারপর থেমে গেল, একেবারে শান্ত হয়ে পড়ল। পরনে ছেঁড়া কাপড় ও ঘর্মাক্ত শরীরে তারা তাকে নির্ভাবনায় তার শোবার তাকে তুলে দিল।

তারপর আমার প্রকৃতি নতী স্বীকার করল।

এই সেলের একটু দূরে থেকে একটি মানুষের কণ্ঠস্বর ভেসে আসল।

একজন জেরাকারীর উদাসীন সংযত কণ্ঠস্বর। সে কণ্ঠস্বর যেন প্রশ্ন করে চলেছে। একই প্রশ্ন বারবার।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমি এই সেলের শেষ মাথায় চলে যেতাম। একটি ফ্যাকাশে মেয়ে ভয় পেয়ে গুটিশুটি মেরে হাটুঁ দুটি ভাজ করে বুকের কাছে নিয়ে অনঢ়ভাবে বসে থাকল।

বার বার প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর দিতে মেয়েটি আবার প্রলাপের মত বকতে থাকলঃ আমি জানি না। আমি সেখানে ছিলাম না।

তারপর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার ও বিলাপ করতে থাকলঃ "আমাকে মেরো না। আমাকে মেরো না। প্লিজ আমাকে মেরোনা। প্লিজ . . . আহ্ . . . .হ হ হ হ হ হ হ!"

তার চোখ খোলা ছিল। সে মারামারির বিহ্বল অবস্থায় সাহায্য করতে ছিল। গোয়েন্দা পুলিশের গোপন কুঠরীতে তাকে জেরা করা হয়েছিল। ভুতুরে ও যান্ত্রিক স্বরে জোর দাবিতে সে জেরাকারীর কণ্ঠস্বরের জোর শব্দ অবিকল নকল করে শুনতে পেয়েছিল এবং এক নিঃশ্বাসে বার বার একই উত্তর দিতে থাকল, "জানি না, জানি না, জানি না"। তারপর শ্বাস বন্ধ করল, গলা পরিষ্কার করার জন্য কাশতে থাকল, শ্রুতিকটু আওয়াজ করতে থাকল, যেন কোন প্রকার অত্যাচার সহ্য করতেছে।

ইহা কেবল শুরু ছিল।

তারপর আমি অনুভব করতাম একটি আগুনের তাপে লাল হওয়া লোহার খন্ড দিয়ে আঘাত করে যেন আমার বুক স্ফীত করা হচ্ছে; এবং ভয়াবহ জেরাকারীর কক্ষে আমি আমার নিজ জীবন্ত স্বত্ত্বাকে দেখতে পেতাম। রাতে ভয় পেয়ে উঠতাম; চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে পরতাম। রিচার্ডকে ওরা কেমন অত্যাচার করতেছে, মিহায় এর ভাগ্যে কি ঘটতেছে এসব ভেবে।

আমি উন্মাদের মত প্রার্থনা যুদ্ধ করতাম। সচেতন ভাবে কোন শব্দ উচ্চারণ করে নয়; আমাদের হৃদয়ে উত্থিত আবেগের বর্ষণ থেকে উৎসারিত শব্দ দিয়ে প্রার্থনা করতাম। এখানে যে দুজন সন্যাসিনী ছিল তারাও এরকম করত।

যেন ইহা অভিশপ্ত নরকের মধ্যে একটি নিরাপদ জায়গা। মহিলারা আমাদের কামরার চারপাশে চিৎকার করত। কয়েদীরা আমাকে আলিঙ্গন করত। আমার হাত দৃঢ় ভাবে ধরত। তারা আতঙ্কজনক দুঃস্বপ্নে ভুগতো, তারা মনে করত যেন তাদেরকে হত্যা করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

পরের দিন সকালে আমি রাজনৈতিক দলের প্রবীন সদস্য এলসা গাব্রিল্য-র মুখোমুখি হলাম। তার সম্বন্ধে গুজব রয়েছে যে, গোয়েন্দা পুলিশের পদস্থ কর্মকর্তার পদ থেকে তাকে পদচ্যুত করা হয়েছে। তখন পার্টিকে অবাঞ্ছিত সদস্যের প্রভাব থেকে মুক্ত করার চেষ্টা চালানো হচ্ছিল। তাদের এই প্রচেষ্টার শিকারে পরিণত হয়ে অনেকেই তখন জেল খানায় প্রবেশ করতেছিল।

এলসা তার বৃহৎ চোয়াল আমার দিকে বাড়িয়ে দিল।

ঃ "এখানে আবার ধর্মোপদেশ চালাতে থাকলে আমি দরজায় হাতুড়ি পেটাতে থাকব, যতক্ষণ না গার্ড আসে।"

আমি বললাম,

ঃ "এলসা, তুমি কি এখনো পার্টির আদর্শে বিশ্বাসী?"

ঃ "অবশ্যই। আমি আমার আদর্শ, আমার বিশ্বাস পরিবর্তন করতে পারব না। আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে ভুল বুঝাবুঝির কারণে। পার্টির আদর্শের প্রতি অবিশ্বাসের কারণে নয়।"

ঃ "গ্রেফতার হওয়াতে আমারও বিশ্বাস পরিবর্তন হয়নি। প্রকৃত পক্ষে ইহা শক্তিশালী বিশ্বাস। আমি লোকজনদেরকে বলতে চাই যীশুতে তাদের কি অনুগ্রহ রয়েছে।"

ঃ "জেলখানার সমস্ত শাস্তি তুমিই পাবে। তোমার জন্য এবং তোমার ঈশ্বরের জন্য আমি কষ্ট ভোগ করতে চাই না। তোমার ঈশ্বর তোমাকে কোনভাবেই তো খুব বেশি একটা সাহায্য করে নাই।"

আমি বিস্মিত হলাম, "যে ঈশ্বরকে তুমি এত অপছন্দ কর, তিনি কি রকম স্বত্ত্বা?! তুমি যদি বল, আমি জন কে পছন্দ করি না, তাহলে বুঝা যায় তুমি জান জন কোন ধরণের লোক। যেহেতু তুমি ঈশ্বরকে অপছন্দ কর, তাহলে এখন বল ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি?"

এলসা গাব্রিল্যই হেসে উঠল। ঃ"ঈশ্বর তো ধর্মান্ধ অন্ধ বিশ্বাসীদের, যারা বৈজ্ঞানিক সত্যকে মানে না। ঈশ্বর তো বিত্তহীনদের শোষণের পৃষ্টপোষক। যারা জোর পূর্বক টাকা আদায় করে তাঁর জন্য গীর্জা তৈরি করে। তিনি তো ধ্বংস সাধনের হাতিয়ারের উভয় দিকেই আশীর্বাদ করেন।"

আমি বললাম, "তুমি কেন সেই ঈশ্বরের কথা ভাবছ, যিনি নিশ্চিত রূপে ভালবাসা হীন। আমি যে ঈশ্বরকে ভালবাসি তিনি আলাদা ঈশ্বর। তিনি শ্রমিকদের দারিদ্রতার সহভাগী হন; তিনি চরম কষ্ট ভোগ ও নির্যাতনের মধ্যেও ভালবাসা দিয়ে প্রতিপালন করেন।" তিনি ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়ান। অসুস্থকে সুস্থ করেন। তিনি ভালবাসার শিক্ষা দেন। তিনি আমাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন।"

'প্রেমিক!' তার কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়ে গেল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলঃ "তাহলে এতে ভাল কি আছে আমার জন্য? আমি তোমাকে সোজা বলে দিচ্ছি, আমি এ সবকিছুই ঘৃণা করি। তুমি যদি জানতে আমাকে যারা এখানে এনেছে সেই সব বিশ্বাসঘাতক সাথী বন্ধুদের আমি কি প্রচন্ড ঘৃণা করি! আমি তো চাই তারা নরকে নিক্ষিপ্ত হোক! আমি আমার সমগ্র জীবনটা পার্টির জন্য উৎসর্গ করেছি, আর তার বিনিময়ে তারা আমার জন্য এই করেছে!" এলসা মাথানত করল। তার চোখ দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রু নির্গত হল। সেই মুহূর্তে আমি কোন কিছু করতে পারতাম, এরকম মনে হয়নি।

সে রাগে ঘৃণায় হিস হিস করে বলে উঠলঃ

'পিতা! তাদের ক্ষমা কর!' এই প্রার্থনা করতেছ? আমি ক্ষমা করা মেনে নিতে পারিনা। সে কাঁদতে থাকল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে উঠল। "আমার জন্য তো সবই সমান, যদি আমেরিকানরা আসে তাহলে আমাকে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে; আর যদি কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় থাকে তাহলে আমাকে জেলখানায় পড়ে থাকতে হবে। হয় ক্ষমা!"

একথা বলেই সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। তার দু'গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর তার স্কার্টের প্রান্ত দিয়ে মলিন মুখটি মুছে নিল। তারপর সে আমার দিকে বিশেষ পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে তাকাল।

"সাবিনা ওয়্যার্মব্রাণ্ড, তুমি ধূর্ত! আমি তোমাকে বলেছি ধর্মোপদেশ না দিতে আর তুমি আমাকে পাঁচ মিনিট ধরে ধর্মের কথা বলে যাচ্ছ।"

কিন্তু এলসা গাব্রিল্যুই দরজায় হাতুড়ি পিটিয়ে শব্দ করে গার্ডকে ডেকে আনার ভয় দেখাতে পারলনা আমাকে।

তখন ৪নং সেলের সবার সম্বন্ধে আমার জানা হয়ে গেছে। আমার কাছে মহিলারা ফ্রান্স এবং জার্মান ভাষা শিখতে আসত।

আমার প্রিয় ছাত্রী ফ্যানি ম্যারিনেসক্যু হেসে বলত, "সাবিনা ওয়্যার্মব্র্যাণ্ডের শিক্ষা শুরু হয় Gott অথবা Diesl শব্দ দুটি দিয়ে"।

অনেকেই আমার কাছে আসত সময় কাটানোর জন্য। অন্যরা ভাবত, যখন তারা জেলখানা থেকে মুক্ত হবে, তখন এই জার্মান ও ফ্রান্স ভাষা শেখাটা তাদের উপকারে আসবে। বুখারেস্টে মিত্র বাহিনীর সৈন্য এসে ভরে গেছে, সেখানে অনুবাদকের চাহিদা রয়েছে।

ফ্যানির স্বামী এবং মাও জেলে রয়েছে। ফ্যানির বয়স বিশ বছর। ছোট করে ছাঁটা চুল গোল গোল বড় বড় চোখের এ মেয়েটি শান্তশিষ্ট ও লাজুক স্বভাবের।

একদিন আমাদের সকাল বেলার হাজিরা নেওয়ার পর জেল খানারপ্রাঙ্গনে ওর সাথে প্রথম কথা বলেছিলাম। সার্জেন্ট আসপ্রা এবং তার সহকারী অদ্ভুত রকম উচ্চ স্বরে চিৎকার করে নাম ডাকছিল।

আমরা ঘনিষ্ট বন্ধু হয়ে উঠলাম। চর্বিযুক্ত সাবান মাখানো জুতার তলায় লিখে লিখে আমাদের ফ্রান্স ভাষা শিক্ষার পাঠ চলল। জিলাভা জেল খানাতে কিছুই সরবরাহ করা হত না। কাগজ, কাপড়, পাতলা কাপড়ের টুকরা, অর্ন্তবাস, বাড়ি থেকে পাঠানো পার্সেল, কিছুই দেওয়া হত না। জুতার তলায় চর্বিযুক্ত সাবান মাখিয়ে নিয়ে একটি কাঠের টুকরা দিয়ে সহজেই সুন্দর ভাবে লেখা যেত।

মাঝে মাঝে আমাদের ভাষা শিক্ষার এই পাঠ বন্ধ রাখতে হত, কারণ ফ্যানি তখন অসুস্থতার যন্ত্রনার মধ্যে থাকত।

কিন্তু ডাক্তার দেখানো অসম্ভব ছিল। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে কর্তব্যরত চিকিৎসকের দেখা মিলত। অসুস্থ মহিলারা তাকে ভিড় করে ঘিরে ধরত, চিকিৎসা ও ঔষধ পাওয়ার জন্য জোরে চিৎকার করে অনুনয় বিনয় করত। দায়িত্ব প্রাপ্ত চিকিৎসক তিন চারটা জরুরী রোগী দেখত- যাদের অবস্থা একেবারে আশংকাজনক হয়ে পড়েছে। যাদেরকে হাসপাতালে নিতে হবে।

দুটি ঔষধেই চিকিৎসা চলত, সালফার বড়ি ডায়রিয়ার জন্য এবং অন্যান্য রোগের জন্য এসপিরিন।

তখন ফ্যানির স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিল। কম্বল দিয়ে ঢেকে তাকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হল। তার পর কয়েকদিন পর সে ফিরে আসল, একজন ডাক্তার তার রোগ নির্ণয় করে বলেছে, অন্ত্রের যক্ষা হয়েছে।

ফ্যানি একটু নিস্তেজ হাসি হাসার চেষ্টা করে ফিস ফিস করে বলল, ওরা প্রতিজ্ঞা করেছে আমার অপারেশন করে দিবে।

সপ্তাহ খানেক পর ফ্যানিকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয়া হল। মেয়েটি হাসপাতালে মারা গিয়েছিল।

তার রোগটি যক্ষা হয়েই থাকেনি, এটা ক্যান্সারে রূপ নিয়েছিল।

পরে আমি ফ্যানির মৃত্যুর এই হৃদয় বিদারক সংবাদটা দিতে ফ্যানির মার সাথে দেখা করতে তিনি যে শিবিরে বন্দী ছিলেন, সেখানে গিয়েছিলাম।

আমার ঘুমানোর কামরার গলিপথ এর অপর পাশে ছিল আইওনাইদ এর কামরা। তার ছেলে পার্বত্য এলাকায় কর্ণেল আরসেনেক্যু-র বিপ্লবের সাথে জড়িত ছিল। তার দুটি মেয়েও জেলে ছিল- একজন মিসলিয়া জেল খানায় এবং অন্যজন আমাদের সাথে জিলাভা জেল খানাতে আমাদের সংলগ্ন রুমে ছিল।

জেলখানার জানালার কাঁচগুলি রং করে রাখা হয়েছিল, যাতে বাইরের কিছু দেখা না যায়। বৃদ্ধা আইওনাইদ উঁকি মেরে দেখার জন্য জানালার কাঁচে ক্ষুদ্র একটি ছিদ্র করে নিয়েছিলেন। তিনি সে ছিদ্র দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন, জেলখানার দালান সংলগ্ন যে পরিবেষ্টিত স্থানে বন্দীদের পীড়ন করা হয় সেখানে তার মেয়ে হাঁটছে। কেউ দেখতে পেলে সাথে সাথে শাস্তি হবে। কিন্তু ষাট বছরের বৃদ্ধা মহিলা আইওনাইদ তার কনিষ্ট মেয়ের এক পলক দেখা পাওয়ার জন্য যে কোন প্রকার ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিলেন। যখন তিনি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন তখন তার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল বিষন্ন মুখমণ্ডলে।

মাঝে মাঝে তিনি আমার তাকে উঠে আসতেন এবং তার স্বামী ও সন্তানদের কথা বলতেন। তিনি অনেক বন্দীদের নাম জানতেন। তিনি রিচার্ডের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতেন। প্রথম আমরা কিভাবে দেখা করেছিলাম? তিনি কি আগে থেকেই পালক ছিলেন? তিনি কি

ইহূদী থেকে খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন? এটা কি সে সময়ে বিরল ঘটনা ছিল না? আমি বললাম, "এটা যেমন সুখের তেমন বেদনাদায়ক ও অস্বস্তিকর গল্পও বটে"।

আমি তখন পর্যন্ত আমার পূর্বের স্মৃতিতে ফিরে যেতে পারিনি। তথাপি আইওনাইদ আবছা আলোতে আমার কাছে বসে সবকিছু মনোযোগ দিয়ে শুনতে ছিলেন। তার সরল মুখমণ্ডলে বিষন্নতার ছায়া পড়ল। আমি আমার নিজের সম্বন্ধে কথা বলছিলাম।

আমার কথা শুনে সময় সময় তিনি বিড় বিড় করে কিছু বলতে ছিলেন। 'হ্যা' অথবা প্রশ্ন বা আশ্চর্য সূচক অনুভূতি প্রকাশক শব্দে বিড় বিড় করে কিছু বলতে চেয়ে বুঝাতে চাইতেন যে, অজানা এই গল্পের সাথে তিনি একমত। গল্পটা শুরু হয়েছিল রিচার্ডের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাতের সময়ের ঘটনা থেকে। তখন রিচার্ডের বয়স ছিল সাতাশ বছর এবং আমি রিচার্ডের চেয়ে চার বছরের ছোট ছিলাম।

ষষ্ঠ অধ্যায়
আমি যেভাবে যীশুকে গ্রহণ করেছিলাম

রিচার্ড যেখানে বাস করত, বুখারেস্ট শহরের সেই রাস্তা ধরে আমি ফিরছিলাম। আমার এক কাকা, তার সেখানে নিয়মিত যাওয়ার আমন্ত্রণ থাকত। আমি সেবার প্রথম বারের মত আমার কাকার সাথে সেখানে গিয়েছিলাম। আমি চোখ তুলে বাড়িটার উপরের দিকে তাকালাম। দেখলাম উপর তলায় বারান্দায় একজন যুবক দাঁড়িয়ে আছে। মুখমন্ডলে এমন রুষ্ট ভাব ধারণ করেছিল যে, তা দেখে আমি প্রায় ফিরেই গিয়েছিলাম। আমার কাকাকে দেখে সে ইশারা করল এবং নিচে নেমে এল। যখন অভিবাদন ও পরিচয়ের পর্ব শেষ হল, তখন সে আমাকে সহজ ভাবে স্পষ্ট করে বলল যে, কেন তাকে এমন খিটখিটে এবং বিষন্ন দেখাচ্ছে।

একটি মেয়েকে বিয়ে করার কথা বলে আমার মা আমাকে ক্রমাগত জ্বালাতন করছে। মেয়েটি অত্যন্ত সুন্দরী এবং সম্পদশালী- মেয়েটি দুটি বাড়ী এবং পারিবারিক বিরাট ব্যবসার উত্তরাধিকারিনী। তারপর মেয়েটিকে বিয়ে করলে এক মিলিয়ন টাকা যৌতুক পাওয়া যাবে।

ইহা তো লোভনীয় ও খুবই উত্তম প্রস্তাব।

আমার কথা শুনে সে হাসল। হ্যাঁ, তা বটে। কিন্তু বিরাট ব্যবসা, বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হওয়ার প্রতি আমার মন নেই। এর উত্তরাধিকারিনী মেয়েকে আমি পছন্দ করিনা। তথাপি আমার মা বলে, আমরা সবাই যদি ধনী হতে চাই, তাহলে এটা সবচেয়ে উত্তম পথ আমাদের জন্য। মার এই কথা শুনলাম; তার পর আমি বাইরে বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়ালাম এবং তোমাকে দেখতে পেলাম।

ঠাট্টা করে সে আরও বলল,ঃ আমার মাথায় একটা চিন্তার উদয় হয়েছে, তোমার মত একটা মেয়েকে যদি পেতাম, তাহলে লক্ষ লক্ষ টাকার যৌতুকের কোন পরোয়াই করতাম না।

আমি আর প্যারিসে ফিরে যেতে পারলাম না। বুখারেস্টেই একটা চাকরি জুটিয়ে নিলাম; এবং আমরা প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় দেখা করতাম। আমি এবং রিচার্ড অনুভব করতাম, আমাদের দুজনের মধ্যে সব কিছুতেই মিল রয়েছে। আমরা উভয়ই শৈশবে দারিদ্রতার মধ্যে প্রতিপালিত হয়েছি, আমরা উভয়েই ইহুদী ছিলাম এবং আমাদের পূর্বেকার ধর্মমতকে পরিবর্তন করে নিয়েছি।

রিচার্ড ছিল ক্রমাগত উন্নতির দিকে ধাবিত একজন ব্যবসায়ী। সে তার প্রখর বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতা ব্যবহার করে প্রচুর অর্থ কামিয়ে ছিল। সে তার এই অর্থ ব্যয় করে আনন্দ উপভোগ করত। আমরা একত্রে নাইট ক্লাবে এবং থিয়েটারে যেতাম, এবং ভবিষ্যতের জন্য খুব বেশি একটা চিন্তা করতাম না। তথাপি একদিন সন্ধ্যায় তার মনের কোন একটা বিষয়

তাকে দিয়ে বললঃ 'সাবিনা, আমি স্বাভাবিক কোন মানুষ নই। আমার সাথে তোমাকে অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হবে।'

কিন্তু আমরা দুজনে ভালবাসার এত গভীরে পৌঁছেছিলাম যে, আমরা অন্য কোন কিছু ভাবতে পারিনি।

ধর্মীয় বিধি মতে আমাদের বিয়ে হয়েছিল। প্রচলিত সামাজিক প্রথা অনুসারে পদাঘাত করে সশব্দে মেঝের উপর টুকরো টুকরো করে একটি মদের গ্লাস ভাঙ্গতে হয়েছিল। এই প্রতীকি কার্যের তাৎপর্য আমাদের স্মরণ করে দেয় জেরুশালেমে অ-ইহুদী অনুপ্রবেশ-কারীদের পদতলে দলিত করার কথা।

আমাদের জীবনে এই সুখ ও আনন্দ উচ্ছল সময়টা মাত্র এক বছর স্থায়ী হল। রিচার্ডের বিরক্তিকর কাঁশির লক্ষণ প্রকাশ পেল। ডাক্তার দেখিয়ে সে ফ্যাকাশে মুখে বাড়ি ফিরে এল। ডাক্তার বলেছে, তার যক্ষা হয়েছে। অবিলম্বে যক্ষা হাসপাতালে যেতে হবে।

সেই সময়ে যক্ষা রোগটা সহজে নিরাময় যোগ্য কোন রোগ ছিল না। আমি অনুভব করতাম, রিচার্ড হয়ত মরে যাবে! মনে হত ইহা আমার জীবনের সবচেয়ে মন্দ পরিণতি। আমার জীবনের সবচেয়ে সুখ ও আনন্দের মুর্হুতে এ কি ভয়ঙ্কর ও নিষ্ঠুর নিয়তির খেলা শুরু হয়ে গেল।

রিচার্ড যখন পাহাড়ি এলাকায় যক্ষা হাসপাতালে চলে গেল, আমি তখন ওর মার সাথে বাস করতে চলে এলাম। তিনি আমার প্রতি স্নেহশীল ছিলেন। তবু রিচার্ডের কথা মনে করে আমি অনেক রাত না ঘুমিয়ে কেঁদে কেঁদে কাটিয়েছি।

প্রতি পনের দিন পর পর আমি রেল গাড়িতে চড়ে পাহাড়ি এলাকায় অবস্থিত যক্ষা হাসপাতালে চলে যেতাম এবং ওকে দেখে আসতাম। হাসপাতালের জায়গাটা ছিল খুবই সুন্দর। চারপাশে সবুজ গাছপালায় ঢাকা পাহাড় ও উপত্যকার মনোরম দৃশ্য ও শান্ত পরিবেশ। সেখানে রিচার্ডকে প্রায়ই পরম সন্তোষজনক অবস্থায় দেখা যেত। রিচার্ড বলতঃ 'আমি জীবনে এই প্রথম দীর্ঘ সময় বিশ্রাম নিতেছি।'

তাকে দেখে মনে হল ঈশ্বরের আশীর্বাদে অধিকতর ভাল হয়ে উঠছে এবং সে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। কিন্তু একটা অদ্ভুত পরিবর্তন তার মধ্যে দৃষ্টিগোচর হল।

"আমি আমার অতীত জীবন নিয়ে ভাবতেছি, আমি ভাবতেছি তাদের সম্বন্ধে, যাদের আমি নৈতিক ক্ষতিসাধন করেছি। আমার মা এবং অনেক মেয়ের, যাদেরকে তুমি চিন না। আমি কেবল আমার নিজের ভাবনাটাই ভেবেছি।"

আমি বললাম, "এসব বিষয় নিয়ে দুঃখ করোনা। আমিও এই একই রকম জীবন কাটিয়েছি। এইটা যৌবনের ধর্ম, মানুষের জীবনে যৌবনটা এরকমই।"

একদিন আমি দেখলাম, রিচার্ড একটি বই পড়তেছে, বইটি এই যক্ষা হাসপাতালের এক মহিলা রোগী তাকে পড়তে দিয়েছে। বইটি ব্রাদার রাতিসবন এর বিষয়ে লেখা।

রিচার্ড বললঃ ওরা ইহুদীদের ধর্মান্তরিত করার একটা উপায় উদ্ভাবন করে নিয়েছে। অন্যরা আমার নষ্ট হওয়া জীবনের জন্য প্রার্থনা করছে।

রিচার্ড আমার কাছে যীশুর বিষয়ে কথা বলল। তার একথা বলা দ্বারা আমার হৃদয়ের আবেগ অনুভূতিতে প্রচন্ড একটা আঘাত করা হল। আমাদের মত কট্টরপন্থী একটি ইহুদী পরিবারে যীশু খ্রীষ্টের নামের উল্লেখ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ছিল। কোন গীর্জার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমাদের অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে হত। আমি ভাবতাম, ইহুদী ধর্মের কঠোর নিয়ম কানুনের মধ্যে আমাকে লালন পালন করা হয়েছে। কিন্তু রিচার্ড সেসব বিষয়ে নিরপেক্ষভাবে ভাবত, তা আমাকে ভয়ঙ্কর রকম অসস্থির মধ্যে ফেলত।

আমার স্বজাতি লোকজনদেরকে খ্রীষ্টিয়ানেরা কিরকম অত্যাচার নির্যাতন করেছিল তার সব ইতিহাস আমার জানা ছিল। আমি জানতাম, কিভাবে জোরপূর্বক ইহুদীদেরকে খ্রীষ্ট ধর্মে বাপ্তাইজিত করা হত; তারপর প্রথমে তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করা হত, পরে তাদেরকেও হত্যা করা হত। এভাবে হাজার হাজার ইহুদীকে বাস্তবিকই তাদের পিতৃপুরুষের ধর্ম পরিবর্তন করতে বাধ্য করা হয়েছিল। আমি আরো জানতাম, ক্যাথলিক খ্রীষ্টিয়ানদের ধর্মের বাণী শুনতে ইহুদীদের কিরকম ভাবে বল প্রয়োগে বাধ্য করা হত, এবং তাদের বিবেচনায় যা ঈশ্বর নিন্দা, তা শুনা থেকে বিরত রাখতে ইহুদীদের কান মোম দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হত।

আমাদের চারপাশে আমরা যা দেখেছিলাম, তাতে খ্রীষ্টিয়ানদের প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি হওয়ার মত কিছু ছিল না। অর্থডক্স খ্রীষ্টিয়ান মণ্ডলী কঠোর ভাবে ইহুদী বিদ্বেষী ছিল। লুথারেণ মণ্ডলীও এরকম ছিল। দেশের মধ্যে সব চেয়ে বৃহৎ ইহুদী বিরোধী সংগঠনটির নাম ছিল 'ন্যাশনাল খ্রীষ্টিয়ান লীগ'। এই সংগঠনটির প্রধান কাজই ছিল ইহুদী ছাত্রদের মারপিট করা এবং ইহুদীদের দোকান লুটপাট ও ভাংচুর করা।

তাই আমি বুঝতে পারতাম না, খ্রীষ্টিয়ানে পরিণত হতে রিচার্ডকে কোন্ বিষয় প্ররোচিত করতে পারে। কেউ আমাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে পারত না প্রকৃত বিষয়টা কি ছিল, যা রিচার্ডকে খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের দিকে ধাবিত করেছে।

রিচার্ড আস্তে আস্তে আগের চেয়ে ভাল হয়ে উঠল। যখন সে বুখারেস্ট ফিরে আসল তখন আমি সুখ ও আনন্দে কাটানো আমাদের জীবনের উত্তম সময়ের বিষয়ে কথা বললাম। কিন্তু রিচার্ড যে সত্য খুঁজে পেয়েছে সে বিষয়ে আমার কাছে বলতে চেষ্টা করল। তার খুঁজে পাওয়া সত্যটা হল, বাইবেলের নতুন নিয়ম। যেখানে খ্রীষ্ট যীশুর জীবন সম্বন্ধে লেখা রয়েছে। পূর্বে আমরা সন্তান নেয়ার কথা চিন্তা করতাম না। এখন আমরা সন্তান নিলে তাকে কিভাবে লালন পালন করে মানুষ করব, রিচার্ড এই ভাবনার কথাই বলত।

তার রোগ মুক্তি হয়েছিল এক পাহাড়ি গ্রামে। এবং সেখানে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটেছিল। একজন বৃদ্ধ কাঠ মিস্ত্রি দিনের বেলায় আমাদের সাথে সময় কাটাত। যখন তিনি জানতে পারলেন, রিচার্ড একজন ইহুদী, তখন আনন্দে উত্তেজনায় তার চোখ দুটি জ্বল জ্বল করে উঠল। তিনি তার লোমশ হাত রিচার্ডের বাহুর উপর রেখে আবেগে উদ্বেলিত হয়ে বলে উঠলেনঃ 'আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেছিলাম, তিনি যেন আমার এই শেষ জীবনে

আমাকে একটা বিশেষ অনুগ্রহ দান করেন। যেহেতু যীশু খ্রীষ্ট ইহুদী ছিলেন, তাই আমি চেয়েছিলাম একজন ইহুদীকে যেন যীশুর কাছে আনতে পারি। আমি বৃদ্ধ মানুষ, এই স্থান থেকে কোথাও যাওয়ার সামর্থ আমার নাই। তাই আমি চেয়েছিলাম ঈশ্বর যেন কোন ইহুদীকে আমার কাছে এনে দেন, যাকে আমি যীশুর কথা বলে যীশুর কাছে আনতে সক্ষম হব। তারপর থেকে এখানে কেউ আসেনি। একমাত্র ইহুদী তুমিই এখানে এসেছ। এভাবেই আমি আমার প্রার্থনার উত্তর পেলাম।'

বৃদ্ধ কাঠ মিস্ত্রির আবেগপূর্ণ কথা শুনে রিচার্ডের হৃদয়ের আবেগ অনুভূতিতে প্রচন্ড আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। কিন্তু আমার হৃদয় নির্জীব হয়ে পড়ল। আমরা সে স্থান ত্যাগ করে চলে আসার আগে বৃদ্ধ কাঠ মিস্ত্রি রিচার্ডকে একটা বাইবেল দিয়েছিল। অনেকবার পড়ার ফলে যার পাতা গুলি জীর্ণ হয়ে পড়েছিল। দেখে মনে হল লোকটি দূর্বার আকর্ষণ ও পরম মমতায় বইটি অসংখ্যবার পড়েছে। তিনি বাইবেলটি রিচার্ডের হাতে তুলে দিয়ে বললেনঃ 'আমি এবং আমার স্ত্রী এই বিষয়ের উপর ঘন্টা ব্যাপি প্রার্থনা করেছি; মিনতি সহকারে ঈশ্বরের নিকট যাচঞা করেছি তোমাকে যীশুর কাছে আনার জন্য।'

রিচার্ড অনবরত বাইবেলটি পড়েই চলল।

আমি জানতাম না আমাকে কি করতে হবে। আমি সম্পূর্ণ আতংকিত হয়ে পড়লাম। কিছু পারিপার্শ্বিক লোকজন অনুমান করতে পারে একজন ইহুদীর অন্তরে কেমন শক্তিশালী খ্রীষ্টিয়ান বিরোধী মনোভাব বিরাজ করে। ঐতিহাসিক কারণ ছাড়াও সবসময় ব্যক্তিগত একটা কারণ ছিল। পূর্বে আমি যখন শিশু সন্তান ছিলাম, তখন স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে এক কোনায় দুজন ভিক্ষুক মেয়ে ওৎপেতে অপেক্ষা করত আমার চুল ধরে টান দেওয়ার জন্য। তারা আমার চুল ধরে টানতে টানতে বলত, 'আমরা তোমার সাথে এমন করছি কারণ, তুমি একজন ক্ষুদ্র নোংরা ইহুদী মেয়ে।' তারা খ্রীষ্টিয়ান হয়ে জন্মেছিল, এবং আমার সাথে বড় হয়ে উঠল। তখন দেখলাম জার্মানীতে ইহুদীদের উপর নাৎশীদের অবর্ণনীয় অত্যাচার নির্যাতন শুরু হয়েছে।

রিচার্ড আমাকে বলত, যীশু নিজেও চরম অবিচারের শিকারে পরিণত হয়েছিলেন। কিন্তু রিচার্ডের মুখ থেকে এই নিষিদ্ধ নাম উচ্চারিত হোক এটা আমি সহ্য করতে পারতাম না।

আমি বলতাম, 'আমাকে তার কোন প্রয়োজন নাই। তাকে তোমারও কোন প্রয়োজন নাই। ইহা স্বাভাবিক বিষয় নয়। আমরা ইহুদী ঈশ্বরের আশীর্বাদ পুষ্ট জাতি। এটা জীবনের আর একটি পথ।' যখন সে খ্রীষ্ট ধর্মে অবগাহন নেয়ার কথা বলত, তখন আমার মাথা খারাপ হয়ে যেত। আমি রাগে উত্তেজনায় রিচার্ডকে বলতাম, "আমি বরং মরে যাব, তবু তুমি খ্রীষ্টিয়ান হয়েছ এটা দেখতে পারব না। এটা সত্য স্বভাবিক ধর্মীয় পথ নয়।"

আমি রিচার্ডকে বলতামঃ 'যদি তোমাকে কোন ধর্ম অবলম্বন করতে হয়, তাহলে তুমি তোমার নিজ ধর্ম ইহুদী ধর্মের বিশ্বাস ও বিধি বিধান পালন করতে পার।' তারপর সে বলতঃ 'আমি সিনাগগে গিয়েছিলাম এমনকি সেখানেও আমি যীশুর কথা বলেছি।' তারপর থেকে

রিচার্ড আমাকেও যীশুর প্রতি প্ররোচিত করল। আমার অন্তরে একটা ভয় ছিল; তাছাড়া খ্রীষ্টিয়ানদের গীর্জার ভেতরটা দেখার একটা ক্ষুদ্র কৌতুহলও ছিল আমার মনের মধ্যে।'

আমার জীবনে প্রথম গীর্জায় গেলাম। দেখলাম, গীর্জাঘর সাধু সন্যাসীদের ছবি দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। রিচার্ড আমাকে দেখিয়ে দিয়ে বলল, "দেখ, ছবিগুলির সাধুগণ অর্ধেকই ইহুদী। আর দেখ যীশু ও তাঁর পবিত্র মাতা মরিয়মের ছবি। তাঁরাও তো ইহুদী ছিলেন।" দেখলাম, শিশুদের ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ মোশির পুস্তক থেকে দশ আজ্ঞা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। ইহুদীদের রাজা দায়ূদের গীতসংহিতা পুস্তক থেকে গান গাওয়া হচ্ছে। আমি বাইবেলের পুরাতন নিয়মে দেখেছিলাম, যীশুর বিষয়ে যুক্তি প্রমাণ ও ভবিষ্যদ্বাণীতে তা পূর্ণ।

রিচার্ড যখন আমাকে খিলান করা বিল্ডিং এর অদ্ভুত অজানা গীর্জাঘরটার চার পাশে ঘুরিয়ে দেখাল, তখন আমাকে বললঃ 'আসলে সত্য কথা হল, খ্রীষ্টিয়ান ধর্মটা আমাদের ইহুদী ধর্মের বিশ্বাসকেই পৃথিবীর সব জাতির কাছে খোলা মেলা ভাবে প্রকাশ করতেছে।

ইহুদী জাতির মূল্যবোধ, নৈতিকতা এবং আধ্যাত্মিকতা সারা পৃথিবী ব্যাপী প্রভাব বিস্তার করবে, এই কাজটাকে কে সম্ভবপর করে তুলেছে? দুই হাজার বছর ধরে ইহুদী জাতির আধ্যাত্মিক প্রভাবকে শত শত মিলিয়ন লোকদের নিকট পৌছানো সম্ভবপর করে তুলেছে? একমাত্র যীশুই এ কাজটা করতে পেরেছে। তাঁর কাজে ইহুদীদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ এক হাজার ভাষা ও উপভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে এবং এখন বাইবেল অশিক্ষিত গ্রাম্য লোক থেকে শুরু করে সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানী পর্যন্ত সবাই পড়তে পারছে।'

এভাবে অনেক রাত কেটে যেত আমাদের মধ্যে যুক্তি তর্ক উত্থাপন ও ধৈর্যের সাথে আলোচনার মধ্য দিয়ে। রিচার্ড বার বার আমার আপত্তিগুলির যুক্তিপূর্ণ জবাব দিয়ে আমাকে পরাস্ত করত। আমি বাইবেলের নতুন নিয়ম পড়েছিলাম। আমি এখানে উল্লেখিত ত্রাণকর্তার প্রতি উচ্চ ধারণা পোষণ করতাম, তাঁকে ভালবাসতাম ও শ্রদ্ধা করতাম। আমি তাঁর অনুসারীদের সাথে কিছু করতে চাইতাম না, যারা আমার স্বজাতি লোকজনদের ক্ষতি সাধন করেছে।

রিচার্ড ইহা করত না। সে বলতঃ 'তুমি যীশুর শিষ্যগণকে গ্রহণ না করে যীশুকে গ্রহণ করতে পার না। তিনি তোমার কাছে এসে তাঁর শিষ্যদেরকে পরিত্যাগ করবেন না। এবং এমনকি বিশ্বাস ঘাতক যিহূদাকে বন্ধু হিসাবে আহ্বান না করতে পারলে তুমি যীশুর শিষ্যদেরকেও গ্রহণ করতে পারবে না। কারণ বিশ্বাসঘাতকতা করবে এ কথা জেনেও যীশু তাকে গ্রহণ করেছিলেন।'

সময় সময় আমার প্রজ্ঞাপূর্ণ যুক্তি ও আপত্তিগুলি অভিভূত করার মত ছিল। কিন্তু আমি জানতাম, তাতে এখনো আবেগজনিত একটা দিক রয়েছে। এই আবেগগুলি দূর্বল হয়ে উঠত না বরং আরো শক্তিশালী হয়ে উঠত। কিছু সময়ের জন্য আমার মন ফিস ফিস করে বলতে থাকত, **'তিনিই সত্য'**। কিন্তু আমার মন, আমার সম্পূর্ণ জীবন প্রতিপালিত হয়ে উঠেছিল তাঁর প্রতি ঘৃণা আর বিতৃষ্ণার ভিতর দিয়ে। আমার হৃদয়ের এই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ কয়েক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে আমাকে জ্বালাতন করছিল।

একদিন সন্ধ্যা বেলায় রিচার্ড এ্যাংলিকান মিশনের চার্চ থেকে প্রার্থনা সভা শেষ করে ফিরে আসল। সে আমার হাত ধরল এবং বলল, 'সাবিনা! আমার হৃদয় যীশুর নিকট সমর্পণ করেছি, এবং অতি শীঘ্রই আমি যীশুর নামে অবগাহন নিব।'

আমি ভেবে নিয়েছিলাম, আমি আমার নিজেকে শক্ত করে ধরে রাখব, একদম নিরব ও স্বাভাবিক প্রকৃতির হয়ে থাকার চেষ্টা করব। কিন্তু আমি যতটা সহ্য করতে পারতাম, রিচার্ডের অবগাহন নেয়ার সিদ্ধান্তের সংবাদটা আমার কাছে তার চেয়ে বেশি ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। আমি আমার রুমে গিয়ে নিদারুন মানসিক অস্থিরতা ও যন্ত্রনায় দরজা বন্ধ করে একাকী পড়ে থাকলাম কয়েক ঘন্টা। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, রিচার্ড যেদিন যীশুর নামে অবগাহন নিবে সেদিন আমি আত্ম হত্যা করব।

যখন রিচার্ডের অবগাহন নেয়ার দিনটা আসল, আমি একাকী থেকে গেলাম। দরজা বন্ধ করে ঘরের ভিতর মেঝেতে পড়ে থেকে ভগ্ন চিত্তে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলাম। একটি ভয়ংকর শূণ্যতা, একটি মরুভূমির ঝড় আমার স্বত্ত্বার গভীরে যেন প্রসারিত হয়ে পড়ল। আমি হতাশায় কেঁদে উঠলাম, "যীশু, আমি তোমার কাছে যেতে পারি না। আমি চাইনা যে, রিচার্ড আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তোমার হয়ে যায়। আমি আর বেশি কিছু সইতে পারব না!"

আমি মেঝেতে শুয়ে দীর্ঘ সময় কাঁদতে থাকলাম। এবং তারপর আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে পড়লাম।

আমার ভিতরের কিছু বিষয় পরিবর্তন হয়ে গেল। জীবন স্রোত যেন পশ্চাত দিকে প্রবাহিত হওয়া শুরু হল।

রিচার্ড যেখানে অবগাহন নিতে গিয়েছিল সেটা ছিল আমাদের বাসা থেকে দূরে অন্য একটি শহরে। সেখান থেকে অবগাহন নিয়ে যখন সে ফিরে আসল, আমি তখন তার সাথে দেখা করতে ফুলের তোড়া নিয়ে স্টেশনে গিয়েছিলাম। আমাকে দেখে রিচার্ড খুব খুশি হয়েছিল। যা কিছু ঘটেছিল তা আলোচনা করতে করতে অনেক রাত্রি হওয়া পর্যন্ত আমরা বসেছিলাম। আমি দেখলাম আমি তখন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তনের প্রতি পরিচালিত হয়ে গেছি একটা নিরব শক্তির দ্বারা; যা আমি বুঝতে পারিনি। যদিও সারাক্ষণ আমি ভাবতাম, আমার মনের মধ্যে একটা অভিযোগ রয়েছে। আমি যদি সব কিছু মেনে নিতাম! কিন্তু আমি তখনো নিজেকে একজন খ্রীষ্টিয়ান বলে পরিচয় দিতে প্রস্তুত হয়ে উঠতে পারিনি। আমি তখন যুবতী ছিলাম। আমি পার্টিতে গিয়ে নাচ করতে চাইতাম, আমি সিনেমায় যেতে চাইতাম। গীর্জায় গিয়ে বসে থেকে ধর্মীয় উপদেশ শুনতে চাইতাম না।

আমার খেয়াল ও মানসিক অবস্থার জন্য রিচার্ড অনেক সময় আমার প্রতি রেগে যেত। একদিন রবিবার সন্ধ্যায় পার্টিতে হঠাৎ আমার মনে হল আমি মোটেও কোন আনন্দ উপভোগ করতে পারছি না। গোলমাল শব্দ, মদ্যপান, ধুমপান, হাসি-তামাসা সবকিছুই খারাপ হয়ে উঠল। আলাপ আলোচনার সব কিছুই আমার কাছে একঘেয়ে ও বিরক্তিকর মনে হল। আমি আর এক মুহূর্তের জন্যও সেখানে থাকার কথা ভাবতে পারলাম না। আমি অধৈর্য্য হয়ে রিচার্ডকে বললামঃ আমরা কি এখন উঠতে পারি?'

সে আমাকে বিস্মিত করে বলল, 'এত তাড়াতাড়ি আমরা যদি পার্টি ছেড়ে চলে যাই, তাহলে এতে আমাদের অভদ্রতা প্রকাশ পাবে।' আমার মনের অবস্থা যাচাই করে একটার পর একটা অজুহাত দেখিয়ে আমাকে সেখানে রাখতে চাইল। যতক্ষণ না আমি সবকিছুতেই অস্বস্থি বোধ করলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি নিজেকে প্রায় শারিরীক ভাবে নোংরা ও অপবিত্র অনুভব করলাম, ততক্ষণ রিচার্ড আমাকে এভাবে বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে পার্টিতে বসিয়ে রাখল।

অনেক দেরিতে আমরা যখন বাড়ি ফিরছিলাম, তখন আমি হঠাৎ আবেগপ্রবণ হয়ে বলে উঠলামঃ 'রিচার্ড! আমি অবিলম্বে যীশুর নামে অবগাহন নিতে চাই'!

আমার এমন আকস্মিক কথা শুনে রিচার্ড মুচকি হাসল।

'তুমি তো দীর্ঘ সময় অবগাহন নিতে দেরি করেছ। এখন আগামী কাল পর্যন্ত না হয় অপেক্ষা কর।'

পরের দিন রিচার্ড তার নতুন বন্ধু এ্যাংলিকান মিশনের পালক এডনসি, এবং পালক এলিসনের সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দিতে আমাকে নিয়ে গেল। তাকে দেখে মনে হল তিনিও আমাকে অন্য এক নতুন জগতের বাসিন্দা বানাতে চায়। তারা উভয়েই তাদের পরিচর্যাকাজের জন্য তাদের সবকিছু ত্যাগ করেছে। তাদের কাছ থেকে আমি এই শিক্ষা পেলাম যে, খ্রীষ্টিয় জীবনের অর্থ হচ্ছে যীশুর জন্য সবকিছু উৎসর্গ করা এবং নিজেকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা।

এইভেবে আমি সুখ ও আনন্দে উপচিয়ে পড়ছিলাম যে, যীশুর জন্য সবকিছু ত্যাগ করে ও নিজেকে অস্বীকার করে তাঁর পরিচর্যা কাজে আমি সহভাগি হতে পেরেছি। অবগাহন নেয়ার পরের দিন আমি প্রভুর প্রচার কাজ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আমি আমার এক বান্ধবী ইহুদী মেয়েকে যীশুর কথা বললাম। তাকে যীশুর কথা বলে আমার দলে ভিড়াতে পারব না কখনো এরকম সন্দেহ হয়নি। (আমি ইতিমধ্যে ভুলেই গিয়েছিলাম যে, আমার নিজের মধ্যে কি পরিবর্তন হয়ে গেছে)। কিন্তু আমি যতই আমার হৃদয়ের পরিবর্তনের কথা তাকে বললাম, সে ততই অনিহা প্রকাশ করল আমার কথা শুনতে।

সে বললঃ 'তোর কথার অর্থ হচ্ছে এখন থেকে তোকে আমার বন্ধু হিসাবে হারিয়ে ফেললাম।'- এ কথা বলেই কাঁদতে কাঁদতে সে চলে গেল। আমরা খুবই ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলাম।

যীশুকে গ্রহণ করলে আমার প্রিয়জনদের হারাতে হবে এই শিক্ষার এটাই ছিল প্রথম পাঠ।

ধর্মান্তরের পর আমার একটি সন্তান হল। পূর্বে আমরা সন্তান নিতে চাইতাম না। আমরা ভাবতাম, সন্তান হলে সে আমাদের আনন্দ উচ্ছল জীবন উপভোগে প্রতিবন্ধক হয়ে পড়বে। আমাদের প্রথম সন্তান মিহায় ১৯৩৯ সালে জন্ম গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে রুমানিয়ার উপর বিপদের কালমেঘ ঘনিয়ে এসেছে। আমরা হিটলারের নিয়ন্ত্রাধীন অঞ্চলের মধ্যে

পড়েছিলাম এবং আমরা জানতাম, অতি শীঘ্র ইহুদীদের মূলোচ্ছেদ করা হবে। আমরা কতই না খুশি হয়েছিলাম সে সময় একটি সন্তান পেয়ে। মিহায়কে পেয়ে রিচার্ডের মা আমাদের মতই গর্বিত হয়েছিল। পারিবারিক জীবনে আমরা খুবই সুখী ছিলাম।

যখন আমি আমার গল্প বলা শেষ করলাম, তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। জেলখানার সর্বত্র মহিলারা তাদের প্রতিদিনের অবশ্যম্ভাবী আচরণের অংশ হিসাবে ঝগড়া ও কথা কাটাকাটি করছিল। ঘরটা ক্রুদ্ধ মৌমাছির গুঞ্জনে পূর্ণ গুম গুম করা মৌচাকের মত হয়ে উঠেছিল।

সপ্তম অধ্যায়
প্রতিশ্রুতি

বারান্দায় অনেক মানুষের কণ্ঠ শুনা গেল। দৃপ্ত বুটের পদাঘাতের শব্দ হল। প্রধান দরজা সশব্দে জোরে খুলে গেল। একটি ক্ষুদ্র রক্ষীবাহিনী সুশৃঙ্খলভাবে দরজা দিয়ে প্রবেশ করল। তারপর নয় জন অফিসার আসলেন। তারা রুমের ভিতরে অর্ধ বৃত্তাকার হয়ে দাঁড়ালেন। তাদের পরিষ্কার সুবিন্যস্ত ইউনিফরমের কারুকার্যগুলি ঝকমক করতে ছিল। ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরা লম্বা ও তৈলাক্ত চুলের এক ঝাঁক মহিলা তাদের মুখোমুখি হল। কেউ কোন কথা বলল না। অফিসারগণ আমাদের দিকে তীব্র ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। একজন অফিসার হাত রুমাল দিয়ে তার নাক চেপে ধরে রইল। তারপর তারা সৃশৃঙ্খলভাবে বের হয়ে গেল কোন কথা না বলে। দরজাটা তীক্ষ্ণ শব্দে বন্ধ করে দেওয়া হল।

জিলাভা জেলখানায় আমাদেরকে প্রথম ও শেষ বারের মত পরিদর্শন করল।

'বিক্ষোভ ও চিৎকার চেঁচামেচি!' এতে কি বুঝায় এই তত্ত্বটা প্রত্যেকেরই জানা ছিল। জেলখানাতে খাবার নিয়ে এরকম গোলমাল হয়। হয়ত স্যুপের সাথে তিনটা সীমের বীজ না দিয়ে বরং দুইটা দেওয়া হয়েছে।

ভাইওরিকা তার বন্ধুকে বলেছিলঃ আমেরিকা মস্কোকে চুড়ান্ত সময় সীমা বেঁধে দিয়েছে। আমি গতকাল এ সংবাদটা শুনেছি। কিভাবে শুনেছি, তা আমার কাছে জানতে চাহিবেনা। গতকাল যখন শুনেছি তখন আমার বিশ্বাস হয়নি। আমি কাউকে বলিনি, এখন কেবল তোমার কাছে বললাম।

এই গোপন কথাটি সেলের ভিতরে ছড়িয়ে পড়ল। বকবক করা মহিলারা প্রত্যেকের বিছানায় গিয়ে এই তত্ত্ব বা সংবাদটা নিজেদের ইচ্ছা মত পরিবর্তন করে নিয়ে বাড়িয়ে বলতে থাকল। তাদের নিজেদের ইচ্ছা মত পরিবর্তন করে নেয়া সংবাদের ভিত্তিতে তারা দেখতে পেল, জেলখানা থেকে তারা মুক্তি লাভ করেছে এবং জাতীয় বীরঙ্গণা মহিলা হিসাবে সংবর্ধনা লাভ করেছে। আমেরিকানরা আসতেছে। যদিও তারা ইতিমধ্যে এসে পৌছায়নি। দরজাটা পুনরায় সশব্দে খুলে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা এরূপ কথা বার্তায় বেশ খুশিই ছিলাম।

পূর্বের মত সবেগে দরজা খুলে গেল।

বলা হলঃ 'মহিলারা আস এবং গাজরের স্যুপ নিয়ে যাও।'

গাজরের এই স্যুপ আমাদের রুমে আনার আগেই যে পিঁপায় স্যুপ রাখা হয়েছিল, তা থেকে নির্গত হওয়া বাষ্প থেকে তার গন্ধ আসছিল। তবু অনেক মহিলা তাদের বিছানা থেকে উঠল না। তারা তখন এতই দূর্বল হয়ে পড়েছিল। এই মারাত্মক খাদ্য- যদিও তখন আমরা ইহা অনুমান করতে পারি নি। ইহা শ্রমিক শিবিরের জন্য আমাদের পূর্ব প্রস্তুতির অংশস্বরূপ ছিল। ইহা যে কাউকে নিশ্চিত রূপে দুর্বল করে দিত। অফিসারগণের হঠাৎ এই

পরিদর্শনও ছিল জিলাভা জেল খানা থেকে আমাদের স্থানান্তরের প্রারম্ভিক উদ্যোগের অংশ। আমেরিকাকে গ্রাহ্য না করেই আমাদের ভাগ্য নির্ধারিত করা হয়েছিল।

একজন তরুণ প্রশিক্ষক আমাদের বললঃ 'ইহা অবশ্য ক্রীতদাসদের শ্রম শিবির; তবু খাল খনন প্রকল্পের শিবিরে তোমরা প্রতিদিন দেড় পাউন্ড রুটি পাবে এবং সেমাই খেতে পারবে।

কি পরম সুখ রয়েছে খাল খনন প্রকল্পের বন্দী শিবিরে। গুজবটা জিলাভা-তে ছড়িয়ে পড়ল। প্রত্যেক নতুন আগমনকারী খাল খনন প্রকল্পের বিস্ময়কর বর্ণনার সাথে নতুন কথা যোগ করে বলত। বিরাট কর্মপরিকল্পনা নেয়া হয়েছে, যাতে বিলিয়ন বিলিয়ন টাকা খরচ হচ্ছে, এ বিষয়ে অনেক লম্বা লম্বা কথা বলা হল। দক্ষিণ রুমানিয়ার বিস্তির্ণ নিরস সমতল ভূমিতে চল্লিশ মাইল ব্যাপী খাল তৈরী করা হচ্ছে কৃষ্ণ সাগরের সাথে দানিয়ূবের সংযোগ সাধনের জন্য।

মিলিয়ন মিলিয়ন টন পাথর ভাঙ্গা হচ্ছে। সিমেন্ট তৈরী করার জন্য একটা বিশেষ কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর প্রকৌশলী, ক্লার্ক এবং উপদেষ্ঠাগণ ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে। নতুন সরকারের সমস্ত দফতর এখানে স্থাপন করা হবে এবং রুমানিয়ার সমস্ত অর্থ এখানে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে।

শ্রমিক শিবির রাস্তার পাশাপাশি স্থাপন করা হয়েছে এবং বলা হত, এতে বাড়ি থেকে পাঠানো পার্সেলও পাওয়া যাবে।

'বাড়ি থেকে তোমরা কি পেতে চাও?' 'চকলেট'।

সামান্য চকলেটই তখন স্বপ্নের বিষয় ছিল প্রত্যেকের কাছে। সেখানে গরম কাপড় বিনামূল্যে দেওয়া হবে এবং বন্দীদের চিকিৎসা সেবার প্রতিও মনোযোগ দেওয়া হবে।

তাছাড়া সবচেয়ে ভাল যে বিষয়টা সেখানে থাকবে, তাহল, সেখানে স্বামী ও সন্তানেরা দেখা করতে আসতে পারবে- একটু সময়ের জন্য নয় বরং দেখা করতে এসে সারাদিন থাকতে পারবে।

আমরা সব কথাই বিশ্বাস করে নিয়েছিলাম। আমরা এ বিষয়ে অন্য কিছু অল্পই ভেবেছি।

ভাইওরিকা এসব প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর আমাদের সতর্ক করে দিলঃ কিন্তু প্রত্যেকেরই সেখানে যাওয়ার অধিকার থাকবে না। রাজনৈতিক কর্মকর্তাটি সেদিন আমাকে কেবল এতটুকু বলেছে যে, 'সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদী রাষ্ট্র, রাষ্ট্রদ্রোহী সমাজচ্যুত ব্যক্তিদের সুযোগ সুবিধার জন্য কাজ করে না।'

জিলাভা জেলখানাতে বন্দীদের অতিরিক্ত ভীড় করা হল। এতে অধিকতর খারাপ অবস্থার সৃষ্টি হল। ৪নং সেলে ত্রিশ জনের থাকার জায়গা রয়েছে, কিন্তু ১৯৫০ সালের বড়দিনে সেখানে আশি জনকে রাখা হল।

একদিন সকাল বেলা আমরা গোসল করার জন্য বের হওয়ার সুযোগ পেয়ে খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের এই আনন্দ বেশি সময় স্থায়ী হয়নি। পুরুষ রক্ষীরা মহিলাদের ঠেলে, ঘুসি মেরে, তাড়িয়ে নিয়ে গেল অন্ধকার সরু বারান্দা দিয়ে। যেসব মহিলা মাসব্যাপী শয্যাশায়ী হয়ে ছিল তাদের জন্য হঠাৎ এই পীড়নটা খুব বেশি কষ্টদায়ক ছিল। কিছু সংখ্যক মহিলা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল।

একজন তরুণ লেফট্যান্যান্ট ষাঁড়ের মত গর্জন করে বলতে থাকলঃ "পাঁচ মিনিট! পাঁচ মিনিট! মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে কাপড় খুলবে, গোসল সারবে, তারপর পুনঃরায় এখানে ফেরত আসবে এবং কোন কথা বলবে না; অন্যথায় তোমরা সকলে শাস্তি পাবে।"

একজন মহিলা পেঁচার মত কর্কশ কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল। মহিলাটি তার পিছনের মহিলাটির প্রতি মারমুখো হয়ে উঠল।

ঃ 'আমার পায়ের গোড়ালিতে ক্ষত হয়েছে। আমার এই ব্যথার স্থানে কেন তুমি পা দিলে?'

মহিলাটি বিড় বিড় করে ক্ষমা চাইল।

ঃ সম্ভবতঃ তুমি জান না, আমি কে?
কিন্তু আমরা সকলেই জানতাম যে মহিলাটি কে। ৭০এর কাছাকাছি এ বৃদ্ধকে ডাইনি বলা চলে।

ঃ 'আমি কে? আমার নিজের সম্বন্ধেই তো আমি বেশি কিছু জানি না তাহলে আমি কিভাবে জানব তুমি কে?'

একটি উত্তেজিত তীক্ষ্ণ শব্দে আকাশ বাতাস বিদীর্ন হল। লেফট্যান্যান্ট ভয়ংকর সুরে একটি বাঁশি ফুকলেন। রাগে উত্তেজনায় লাল হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেনঃ

'কোন শাওয়ার খোলা রাখা যাবে না। আর গোসল নয়। তোমরা সবাই তোমাদের রুমে ফিরে যাও।

৪নং সেলে ফিরে এসে আমাদের পরবর্তী দরজার কাছে চিৎকার শুনলাম। কয়েকজন গুপ্ত সংবাদ দাতা মহিলাটির উপর প্রতিশোধ নেওয়ার দাবী তুলল। অন্যান্যরা এই দুঃশ্চরিত্র বুড়ি মহিলাটিকে শাস্তি দিতে চাইল। বুড়ি মহিলাটি জাতীয় রাজনৈতিক দলের দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গণতন্ত্রকামী একজন নেতার স্ত্রী ছিলেন। অসহায় মিহালেচের স্ত্রী! মহিলাটি কেবল দৈবদূর্বিপাকে এই প্রহসনমূলক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

শাওয়ার বন্ধ করে রাখার সত্য কারণ পরে জানা গেল। শাওয়ারগুলি কাজ করত না। শাওয়ারের উলম্ব পাইপ ভেঙ্গে গিয়েছিল। উপর থেকে শাওয়ার বন্ধ রাখার আদেশ আসল। গোসল! পানি ছাড়া কিভাবে মহিলারা গোসল সারবে? প্রধান কারারক্ষী এই সমস্যার সমাধান করলেন গুপ্ত সংবাদদাতা বুড়ি মহিলাটিকে এনে গেঞ্জাম বাঁধিয়ে দিয়ে, যাতে যে কোন অজুহাতে মহিলাদের গোসল বন্ধ করার আদেশ দিয়ে সেলে ফিরিয়ে নেয়া যায়।

মিহালেচের স্ত্রী, আজকের এই ডাইনী বুড়ি মহিলাটির কটু প্রশ্নের উত্তর সারা জেল খানা ব্যাপী ছড়িয়ে পড়ল। ঃ 'কিভাবে আমরা জানতে পারব যে, আমরা কারা? আমাদের পরিবার, আমাদের বিষয় সম্পত্তি, আমাদের পরিচয় সবইতো নিয়ে যাওয়া হয়েছে।' তাছাড়া একটা শুঁয়া পোকা কি জানে সে তার চেহারা পাল্টিয়ে একদিন প্রজাপতিতে রূপান্তরিত হবে? হয়ত ৪নং সেলে কষ্টের মধ্যে যারা রেশম গুটির মত রয়েছে তাদের থেকেই ভবিষ্যতের মহৎ সন্যাসিনীদের উৎপত্তি হবে।

কর্পোরাল জ্যার্জেসক্যু পরের দিন একটা কাগজ হাতে নিয়ে আসলেন এবং বললেন, "এই কাগজে যাদের নামের তালিকা আছে তারা অতি সত্বর এখান থেকে অন্যত্র যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হও।"

অপেক্ষাকারীরা নিরব রইল।

গ্যাবরিল্যুই সাহস পূর্বক জিজ্ঞাসা করলঃ 'আমরা কি জানতে পারি এই লিস্টে কার কার নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে?'

জ্যার্জেসক্যু বুঝতে পারলেন গাব্রিলূই-র ভঙ্গিতে ভীতি প্রদর্শনের ইংগিত রয়েছে।

ঃ 'আমাকে আদেশ করবে না। এইতো লিস্টটা নাও। ওদেরকে পড়ে শুনাও। আমার সাথে এমন ব্যবহার করে তো তোমরা সকলে আমাকে অসুস্থ বানিয়ে ছাড়বে।'

লিস্টটা হাতে লেখা ছিল। জ্যার্জেসক্যু কষ্ট করে পড়ে শুনাল।

লিস্ট থেকে যাদের নাম পড়া হল, তাদের এ গ্রুপটি জিলাভা জেলখানা থেকে চলে গেল। তাদের জিলাভা থেকে প্রস্থানের কোন কারণ জানানো হল না। তখন তাদের কয়েকজন বিশ্বাস করে নিয়েছিল, তারা বাড়ি ফিরতে পারবে। কিন্তু জিলাভা-র চেয়ে মন্দ অবস্থা কোন্ জায়গায় থাকলেও তো কি করার আছে!

আমরা তাদেরকে ঈর্ষান্বিত হয়ে চলে যেতে দেখলাম। যেসব মহিলারা চলে যাচ্ছিল তারা করুণা করে তাদের মূল্যবান টুকিটাকি জিনিস আমাদের দিয়ে গেল।

ঃ 'সাবিনা! তুমি কি এই হাত রুমালটি নিবে? অবশ্যই তোমাকে এটা দিতে আমি দ্বিধাগ্রস্থ, কারণ এটা তেমন পরিষ্কার নয়।' আইওনাইদ তার হাতের রুমালটি আমাকে দিতে চাইল। যা তাকে দেওয়া হয়েছিল, তোয়ালে হিসাবে ব্যবহার করতে, হাত রুমাল হিসাবে ব্যবহার করতে এবং আরো অনেক কাজে ব্যবহার করতে। সন্যাসিনী সিস্টার ভেরোনিকা আমাকে তার ভাঁজ করা কালো অর্ন্তবাসটি দিয়ে অনুনয় করে বলল, 'নাও! দয়া করে এটা নাও! আমার আর একটা আছে।'

আমি অর্ন্তবাসটি নিলাম। আমার মাপের চেয়ে বড় হওয়াতে এটা পরলে মাটি দিয়ে হেঁচড়িয়ে যেত, এতে বরং আমার পা দুটি গরম থাকত। সিস্টার ভাইওরিকা আমাকে আনন্দের সাথে চুমু খেল এবং তাড়াতাড়ি চলে গেল। হয়তো মৃত্যুর জন্য।

আমি দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে থাকলাম, কবে আমার নাম ডাকা হবে।

১৯৫১ সালের ৬ই জানুয়ারী তারিখে আমার রুমে ঝুলন্ত তাকের উপর শুয়ে শুয়ে আমার জীবনের অতীত স্মৃতি রোমন্থন করলাম। আমার মনের পর্দায় ভেসে উঠল ৬ই জানুয়ারী তারিখটি, কারণ এটা মিহায় এর জন্ম দিন। মিহায় এর জন্মের পূর্বে রিচার্ড নিশ্চিত হয়েছিল যে, আমরা একটা পুত্র সন্তান পাব। একদিন বিকাল বেলায় রিচার্ড বলল, "যথেষ্ট হয়েছে। যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হয়েছে। যদি আমাদের কাংখিত পুত্র সন্তানটি আজ রাত নয়টার মধ্যে দেখা না যায়, তাহলে আমি একটা টেক্সি ডেকে এনে তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাব।" আমি বললাম, 'আমার তো ব্যথা উঠেনি।' আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। এবং পরের দিন সকালে রিচার্ড হাসপাতালে গিয়ে আমাদের পুত্র সন্তান মিহায়কে দেখতে পেল।

কষ্টকর প্রসবের পর আমাকে হাসপাতালের পোষ্ট অপারেশন ওয়ার্ডে রাখা হয়েছিল। সেই মিহায় আজ এগার বছরের ছেলে।

৬ই জানুয়ারী তারিখেই আমার নাম লিষ্টে উঠল।

সকাল ৮টায় ৪নং সেল থেকে বের হলাম এবং বারান্দায় অপেক্ষা করতে থাকলাম। আমার পাতলা গ্রীষ্মকালীন কোটটা ফিরিয়ে দেয়া হল। জর্জেসক্যু এবং রক্ষীরা অপেক্ষামান মহিলাদের লাইনের প্রতি হাস্যাত্মক ভদ্রতা দেখাল। আমাদের ভাগ্যে যা রয়েছে তার চেয়ে বেশি কিছু ওরা জানত না। হয়ত আমরা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ওদের সম্মুখীন হতে পারি। আমেরিকানরা হয়ত এখনো আসতে পারে।

সারাদিন প্রচন্ড ঠান্ডায় আমাদের ইতস্তঃত ঘোরাঘুরি করান হল। অন্যান্য সেলের মহিলারাও আমাদের সাথে যুক্ত ছিল। অবশেষে আমাদের ট্রাকে উঠান হল এবং বুখারেস্টের নিকটবর্তী একটি ট্রানজিট ক্যাম্প ঘিনশিয়াতে নিয়ে যাওয়া হল।

আমি পরিত্যাক্ত সেনা ছাউনির ছোট ঘরগুলি দেখলাম। সেখানে পুরুষ ও মহিলারা কাজ করতেছে। শীতকালীন নক্ষত্র খচিত আকাশের নিচে লৌহকঠিন পৃথিবী অতিক্রম করিয়ে ট্রাকে করে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। আহ, কি স্বর্গ! জিলাভা-তে মাটির নিচের গুপ্ত কুঠরিতে অনেক মাস বন্দী থাকার পর আমি আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারলাম, এবং ছোট ছোট মেঘের ফাঁক দিয়ে উজ্জ্বল চাঁদকে সহজেই দেখতে পেলাম। আমার ভালবাসার বান্ধবী! সেই পুরানো দিনে যখন রিচার্ড আমাকে প্রকাশ্য রাস্তায় চুমু খেত কত বারই না তাকে (বান্ধবীকে) মুখ লুকিয়ে নিতে হয়েছে!

ঘিনশিয়া ছিল জার্মানদের একটি পুরাতন সেনা ছাউনি। ধ্বংস প্রাপ্ত কাঠের ছোট ছোট ঘরগুলি সহ বাইরের শৌচাগারসুদ্ধ বিরাট জায়গা কাটা তারের বেড়া দেওয়া ছিল। নিয়ম শৃংখলা শিথিল ছিল এক ঘর থেকে অন্য ঘরে বিনা বাঁধায় যাওয়া যেত এবং তাদের সাথে কথাবার্তা বলা যেত। এক মুহূর্তের জন্য আমাদের মন থেকে অসুখী ভাবটা ধুয়ে গেল। কুয়াশাচ্ছন্ন পরিষ্কার বাতাসের মধ্য দিয়ে আনন্দ জ্ঞাপনের চিৎকার ধ্বনি শুনা গেল।

নতুন আগন্তুকগণের আশাদায়ক কথা শুনে একজন লম্বা চিকন অন্ধ মেয়ে আনন্দে চিৎকার করে বলে উঠলঃ 'মুক্তি?!' কি চমৎকার জায়গা! এটাই ক্যানেলের আমাদের স্থানান্তরের একটা অস্থায়ী বিরতির জায়গা। কয়েকদিন পরেই তোমরা সেখানে যেতে পারবে।'

তখন সেখানে ক্যানেলের বিষয়ে আরো বেশি খবর রটে ছিল। কিভাবে রাস্তা সংলগ্ন নতুন শহর নির্মিত হচ্ছে। তাসাউলে সাগরের গভীরে আশ্রয় স্থল নির্মিত হচ্ছে। সমগ্র কারস্যু উপতক্যা খনন করা হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

৩য় দিনে আমাকে সেনাপতি বাহিনীর ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন জাহারিয়া আইওন এর সম্মুখে নিয়ে যাওয়া হল। তার হাড্ডিসার কৃশ দেহখানি আড়ম্বরপূর্ণ ইউনিফরমের ভিতরে ঢিলা হয়ে কচ্ছপের খোলসের মত নাড়লেন। আমাকে অবশ্যই ভয়ে চমকে উঠার মত অবস্থা হয়েছিল। তিনি খুলির মত মাথা হতে মুচকি হাসলেন।

ঃ 'তুমি কি জান কেন আমার শরীরটা এমন কংকালের মত হয়েছে? কারণ, কায়েমী স্বার্থবাদী বুর্জ্যোয়াদের অধীনে আমাকে জেলখানার অনাহারে থাকতে হয়েছে! এই বুর্জ্যোয়ারা তোমার মতই মানুষ।'

আমি বললাম, ঃ'আমি আন্তরিক ভাবে দুঃখিত, যদি অন্যায় বিচারে আপনার জেলখানায় যাওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু বুর্জ্যোয়াদের সাথে তো আমার কোন সম্পর্ক নাই।' তিনি চিন্তাপূর্বক আমার দিকে তাকালেন।

ঃ "আমি তোমাকে একটা সুযোগ করে দেয়ার প্রস্তাব করছি।

ক্যানেলে শ্রমিক শিবিরে কাজ করতে যাওয়ার পরিবর্তে তুলনামূলক ভাবে আরাম দায়ক, বিশেষ সুবিধা ও অধিকার প্রাপ্ত বন্দী হিসাবে ঘিনশিয়া-তে থাকতে পারবে। তোমাকে শুধু আমার নিকটে বিশ্বাসপূর্বক অতি গোপনে বন্দীদের বিষয়ে মাঝে মাঝে রির্পোট করতে হবে।"

উত্তরে আমি বললাম,ঃ 'ধন্যবাদ আপনাকে। বাইবেল পড়লে আপনি দুইজন বিশ্বাসঘাতকের বিষয়ে জানতে পারবেন। একজন রাজা দায়ূদের সাথে এবং আর একজন যীশুর সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছিল। তাদের উভয়ের পরিণাম এই হয়েছিল যে, তারা নিজেরাই গলায় দড়ি দিয়ে ফাঁসিতে ঝুলে নিজেদেরকে মেরে ফেলেছিল। আমি চাইনা, আমার জীবনে এমন পরিণতি আসুক। তাই আমি আপনার কথামত গুপ্ত সংবাদদাতার কাজ করতে পারব না।'

ঃ 'তাহলে তুমি মুক্তি লাভ করতে পারবে না।'

ক্যাপ্টেন জাহারিয়া আইওন এর উপর তার কোন 'বুর্জোয়া' নির্যাতনকারীই তার কমিউনিস্ট সহচরদের মত নির্মম আচরণ করেনি। কারণ তার কমিউনিস্ট বন্ধুরা তাকে বিনা অভিযোগে গ্রেফতার করে জেলে পুরেছিল যাতে জেলখানায় তার মৃত্যু হয়। এখন তাকে সরকারীভাবে পুর্নবাসিত করা হয়েছে।

অবশেষে ক্যানেলের অভিমুখী একটি ট্রেনে আমাদেরকে উঠানো হল। কয়েদীদের জন্য নির্ধারিত লম্বা কালো বগিতে ভীড় করানো হল, কেবলমাত্র 'রাজনৈতিক' বন্দীদেরকেই নয়; বরং তাদের সাথে চোর, পথচারী এবং যাযাবরদেরকেও। মেজাজ বিগড়ে যাওয়া গার্ডেরা স্লাইডিং দরজা দিয়ে জোর করে ঠেলে আমাদের ভিতরে প্রবেশ করাল। ট্রেন ছাড়ার

অপেক্ষায় আমরা আবছা অন্ধকারে বসে রইলাম। অবশেষে আমাদের ট্রেনটি ঝক ঝক শব্দ করতে করতে মন্থর গতিতে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চলল।

একবার আমি এক পশলা পানির ঝলক দেখতে পেলাম, চিকণ চিকণ সবুজ ঘাসে ঢাকা নদীর তীরে। আমার মনে পড়ল আমার নিজ শহরের পাশ দিয়ে বয়ে চলা প্রাদ নদীর কথা। বনের মধ্য থেকে বণ্য স্ট্রবেরিফল তুলে নিতাম, চিনি এবং দুধের সরের সাথে মিশিয়ে খেতে।

অনেক ঘন্টা অতিবাহিত হওয়ার পর ট্রেন থামল। বসে থাকতে থাকতে আমাদের কোমরে ব্যাথা হয়ে গিয়েছিল এবং ক্লান্ত শরীরে টলতে টলতে আমরা ট্রেন থেকে নামলাম। বড় বড় অক্ষরে লেখা স্টেশনের নামটা পড়লাম CERNAVODA । কার্ণাভোড়া দানিয়ূবের নিকটবর্তী একটা ছোট শহরের নাম। শীতের রাতে আমরা ফাঁকা জায়গা দিয়ে মার্চ করে চললাম। অবশেষে আমরা লম্বা চিলেকোঠার নিচে কাঁটাতার জড়ানো গেট অতিক্রম করে ভিতরে প্রবেশ করলাম। একসাথে সংযুক্ত অনেকগুলি ছোট ছোট দালানের উপর সারিবদ্ধভাবে সার্চ-লাইট জ্বলছিল।

২য় খন্ড
প্রথম অধ্যায়
খাল খনন প্রকল্পের বন্দী শিবির

যখন আমাদের দলটি লাইনের শেষের দিকের ছোট একটি ঘরে প্রবেশ করল, তখন ভিতরের দিকে ভীড় করা লোকদের হতে একটি আনন্দ ধ্বনি উত্থিত হল।
'ভ্যালিয়া! মঙ্গল হোক'

সে কোলাকুলি করতে এগিয়ে গেল।

ভ্যালিয়া নামের ছাব্বিশ বছরের যাযাবর মেয়েটি একটা সিদ্ধ চোর। অনেক যাযাবর মেয়েই চুরি করত, কিন্তু তার চুরি করার কৃতিত্বের কথাটা সকলের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। যাযাবরদের নেত্রী মোহনীয় বাঁকানাক ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ঘন লম্বা চুলের অধিকারীনী আর্কষনীয়া বয়স্কা মহিলাটি দল থেকে ভ্যালিয়াকে ধরে আনা হয়েছিল। ওরা তাকে একটি বিছানা দিয়েছিল ওকে খাবার দিত এবং ওকে নিয়ে সকলে একত্র জড়ো হয়ে স্টারলিং পাখির মত কিচমিচ শব্দে অনবরত গল্প বলত।

আমি এখানে কাউকে চিনতাম না এবং আমাকেও কেউ চিনত না। কোন এক শনিবার দিন বিকাল বেলায় কাজ শেষ করে ওরা হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল। আমি ভালকরে চারপাশে চোখ বুলিয়ে দেখলাম, কিন্তু এখানে ইতিমধ্যে এতবেশী কয়েদীদের আনা হয়েছে যে শোবার সংকুলান হচ্ছিলনা। তাই আমি মেঝেতে বসে রইলাম তখন আমার বিছানায় পড়ে থাকা মহিলাটি আমাকে তার মেয়ের কথা বলতে শুরু করলেন। সে জানত না মেয়েদেরও গ্রেফতার করা হয় বা রাস্তায় ছুড়ে মারা হয়।

এখানে বড় সুবিধার বিষয়টা হচ্ছে আত্মীয় স্বজনদেরকে আমাদের সাথে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়। এবং আমরা আমাদের জন্য কাপড় চোপড় নিয়ে আসার জন্য ও তাদেরকে বলতে পারি।

এই কথাটা শুনে মিহায়াকে মহিলাকে দেখতে পাব। এই ভাবনাটা আমাকে সারা রাত জাগিয়ে রাখত। মিহায়ের কথা মনে হলে আমি ঘুমাতে পারতাম না। ওকে দেখার আগ্রহটা আমার মাথায় বারবার ঘুরপাক খেতে থাকত। ভোরের দিকে আমি ঝিমিয়ে পড়তাম। জেগে উঠলে আমার হৃদয়ে টিপ টিপ করতে থাকত। অন্ধকারে ছিট ছিট শব্দ করে কি যেন দ্রুত ছুটে গেল।

আমার পাশের মহিলাটি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল। আহ্! এটা কি জন্তু আমার বিছানার উপর লাফিয়ে পড়ছে। জন্তুটা কটু গন্ধ আমার নাকে আসতে আমি তখন বুঝতে পারলাম, এটা ইঁদুর।

- শিক্ষিত একজন মৃদস্বরে বলল, আমাদের থেকে ওরা কম বিরক্ত করে। "ওরা এখানে অনেক দিন ধরে বাস করে আসছে। বংশ পরম্পরায় কয়েক পুরুষ ধরে "।

অন্য একজন মজা করে বলল, তোমার উচিৎ রাতের বেলায় তোমার খাবার থেকে বাঁচিয়ে কিছু রুটি ওদের জন্য রেখে দেয়া।

ক্যাম্পের গোটা মহিলা সেকশনটি শাসিত হত দীর্ঘ অপরাধের রেকর্ড আছে এমন একজন মহিলা কয়েদী দ্বারা। রিনা নামের মহিলাটিকে শিবিরের কমান্ডার মনোনীত করা হয়েছিল রাজনীতিবিদদের প্রতি তার ঘৃনার কারণে। গুরুতর আপরাধী কয়েদীরা আরামদায়ক বিছানায় থাকত এবং রাজনৈতিক কয়েদীরা মেঝেতে হাটু গেড়ে ইতরের মত জুবুবু হয়ে থাকত।

কমান্ডার রিনা চেঁচিয়ে বলল, "নতুন আগমনকারী কয়েদীরা গোসল খানায় যাওয়ার জন্য বাইরে গিয়ে জড়ো হও। তারপর গোসল সেরে ভিতরে আস।"

আমরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম এবং একদল সসস্ত্র রক্ষীর অধীনে বরফ পড়া কাঁদার উপর দিয়ে মার্চ করে চলেছিলাম।

শিক্ষিত মহিলা এবং রুচি সন্মাত পরিবারের প্রতিপালিত যুবতী মেয়েদের মধ্যেও কয়েকজন বেশ্যা হয়ে গিয়েছিল।

রক্ষীরা হাসত এবং তাদের জুতার শব্দ পদাঘাতে চলে যেত। শিবিরের কমান্ডার রিনা তার মাথার রঙ্গিন স্কার্ফ দিয়ে জরিয়ে রাখত। তার শুকুরের মত ছোট নাক থেকে ঘুতঘুত শব্দ বের হত। এবং এরকম ঘুতঘুত শব্দ করে বন্দী মহিলাদের পরিচালনা করত।

ট্রেনে কষ্টকর ভ্রমন, ক্ষুধার কষ্ট এবং লজ্জা আমাকে নিস্তেজ করে ফেলেছিল । ঘরটার পিছনদিকের আমার থাকার জায়গা ও বিছানা দেওয়া হল।

তখন একটা অদ্ভুদ বিষয় ঘটেছিল। আমি ময়লা ধূসর এবং সাদা টুকরা কাপড়ের তালি দেওয়া একটা জ্যাকেট, এবং স্কর্ট পড়তাম। আমার মাফলারটি ছিল ছেঁড়া ছিদ্রে ভরা। আমি তখন জিলাভা জেলখানায় সিষ্টার ভাইওরিকা লম্বা ভাজ করা যেন স্কাপটা দিয়েছিল সেটা পড়তাম। আমার কালো চুল, ইহূদী গড়ন আমাকে তাদের নিকট বিদেশীর মত দেখাত।

রাজনৈতিক বন্দীরা আমার দিকে বার বার তাকাত এবং তারা ভাবত যেন, আমি ওদের দলের। ঐ কারণে যাযাবর মহিলারা ভাবত আমি তাদের মতই যাযাবর কোন মহিলা।

'আমি বলতাম, আমি তোমাদের মত যাযাবর নই। আমি তো তোমাদের ভাষায় কথা বলতে পারি না।'

নাক বাঁকা বয়স্ক মহিলাটি বিচক্ষণতার সাথে আমাকে দেখল এবং আমার বাহুতে চাপ দিয়ে টিপ্পনি মেরে বললঃ "প্রিয় সাবিনা ! আমরা জানি আমরা বুঝতে পারি। তোমার নিজের

কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, তুমি আমাদের মতই কোন যাযাবর উপজাতি মেয়ে। তুমি তোমার জাতিগত পরিচয় গোপন রাখার চেষ্টা করতেছ।" সেই সময় থেকে আমি কার্না ভোদায় যাযাবর উপজাতি মেয়ে বলেই গৃহীত হলাম। সবাই আমাকে ওদের মত মনে করল।

পশ্চিম ইউরোপ, রুমানিয়া ছিল ঐসব যাযাবরদের প্রিয় দেশ। তারা দলবদ্ধ ভাবে উদ্দেশ্যহীন ভাবে এক জায়গায় থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়াত। যাযাবর দলের মহিলারা পায়ের পাতা পর্যন্ত লম্বা স্কর্ট, এবং দামী পেটিকোর্ট পড়ত। ওরা আর্কষনীয়া সুন্দরী। ওদের অনেকেই হাতের কাছে যা পেত তাই চুরি করত।

কমিউনিস্ট সরকার ঐসব যাযাবরদের হাজার হাজার জনকে হয় জেলখানায় নয়ত শ্রমিক শিবিরে বন্দী করে রেখেছিল। সেখানেও ওরা চুরি করবার কাজটা অব্যহত রাখত। ওদের জন্য পুরাতন কাপড়ের টুকরা অথবা চেঁড়া জামা কাপড় ও কোথাও ঝুলিয়ে রাখা সম্ভাব ছিল না। ওদের পেটিকোর্টের নিচে চুরি করার দ্রব্য লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা আছে। যে কোন কিছু, প্রত্যেকটা চুরি করার বস্তু ওদের পেটিকোর্টের নিচে দ্রুত অদৃশ্য হত। অন্য কেউ সহজে ধরতে পারত না।

আমি ক্যানেলের ঐ শিবিরের রাজনৈতিক কয়েদীদের মধ্যে প্রায় একাকী থেকেছি, কিন্তু আমার কিছুই হারায়নি।

যুদ্ধের শেষে যখন যাযাবররা নাৎসীদের ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে আসছিল, আমি এবং রিচার্ড তাদের সাহায্য করেছিলাম। এখন তার প্রতিদান পাচ্ছি।

"যাযাবররা আমাকে বলেছিল, তুমি তোমার স্বামী ও সন্তানদের সাথে পুনঃরায় মিলিত হতে পারবে। তাদের সঙ্গে অনেক সমুদ্র পথে এবং অনেক দেশে ভ্রমন করে সুখ ও আনন্দ উপভোগ করতে পারবে।" পনের বছর অপেক্ষার পরও তা পাই নি।

ওরা ভবিষৎদ্বানী বলা ও ভাগ্য গণনার একটা উত্তম ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল। অন্য মহিলারা নিজেদের ভাগের রুটি ওদেরকে দিত, ভাগ্য গণনা করে ওরা বলে দিবে তোমরা শিঘ্রই মুক্তি পাবে। পরিবারের মাঝে ফিরে যেতে পারবে, তোমাদের পরিবার উন্নতি লাভ করবে, এরকম কথা শুনার জন্য। যাযাবরদের কাছে কোন মুক্তি ছিল না তবুও তারা ভবিষৎদ্বানী করে বলত, পরিস্থিতি পাল্টে যাবে এবং তাদের সময়টা তৈমুর লং ও চেঙ্গিশ খানের সময়ের মত হবে।

চিরন্তর ভ্রমনশীল যাযাবরেরা যে কোন জায়গায় তাদের একটা বিরাট পরিবারের মত। তাদের আত্মীয় স্বজনের নিকট পোষ্ট কার্ড অনুমতি দেওয়া হত, তখন আমি ওদের পত্র লেখকের মতই যেন তেন ভাবে চিঠি লিখে দিতাম---ওদের আত্মীয় স্বজন যারা পোষ্ট কার্ড পাঠাত, তারা কেউ হলপ করে দেখত ও পড়তে জানত না। তদের প্রতিটি পত্রের শুরু হত যাযাবর সম্প্রদায়ের সবার প্রতি অভিনন্দন! এই কথাটি দ্বারা।

মাঝে মাঝে ভয় করে প্রতিহিংসা মুলক মারামারি শুরু হয়ে যেত তাদের মধ্যে। শিবিরের সকলের বিষয়ে আমি জানতে পেরেছিলাম। তাদের কয়েকজনের স্বভাব ও আচরণ ব্যবহার ছিল সত্যিই সুন্দর।

পরের দিন আমরা খুব সকাল বেলায় শিবির ছেড়ে চলে গেলাম। কৃষ্ণ সাগর থেকে ঠান্ডা বাতাস বয়ে যাচ্ছিল সমতল ভুমির উপর দিয়ে। গার্ডেরা রাগে উত্তেজনায় তাদের হাত ঘষতে লাগল যাতে আমরা চলতে শুরু করি।

গেটের কাছে লোহার চিলেকোঠার নীচে দাঁড়িয়ে প্রধান গার্ড চেঁচিয়ে বলল," ২০০০ ক্রিমিনাল কয়েদীকে পাল্টা বিপ্লবী সন্ত্রাসীকে বের করে নিয়ে এস।"

আমাদের প্রান্তহীন লম্বা সারি হল। আমি সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সাধারণ কয়েদীদের সাথে সশস্ত্র প্রহরী তাদের পাশে থেকে মার্চের তালে তালে পদাঘাত করছে। পিছনে তাকাতে বারন করা হয়েছিল। তবুও আমি সাহস করে মাঝে মাঝে পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখতাম। কয়েদীদের দেখে আমি প্রাচীন কালে বন্দী দাসদের কথা ভাবতাম। আমার পূর্ব পুরুষেরা মিশরের ফরৌণ শাসন কর্তাদের অধীনে দাস্য কর্ম করত।

আমরা পুরুষ ও মহিলা কয়েদীরা একত্রে বাঁধ নির্মান করতে ছিলাম। আমাকে মাটি কেটে একটা ঠেলা গাড়ি ভরতে হত। মাটি ভরা হলে প্রত্যেক বার ঠেলা গাড়িটাকে একজন পুরুষ কয়েদীকে দুইশ গজ পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে যেতে হত, তারপর একটি খাঁড়া ঢালু প্রাচীরের বাঁধে মাটি ফেলতে হত। পুরুষ লোকটা একবার মাটি ফেলে আরো মাটির জন্য ফিরে আসত ঠেলা গাড়িটা নিয়ে। পুরুষ কয়েদীদের কাজ আমাদের চেয়ে বেশী কঠিন ছিল। কিন্তু প্রথম প্রথম কয়েকবার ঠেলা গাড়ি ভর্তি করে দেওয়ার পর যখনই ক্লান্তি বোধ করতাম এবং ভারী শাবল দ্বারা মাটি কেটে তুলতে কষ্ট বোধ করতাম তখনই আমি পুরুষ লোকটাকে রেখে কাজ বাদ দিয়ে একা বিশ্রাম নিতাম।

কাজ করার জন্য একজন মহিলা এবং একজন পুরুষ এভাবে অনেকগুলি দলে আমাদের ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। এবং কোন দল কতটুকু কাজ করতে পেরেছিল তা তদারকী করার জন্য প্রত্যেক দলের সাথে একজন প্রধান পর্যবেক্ষণ সহকারী থাকত। নিয়ম মাফিক বাঁধটা প্রতিদিন আট ঘনমিটার উচুঁ করতে হতো। মাত্রাধিক কঠোর পরিশ্রমের পর যদি আমরা নির্ধারিত পরিমান উচুঁ করতে পারতাম, তাহলে পরের দিন আগের দিনের মত অতগুলি গাড়ি মাটি ভরতে হত। যদি আমরা আমাদের কাজের নির্ধারিত মাত্রা পুরণ করতে না পারতাম তাহলে আমাদেরকে শাস্তি দেওয়া হত।

তদারক কারীরা কয়েদীদের আস্থা ভাজন ছিল। তাদেরকে বিশেষ রেশন দেওয়া হত। এমনকি কিছু অগ্রীম প্রদান করা হত। তাদের একটু পরিমান কাজ ও নিজেদের করতে হতো না। জীবন ও মৃত্যুর উপর ক্ষমতা নিয়ে তারা কয়েদীদের শাসন করত। কমান্ডার রিনা যথাসাধ্য পূর্ণ ক্ষমতায় তাদের নিয়ন্ত্রন করত ও শাসন করত।

প্রত্যেক দলেই একজন পুরুষ ও একজন মহিলা থাকত। একজন সহকর্মীর সাথে কথা বলা নিষিদ্ধ ছিল এবং অন্য সবরকম মানবীয় আচার আচরন ও নিষিদ্ধ ছিল। ঝুকি নিয়ে ওদের নিষেধ ও শাস্তির পরোয়া না করে যখন আমি ঠেলা গাড়ি মাটি ভরে দিতাম, তখন আমার সহকর্মীর সাথে কিছু আনন্দদায়ক কথা বলতাম, এবং বাইবেলের কিছু পদ শুনাতাম। আমার সহচর পুরুষ কয়েদীটা আমার দিকে তাকাত এবং আকস্মিক ভয়ে অথবা বিস্ময়ে চমকিয়ে উঠত। তারপর সেই ঠেলা গাড়িটা ধরত এবং নীরবে গাড়িটা ঠেলে ঠেলে নিয়ে যেত। তারপর অন্য একজন পুরুষ আসত অন্য একটা ঠেলাগাড়ি নিয়ে মাটি ভরে নিত। এভাবে অন্য জন--আবার অন্য জন এবং অন্য ঠেলা গাড়ি।

আমার সাথে চতুর্থ বার যার কাজের পালা আসল সে লোকটা বলল, "কাউন্ট রাকোসি তোমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে তোমার বাক্যের জন্য এবং সে জানতে চায় তুমি কে?

দেখতে গ্রাম্য চাষীর মত লোকটা ট্রানসিল ভেনিয়া হতে আগত হাংঙ্গেরীয় বংশোদ্ভুত অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক ছিল। হারস্‌বুর্গের শাসন দিনের শতবৎসর ধরে রুমানিয়ার প্রদেশ গুলোতে হাঙ্গেরীদের নির্বাসন করা হত। আমি এতই আশ্চর্য হলাম যে, আমার কাজ থেমে গেল।

ঃ "সাবিনা কাজ আরম্ভ কর! উঠ! তুমি কারনারের মধ্যে একটি শব্দ শুনে বুঝতে পারলাম এটা কমান্ডার রীনার কণ্ঠস্বর। ওর সাথে রাত কাটাতে চাও?" মাত্র বিশ গজ দুর থেকে সে চেঁচিয়ে আমাকে ডাকল।

আমি উত্তেজিত হয়ে আবার মাঠে মাটি কাটকে শুরু করলাম। মাটি কেটে ঠেলা গাড়িতে ভর্তি করে দিলাম, পুরুষ সহকর্মী কয়েদীটা গাড়িটা তুলল এবং ঠেলে নিয়ে দ্রুত ছুট গেল।

কারসার' শব্দটি ছিল এমন একটি শব্দ যা শুনে শরীরের রক্ত হিম হয়ে যেত। কারসার হল ছয়ফুট উচু এবং আড়াই ফুট চওড়া একটি বাক্সের নাম। আর দুই পাশে সুচালো পেরেক থাকত। সারারাত না ঘুমিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। একটু ঝিমুনি এসে একপাশে একটু নেতিয়ে পড়লেই পেরেকের খোঁচা খেতে হত। তাই ঘুমানোর উপায় ছিল না। নড়াচড়ার কোনও উপায় ছিল না । পরের দিন আবার কাজ করতে যেতে হত এবং ভাল ভাবে পুরা কাজটা করতে না পারলে আবার রাতে ঐ শাস্তিটা পেতে হত। খাল প্রকল্পের বন্দীদের জন্য ইহা ছিল নিয়মিত শাস্তি।

দুপুরে আমাদেরকে এক পাউন্ড রুটি দেওয়া হত এবং তার সাথে একটু স্যুপ দেওয়া হত। ইহা জিলাভা থেকে একটু উন্নত ব্যবস্থা। জিলাভাতে থাকা অবস্থায় আমরা আশা করেছিলাম খাল খনন প্রকল্পের শিবিরে যেতে পারলে অনেক উন্নত খাবার পাব কিন্তু আমাদের সেই আশা আমাদেরকে উপহাস করল। আমাদেরকে ঐ ভাবে বিরামহীন ভাবে সূর্য ডোবা পর্যন্ত কাজ করতে হত।

আমার চারপাশে একরকম অতিশয় কৃশকায় শ্রমিকদেরকে দেখে দেখে, আমি একজন অভিজাত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিকে চিনতে পারিনি। বরং একজন গ্রাম্য চাষা বলে মনে

নিয়েছিলাম; এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। ইহা পরবর্তীতে কাউকে বলা কঠিন ছিল। সকলেই তালি দেওয়া এবং ছেঁড়া কাপড় পড়ত। সকলের মুখমন্ডলে একই রকম ভাব বা অভিব্যক্তি প্রকাশ পেত। ভীত সন্ত্রস্ততার কারণেই এহেন অবস্থা ঘটত।

এমনকি বন্দী শিবিরে আমাদের সাথে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কিছু সাংবাদিক, কয়েকজন ছিলেন ধর্মযাজক অথবা ব্যবসায়ী, অথবা উচ্চ পদস্থ বেসামরিক কর্মকর্তা। এখন চোরদের থেকে, একজন লম্পট নারী পাচারকারী দালাল থেকে, এবং সম্বলহীন নিঃস্ব লোকদের থেকে তাদের আলাদাভাবে চেনা মুশকিল। কারণ তারা এদের সাথে একই রকম অবস্থায় একই কাজ করছেন।

আমরা আরও চার ঘন্টা কঠোর পরিশ্রম করলাম। আলো কমে এসেছিল। এবং বড়সারির লোকদেরকে শিবিরে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করা হল। ফেরার পথে কয়েদীরা শারীরিক ও মানসিক ভাবে ভেঙ্গে পড়েছিল। একজন আমার পাশে ঢলে পড়ল। কোন কথা না বলে দুইজন শক্তিশালী পুরুষ তাকে কাধেঁ তুলে নিয়ে চলে এসেছিল। একজন বৃদ্ধ মহিলাকে শিশুর মত পিঠে বহন করে আনতে হল। পা-দুটি নাড়াতে তার কষ্ট হত। তার অবশ পা হঠাৎ ছিঁড়া নেকড়া দিয়ে বেধেঁ রাখা হল। সারির সামনে একটা গোলমাল শুরু হল। একজন মানুষ পড়ে গেছে এবং উঠতে পারছে না। সে ক্লান্তি ভরে রাস্তার পাশ দিয়ে টলতে টলতে চলছিল। অসন্তোষ ভরে বিড়বিড় করে প্রসস্থ কাধঁ তিনজন ব্যক্তি তাকে কাধেঁর উপর তুলে নিয়ে শিবিরে ফিরে আসল। ঠান্ডা বাতাসের প্রবাহ তখনো বন্ধ হয়নি।

গেটের কাছে প্রধান প্রহরী পুনরায় চেঁচিয়ে বললেনঃ " ২০০০ দস্যু কি ফিরে এসেছে?"

আমাদের ফিরতে রাত হয়েছে। অন্ধকার, তবুও পশ্চিম আকাশে তখনো উজ্জ্বল লাল আভা রয়েছে।

কোটটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে উৎফুল্ল ভাবে গার্ডদের একজন বললঃ আহ! কি সুন্দর বাতাস! প্রাণটা জুরিয়ে যাচ্ছে।

আমি শীতে প্রচন্ড ভাবে কাঁপতে ছিলাম। এত ঠান্ডা লাগছিল যে, হাড়ের ভিতরেও কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল। আমার হাত পা ঠক ঠক করে কাঁপতে ছিল এবং ঠান্ডায় কন্ঠ রোধ হয়ে এসেছিল।

সে সময় গেটের সামনে পশুর পালের মত গাদাগাদি করে জড়ো হয়ে আমাদের অপেক্ষা করতে হয়ে ছিল। সারির প্রথমে যে ছিল তাকে জোর করে ঠেলেঠুলে ভিতরে প্রবেশ করানো হল। আমরা সবাই শিবিরের ভিতরে তাড়াতাড়ি প্রবেশ করার জন্য সানের জন্য ঠেলছিলাম, কারণ বাইরে প্রচন্ড শীত ছিল।

অবশেষে আমরা যখন শিবিরের ভিতরে প্রবেশ করলাম তখন উচ্চ কন্ঠে ঝগড়া ও চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। রাস্তায় বেশ্যা যেসব মেয়েদের আমাদের সাথে রাখা হয়েছিল তাদের একজন শিবিরে ফিরে এসে দেখল, সে তার তোষকের নিচে কিছু জিনিস রেখে

গিয়েছিল, সে গুলি নাই। এ নিয়ে সে কান্না জুড়ে দিল। এবং চেঁচিয়ে গালাগালি করতে থাকল।

ঃ 'চোর কোথাকার৷ উপজাতি যাযাবর মেয়েরা সবাই চোর। আমি বেশ্যা হতে পারি, কিন্তু অন্যের জিনিস তার কাছে না বলে চুরি করে নিই না। ওরা বেশ্যাদের চেয়েও জঘন্য।'

মেয়েটার কথা শুনে যাযাবর উপজাতি, মেয়েদের তানিয়া জবাব দিল-ঃ "আমাদের মধ্যে হতে কেউ চুরি করতে পারে--- তবে আমরা তোদের মত বেশ্যার জাত নই-নিজের স্বামী ছাড়া অন্য লোকের সাথে শুয়ে পড়া-ছি-ছি কি জঘন্য! আমরা চোর হতে পারি, তোদের মত জঘন্য নই-আমরা আমদের স্বামীর সাথে ঘুমাই,' তোদের মত টাকার বিনিময়ে সবার সাথে মিলিত হই না"।

লিসা নামের একজন বেশ্যা মেয়ে চেঁচিয়ে উঠল এবং তানিয়াকে উপহাস করে বললঃ "তোমরা কার সাথে ঘুমাও? আপন ভাইয়ের সাথে, তাই না? তোমরা যারা যাযাবর, তারা তো একই তাবুর ভেতর ভাই, বোন, মা, শ্বাশুড়ী, ননদ সবাই একত্রে ঘুমাও, তখন ....."।

লিসা ঘৃন্য উপহাসের অবতারণা করে কক কক করে হাসতে লাগল।

তানিয়া রেগে গিয়ে বলল " আমরা কি ভাবে জীবন যাপন করি এবং কার সাথে কি রকম আচরণ করি তা নিয়ে কথা বললো না। আমাকে আচরণ শিক্ষা দিতে হবে না। আমি চুরি করেছি ভাল কথা, চুরি করা জিনিস আমি ফিরিয়ে দিতে পারব, কিন্তু তুই তো খুনি-প্রতিহিংসা বশতঃ নিজ স্বামীকে খুন করেছিস, তুই কি যে প্রাণ নিয়েছিস সে প্রাণ ফিরিয়ে দিতে পারবি?"

এই লিসা নামের মেয়েটা নিজ স্বামীকে শর্টগানের গুলিতে হত্যা করেছিল। ওরা ঝগড়া করতে করতে অনেক অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ করতে শুরু করল। একজন আর একজনের নৈতিক বিষয়ে নিয়ে অশ্লীল বিদ্রুপ ও তর্কাতর্কি জুড়ে দিল। আমি সে সব বিশ্রী শব্দ শুনা থেকে বিরত থাকতে কান বন্ধ করে রইলাম।

তানিয়া আমাকে উপহাসের ভঙ্গিতেই বলতঃ "আমরা উপজাতী মেয়েরা যারা চোর, তাদের নৈতিক চরিত্র খারাপ এটা বিশ্বাস করো না। আমি স্পষ্টভাবে চুরি করার বিপক্ষে? "

আমি সর্তকতার সাথে তার হৃদয়ের অবস্থা জানা চেষ্টা করলাম। আমি তার ভাল দিকটা বুঝতে চাইলাম। কমিউনিজমের গন্ডী থেকে বের হতে অনেক ইহুদী, এবং শরণার্থীরা রুমানিয়া ছেড়ে চলে যেতে ছিল।

আমি তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে সে আমার দিকে ঘৃনা মিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলতঃ 'আমরা সবাই এই আস্থাকুড়ে থেকে বের হওয়ার এবং আমার এক প্রেমিক বন্ধুর সাথে মিলিত হওয়ার অপেক্ষায় আছি। কমিউনিস্টরা তাকে ধরতে পারেনি। ঐ সব কমিউনিস্টদের আমি দেখিয়েদেব যে, আমরা কি করতে পারি।' একদম না থেমে তানিয়া তাদের গুপ্ত আস্তানার বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, এবং রোমাঞ্চকর কথা বকবক করে বলে চলল।

আমি তার মা-বাবার বিষয়ে জানতে চাইলাম।

ঃ 'ও ! আমার মা-বাবার বিষয়ে জানতে চাইছেন?'

তানিয়া ঠোঁট বাঁকা করে অবজ্ঞার ভাব-দেখাল, যেন বাবা-মা-এ প্রসঙ্গে কথা বলা আর পরিত্যক্ত ভাঙ্গা আসবাব পত্রের বিষয়ে কথা বলা একই রকম অর্থহীন।

ঃ 'তারা ছিল বাজে একটা জুটি! আমার মা দেখতে কম বয়সী বালিকার মত ছিল। তাই সে অন্য পুরুষকে গ্রহন করে, তারপর আমাকে প্রসব করে, মার স্বামী চলে যায়। তারপর মাতাল একলোকের সাথে জুটি বাধেঁ সে তাকে প্রতিরাতেই প্রহার করত।'

তানিয়া ঝাল-মরিচ-লবন মিশিয়ে বিভিন্ন ঢঙ্গে তার জীবনের অশ্লীল কিচ্ছা-কাহিনী শুনাল। কথা বলতে বলতে এক সময় তার কথায় এমন বিশ্রী বিষয় আসল এবং এতই নোংরা শব্দ ব্যবহার করতে লাগল যে, বাধ্য হয়ে কান বন্ধ করে রাখতে হল। তার প্রতি আমার দয়া হল। আমি তার হৃদয়ের অনুভুতির একটা মাত্র সুত্র স্পর্শ করার চেষ্টা করলাম যাতে আমি ভালবাসার ও চেতনার বাংকার দিয়ে আত্মিক উপলব্ধির প্রতিধ্বনি তুলতে পারি।

তানিয়ার বোন জামাই এর সাথে ওর গভীর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ওর বয়স তখন বার বৎসর। ওর বোন এবং বোন জামাই যে বিছানায় ঘুমাত তাকেও সেখানে ঘুমাতে হত। তাই এরকম কিছু ঘটেছিল। ও পাঁচ বছর বয়স থেকেই চুরি করার অভ্যাসটা শিখে ফেলে।

অন্য আর একদিন সে বললঃ

'পুলিশেরা একবার আমাকে ধরে মারতে, মারতে চুরি করি কেন জিজ্ঞাসা করেছিল আমি বলে দিয়েছিলাম। তোমরাও চোর, তোমরা কৃষকদের জমি কেড়ে নিয়েছ, সব ঘর দখল করেছ, এবং দেশের অনেক অনেক জিনিস। আর এখন তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন চুরি করি? আমাদের মত অবস্থায় থাকলে বুঝতে কেন আমরা চুরি করি। তোমাদের উচিৎ শীত গ্রীষ্ম সব সময় বুখারেস্টের ব্রিজ গুলোর নিচে রাত কাটানো। তারপর এসে আমাদের বল কেন চুরি করব না।' একথা বলেই তানিয়া হাসতে লাগল। কর্কশ ভাবে মুখ খিচিঁয়ে। তারপর আবার বললঃ 'ওহ ! সে দিন পুলিশেরা আমাকে মারতে মারতে প্রায় খোঁড়া বানিয়ে দিয়েছিল। মুখের উপর বুট জুতা দিয়ে লাথি মেরে আমার সামনের দাঁতগুলি ফেলে দিয়েছিল। তারপর নতুন দাঁত লাগিয়েছি।' তানিয়া দাঁত বের করে আমাকে দেখাল।

ওর পাশে অন্য যেসব মেয়েরা ছিল, তারা ওর প্রতি সহানুভুতি দেখাল এবং ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল; এজন্য ওর চোখ আনন্দে ও গর্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

জোয়ানা নামের তুলতুলে নরম চেহারার মেয়েটি বলে উঠল ঃ " ওয়্যান্ডার ফুল! সত্যি বিস্ময়কর তোমার কাহিনী ! আমি হলে কখনো ও রকম সাহস দেখাতে পারতাম না।"

অন্য মেয়েরা ওর কথায় আমার সমর্থন পাবার জন্য আমার দিকে তাকাল।

আমি বললাম ঃ "তানিয়া তুমি বিরাট সাহস দেখিয়েছ। তোমার শক্তি, সামর্থ এবং বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দিয়ে তোমার নিজের জন্য এর চেয়ে ভাল অনেক কিছু করতে পার। কেবল তোমার বাবা-মা বাজে ও জঘন্য হওয়ার কারণে তোমারও সেরকম হতে হবে তা ঠিক নয়। এমন অনেক বিখ্যাত মানুষ রয়েছেন, যাদের বাবা-মা ছিল বাজে অথবা বাবা-মা পরিত্যক্ত অবস্থায় অসহায় এতিমের মত বড় হতে হয়েছিল। তবু তারা পরে অনেক বড় ও বিখ্যাত ব্যক্তি হয়েছিলেন। যদি তোমার মনকে সঠিক পথে পরিচালিত কর, তাহলে সম্ভবতঃ তুমি ও বিখ্যাত মহৎ ব্যক্তিদের মত হয়ে উঠতে পারবে। "

আমার কথা শুনে তানিয়া বলল ঃ "আমাকে বলুন, বিখ্যাত হতে আমাকে কি করতে হবে? তবে আমাকে ভুল কোন পরামর্শ দিবেন না। আমাকে চুরি করার অভ্যাস ছাড়তে বলবেন না। আমি চুরি করাটা পছন্দ করি। ইহা আমার জীবনের অংশ। জন্মগত ভাবে আমার জীবনের অংশ, চুরির মধ্যে দিয়েই আমার জন্ম হয়েছে।"

জানি ওকে বুঝালে কোন লাভ হবে না, তবুও একটা উদাহরণ তুলে ধরলাম ওর সামনে "একজন বিখ্যাত লোক প্রথম জীবনে ছিলেন একজন প্রতারক, এবং অবৈধভাবে লোকজনদের কাছে থেকে ঘুষ আদায় করত। তার নাম ছিল মথি। কিন্তু যখন সে প্রভুর দেখা পেল তখন তার মনের মধ্যে এতই আলোড়ন শুরু হয়ে গেল যে, সে মন্ত্র মুগ্ধের মত প্রভুর পিছনে চলল তার সব কিছু ফেলে এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের একজন প্রিয় শিষ্য হয়ে উঠলেন। একজন প্রতারক চোর একজন সাধু ধার্মিক হয়ে উঠলেন। মণ্ডলীর তাড়নাকারী একজন ব্যক্তি খ্রীষ্টের সুসমাচার লেখক হয়েছিলেন আজ সারা পৃথিবীতে তার লেখা সু-সমাচার পঠিত হচ্ছে।"

আমার কথা শুনে তানিয়া উপহাস করে বলল ঃ " আমাকে বলুন শিষ্য, সাধু ধার্মিক, এসব শব্দ আমি কোথায় খুঁজে পাব? এসব সুন্দর শব্দ চুরি করতে আমার ইচ্ছে করছে।"

গুরুতর অপরাধে দন্ডিত ও রাজনৈতিক কারণে বন্দীদের মধ্যে প্রায় যোগাযোগ ছিল না। (ধর্মীয় উদ্দ্যেশে আটককৃত লোকদের রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে ধরা হত।) গুরুতর অপরাধে দন্ডিত কয়েদী মহিলাদের বন্দী শিবিরের একক রুমের প্রধান বানানো হত। এবং কয়েদীদের দেওয়া কাজের নির্ধারিত মাত্রা পুরা করছে কিনা তা তদারক করার দায়িত্ব ও দেওয়া হত এসব দাগী অপরাধী মহিলাদের। এসব মহিলাদের বন্দী শিবিরের কর্তৃত্ব দিয়ে আটককৃত মধ্যবিত্ত ও উচ্চ বিত্ত পরিবারের বন্দী লোকদের জীবন দূর্বিসহ করে তোলা হচ্ছিল। চোর, বেশ্যা মেয়েরা তাদেরকে বিদ্রুপ করে 'ম্যাডাম' ডাকত। রাজনৈতিক বন্দীরা তার পাশের রুমের মহিলাদের সাথে কোন সম্পর্ক করতে চাইত না, এমনকি সেরকম চেষ্টা ও করতে পারত না। আমি বেশ কয়েকটা দিকে ওদের কাছে কালো তালিকায় চিহ্নিত ছিলাম।

কারনা-ভোদা নামকরা লোকদের দ্বারা পূর্ণ ছিল। ফ্যসিবাদী মহিলাদের নিয়ে কাজ করার একটা দল তৈরী করা হয়েছিল। সে দলের প্রধান ছিল মিস্ কডরিয়্যানু। এই মহিলার স্বামী কডরিয়্যানু ছিলেন আয়রন গার্ড। একটি বই এ অহংকারের সাথে তিনি উল্লেখ

করেছিলেন, ' আমি কখনো ইহুদীদের হাতের সাথে হাত মিলাই না। এমন কি কোন ইহুদী দোকানে ও যাই না।'

কমিউনিস্টদের কারণে সেই আয়রন গার্ডের স্ত্রী আজ ইহুদী মহিলাদের সাথে বন্দী দাসী হয়ে আছে। কিন্তু স্বভাবের পরিবর্তন হয়নি।

এই সব গার্ডেরা এক সময়ের অভিজাত মহিলাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করত। সহবন্দীরা তাদেরকে আক্রমন করত। কিন্তু তাদের উৎসাহ ছিল। কারণ আমি তাদের ভালবাসা দেখিয়েছিলাম, এবং তার সাথে সহানুভুতি দেখানোর চেষ্টা করেছিলাম।

রাজবন্দীদের স্ত্রীগণ এবং অন্যান্য মহিলা যারা রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন তাদের মধ্যে পৃথিবী কোন্ ভাবে চলছে সে বিষয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা চলত।

তাদের একজন আমাকে বলেছিলঃ 'ভবিষতের একটা পরিকল্পনার কথা ভাবতে ভাবতে আমি সারা রাত জেগে থাকি-তুমি কি শুনবে আমার পরিকল্পনাটা কি?

প্রথমে একটা পরিপূর্ণ সেনা বাহিনী গঠন করতে হবে। তাদের সবার ইউনিফরম রয়েল ব্লু রং এ.....'।

আমি বললামঃ 'তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ---ভবিষতের বিষয়ে তোমার আর কোন পরিকল্পনা তৈরী করার প্রয়োজন নাই। যদি সব ইউনিফরম রয়েল ব্লু রং এর হয় তাহলে যথেষ্ট হবে, এইতো....'।

আমি বাচাল মহিলাটিকে থামিয়ে দিলাম। কিন্তু মাঝে মাঝে যেসব লোকদেরকে বোকা মনে হত বা সম্পূর্নভাবে পাজি মনে হয় তারাও কোন কিছু শিক্ষা দিতে চাইত। একজন অর্থডক্স সিস্টার আমাদের শিবিরে ছিল, সে বেশ্যা হয়ে গিয়েছিল শপথ করে বিভিন্ন আকর্ষনীয় কাহিনী শুনাত এবং যাযাবর উপজাতীয় মেয়েদের মত চুরি করত।

আমি তাদের বলতাম যেঃ 'তোমরা যা করছ সে বিষয়ে ভেবে দেখ- একবারও কি ভেবে দেখেছ তোমাদের পাপ থেকে কিভাবে মুক্তি পাবে'?

আমার কথা শুনে সে হাসত। 'একজন সাধু-সন্যাসী আমাকে শিক্ষা দিয়েছিল কিভাবে পাপ এবং পাপের বিচার থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। আমি তার দেওয়া উপদেশের মধ্যে থেকে দুটো আদেশ পালন করেছি কোন প্রকার ত্রুটি না করেই। এক "কখনো অন্যের বিচার করো না বা অন্যের দোষ ধরো না।" দুই, "সবাইকে ক্ষমা করো।" আমি কখনো অন্যের দোষ ধরি না। আমার প্রতি যারা অন্যায় করেছে আমি তাদের সবাইকে ক্ষমা করেছি। তাই আমিও আশা করি ঈশ্বরও সব অপরাধ ক্ষমা করতে বাধ্য থাকবেন।

বেশ্যা মেয়েটার এই কথাটা ধর্মতত্ত্বের সর্বোত্তম শিক্ষা নয়। তবুও এমন আকর্ষনীয় তত্ত্বপূর্ণ কথা শুনে আমি পুলকিত হতাম। কারণ সে দাবী করে তার জীবনে যত কিছুই ঘটুক না কেন সে এখনো সতী আছে এবং পরিপূর্ণ ধার্মিক।

এক সময়ে নিবেদিত কমিউনিস্ট মহিলাদেরকে পাটির ধারা ও নেতৃত্ব পাল্টানোর কারণে অথবা ষড়যন্ত্র মুলক ভাবে বন্দী করা শুরু হল। ১৯৫১ সালে বন্দী শিবির এবং জেলখানা গুলোতে আরো বেশী কমিউনিস্ট মহিলা আর্বিভুত হলেন। আমি কার্ণাভোদাতে মারিওরা দ্রাগোয়েসক্যু নামের এক মহিলার দেখা পেয়েছিলাম। পূর্বের কমিউনিস্ট শাসনামলের বিপ্লবের নেতৃত্ব দেয়ার অপরাধে তাকে বন্দী করা হয়েছে। এখন তারই সহবিপ্লবী এক কমরেড পাল্টা বিপ্লবে অংশ গ্রহনের অপরাধে তাকে বন্দী করে অন্যান্য কয়েদীদের সাথে কাজ করতে বলপ্রয়োগ করছে। বাধ্য হয়ে তাকে কাজ করতে হচ্ছে নিম্ন মানের মহিলাদের সাথে।

অথচ একসময় এই মারিওরা কমিউনিস্ট আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য কঠোর সংগ্রাম করেছিলেন, বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বিশাল র্মাকসবাদী সমাজ ব্যবস্থা কোনঠাসা হয়ে পড়েছিল। এইসব সাবেক কমিউনিস্ট কর্মীদের জন্য এক বিরাট বন্দী শিবির ছিল মিসলিয়া কারাগার। এখানে মারিওরাকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। তার সাথে ছিল দুইমাসের শিশু সন্তান। এই শিশু সন্তানের লালন পালনের অধিকারী থেকেও তাকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। নিষ্ঠুরভাবে তার বুক থেকে বাচ্চাটাকে কেড়ে নিয়ে রাষ্ট্রীয় অনাথ আশ্রমে রাখা হয়েছিল। মারিওরা জানতে পারেনি আর কোন দিন বাচ্চাটাকে দেখতে পাবে কিনা!

মারিওরা জর্জ ক্রিসটেস্ক্যু-কে দেখে সমবেদনা অনুভব করল। বাহাত্তর বছর বয়স্ক এই বৃদ্ধলোকটিকে আমাদের পাশা পাশি মাঠে কাজ করতে হয় সকাল থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সারাদিন প্রচন্ড রৌদ্রের মধ্যে। কখনো বা তুষারের মধ্যে এবং বৃষ্টির মধ্যেও। এই জর্জ ক্রিসটেসক্যু রুমানিয়াতে কমিউনিস্ট পাটির তিনিই ছিলেন সেক্রেটারী জেনারেল। ১৯০৭ সালে সাম্যবাদী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য তাকে ই প্রথম কারাদন্ড দেওয়া হয়।

মাঝে মাঝে আমি মাটি কেটে তার ঠেলা গাড়ি বোঝাই করে দিতাম। বৃদ্ধ লোক বুক দিয়ে মাটি বোঝাই গাড়িটি ঠেলে নিয়ে যেত। পিচ্ছিল কাদার উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেয়ে বুক দিয়ে ঠেলে নিয়ে যাওয়াটা তার জন্য সহজ ছিল। মনে পড়ে রিচার্ড গ্রেফতার হবার আগে বলেছিল, একজন অত্যাচারী শাসকের অধীনে কারাগারই সবচেয়ে সম্মানজনক জায়গা। একথাটি আমি তাকে বললাম। তার মুখে মধুর হাসি ফুটে উঠল। গার্ড চিৎকার করে উঠল, সে তাড়াতাড়ি করে এগিয়ে গেল। পরদিন যখন আমরা একত্র হলাম তখন ফিসফিস করে বললাম, "আমি দুঃখিত, আমার কথার জন্য আপনাকে অনেক কষ্ট পেতে হল"। একথা বল না। এটা অনেক দিন পর আলাদা কোন বাদ্য শোনার মত।

মিস্ নেইলেসক্যু ছিলেন ক্লাজ এর ধর্ম তত্ত্ব সেমিনারীর একজন প্রফেসরের স্ত্রী। তিনি একবার বলেছিলেনঃ 'তোমরা কিভাবে এসব চিন্তা করে সুখী হতে পার, কিভাবে প্রার্থনায় ব্যস্ত থাকতে পার? আমি পারি না। আমি কোন একটা কবিতা মনে করার চেষ্টা করি। কানের মধ্যে প্রবেশ করে গার্ডের চিৎকার চেঁচামেচি। আমি কোন কিছুতে পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারি না। আমি আমার কোন কিছু শৃংখলার মধ্যে নিয়ন্ত্রন করে রাখতে পারি না।

অভিজাত সমাজের সৌখিন যেসব মহিলা বন্দী ছিলেন, তাদের অবস্থা ছিল আরো বেশি করুণ। বন্দী শিবিরে অন্যান্য মহিলাদের চেয়ে তাদের জন্য একটু বেশিই কঠিন ছিল শিবিরের নোংরা পরিবেশে নিজেদের খাপ-খাওয়াতে। তাদের জীবনটা দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল। পার্থিব জীবনের অনেক আনন্দ ও বিলাসিতা হারিয়েছিল তারা।

কাজের শেষে সব মহিলারা ধর্মীয় কারণে বন্দী মহিলাদের নিকটে এসে জড়ো হত। এবং বাইবেল বিষয়ে জানতে চাইত। বাইবেলের শব্দ গুলি তাদের জীবনে আশা এনে দিত। তাদের মনে শান্তি ও আরাম এনে দিত।

আমাদের কাছে কোন বাইবেল ছিল না। আমরা নিজেরা ও বন্দী শিবিরের ক্লান্তিকর জীবনে একটু সান্ত্বনা ও প্রশান্তির জন্য একটা বাইবেল পেতে মনে মনে তীব্র আকাংখা করতাম। বাইবেলটা সে সময় প্রতিদিনের খাবারের চেয়েও বেশি আকাঙ্খার বস্তু ছিল আমাদের কাছে। আমি কত আকুল ভাবেই না ভাবতাম যে, পুরো বাইবেলটা যদি আমার মুখস্থ থাকত! আমরা যতটুকু জানতাম এবং বাইবেল যতটুকু মনে রাখতে পেরেছিলাম তাই প্রতিদিন পূনঃরাবৃত্তি করে শুনাতাম। বার বার প্রায় একই পদ ও একই রকম কাহিনী শুনে মহিলারা বিরক্ত হত না, কারণ প্রতিদিনই তা থেকে নতুন কোন শিক্ষা ও তত্ত্ব বেরিয়ে আসত আমার অজান্তেই। বন্দী শিবিরে আমরা রাত্রী জাগরণী প্রার্থনা সভাও করতাম। আমাদের শিবিরে নতুন কোন বন্দী আসলে আমরা বাইবেলের যতগুলি পদ মুখস্থ জানতাম, তা থেকে তাদেরকে শিখাতাম। তারা আবার অন্য বন্দী শিবির অথবা জেলখানাতে স্থানান্তরিত হত। আমাদেরকেও এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেয়া হত। এভাবে সারা রুমানিয়ার সকল বন্দী শিবির ও জেলখানাতে অলিখিত বাইবেল ছড়িয়ে পড়ল।

আমি প্রায়ই ধ্যান করতাম। ধ্যান অবস্থায় রির্চাডের সাথে কথা বলতাম। সে সময় রির্চাড নিঃসঙ্গ অন্ধকার কারাগারে কাল কাটাতে ছিল। আমার ও রির্চাডের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান ছিল। তবু আমি ধ্যান মগ্ন অবস্থায় তার স্পর্শ পেতাম। সে আমার কাছে সংবাদ পাঠাত। আমি নিঃশ্চিত যে আমি যে মুহূর্ত্বে ধ্যানমগ্ন হয়ে তার দেখা পেতাম, সেও ঐ মুহূর্ত্বে আমার চিন্তা চেতনা ও আবেগকে এবং আমার আত্মার উপস্থিতিকে তার নিঃসঙ্গ অন্ধকার কারাকক্ষে টের পেত। রিচার্ড চৌদ্দটা বছর আমার কাছ থেকে শারীরিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে জেলখানায় কাটিয়েছে সে সময় গুলোতে এ রকম ঘটনা বার বার ঘটত যে, আমি ধ্যান মগ্ন হয়ে ওর উপস্থিতি টের পেতাম। আমার তখন বাস্তব মনে হত। মনে হত রিচার্ড বুঝি সত্যি সত্যি আমার পাশে উপস্থিত হয়েছে। ১৯৫৩ সালে আমার মুক্তি হওয়ার কয়েক মাস পরে একদিন আমার বাইবেলে আমি একটা নোট লিখেছিলাম- ঃ আজ রিচার্ড আমার কাছে এসেছিল; আমি যখন বাইবেল পড়তেছিলাম তখন পাশে ঝুকে দাঁড়িয়ে ছিল। (এটা সম্পূর্ন রূপে আমার ধ্যান-মগ্ন অবস্থার দৃশ্য; কিন্তু সেই সময় আমার কাছে রিচার্ডের উপস্থিতি বাস্তব মনে হয়েছিল।)

রিচার্ডকে কোন শ্রমিকদের শিবিরে পাঠানো হয় কিনা এ ভাবনাটা আমাকে সব সময় বিমর্ষ করে রাখত; কারণ শ্রমিক শিবিরে যে কি নিদারুন কষ্ট তা আমি জানতাম। অত কঠোর পরিশ্রমে কি ভাবে রিচার্ড টিকে থাকতে পারবে? বন্দী হওয়ার পূর্বে ওর তেমন কাজ

করার অভ্যাস ছিল না। কেবল লেখা-লেখি প্রচার কাজেই ও বেশি অভ্যস্থ ছিল। ওর সমস্ত শক্তি এদুটো কাজেই ব্যয় করত। একবার যখন একজন মহিলা এসে বলল যে, রিচার্ড মরে গেছে তখন আমি বিশ্বাস করতে পারিনি।

খাল খনন প্রকল্পের বন্দী শিবিরে অন্য কোন বন্দী শিবির অথবা জেলখানা থেকে নতুন কোন লোক আসলেই আমি তাদের কাছে রিচার্ডের কথা জিজ্ঞাসা করতাম। রিচার্ডে কথা কারো কাছে জিজ্ঞাসা করার আগে আমার হৃদয় টিপ টিপ করতঃ এই ভেবে যে, তারা যদি রিচার্ডের বিষয়ে ভুল কোন সংবাদ দেয় আমাকে! সে ভুল সংবাদ শুনে যদি আমার অন্তরে মন্দ কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় ! কিন্তু যত জনের কাছেই জিজ্ঞাসা করেছি, তারা বলেছে যে, রিচার্ডের বিষয়ে কিছুই জানে না। তারপর একদিন ভ্যাকারেস্তি থেকে তিনজন মহিলা এসে আমাদের শিবিরে উপস্থিত হল। ভ্যাকারেস্তি শিবিরে অসুস্থ, দুর্বল বন্দীদের নিয়ে রাখা হয়। রিচার্ডের বিষয়ে জানার এমন অদম্য আগ্রহ ছিল যে, যেখান থেকে নতুন যেই আসত তাকেই আমার কাছে পোষ্ট ম্যানের মত মনে হত। মনে হত এই লোকটিই বুঝি রিচার্ডের খবর নিয়ে এসেছে। আমাদের শিবিরের সবাই নতুন আগমনকারীদের কাছে সাধারণভাবে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতাম এই আশায় যে, হয়ত আমাদের আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু-বান্ধব যারা বন্দী আছে তাদের কোন সংবাদ পেতে পারি। আমাদের শিবিরের অন্যরা তাদের কয়েকজন আত্মীয়ের সংবাদ জানতে পারল, নতুন আগমনকারী বন্দীদের কাছ থেকে, কিন্তু কেউ রিচার্ডের বিষয়ে কিছুই শুনেনি।

এর কয়েকদিন পর সেই দলের একজন মহিলা আমার কাছে এসে বললঃ 'আমি ভ্যাকারেস্তিতে অল্প সময় ছিলাম, তখন সেখানে ও একজন ধর্মযাজককে দেখতে পেয়েছিলাম, সে সব সময় ঈশ্বরের কথা বলত।'

মহিলাটি আরো বললঃ 'ভ্যাকারেস্তি জেলখানায় কয়েকটা ছোট আকরের নির্জন চোরা কুঠুরী রয়েছে। এসব কুঠুরীতে স্পেশাল কয়েদীদের আলাদা করে রাখা হয়।

আমি একবার বাথরুমে অপেক্ষা করতেছিলাম তখন বাথরুমের পিছনে তালাবন্ধ একটা কুঠুরী থেকে কোন মানুষের শব্দ শুনতে পেলাম। আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম লোকটা বলছেঃ "যীশুকে ভালবাস এবং ঈশ্বরের দয়ার উপর নির্ভর কর।" আমি এবং আমার সাথে থাকা অন্য মহিলারা আশ্চার্য হয়ে গেল। সবাই জানতে চাইল লোকটা কে? কিন্তু ব্যাপারটা একান্ত ই গোপন রাখা হয়েছিল।

আমি নিশ্চিত যে, লোকটা তোমার স্বামী রিচার্ড। তাকে একবার মাত্র দেখেছিলাম। সে খুবই অসুস্থ ছিল। কয়েকদিন পর তার কণ্ঠ শুনতে পাইনি। শুনেছি সে মারা গেছে।'

মহিলাটির কথা শুনে আমার মনে এরকম ধারণা হল যে, কথাটা তো মিথ্যাও হতে পারে। রিচার্ড মরে গেছে শুনে নিজেকে সামলে নিতে পারলাম। সে সময়ের অনুভুতির কথা তো ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কথাটা শুনে মনে হল আমার হৃদয় ফেঁটে চৌচির হয়ে গেছে, মনে হল আমি পাথরের মত নিথর নিস্তব্ধ হয়ে যাচ্ছি। আমি শব্দ করে কাঁদতে পারছিলাম না। কোন কথাও বলতে পারছিলাম না। কেবল চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে

লাগল। তারপর কতবার নীরবে অশ্রু ঝড়িয়েছি মনে নেই। কিন্তু এত দুঃখের পরেও আমার মধ্যে আশা জেগে উঠত। আমি অনবরত প্রার্থনা করতাম।

আমি উদ্বিগ্ন থাকতাম এই ভেবে যে, হয়ত মিহায়কে তারা গ্রেফতার করবে এবং জেলখানার অন্ধকার কুঠুরীতে বন্দী করে রাখবে। মিহায়ের বয়স তখন ছিল বার বছর। ঐ এলাকায় মিহায়ের চেয়ে বড় কোন বালক ছিল না। প্রতিদিন আমি মিহায়ের সমবয়সী এক বালককে তার চৌদ্দ বছরের এক বোনের সাথে দেখতাম। বালকটির নাম ছিল ম্যারিন মোৎঝা। ওর বাবা ছিলেন সাবেক আয়রণ গার্ড লিডার। এখন বালকটি তার মা এবং বোন জেলখানায় বন্দী।

কার্ণাভোদতে যখন ছিলাম, তখন আমাদের পোষ্ট কার্ড দেয়া হত, যাতে আমরা আমাদের পরিবারের লোকদেরকে এবং বন্ধু-বান্ধবদেরকে লিখে জানতে পারি যে, অমুক রবিবারে এসে আমাদের সাথে দেখা করে যাও। আমি সন্দেহ করতাম এতেও কোন কুট কৌশল থাকতে পারে। যাদেরকে জেলখানায় দেখা করার জন্য আমন্ত্রন জানানো হবে বিনা কারণে শুধু মাত্র আমাদের সাথে সম্পর্ক আছে এই অজুহাতে তাদেরকে গ্রেফতার করা হতে পারে। একথা ভেবে আমি কারো কাছে পোষ্ট কার্ড পাঠাতাম না। সেই দিনগুলোতে আমার নিজেকে কয়েকটা প্রশ্ন করতাম: আমি কার কাছে লিখতে পারি? আমার পরিচিত যারা ছিল তারা কি আমার পাঠানো কার্ডটি পাবে? না আমার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে প্রতারণা করে তাদেরকে গ্রেফতার করা হবে? এভাবে অনেক লোককে গ্রেফতার করা হয়েছিল। আমার সাথে যেসব মহিলা ছিল তারা সরল বিশ্বাসে পোষ্ট কার্ডে তাদের আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছে চিটি লিখত। পরে তাদের পুত্র এবং স্বামীদেরকে গ্রেফতার করা হত। এভাবে অনেক দুঃখদায়ক ঘটনার উদ্ভব হয়েছিল।

একবার রবিবার ভোরে পাঁচটায় আমি ঘুম থেকে উঠলাম। রুমে বাতি জ্বালানো ছিল। (রাতে আলো নিভিয়ে ঘুমানো তখন নিষিদ্ধ ঘোষনা করা হয়েছিল) বাইরের সব আলো নিভানো থাকতো। অনেক কুয়াশা পড়েছিল। জানালার কাচেঁ বরফ জমে গিয়েছিল। যদিও তখন ঘড়িতে পাঁচটা বাজার সংকেত শুনা গেল। ঘরের বাইরে অফিসে মনে হল তখনো মধ্য রাত্রি। আমি আশা করেছিলাম কখন ঝকঝকে সকাল হবে।

অবশেষে সূর্য উঠল। আকাশ আলোকিত হয়ে উঠল। সেদিন ছিল আমাদের সাথে আমাদের আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের দেখা করার পালা। আমি খুশিতে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম এই আশা নিয়ে যে, গেটের বাইরের কম্পাউন্ডে আমাদের সাথে দেখা করতে আসা লোকেরা অপেক্ষা করছে। আমরা যে কুঠরীতে থাকতাম সেখান থেকে এই কম্পাউন্ডটা একটু দুরে ছিল। এটা ছিল বন্দী শিবিরের মুল সীমানার থেকে আলাদা অংশে। সেখানে কোন লোকজন থাকত না। চারপাশে ছিল তিনটি প্রশস্থ কাঁটাতারের বেড়া। প্রবেশাধিকার সম্পূর্ন নিষিদ্ধ।

আমাদের সাথে দেখা করতে আসা লোকদের সেদিন সেখানে রাখা হয়েছিল। সবাই অপেক্ষা করছিল তাদের কাংখিত মানুষকে দেখার জন্য। আমি আমার পুত্র মিহায়কে দেখতে

পেলাম। দেখলাম লম্বা, শীর্ণ একটি ছেলে নোংরা কাপড় পড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকেও আমি চিনতে পারলাম, উনি আমাদের চার্চের পালক ছিলেন। (এই লোকটা রিচার্ডের সাথে এবং আমার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছিল। তারপর সেই দুঃখদায়ক ঘটনার পর থেকে আমাদের মধ্যে এবং সে তার মধ্যে সম্পর্কের অবনতি এবং একটা দুরত্ব তৈরী হয়েছিল। কিন্তু তার স্ত্রী এবং সে কঠিন অবস্থার মধ্যেও আমাদের সাহায্য করেছিল। আজ মিহায়কেও আমার কাছে নিয়ে এসেছে। ঘৃনা সত্বেও আমি তার প্রতি ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা থামিয়ে রাখতে পারলাম না।)

আমরা কাঁটা তারের বেড়ার ভিতরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমি চারপাশে তাকালাম হাত নাড়ালাম, কিন্তু ওরা অনেক মহিলার ভিতর আমাকে দেখতে পেল না। আমি ঘর থেকে বেরোনোর সময় তাড়াতাড়ি নোংরা ছেঁড়া কাপড় পরে বের হতে চেয়েছিলাম। তারপর গ্রীষ্মকালীন হালকা কোট ছিল। পায়ে ছেঁড়া জুতা।

আমার পাশে যে মহিলাটি ঘুমায় সে বললঃ 'তুমি তো তোমার অনাথ ছেলেটাকে ভয় দেখিয়ে দিবে এই অবস্থায় তার সাথে দেখা করে। তুমি আমার ব্লাউজটা নাও আর একটা জামা নাও।'

তানিয়া যাযাবরদের লম্বা একটা স্কাট দিতে চাইল। ভ্যালিয়া একটা স্কাফ দিল। এবং একটা হাত রুমালও দিল । আমার এই নতুন আড়ম্বর পূর্ণ বেশভুষার প্রশংসায় রুমের ভিতর ফেটে পড়ছিল।

কমান্ডার রীণা আমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। তারপর উচ্চস্বরে এবং কর্কশ কণ্ঠে চেঁচিয়ে বললেনঃ "চেচাঁমেচি কিসের? তোমাদের শাস্তি পেতে হবে। তোমরা গত সপ্তাহে কেহই কাজের নির্ধারিত মাত্রা পুরো করতে পারনি। তোমাদের সাথে যারা দেখা করতে এসেছে, তাদের সাথে দেখা হবে না।"

ওরা বুখারেস্ট থেকে সারা রাত ধরে টেনে চড়ে এসেছে। রাত্রে ঘুমাতেও পারে নি। কিন্তু যে আশা নিয়ে এতকষ্ট করে আসা তা বিফল হল। আমাদের হৃদয়ে একটা কষ্টের বোঝা চাপলো। কিন্তু কেহই কোন কথা বলতে পারে না। আমাদের সাথে যারা দেখা করতে এসেছিল, তারা আমাদের জন্য কিছু খাবার এবং কাপড় চোপড় ও নিয়ে এসেছিল। কিন্তু সেগুলো আমরা নিতে পারলাম না।

তিরিশ জন লোক এসেছিল আমাদের ক্যাম্পের বন্দী মহিলাদের দেখতে ওরা কারো পুত্র, কারো স্বামী এবং বন্ধু-বান্ধব। কমান্ডারের মন পরিবর্তর হতে পারে এবং কোন সময় আমাদের সাথে দেখা করার অনুমতি দিতে পারে। সেই আশায় ওরাও সারা দিন অপেক্ষা করে থাকল। কিন্তু কমান্ডার রীণার মন পরিবর্তন হলো না। আমাদের সাথে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হলো না।

আমরাও সিদ্ধান্ত নিলাম আমরাও ওদের সাথে না দেখা করে কাজে যাব না। আমরা বলেছিলামঃ আমাদের সাথে দেখা করতে আসা লোকদের সাথে আমাদের দেখা করার

অনুমতি না দিলে আমরা একটু নড়ব না। কাঁটাতারের বেড়ার কাছ থেকে গার্ড মাঝে মাঝে আমাদের তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করত। ওয়াচ টাওয়ারের উপর থেকে গুলি ছোড়া হল। তবুও আমরা নড়লাম না। একজন মহিলা কোন রকম কাঁটাতারের বেড়া টপকে বাহিরে যেতে পেরেছিল। সে দেখা করতে আসা লোকদের অপেক্ষা করতে বলল এবং একটু পরপর আমাদের কাছে এসে বলে গেল, "ওরা এখনও আছে, সারাদিন এভাবে চলল। আমরা আমাদের মনোভাবে অনঢ় থাকলাম, কমান্ডার রীনা তার মনোভাবে অনঢ় থাকলেন। অবশেষে সন্ধ্যা বেলায় কেউই আমাদের সাথে দেখা করার সুযোগ পায় নাই, চলে গেল।

আমাদের সাথে দেখা করার আর একটি সুযোগ দেওয়া হল এবং আবার পোষ্ট কার্ড চিঠি লিখতে বলা হলো। পোষ্ট কার্ডে লেখা পড়ার নিদিষ্ট দিনের কথা লিখে দিলাম। মিহায় আবার কানাভোদাতে আসল। সেই দিনটিতে আমাদের কোন শাস্তি দেওয়া হলো না। কিন্তু বন্দীদের নাম ইংরেজী অক্ষরে ক্রমানুসারে সাজিয়ে পালাক্রমে একজন একজন করে ডাকা হল। আমার নাম ছিল সবার শেষে। আমি ভাবলাম আমার পালা আস্তে আস্তে দিন শেষ হয়ে যাবে। তালি দেয়া ছেঁড়া কাপড় মিহায়ের সাথে দেখা করলে ছোট্ট অবুঝ ছেলেটা মনে দুঃখ লাগবে, ও ভাববে এখানে বুঝি খুব কষ্ট হচ্ছে আমার। আমার অভিব্যক্তি ওকে জানাতে চাইলাম না। তাই একেক মহিলার কাজ থেকে একেক বস্তু ধার করে নিয়ে পরে নিলাম। আমার পাশের মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাকে কেমন দেখাচ্ছে?

সে জবাবে বললঃ ঠিক আছে! খুব ভাল।

এর আগে রাত্রে অধিকাংশ মহিলার সারা রাত ধরে ভেবেছে দেখতে আসা লোকদের কাছে কি বলবে, এবং তাদের কাছে থেকেই বা কি শুনতে পারবে। কিন্তু অনেক দিন পরে প্রিয়জনদের সাথে দেখা হওয়ার মুর্হুতে এতই অভিভুত হয়ে পড়েছিল যে, কথাই বলতে পার ছিল না অনেকে। তাছাড়া যে দেখা করতে এসেছে তার কাছে অন্য আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে গার্ড থামিয়ে দিত। এমনকি পোষ্ট কার্ডে যে সব জিনিস পত্রে কথা লিখে দেওয়া হয়েছিল সেসব ও নিতে দেওয়া হলো না। প্রিয়জনদের সাথে ঐ সাক্ষাৎটাতে আনন্দের চেয়ে দুঃখের অংশটাই বড় ছিল। সারাদিনে সব মহিলাকেই পালা ক্রমে সাক্ষাতের ব্যবস্থা তাদের দেখতে আসা প্রিয়জনদের সাথে দেখা করার সুযোগ দেওয়া গেল না।

সেই দিনের মত যারা বাদ পড়ল তাদেরকে বিষন্ন দেখাল। তবুও তারা আশা করে রইল আবার দুই মাস পরে যখন দেখা করার সুযোগ দেওয়া হবে তখন হয়ত, তাদের পালা প্রথমে আসবে এবং সেইদিনের বাড়ি থেকে আসা প্রিয়জনদের সাথে দেখা করতে পারবে।

আমাদের শিবিরের সীমানার বাইরে গেটের কাছে অন্য একটা সংরক্ষিত স্থানে আমাদের দেখতে আসা লোকদের সাথে সাক্ষাতকার করার ব্যবস্থা ছিল। জিলাভাতে যেমন বলা হত, সারাদিন তোমাদের পরিবারের লোকজনদের সাথে কাটাতে, পারবে....., কানাভোদাতে সেই রকম সুয়োগ দেওয়া হতো না। মাত্র পনেরো মিনিট সময় দেওয়া হতো। একজন গার্ড সেই রুমে মাত্র দশগজ দুরে দাঁড়িয়ে থেকে কি কি বলা হয়েছে সব শুনত।

কিন্তু যখন আমার প্রাণপ্রিয় পুত্রকে আমি দেখতে পেলাম, তখন আমি ভুলে গেলাম যে, আমি একজন বন্দী আমি ভুলে গেলাম যে, আমি কোথায় আছি। আমি মিহায়ের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আবেগ ওকে জড়িয়ে ধরলাম। দেখলাম মিহায় অনেক শুকিয়ে গেছে। ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। ও আমার দিকে তাকিয়ে রইল। এইভাবে পনের মিনিট পাড় হয়ে গেল। আমরা একটি কথাও বলতে পারলাম না। আমাদের গার্ড আমাদের জন্য নির্ধারিত সময় শেষ করে দিল।

সেখান থেকে উঠে আসার পর ওর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার মুহূর্তে ওকে বললাম," মিহায়, তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে যীশুতে বিশ্বাস রেখো।" ওর জন্য এটাই আমার সর্বোত্তম উপদেশ। জেলখানায় কম বয়সী বেশি বয়সী অনেক লোকদের মাঝ থেকে আমার জানা থেকে, আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি আমার উপদেশটাই সর্বোত্তম হতে পারে। আমার অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি একমাত্র যীশুই সবচেয়ে অন্ধকারময় স্থানে আশার আলো দেখাতে পারেন।

অন্যান্য হাজার হাজার ছেলে মেয়েদের মতই মিহায় পদপ্রদর্শক হীন, অভিভাবকহীন অবস্থায় এসেছিল। ওকে আমি বলেছিলাম যীশুতে বিশ্বাস রাখ, কারণ যীশুই একমাত্র অনন্ত কালীন জীবনের সান্ত্বনার ও আশার বাণী এবং মাতা পিতার স্নেহ বঞ্চিত একটি সন্তানের জন্য সর্বোত্তম অভিভাবক।

আমার এই উপদেশের বাক্যেটি মিহায় কিভাবে গ্রহন করেছিল তা আমি বন্দী দশা থেকেই মুক্তি পাবার পরই কেবল জানতে পেরেছিলাম।

মিহায়কে কেবল ঐ একটা উপদেশই দিতে পেরেছিলাম। আর কোন কথা বলার সময় ও ছিল না। গার্ড আমাকে তাড়া করল চলে আসতে এবং কাঁধে ধাক্কা মেরে ঠেলে নিয়ে এল। শিবিরের ভিতরে ফিরে আসলে সকলেই আমার পাশে ভীড় করল এবং জানতে চাইল মিহায় কেমন আছে? ওর সাথে কি কি কথা হয়েছে? ইত্যাদি। কিন্তু একঘন্টা ধরে আমি কোন কথা বলতে পারলাম না, আমি কেবল মাথা নেড়ে ওদের প্রশ্নের প্রতি উত্তর দিলাম। আমার মনে হতে লাগল, আমি যে কোথায় রয়েছি। আমি বন্দী শিবিরে নই। কারণ এক ব্যথাতুরা মায়ের আত্মা সন্তানের সাথেই চলে গিয়েছে। আমি কোন কথা বলতে পারলাম না। মিহায়ের মায়ামায়া মুখটাই কেবল আমার চোখের সামনে আসতে লাগল।

সেইদিন বন্দী শিবিরের সব মহিলাই অপেক্ষা করেছিল তাদের কেউনা কেউ দেখা করতে আসবে। তবে অনেক মহিলাই সারা দিন অপেক্ষা করার পর জানতে পারল, তাদের সাথে দেখা করার জন্য কেউ আসে নি। সন্ধ্যা বেলায় তারা রুমে ফিরে এসে খড়ের তৈরী জাজিমে শুয়ে পড়ে উচ্চ স্বরে কাঁদতে লাগল।

দ্বিতীয় অধ্যায়
বাক্স বন্দী

রাতের বেলা প্রত্যেক রুমে একজন মহিলাকে পাহারাদারের দায়িত্ব পালন করতে না ঘুমিয়ে সারা রাত দাঁড়িয়ে থাকতে হত। কেন এমন পাহারার ব্যবস্থা তার ব্যখ্যা কখনো দেওয়া হত না, কিন্তু পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব পালন করার জন্য সারা রাতব্যাপী ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকতে হত। একটু ঝিমিয়ে পড়লে পাশবিক অত্যাচার করা হত।

রুমের মাঝখানে একটা মাত্র অনুজ্জ্বল বাল্ব ঝুলানো থাকত। মাঝে মাঝে দমকা বাতাসে বাল্বটা দুলে উঠত। মহিলাদের মধ্য থেকে কে কে পাহারা দিবে লটারী করে তাদের বেছে নেওয়া হত এবং তাদের পালা নির্ধারন করা হত। কেহ কেহ উচ্চ স্বরে নাক ডেকে ঘুমাত। কেউ কেউ দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে উঠত। প্রত্যেকের মুখ মন্ডলেই দুঃখ কষ্ট ও আতংকের অভিব্যক্তি প্রকাশ পেত।

যখন আমি ছোট ছিলাম, তখন আমি রাত অপছন্দ করতাম। এখন আমি রাত আসুক এটাই কামনা করি। যদিও রাতের বেলা অন্ধকার নেমে আসলে ঘুমাতে পারি না। আমি বিছানা থেকে উঠতাম, এবং আমার রুমের মহিলাদের জন্য, শিবিরের সব মহিলাদের জন্য প্রার্থনা করতাম। আমি প্রার্থনা করতাম কমিউনিষ্ট দুনিয়ার মিলিয়ন মিলিয়ন বন্দী লোকদের জন্য; আরো প্রার্থনা করতাম পশ্চিম দুনিয়ার সেই সব খ্রীষ্টিয়ানদের জন্যও যারা নিরুদ্বেগে পরম শান্তির সাথে ঘুমুচ্ছে। এবং তাদের জন্য আমি প্রার্থনা করতাম কল্পনার চোখে যাদের দেখতে পেতাম যে আমাদের জন্যও তারা প্রার্থনা করতেছে।

একবার আমি কোন কারণে জেগে উঠে তানিয়া নামের একটি মেয়েকে প্রস্তাব দিলাম তার পরিবর্তে আমি সারা রাত জেগে থাকব এবং পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব পালন করব। তানিয়ার ঘুমুনো কোন সমস্যা ছিলনা; কিন্তু আমার প্রস্তাব শুনে রুঢ়ভাবে তা অস্বীকার করল।

সে বললঃ 'আপনি ঘুমান। আমাকে ঘুমানোর সুযোগ করে দিতে হবেনা।'

একটু পরে আমি তখনো জেগে আছি দেখে সে আমার বিছানায় এল। আমরা দুজন ফিসফিস করে কথা বললাম। তানিয়া আমাকে তার চুরি করার একটি কাহিনী শুনাল। সে একটি জেলে বন্দী ছিল। সেখানে প্রায় ৪,০০০ বন্দী মহিলা ছিল। তাদের একজনের কথা আমাকে বলল। সে কমিউনিস্টদের শাসনামলের পূর্বেকার সরকারের সময়ে জেলখানার কর্তা হয়েছিল।

তানিয়া বললঃ 'যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সে কমিউনিস্টদের জেল খানায় প্রবেশ করার চেষ্টা চালিয়ে ছিল আর সে জেলখানার সদস্য হিসাবে অর্ন্তভুক্ত হয়েছিল। সে রান্না বান্না ও জমা-খরচের টাকা থেকে চুরি করত। কেবল সে একাই এরূপ করত তা নয়;সকলে এরকম

করত। কিন্তু এই একটি কারণে তারা সবচেয়ে চটপটে ও আকষণীয়। এই মেয়েটিকে কয়েকদিনের জন্য জেলখানা থেকে বের করে দিল। তারপর তাকে আবার তারা জেলখানাতে এনেছিল এবং তারা যা চুরি করেছিল তা থেকে তাকে ভাগ দিয়েছিল।

যখনই আমি তানিয়াকে ঈশ্বরের বিষয়ে বলতে চেষ্টা করতাম, তখনই সে আমাকে বলতঃ "ঈশ্বরের নিকট পৌঁছার পূর্বেই সাধু সন্যাসীরা তোমাকে মেরে ফেলবে"।

আমি বলতামঃ দুটি জগতের অস্থিত্ব রয়েছে, পার্থিব জগত এবং আত্মাতিক জগত_কিন্তু কেবল এই পার্থিব জগতেই ঈশ্বরের আইন এবং মানুষের আইন বলে যে, "চুরি করো না"। আত্মাতিক জগতে সব কিছু চুরি করা আইন সম্মত। জ্ঞান, আচার-আচরণ, প্রজ্ঞা,যা কিছু তোমার ইচ্ছা তুমি চুরি করতে পার। এই পার্থিব জগতে যদি তুমি আমার কিছু চুরি কর, তাহলে আমার ক্ষতি হয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের কোন কিছু চুরি করলে আমার কোন ক্ষতি হবে না। আমি তোমার মধ্যে এই একজন চোরের স্বত্তাটার অর্থাৎ তোমার চুরি করার অভ্যাসটার বিরোধী নই; কিন্তু সমস্যা হল,তুমি সঠিক ভাবে জান না কি চুরি করতে হবে। তুমি আজকে যা চুরি করে নিয়ে আসছ আগামীকাল তা তোমাকে হারাতে হবে। মৃত্যু এলে তোমার সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। ঈশ্বরের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা যদি তুমি কারো কাছ থেকে চুরি করে আনতে পার তাহলে তা অনন্তকাল তোমার সাথে থাকবে"।

সম্ভবতঃ আমার কথাটি বৃথা হয়নি। জগতের মৌলিক নীতি সমূহের একটি নীতি, একটি গভীর জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা আমাদের মধ্যে প্রথিত হয়ে রয়েছে- তাহল 'চুরি করো না'। আমাদের মধ্যে নিহিত কিছু কিছু নীতিবোধ আমাদের বলে দেয় "অন্যের ধনসম্পদের প্রতি আকাঙ্খা করো না। এবং সুবিবেচনা পূর্ণ হও। কেবল মাত্র তার পার্থিব ধনসম্পত্তিই নয়; তার ব্যক্তিগত সত্ত্বাটাও তার পবিত্র সম্পদ। ঈশ্বর আকাশের নক্ষত্রগুলিকে যেমন স্থিরিকৃত দূরত্বে সাজিয়ে রেখেছেন, তেমনি পৃথিবীতে মহান সাধুদেরকেও বিশেষ মহান কর্মাদির জন্য নিযুক্ত করে রেখেছেন। ঈশ্বর আমাদেরকে লাজুকতা, লজ্জাবোধ, গর্ব, সম্মান ও মর্যাদা এবং ভয় দিয়েছেন আমাদের নিজ ব্যক্তি সত্ত্বার চারপাশে বেড়া হিসাবে। কেহ এই বেড়া বা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে পারে না। প্রত্যেকটি মানুষ একটা পরমানবিক বোমার মত যাতে ধ্বংস ও বিপ্লব সাধনের অপরিসীম শক্তি লুকিয়ে রয়েছে, কিন্তু বাইরের কোন চাপ বা শক্তি প্রয়োগ ব্যাতিরেকে এর পরমানুগুলির আন্তঃআনবিক বন্ধন ছিন্ন হয়ে ধ্বংস সাধনের জন্য বিস্ফোরণ ঘটতে পারে না যে বিস্ফোরণ পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

যদিও তানিয়া প্রায়ই ক্ষুধার্ত থাকত, তবুও সে পাখীদের কথা ভুলত না। প্রত্যেক কয়েদীই তার ভাগের রেশনের ক্ষুদ্র রুটির টুকরো খেত। এই ক্ষুদ্র রুটির টুকরোগুলি জমিয়ে রাখত যা আমাদের কাছে অনেক মূল্যবান ছিল। কিন্তু তানিয়া তার জমানো ক্ষুদ্র রুটির টুকরোগুলি জানালা দিয়ে ফেলে দিত চড়ুই পাখিদের জন্য।

একবার সে বলল, 'তোমরা এখানে কয়েকজন খ্রীষ্টিয়ান রয়েছ। তোমরা কেবল কথা বলতেই জান, তোমরা কখনো এই চড়ুই পাখীগুলিকে তোমাদের খাবার থেকে খাবার দেও নাই।'

তানিয়ার মত মেয়েকে নিজের সামান্য খাদ্য ছোট রুটির টুকরা থেকে পাখীদের জন্য এমন মহৎ দান করতে দেখে আমি বিশ্বাস করার কারণ খুজে পেলাম যে, একটা মানুষের সব কিছুই মন্দ হয় না। তার মাঝে ভাল কিছুও লুকিয়ে থাকে। মানুষের দ্বারা এমন ভাল আর কি গুণাবলী প্রদর্শন হতে পারে যে, নিজে যখন উপবাসে ক্ষুধার কষ্টের মধ্যে থাকে তখনো সে সামান্য চড়ুই পাখীকে খাবার খাওয়াতে পারে তার নিজের ভাগের একটু খাবার থেকে?

তানিয়ার মত মেয়েদেরকে দেখে আমি এদের মধ্যে তিব্বতীয়দের বৈশিষ্ট খুঁজতে অনুপ্রেরণা পেলাম। তিব্বতীয়রা হাজার বছর ধরে অতীন্দ্রীয়বাদের শক্তিশালী চেতনা বোধের চর্চা করে আসছিল। তিব্বতীয়রা পাথরের উপর বন্য পাখীদের জন্য খাবার পিঠা রেখে দিত।

একজন খুনী মহিলা অথবা প্রত্যেক রকম মারাত্মক অপরাধে দন্ডিত কয়েদীর মাঝেও নিঃস্বার্থ ভাবে কারো মঙ্গল করার বা, কাউকে দান করার মহৎ গুণাবলী দেখতে পেয়েছি।

কার্ণাভোদাতে প্রত্যেক রবিবারে আমরা যে সময় একটু বিশ্রাম নেওয়ার আকাংখা করতাম, সে সময় কমিউনিস্ট ধর্মবিরোধী মতবাদ শিখানোর বক্তৃতা শুনতে শুনতে আমাদের কান ঝালাপালা হয়ে উঠত। আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা শুনতে হত। রুমের প্রধান রক্ষী বিকাল বেলায় আমাদেরকে মার্চ করিয়ে সম্মেলন কক্ষে নিয়ে যেত, সেখানে একজন মহিলা বক্তা আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিত। তিনি আমাদেরকে এই কথা বলে তার ভাষণ শুরু করতেন যে, তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে ভেবে দেখেছেন- আসলে ঈশ্বর বলতে তেমন কোন স্বত্ত্বা নেই। তারপর তিনি আমাদের সতর্ক করে দিতেন, যে কেহ ঈশ্বরের কথা বলবে, তাকে শাস্তি পেতে হবে।

তিনি ব্যাখ্যা করে বলতেনঃ 'বাহ্যিকভাবে প্রত্যেকেই কমিউনিস্ট তোমরা কেবল জিদের বশে বোকামীপূর্ণ ধর্মীয় বিশ্বাস ধরে রাখছ। আমরা তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে এই ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে বের করে আনতে চেষ্টা করছি। কমিউনিস্ট পার্টি এখন ক্ষমতায় এবং এর ধ্যান ধারণা ও শিক্ষা সর্বোত্তম। এখন তোমরা এখানে জেলখানায় নও; বরং একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রয়েছ, যেখানে তোমাদের পূর্বের সব ভুল বিশ্বাস খন্ডন করে তোমাদেরকে নতুন করে সত্যিকারের এবং যুক্তি সংগত বিষয়ের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। তোমরা এখানে তোমাদের সুখী ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি নির্মাণ করছ। তোমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কাজ করে যাচ্ছ। তোমাদের জন্য যে আদর্শ বা নমুনা তৈরী করা হয়েছে তা পাশ করতে পারলে তোমরা অতি তাড়াতাড়ি তোমাদের স্বাধীন নবায়নকৃত নাগরিকত্ব পেয়ে যাবে।'

তারপর কমিউনিজমের প্রচার মূলক একটা সংগীতানুষ্ঠান হত। আমাদের মধ্যে নাচ-গানের শিল্পী এবং অভিনেত্রী ছিল। কয়েকজন জার্মান সংখ্যালঘু কয়েদীদের মধ্য থেকেও নাচ-গান ও অভিনয় করত। তাদেরকে বাধ্য হয়ে জার্মান জাতির প্রতি কটাক্ষপূর্ণ গান ও অভিনয় করতে হত। এবং সোভিয়েতদের মহান বিজয়ের জয়গান গাইতে হত। ওরা নিজেরা নিজেদের বিরুদ্ধে তথা নিজ জাতির বিরুদ্ধে ঠাট্টা বিদ্রুপমূলক গান গেয়ে কতটুকু

অপমান ও হীনতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হচ্ছে এটা দেখে আমি ওদের জন্য মনে মনে ভীষণ কষ্ট পেতাম। শারীরিক আঘাতের যন্ত্রনা চলে যায় এবং কয়েক ঘন্টা পর তা ভুলেও যাওয়া যায়। কিন্তু অপমান মানুষের হৃদয়ে ক্ষত সৃষ্টি করে দেয়। এখন আমি বুঝতে শুরু করলাম, কেন যীশু বিদ্রুপের পাত্র হয়েছিলেন এবং ক্রুশারোপিত হয়েছিলেন।

একজন মধ্যবয়সী জার্মান মহিলা হল রুমের শেষ প্রান্তে প্লাটফরমে দাঁড়িয়েছিল। তাকে দেখে মনে হয় এক সময় সে বেশ মোটা সোটা এবং সুশ্রী ছিল। যখন সে বাধ্য হয়ে সমবেত তালে জার্মানদের নিয়ে হাসি ঠাট্টা মূলক গান গাইছিল, তখন করুন ভাবে হাততালি দিচ্ছিল। তার কণ্ঠস্বর যেন উচ্চ স্বরে আর্তনাদ করে উঠছিল।

প্রথম সারিতে দাঁড়ানো অফিসার উচ্চ স্বরে বিদ্রুপের হাসি হাসছিল। এর চেয়ে তামাশার আর কি হতে পারে যে, একজন জার্মান মহিলা নিজেই নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রুপের গান গাইছে? তার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল, যখন সে কম্পিত কণ্ঠে গান গাইতে ছিল।

তারপর অন্য একটি মহিলা এল। মহিলাটি দেখতে তখনো পরিপূর্ণ যুবতী। সে নাৎসীদের কবল থেকে রাশিয়ানরা আমাদের মুক্ত করেছে এজন্য সোভিয়েতদের প্রশংসা মূলক একটি কবিতা আবৃত্তি করল।

"রুশিয়া মা ধন্যবাদ তোমাকে
আজকে যা করেছ তার জন্যে
কি গৌরবান্বিত লাল সৈনিক
যারা পথ দেখিয়ে নিচ্ছে মোদেরে।"

এই বাজে কবিতাটি শুনে আমাদের রুমের প্রধান রক্ষীর নেতৃত্বে উপস্থিত সকলে উচ্চ স্বরে প্রশংসা করল এবং উৎফুল্ল হয়ে উঠল (অবশ্যই বাধ্য হয়ে)। কারো মধ্যে যদি কৌতুহল ও উৎফুল্ল হওয়ার কমতি দেখা যেত, তার সমস্যা হত। কমিউনিস্টদের গোপন পর্যবেক্ষক খুবই গভীরভাবে সবাইকে দেখে নিত পরবর্তীতে এর প্রতিক্রিয়া দেখানোর জন্য।

যেসব মহিলারা বাধ্য হয়ে এমন প্রহসন মূলক নাচ, গান ও কবিতায় অংশ নিত আমি তাদের নিন্দা করতে পারিনি। এজন্য তাদের দোষারোপ করতে পারিনি। তারা দুঃখ কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আমাদের মধ্য থেকে কয়েকজনের মাত্র এক ঘন্টার জন্য মুক্ত হওয়া কী করুন বিষয়। এবং প্রত্যেকেরই এরকম করতে হতঃ রুমানিয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত ধর্মীয় সংগীত রচয়িতা, সুরকার ও গায়ক। অ্যরেল ব্যারাংগা তার লেখনীর ধারা পরিবর্তন করে কি কমিউনিস্টদের প্রশংসা ও বিজয়ের গান লিখছে না? বর্তমানে সেও সুড়ংগ শিবিরে বন্দী হয়ে আছে।

আমি ওদের সভায় প্রশংসা সূচক হাততালি দিতে পারিনি। প্রত্যেকেই বলত, "খুশি হওয়ার মিথ্যা ভান করতে হবে? এটা কেমন আচরণ?"

যেসব লোকজন হল রুমের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকত আমি তাদের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে নিতাম। কিন্তু আমি এতেও পার পেলাম না। কোন একজন আমার বিরুদ্ধে নালিশ করল। তারপর সন্ধ্যা বেলায় মার্চ করতে করতে আমাকে কমান্ডারের অফিসে যেতে হল। লম্বা ক্যাপের নিচে ঢাকা তার অপলক চোখ দিয়ে আমাকে দেখে নিল।

আমার কাছে তোমার নামে অভিযোগ এসেছে যে, তুমি বিকাল বেলায় নতুন শিক্ষাদান ক্লাশে শিক্ষা দেয়ার সময় ও ভাষণের সময় হাততালি দাও নি। তোমার এই সব আচরণ প্রমান করে যে, কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে পাল্টা বিপ্লব ঘটানোর যে পায়তারা চলছে, তুমি তার একজন কর্মী। আমরা তোমাকে ভাল করার চেষ্টা করব। আমরা ভাবছি তোমার উপর অন্য একটা ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে হবে।'

আমাকে রাতের বেলা শিবিরে ফিরে আসার অনুমতি দেওয়া হল না। আমি মার্চ করে পাহারাদারের রুমে গেলাম এবং আমাকে একটি কারসারের ভিতর ঢুকান হল। এটা হল দেয়ালের মধ্যে সংকীর্ণ আলমারীর মত করে তৈরী করা একটা অংশ। এর ভিতরে জায়গা খুব কম একটা মানুষ শুধু এতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে, নড়াচড়া করার সুযোগও থাকবে না। লোহার দরজায় কয়েকটা ছিদ্র থাকত, যাতে ভিতরে বাতাস যেতে পারে এবং ভিতরে সামান্য খাবার রাখা হত।

কারাসার প্রত্যেকটি কয়েদীর জন্য বিদ্যমান ছিল। কোন কয়েদীর কাছ থেকে বলপূর্বক মিথ্যা স্বীকারোক্তি আদায়ের পূর্বে কারাসের এই শাস্তি কয়েদীর মনোবল ভেঙ্গে দিয়ে যেকোন রকম স্বীকারোক্তি আদায় করে নিতে সাহায্য করত। ক্যানেলে এটা ছিল কয়েদীদের জন্য কমন শাস্তি।

কয়েক ঘন্টা পর আমার পা দুটি জ্বলতে থাকল। কপালের দুপাশের শিরায় মন্থর গতিতে রক্ত চলাচল করল প্রচন্ড ব্যাথায় মাথাটা ধুপ ধুপ করতে থাকল। আমাকে কতক্ষণ এখানে রাখবে ওরা? কত বছর ধরে আমার উপর এইরকম অবস্থা চলতে থাকবে? আমি ভাবতামঃ এই রকম মন্দতা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে যাচ্ছে। মিলিয়ন মিলয়ন নতুন লোককে এরকম পীড়ন করা হবে; কেহই মুক্তি পাবে না। কিন্তু এরকম শাস্তি দেওয়া তো মানুষকে পাগল করার পথ। আমি জানতাম, এরকম বাক্সে এভাবে বন্দী করে রাখলে যে কোন মানুষ উন্মাদ হয়ে যাবে।

রিচার্ড আমাকে অ্যাথোস পর্বতে বাসকারী সন্যাসীর গল্প বলেছিল, 'যারা অনবরত হৃদয়ের প্রার্থনা' করত। তারা তাদের হৃৎপিন্ডের প্রতিটি স্পন্দনের সাথে একটি প্রার্থনার বাক্য আওড়ে যেত, 'ঈশ্বর পুত্র প্রভু যীশু! আমার প্রতি দয়া কর।' কারসারের ভিতর বন্দী থেকে আমিও এই প্রার্থনাটা আমার জন্য ব্যবহার করতাম।

তারপর আমি স্মরণ করলাম, রিচার্ড বাইবেলের সংখ্যাতত্ত্বের ব্যাখ্যা করে সন্ধ্যে বেলার সময় কাটিয়েছিল। বাইবেলের অক্ষরগুলির এক একটা সংখ্যা মান রয়েছে। যেমন এ=এক, বি=দুই, ... ইত্যাদি) এবং প্রত্যেক সংখ্যা মানের একটা অর্ন্তনিহীত তাৎপর্য

রয়েছে। তাই আমি কারসারের ভিতর সময় কাটানোর জন্য সংখ্যা গণনা করতে চেষ্টা করতাম।

কারসর বাক্সের উপরের অংশের কোন কোন ছিদ্র দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি পড়তেছিল। এই অশান্ত শব্দটা আমাকে নিরানন্দ করে দিত। অন্ধকার বাক্সের ভিতর নিঃসঙ্গ সময়টা অতিবাহিত করার জন্য পানি পড়ার বিরক্তিকর শব্দের সাথে সাথে আমি সংখ্যা গনণা করতাম। এবং প্রতিটি সংখ্যার সাথে সংগতিপূর্ণ বাইবেলের অর্ন্তনিহিত কোন তত্ত্বের প্রতি মনোযোগ দিতাম।

একঃ একজন ঈশ্বর আছেন।
দুইঃ ব্যবস্থার দুইটি টেবিল রয়েছে।
তিনঃ তিন সংখ্যাটা পবিত্র ত্রিত্ববাদের জন্য প্রযোজ্য।
চারঃ খ্রীষ্ট যীশু তার মনোনীতদের পৃথিবীর চার কোণা থেকে সংগ্রহ করে আনবেন।
পাঁচঃ পাঁচ সংখ্যাটি মনে করিয়ে দেয় বাইবেলে মোশির পাঁচটি পুস্তকের কথা।
ছয়ঃ বাইবেলের প্রকাশিত বাক্যের জন্তুর সংখ্যা ৬ ৬ ৬।
সাতঃ একটি পবিত্র সংখ্যা।

কিন্তু এভাবে পানি পড়ার শব্দ বিরামহীন চলতেই থাকল। যখন আমি পনের, ষোল সংখ্যাতে পৌঁছে গেলাম তখন সংখ্যার সাথে সংগতিপূর্ণ বাইবেলের কোন অন্তনিহীত তাৎপর্য খুজে বের করতে পারলাম না; তখন আমি আবার এক, দুই, তিন সংখ্যায় ফিরে আসলাম।

আমি জানি না নিঃসঙ্গ সময় কাটানোর জন্য আমি কতটা সময় এরকম করেছিলাম। কোন একটা মুর্হুত্তে আমি হতাশা ও নিঃসঙ্গতা ভুলতে জোড়ে শব্দ করে কান্না শুরু করে দিয়েছিলাম।

আমি কাঁদতে কাঁদতে বলে চলেছিলাম, 'এক, দুই, তিন, চার' তারপর আবার 'এক, দুই, তিন, চার'।

একটা দীর্ঘ সময় পর আমার এই সংখ্যা গণনা অসংলগ্ন হয়ে পড়ল। কোন্ সংখ্যার পর কোন্ সংখ্যা বলতাম তার ঠিক ছিল না। আমি জানতাম না, আমি কি সব বলে চলছি। আমার মন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল; একটু বিশ্রাম চাইছিল। আমার কিছুই মনে আসছিল না। মনের অনুভূতির দূয়ার বন্ধ হয়ে আসছিল। তথাপি আমার আত্মা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কিছু একটা বলে চলছিল।

এরকম সংখ্যা গণনার ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত, কারণ, এটা বন্দী অবস্থায় বেঁচে থাকার একটা চাবিকাঠি স্বরূপ ছিল। সবরকম দুঃশ্চিন্তা, দূর্দশায় মন আচ্ছন্ন হয়ে যেতে চাইত। এমন অবস্থায় যে কেহ হতাশা থেকে মুক্তি খুঁজবে, কিন্তু হতাশা ও দুঃশ্চিন্তা তার পশ্চাদ ধাবন করবে এবং সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করে। আঘাত লেগে ভেঙ্গে যাওয়া পা-কে ঠিক রাখতে যেমন প্লাস্টার করা হয়, তেমনি একটি নিদারুন যন্ত্রণাগ্রস্থ মন, একটি পীড়িত মন, একটি

শোকার্ত মনকে সুস্থ্য রাখতে এসব নেতিবাচক বিষয়গুলি থেকে ভুলিয়ে রেখে অন্য কোন বিষয়ে ব্যস্ত রাখা আবশ্যক যাতে মন কোন একটা অবলম্বনে, ভেঙ্গে না পড়ে টিকে থাকতে পারে।

হৃদয়ের গভীর থেকে বিশেষ ভাবাবেশের মুহূর্তে অথবা শোচনীয় যন্ত্রণা ভোগের সময়ে অর্থহীন শব্দ বেরিয়ে আসে; ঈশ্বরের প্রতি, সহচর মানুষের প্রতি ভালবাসার অভিব্যক্তি প্রকাশ শব্দ বেরিয়ে আসে। এই অভিব্যক্তি এমন শব্দের জন্ম দেয় যার অস্তিত্ব পার্থিব কোন ভাষার অভিধান-পুস্তকে নেই।

কারসারের ভিতরে থাকা অবস্থায় আমার অবচেতন মন থেকে অযৌক্তিক শব্দ বেরিয়ে আসত আমার মস্তিষ্কের স্থিরতা রক্ষা করতে। আমি কোন শব্দের মাঝে নিজেকে ভুলাতে চাইতাম; নাহলে নিঃশব্দ, অন্ধকারে বিভীষিকাময় কারসারের ভিতর দীর্ঘ সময় থেকে আমার মানসিক চৈতন্য হারিয়ে ফেলতাম। এক ঘন্টা কি দুই ঘন্টা পরেই আমার মন বিশ্রাম পেত। এই রকম দুর্বোধ্য শব্দে অর্থহীন কথা বলে আমি একটা বিরাট উপকার পেয়েছিলাম।

এরপর অল্প পরে একদিন কর্ণেল আলবন ক্যানেল ক্যাম্পে অফিসিয়াল ট্যুরে আমাদের পরিদর্শনে এলেন। স্বল্পকালের জন্য তার এ পরিদর্শণ ছিল আকস্মিক ও অ-প্রত্যাশিত। তিনি বৃদ্ধা ও ভুতুরে চেহারার মহিলাদের সারির দিকে ঘৃণার দৃষ্টি হেনে কোন কথা না বলে কারনাভোদার চারপাশে হেঁটে গেলেন। তার চলে যাওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে এক যাযাবর মেয়ে দৌড়ে তার নিকট গেল। মেয়েটির মনে কি ছিল তা বলতে বেশি সময় নিতে হল না। তিনি নিরাপত্তা পুলিশের লেফটেনেন্টের সাথে গোপনে বৈঠক করেছিলেন এবং তখন সে গর্ভবতী ছিল।

এর ফলাফল এতদূর পর্যন্ত গড়াল যে, কর্ণেল আলবেন বুখারেস্টে একটি রিপোর্ট দাখিল করলেন। একটি তদন্ত হল, তারপর যা ঘটেছিল তা প্রকাশ হয়ে পড়ল। তাই সব মহিলাকেই কারনাভোদা থেকে একটি লেবার কলোনীতে সরিয়ে নেয়া হল। যে জায়গাটি ক্যানেল থেকে কয়েক মাইল দূরে। জায়গাটা হল, ক্যাম্প K4 কিলোমিটার বা শিবির K4।

তৃতীয় অধ্যায়
বন্দী শিবির K4 ঃ শীতকাল

দানিয়ুব নদীর তীরে কাজ করার জন্য খুব ভোর বেলা আমরা শিবির থেকে বের হয়ে গেলাম। পাথরের একটা স্তুপ তুলতে হবে; সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বড় বড় পাথরের টুকরাগুলো তুলে একটা নৌকা ভর্তি করতাম; তারপর নদী পার হয়ে পাথরগুলি নদীর পাড়ে রেখে আসতাম। জায়গাটা ছিল কর্দমাক্ত। কাদা না সরিয়ে এভাবে পাথর তোলা আমার জন্য অসম্ভব ছিল। কাজ শুরু করার কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা কাদা আর জলে একাকার হয়ে যেতাম। বারাগান সমতল ভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হিম শীতল বাতাসে আমাদের কাপড়ের উপর বরফ পড়ে কাপড় শক্ত হয়ে থাকত। যেন বরফের স্তর কাপড়ে জমা হয়ে আমাদের শরীর রক্ষাকারী ধাতব বর্ম তৈরি করে দিয়েছে। ভারী পাথরে থেথ্‌লে গিয়ে এবং ঠান্ডায় আমার হাতের আঙ্গুল ফুলে গিয়েছিল এবং কুঁকড়ে উঠেছিল।

সন্ধ্যাবেলায় যখন আমরা কাজ শেষে শিবিরে ফিরতাম; ক্লান্ত শরীর নিয়ে ভিজা কাপড়ে কোন রকমে কেবল বিছানায় যেতে পারতাম। কোথাও কাপড় শুকাতে দেয়া যেত না। কোন কিছু কোথাও ঝুলিয়ে রাখলে তা চুরি হয়ে যেত। সাধারণত আমি আমার ভিজা কাপড়গুলি বালিশ হিসাবে মাথার নিচে দিয়ে এবং কিছু পায়ের উপর দিয়ে ঘুমাতাম। কাপড়গুলি সকাল পর্যন্ত ভিজাই থাকত। তারপর যখন কাজ করতে বেরিয়ে পরতাম, তখন রাস্তায় কাপড় শুকাত। কাজ শুরু করার সময় আবার তা ভিজে যেত। প্রবল বেগে ঠান্ড়া বাতাস বইত। আমাদের নৌকা দুলে উঠত। আমাদের শরীর শিরশির করে কেঁপে উঠত। তখন একটু সূর্য্যের আলোর উত্তাপ পাওয়ার জন্য কতই না আশা করে থাকতাম।

দ্বিতীয় সপ্তাহে আমাকে কাজ দেয়া হল, ঠেলাগাড়িতে পাথর বোঝাই করে দিতে হবে। অন্য মহিলারা তা ঠেলে নিয়ে নৌকায় তুলবে এবং দানিয়ুব নদীতে ছুঁড়ে ফেলবে। একাজ পেয়ে অবশেষে আমি কাঁদা থেকে শুকনা জায়গায় থাকতে পারলাম এবং আমার কাপড় ও শরীর শুকাতে পারলাম। কিন্তু এ কাজেও অসুবিধা থেকে গেল। পাথরগুলি ছিল তীক্ষ্ণ, ধারালো। এসব পাথর তুলতে আমার হাতের অনেক জায়গা কেটে গেল। আমার হাতের আঙ্গুল ভেঙ্গে গেল এবং রক্ত ঝরতে থাকল।

বিকাল বেলা একটা গাড়ি আসতে দেখা গেল। মহিলারা গাড়িটার দিকে তৎক্ষনাৎ ভর্য়াত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। কেউ কোন কথা বলতে পারল না। এমনকি আমাদের সাথে গার্ডও ভয় পেয়ে গেল।

এরকম গাড়ি আসার একটাই অর্থ হতে পারে, এটা গোয়েন্দা পুলিশের গাড়ি। কিছু সংখ্যক কয়েদীকে হয়ত আরো জেরা করার জন্য ডাকা হতে পারে। প্রত্যেকটি মহিলাই নীরবে প্রার্থনা করতে থাকল। হয়ত শিবিরে ফিরে যাওয়া হবে না। সারা রাত ব্যাপী চলবে নির্যাতন।

তৎক্ষনাৎ গার্ড চিৎকার করে ডাকতে শুরু করল। আমাদের কাউকেই ধরা হল না। তার পরিবর্তে একটি যুবতী মেয়েকে গার্ডের নিকট হস্তান্তর করা হল। ধুসর মুখের মেয়েটি আমাদের দিকে আতঙ্কজনক দৃষ্টিতে তাকাল। আমরা ভয়ে পাথরের মত শক্ত হয়ে উঠলাম। মেলা প্রদর্শনীতে মৃত্যুদূতের যেরকম মুখোশ দেখানো হয়, তার মুখটিও সেরকম দেখা গেল।

গার্ড তাকে ধাক্কা মেরে সামনের দিকে ঠেলে দিল। আমি দেখলাম, মেয়েটির পা খালি। সে কাজ করতে শুরু করল। দেখতে ইহা ছিল করুন। মেয়েটি একটি বড় পাথর মাত্র কয়েক ইঞ্চি সরাতে পারল। তার পা কাঁপতে লাগল এবং পাথরের উপর পড়ে গেল। এতে তার হাঁটু কেটে গেল। তবু সে কঠোর ভাবে চেষ্টা করল পাথরটা কয়েক ইঞ্চি সরাতে। তার মৃত্যুবৎ ভয়ঙ্কর ফ্যাকাশে মুখটা দেখলেই বুঝা যায়, মেয়েটি মাসব্যাপী হয়তবা বছরের পর বছর ভূগর্ভস্থ্য অন্ধকার কুঠরীতে বন্দী জীবন কাটিয়ে এসেছে।

সেদিন বিকাল বেলায় তার সাথে কথা বলা সম্ভব হল না। দূর্বল শরীর নিয়ে কোন রকমে সে মার্চ করতে করতে ক্যাম্পে ফিরে এসেছে। আমরা ওয়াচ টাওয়ারের নিচ দিয়ে মার্চ করে আসছিলাম এবং গার্ড চিৎকার করে আমাদের দল পরিচালনা করতেছিল।

সন্ধ্যার পরে রান্না ঘরে গোল আলুর খোসা ছাড়ানোর কাজ শেষ করে আমি মেয়েটিকে দেখতে গেলাম। দেখলাম বিছানায় পড়ে রয়েছে। হাঁটুতে যেখানে কেটেছিল সেখান থেকে রক্ত ঝরছে। আমি একটু পানি এনে তার শরীর ধুইয়ে দিলাম। একটু আরাম পেয়ে সে প্রায় অন্ধের মত চোখ পিট পিট করে আমার দিকে তাকাল।

যখন সে একটু সতেজ হয়ে উঠল তখন অন্যান্য মহিলারা তার চারপাশে ভীড় জমাল।

ঃ "হায় বেচারা, বয়স আর কত হবে বড়জোর ত্রিশ"!
ঃ "এখনও সে কত সুন্দরী তাই না"!
ঃ "আমরা তার পায়ে দেবার কিছু দিতে পারি না"
ঃ "তার জামাও তো ছিড়ে গেছে, একটা জামাও পাওয়া যাবে না"।

ক্লারা স্টজ ছিল জার্মান অভিনেত্রীদের একজন। সে তার গাট্‌কি বোচকা অনুসন্ধান করে একটি ছেঁড়া পুরাতন জামা পেল; সেটাই এনে দিল মেয়েটিকে। কেহ একজোড়া সেন্ডেল এনে দিল। এভাবে একেকজন একেকটা দ্রব্য এনে দিল।

এইসব নগন্য অথচ এ সময়ে মহামূল্যবান ও প্রয়োজনীয় ধন ভান্ডার এতই উদারভাবে ও আন্তরিকতার সাথে তাকে দেওয়া হল যে, তার চোখ দিয়ে টপ টপ করে আনন্দের অশ্রু ঝরতে লাগল। তারপর ধীরে ধীরে সে তার জীবনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী বলে চলল।

আন্তঃপ্রাদেশিক মন্ত্রীর বাসভবনের ভূগর্ভস্থ্য গোপন কুঠরীতে নিঃসঙ্গ অন্ধকারে মেয়েটি দুই বছর বন্দী ছিল। বুখারেস্টে তার জেরা চলাকালীন সময়ে দশদিন দশরাত সে না ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। একদল কর্মকর্তার পর আর একদল কর্মকর্তা তাকে জেরা করেছে। দিনরাত সব

সময় তার মুখমণ্ডল বরাবর উচ্চ শক্তির বৈদ্যুতিক বাতির আলো নিক্ষেপ করে রাখা হত। তখন সে তার হাতের কাছের কোন বস্তু ব্যাতিত আর কিছুই দেখতে পেত না।

তার বন্দী জীবনের কাহিনী বলার পর একটা বেদনাময় বিষয় তার মুখ দিয়ে বের হয়ে এল।

'এটা কি সত্য এখানে আমাদের সন্তানদের দেখতে পাব? আমার একটা ছেলে এবং একটা মেয়ে আছে। দুই বছর ধরে তাদেরকে আমি দেখিনি। তাদের কোন সংবাদও শুনতে পাইনি। তাদেরকে আমার মায়ের কাছে রেখে এসেছিলাম। কিন্তু তিনিও তো সত্তর বছরের বৃদ্ধা। তাঁর অবস্থাও তো ভাল নয়। তাদের খবর জানার কোন উপায় কি আছে?'

তার আর্তনাদটা আমাদের সামনে ভিক্ষার পাত্র তুলে ধরার মতই; কিন্তু আমরা কিভাবে তার সন্তান ও বৃদ্ধ মায়ের খবর এনে দিব? আমরা তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করলাম। আমি মিহায়ের সাথে আমার সাক্ষাতের কথা বললাম। কিন্তু এটা বলে আমি বরং ভুলই করলাম।

ঃ 'তার মানে তুমি বলছ দূর থেকে দেখার ও কথা বলার সুযোগ দেয়া হবে? কিন্তু অত দূরে তো আমি কিছুই দেখতে পারব না।' আমার কথা শুনে ধুসর বালিশে মাথা গুজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

পরের দিন কয়েকজন মহিলা মেয়েটার জীবনের বাকী কাহিনী আবিষ্কার করার চেষ্টা করল। কিন্তু তাকে একটি সংরক্ষিত দেয়ালের পিছনে বিশ্রাম নিতে রাখা হল। কারণ সে ছিল খুবই হতাশাগ্রস্ত ও দুর্বল। আমরা তাকে সবরকমের সাহায্য করলাম, যাতে তার কাছ থেকে তার জীবনের তথ্য নিতে পারি। শুধু এটাই শেষ নয়; আমার ক্ষুদ্র রুটির টুকরা থেকে তাকে খেতে দিলাম এবং তার পাশে বসে গল্প করলাম।

তখন আমরা বুঝেছিলাম যীশু কেন তার শেষ নৈশ ভোজে আশির্বাদ করে রুটি দিয়েছিলেন এবং তারপরে পানপাত্র তুলে দিয়েছিলেন।

হঠাৎ সে আমার বাহুর উপর পরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল অনেক সময় পর সে শান্ত হল। আমাকে বলল-

'আমার মা তোমার মত একজন ধার্মিক। আমি যদি এখন তাকে দেখতে পেতাম? তার গায়ে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখতে পেতাম! যদি আমি কেবল তার কথা শুনতে পেতাম!'

মেয়েটি তার জীবনের বাকী গল্প আমাকে বললঃ ১৯৫১ সালে পার্টির অনেক সদস্যকে গ্রেফতার করা হল এবং জেলে দেওয়া হল। তাদের আভ্যন্তরিন বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখতে করুন হয়ে পড়েছিল। ফ্যাসিবাদীরা তাদের বিজয় দিনের উল্লাসে মেতে অবজ্ঞা ও ঘৃণায় ফুলে উঠেছিল। কমিউনিস্ট মহিলারা ঈশ্বরের উপর যেমন নির্ভর করা উচিত তেমন ভাবে পার্টির উপর নির্ভর করত। তারপর নির্দোষ লোকদের বেপরোয়া ভাবে হত্যা করার দৃশ্য তারা দেখতে পেল।

এই অসহায় মেয়েটির নাম হেলেনা কলিৎ। সে শিক্ষা বিভাগের উচ্চ পদে ছিল। তার স্বামী পার্টির প্রতি অনুগত ছিলেন এবং সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন। হেলেনা নিঃস্বার্থভাবে কমিউনিজমের জন্য কাজ করেছিল। নির্যাতিত শ্রমজীবিদের মুক্তির বাণীই ছিল তার মূল নীতি। তার দুই সন্তানও বিশ্বস্তভাবে কমিউনিজমের আর্দশে প্রতিপালিত হয়েছিল।

সে বললঃ 'আমি সততার সাথে কমিউনিজমের জন্য মরতে প্রস্তুত ছিলাম। আমি বিশ্বাস করতাম, যখন কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় যাবে তখন রুমানিয়া স্বর্গভূমিতে পরিণত হবে।'

তারপর সে একটা ভাস্কর্যের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করল।

'এটা স্ট্যালিনের ভাস্কর্যমূর্তি। তিনি এক সপ্তাহের মধ্যে সব কিছু পাল্টে দিয়েছিলেন'।

কিন্তু তার অন্তরের এই ভাস্কর্য বিরক্তিকর হয়ে উঠল এবং তাকে ত্যাগ করল। হেলেনা গভীরভাবে তাদের ভালবাসা গ্রহণ করেছিল এবং পরিশেষে তাতে তিক্ততা অনুভব করল। একবার অসতর্কতার মুহূর্তে সে তার এক বন্ধুকে বলে ফেলেছিল, 'যারা পার্বত্য এলাকায় বিপ্লবীদের সাহায্য করেছিল তাদের প্রতি তার একটা খেয়াল রয়েছে। আমি আমার জীবনকে বৃথাই পাল্টা বিপ্লবের উপর ব্যয় করেছি।'

বন্ধুটিও ছিল একটা গোড়া কমিউনিস্ট ভক্ত। সে এটা গোয়েন্দা পুলিশের নিকট প্রকাশ করেছিল এবং তারপর তার উপর পাশবিক অত্যাচার চালানো হয়েছিল। এমন মানসিক নির্যাতন করা হয় যে, শেষ পর্যন্ত সে পাগল হয়ে যায়।

পরে হেলেনা নিজেই গ্রেফতার হবার জন্য ধরা দেয়। সে এই লোকটার সাথে ঘুমিয়েছিল। হেলেনা জানত, পাল্টা বিপ্লবের সহায়ক এই অভিযোগ যার নামে আছে তার সাথে কেমন আচরণ করা হবে। তখন সে কথা বলেই চলছিল। নিজের জন্য নিষ্ফল কথায় সে বুঝাতে চাইল, উত্তেজনার মুহূর্তে ওরকম কথা সে বলে ফেলেছিল। সেতো পার্টির প্রতি পূর্ণ অনুগত একজন সদস্য।

তারপর দু'বছর স্থায়ী তার দুঃস্বপ্নের কাল শুরু হয়ে গেল।

অবশেষে তাকে কোর্টে হাজির করা হল সেখানে ঐ ভাস্কর্যও ছিল। দশ মিনিট শুনানির পর দশ বছরের কারাদন্ড দেওয়া হল। সেই লোকটি সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়ল। সে হেলেনের দিকে তাকালও না; শুনানি চলাকালীন সময়ে কথাও বলল না।

হেলেনার স্বামী এবং সন্তানও সেখানে উপস্থিত ছিল। গোয়েন্দা পুলিশ তাদের প্রতিও ক্ষমা পরায়ণ হল না। তার স্বামী তার ভাল চাকরিটা হারাল। সন্তানদেরকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হল।

হেলেনা বললঃ 'আমি এ বিষয়ে প্রত্যেক রাতেই স্বপ্ন দেখি। এমন কি দিনের বেলাতেও অর্ধজাগ্রত অবস্থায় অলীক দৃশ্যে গ্রেগরীর বিষয়ে দেখতে পাই। আমি তাকে দেখি সে কোর্টে উপস্থিত, ধুসর তার চুল, মাছের চোখের মত মৃতবৎ তার চোখ। কেন আমি ইহা করতে বাধ্য হয়েছিলাম! কেন আমরা সর্বদা মিলিত হতাম।'

আমি তাকে আবার রিচার্ডের কথা মনে করিয়ে দিলাম। 'নরক হচ্ছে বার বার স্মরণে আসা পূর্বের পাপের অন্ধকারে একাকী বসে থাকা'। পুরাতন স্মৃতি আগুনের মত অন্তরকে পুড়িয়ে ছারখার করে। একে প্রতিরোধ করার কোন পথ থাকে না। কোন কিছুই হৃদয়ের দহনের যন্ত্রনা কমাতে পারে না। কোন বই পারে না, রেডিও পারে না, বিহবলতা পারে না, এমন কোন স্থানে চলে গিয়েও পুরাতন পাপের দহন থেকে বাঁচা যায় না। যেখানে ভ্রমরের গুঞ্জন ধ্বনি হচ্ছে। বার বার পূর্বের পাপের কথা স্মরণ না করে বরং নিজে নিজে ভুলে গিয়ে স্মৃতির দহনকে শেষ করা যায়। নৈতিকতা-বাদের আধুনিক তত্ত্ব সাহায্য করতে পারে না। এখানে তো পূর্বে যা লাম্পটতা হিসাবে গণ্য করা হত তাই নতুন নৈতিকতা হিসাবে স্বীকৃত। হেলেনার অনুতাপ ছিল ভয়ানক। আমি বুঝতে পারতাম ও কি রকম বিবেক যন্ত্রণা অনুভব করতেছে।

প্রায় প্রত্যেক কারাবন্দী মহিলাই এই রকম অনুতাপের বিবেক যন্ত্রণা অনুভব করে। প্রত্যেকেই কিছু মাত্রায় ধার্মিক। স্পষ্টভাষী নাস্তিকেরা আশ্চর্য হয়ে যায়, এরা যখন ঈশ্বরকে ডাকতে থাকে। প্রত্যেকেই তাদের প্রার্থনাকে কঠিন করে তুলে।

কিন্তু এটা প্রার্থনা করার সঠিক পদ্ধতি নয়। এরকম প্রার্থনা দুইয়ে দুইয়ে মিলে অন্য কোন প্রকার চার হয়ে যাওয়ার মত প্রার্থনায় পাপের ক্রমাগত বৃদ্ধির উল্লেখ কেবল অশান্তি ও হৃদয় দগ্ধকারী অনুশোচনাই নিয়ে আসে। যৌন সংসর্গ থেকে বঞ্চিত থাকার অতৃপ্তি, অতিরিক্ত যৌনাচারের পাপ, প্রলোভনে পরে ছলনার স্বীকার, ব্যর্থতা এসবের জন্য মাত্রারিক্ত দুঃখ প্রকাশ হৃদয়কে সবচেয়ে বেশি যন্ত্রণা দেয়। বার বার এসবের স্মরণ হৃদয়ে কাটার মত বিদ্ধ হয়। মহিলারা এসব বিষয়েই কথা বলতে আগ্রহী হয়; যাতে এসব বলে নিজেদেরকে হালকা করতে পারে এবং হৃদয়ের যন্ত্রণাকে থামাতে পারে। আমি এসব বিষয়ে ভাবতে গেলে বাইবেলে বর্ণিত দায়ূদের কথা স্মরণ করি যিনি নিজেও এরকম পাপ করে ছিলেন, 'তারাই আশির্বাদ পুষ্ট, যাদের পাপ ঢেকে রাখা হয়েছে। তাই যা ঈশ্বর ঢেকে দিয়েছেন, মানুষের সামনে তা প্রকাশ করার কোন প্রয়োজন নাই।

ক্যাম্পে আমাদের কুটিরে বুখারেস্টের সুপরিচিত ব্যবসায়ী রাদূ-র স্ত্রীও বন্দী ছিলেন। যুদ্ধের পূর্বে তার বিরাট সামাজিক মর্যাদা ছিল। কিন্তু তার পুরাতন বন্ধুরা এটা মেনে নিত না। দামী টুপি ও প্যারিসের ফ্রক পরা জিনাইদা নামে জমকাল মহিলাটিকে তার রূপ, ধন-সম্পদ ও অলংকারের জন্য তার পুরাতন বন্ধুরা ঈর্ষা করত।

আজকের এই চক্ষু বসে যাওয়া খেপাটে চাহনীযুক্ত মহিলার মুখ থেকে আগেকার সেই অভিজাত্যের বাচন ভঙ্গি আজ অদ্ভুত শুনায়।

বিকাল বেলায় আমরা যখন খড়ের তৈরী জাজিমে বসে ছিলাম তখন তিনি আমাকে দেখেছিলেন। লক্ষ করছিলেন আমার চারপাশে জড়ো হওয়া গুরুতর অপরাধী, বেশ্যা, সন্যাসিনী, গ্রাম্য মহিলা এবং প্রফেসর- বিভিন্ন ধরণের মহিলাদের একত্রে এরকম অসাধারণ ভীড়।

মহিলাটি তার আগেকার অভিজাত দিনের ভঙ্গিতে তৈলাক্ত চুলগুলি পিছনে নিয়ে আমাদের জিজ্ঞাসা করলঃ "তোমাদের শেষ পরিণতি কি? তোমরা তো সবই দেখেছ। তোমরা কি ভাব তোমাদের নিজেদের জন্য? আমার নিজের জন্য একটা চিন্তাই রয়ে গেছে, তাহল আমি যদি মুক্তি পাই তবে বাকী জীবন সুখে কাটাব।"

কয়েক সপ্তাহ পর তিনি আমাকে তার দুঃখ দুর্দশার কথা জানালেন। কমিউনিস্টরা যখন ক্ষমতায় আসে তখন তিনি বিধবা হন। তার একটা ছোট বাচ্চা ছিল। তারপর তার টাকা শেষ হয়ে গেল। তার শারীরিক সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে যেতে লাগল। তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে তার স্মৃতিচারণ করলেন।

আমার সব সুন্দর বিষয়গুলি আমার কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হল। আমাকে কাজ করতে হত। আমার সম্পত্তি শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমার আগের বন্ধুরা আমাকে এড়িয়ে চলল। এবং তারপর আবার একটি বিয়ে করার একটা সুযোগ পেলাম। কিন্তু আমার একটি মেয়ে ছিল।

কোন মানুষই অন্যের সন্তান চায় না। আমি আমার অসহায় মেয়ে জেনি-র কথা ভাবতাম। তার তখন মাত্র তিন বছর বয়স। আমি জানতাম, মেয়েটা আমার বিয়েতে একটা বাঁধা। এবং আমি .....'।

মহিলাটির কপাল দিয়ে ঘাম ঝরতে লাগল। তার জীবনের দুঃখ দুদর্শার কথা মুখে বলাটা তার জন্য কঠিন হয়ে পড়ল এবং না বলতে পারার চাপা যন্ত্রনাটাও প্রবল হল। আমি তার উপর আমার হাত রাখলাম। তারপর পুনরায় তিনি তার কাহিনী শুরু করলেন।

'আমি আমার মেয়ে জেনির প্রতি অবহেলা অযত্ন করতে শুরু করলাম। আমি ঠিকমত তাকে খাবার খাওয়াতাম না। অবশেষে ... মেয়েটা খুব বেশি কান্নাকাটি করত। আমি চিৎকার করে ধমকাতাম, 'চুপ কর হতভাগী! পুঁচকে শয়তান! সে তারপর থেকে ক্রমশ শুকিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু আমি কোন যত্ন নিতাম না .....।

হয়ত এরকম নিদারুন অবহেলায়, অযত্নে মেয়েটি মারা গিয়েছিল। মহিলাটির কথায় তো তাই প্রকাশ হয়ে পড়ল।

মহিলাটি আমার হাত চেপে ধরলেন, তার চেহারা যন্ত্রনায় বিকৃত হয়ে পড়ল। যেন সন্তান প্রসবের মত অসহ্য যন্ত্রনায় কাতরাচ্ছে। যদি তিনি কিছু লুকিয়ে রাখেন, তাহলে তা দুঃখকে লাঘব করতে পারবে না।

শুষ্ক কণ্ঠে মহিলাটি বার বার বলতে লাগলঃ 'আমি মেয়েটির যত্ন নেইনি। আমি তাকে একা ফেলে চলে গিয়েছিলাম। যে লোকটার সাথে দ্বিতীয়বার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল তার সাথে মজা করতে আমি এরূপ করেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম তার মধ্যেই আমার দুঃখ-দুদর্শার পরিত্রাণ রয়েছে।'

'তখন ঠান্ডা শীতের রাতে মেয়েটি ঘুমিয়ে পড়লে আমি জানালা খুলে দিলাম। এতে তার ঠান্ডা লেগেছিল। আমি সে সময় নিজে নিজে বলেছিলাম, মুক্ত বাতাস ছোট ছেলে-মেয়ের জন্য উপকারী। এই উপকারী ঠান্ডা বাতাস আক্রমণ করলে, ওকে আর বেশি খাবার খাওয়াতে হবে না।' এই নিষ্ঠুর পরিহাসে মহিলাটি আবেগাহত হয়ে পড়লেন। 'বিশ্বাস করুন আমি মেয়েটিকে হত্যা করিনি; কিন্তু অযত্ন ও অবহেলা করে তাকে মরতে দিয়েছি।'

তার দোষ স্বীকারের এই শেষের কথাটি তিনি ফিসফিস করে বার বার বলতে লাগলেন। কেউ তার কথা শুনতে ছিল না।

'আমি কাউকে কখনো আমার কথা বলিনি। আমি ইতিমধ্যে জেনে গেছি, আমার অপরাধের কোন ক্ষমা নাই।'

আমি তাকে আশ্বস্ত করতে এবং তার মধ্যে বিশ্বাস জন্মাতে চেষ্টা করলাম যে, আপনার অপরাধের ক্ষমা নেই এটা ঠিক নয়। খ্রীষ্ট যীশুতে সব পাপের ক্ষমা আছে। মূল গ্রীক ভাষার সুসমাচারে খ্রীষ্ট শব্দের স্থলে লেখা আছে 'ক্রাইস্টুজ' যা উৎপত্তি হয়েছে, 'ক্রেস্টুজ' শব্দ থেকে। এর অর্থ দয়া, করুনা, অনুগ্রহ, ক্ষমাশীলতা। আমরা তাকে অন্য কোন অর্থে ভাবতে পারি না। দয়া ও ক্ষমাশীলতা তার প্রকৃত পরিচয়।

ঃ 'আমি যদি মুক্ত হয়ে বেরিয়ে যেতে পারি, তাহলে আমার একটাই ইচ্ছা, আমি ভাল হয়ে যাব.....।'

আমি জবাব দিলাম ঃ প্রকৃত পক্ষে কেহই ভাল নয়। বাইবেল বলেছে যে, 'আমরা যদি বলি আমাদের কোন পাপ নেই, তাহলে আমরা মিথ্যা বলি। কিন্তু আমরা যদি আমাদের পাপ স্বীকার করি তাহলে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাদের সব পাপ ক্ষমা করবেন।, তিনি সব অধর্ম হতে আমাদের সূচী করেন। তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক (১ম যোহন ১ঃ৮ পদ)।'

জীনা নামের মহিলাটি তার জীবন কাহিনী শেষ করল। তার অনেক আশার পুরুষটি তার সাথে প্রতারণা করেছিল। তার সাথে মিথ্যা প্রেমের অভিনয় করেছিল। কিন্তু তিনি লোকটার রক্ষিতা হয়েছিলেন এবং সে এর বিনিময়ে কারখানা থেকে কিছু ভাতা দিত। লোকটার সাথে এই রকম অবৈধ মেলামেশাই তার বিরুদ্ধে একমাত্র 'অভিযোগের' বিষয় হল। তার ঈর্ষা পরায়ণ প্রতিবেশীরা তাকে সামাজিক ভাবে কলংকিনী আখ্যা দিল। এবং তাকে বিনা বিচারে দুই বছরের দন্ড দেওয়া হল।

বিভিন্ন বন্দী শিবির এবং জেল খানা ঘুরে আমি এমন অনেকেরই সাক্ষাৎ পেয়েছি যাদের উদ্ভট অবাস্তব কারণে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ক্যাম্প K.4 এ একজন বৃদ্ধা জার্মান মহিলা বন্দী ছিল। তার অপরাধ ছিল তিনি একবার একটি পাগল লোকের প্রতি দয়া দেখিয়েছিল।

পাগল লোকটি ছিল এক পৌঢ় ধাতু শিল্পী। সে কিছু ধাতব মুদ্রার স্ট্যাম্প বানিয়েছিল, যাতে লেখা ছিল, 'রুমানিয়ার সম্রাট নিকোলাই'। পাগলটার নাম ছিল নিকোলাই। তার ছবি সম্বলিত এরকম ধাতব মুদ্রা তৈরি করার মাঝে তার আনন্দ ছিল। সে লোকদের তার নামাঙ্কিত মুদ্রা দিত এবং বলতঃ 'এটা নাও। এটা নিলে তোমরা লাভবান হবে। কারণ, আমি

যখন রুমানিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করব, তখন এ মুদ্রা যার হাতে থাকবে, তাকেই আমার মন্ত্রী বানাব।'

গোয়েন্দা পুলিশ এই উন্মাদ অসহায় সম্রাটকে গ্রেফতার করেছিল। তার সব বন্ধু ও পরিচিতদের গ্রেফতার করে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। যখনই যার কাছে নিকোলার ধাতবমুদ্রা পাওয়া যেত, তাকেই গ্রেফতার করা হত এবং 'রাবার স্ট্যাম্প ট্রাইবুনালে' তাদেরকে বিচারের জন্য সোপর্দ করা হত। বিচারে পনের অথবা বিশ বছরের কারাদন্ড হত।

এ ঘটনা শুনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি এক সময়ের একান্ত আত্মোৎসর্গকারী কর্মী হেলেনা চিৎকার করে বলে উঠলঃ 'কি লজ্জাজনক ব্যাপার! আপনি প্রমাণ করতে পারেননি যে, আপনি নির্দোষ?'

আমি ঠিকই সব কিছুর সঠিক প্রমাণ দিতে পেরেছিলাম। কিন্তু ভাগ্যের উপর কি করা যাবে? আমি মনে করি কমিউনিস্টরা ছিল অজ্ঞ অথবা অমূলক ভয়ে ভীতু।

আমাদের নতুন কমিউনিস্ট শাসকেরা যে শুধু অশিক্ষিত ছিলেন, তাই নয়; বরং তাদের এ অশিক্ষিত থাকাটাও তাদের কাছে গর্বের বিষয় ছিল। যে ছিল অফিসের বেয়ারা পরে কমিউনিজমের কল্যাণে সেই হতে পেরেছিল গোয়েন্দা পুলিশের দফতরে পদস্ত অফিসার। এই অশিক্ষার উন্নতি সরকারের উচ্চ স্তর পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিল। জ্যর্গিউদেজ যিনি রেল বিভাগের সাধারণ কর্মকর্তা ছিলেন তিনি নিজেকে পার্টির প্রধান কর্তা ব্যক্তি রূপে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। একটা কৌতুক সেই সময় প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। জ্যর্গিউদেজ স্বদম্ভে ফ্রান্সকে বলেছিলেন যে, তিনি অশিক্ষাকে রুমানিয়াতে সহজ করে দিয়েছেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল 'আপনি কি এখনো অশিক্ষিত? তিনি সাধারণ ভাবেই জবাব দিয়েছিলেন, 'হ্যাঁ! কিন্তু সরকার পরিচালনায় অশিক্ষিত নই'।

খাল খনন প্রকল্পের বন্দী শিবিরের অফিসারগণ ছেঁড়া কাপড় পরা, নোংরা মহিলাদের সাথে কথাবার্তা বলবে, বিষয়ে এটা স্বপ্নেও ভাবা যেত না। কিন্তু পরিস্থিতি যদি তাদেরকে আমাদের সাথে কথা বলতে বাধ্য করত, তখন আমরা তাদের মুখে বার বার শুনতাম পার্টির সাম্যবাদী স্লোগান। একথা কতবার যে বলা হয়েছে, 'পৃথিবীতে মানবতাবাদের বিকাশ ঘটেছে চারজন মহান প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তির দ্বারা, তারা হলেনঃ কার্ল মার্ক্স, এ্যাংগল্‌স্, লেলিন এবং স্ট্যালিন।' এদেরকে বার্গসন, এডিসন এবং প্লেটোর মত মহান ব্যক্তিদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে এদের কিছুই বলার থাকত না। কারণ কখনো তারা মানবতাবাদী এসব মহান পুরুষদের নামই শুনেন নি।

এক মহিলা ডাক্তার হঠাৎ অসর্তক ভাবে বলে ফেলেছিল যে, সে সব সময় আমেরিকার তৈরি থার্মোমিটার ব্যবহার করে। সেগুলি রাশিয়ান মডেলের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভাল এবং সহজে সঠিক তাপমাত্রা নির্ণয় করা যায়। এর কিছু সময় পরেই এরকম পাল্টা বিপ্লবের পক্ষপাতী লোকদের মত কথা বলার দরুণ তাকে কারাগারে পাঠানো হল। সেই সাথে তার নার্সকেও কারাগারে পাঠানো হল, কারণ তার ডাক্তারের এরকম অন্যায় মন্তব্যের রির্পোট দিতে ব্যর্থ হয়েছিল বলে।

আমি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের শত শত লোকের দেখা পেয়েছিলাম যারা ধর্মীয় বিধি বিধান মেনে নিতে অস্বীকার করত।

অ্যানি স্ট্যানেসক্যু চিৎকার করে বলে উঠল, 'আজ শনিবার! ওরা এ্যাডভেন্টিস্টদের প্রহার করতেছে।'

প্রত্যেক শনিবার এই সম্প্রদায়ের মহিলাদের আদেশ করা হত প্যারেড করতে ও কাজ করতে। প্রত্যেক বারই তারা অস্বীকার করত। তাদের সাথে পশুর মত খারাপ ব্যবহার করা হত। তবুও কোনকিছুই তাদেরকে নড়াতে পারত না। অর্থডক্স, ক্যাথলিক এবং প্রটেস্ট্যান্ট বিশ্বাসীদের শাস্তি এড়াতে রবিবার দিন কাজ করতে হত। কিন্তু এ্যাডভেন্টিস্টরা সপ্তাহের পর সপ্তাহ বিশ্রাম বারের দিনে কাজ করতে অস্বীকার করায় নির্যাতন ভোগ করত।

'কুমারী মরিয়মের আত্মা দেখতে পেয়েছে এই কথা বলার কারণে কিছু সংখ্যক মহিলা জেলখানায় এসেছিল। ঘটনাটা ঘটেছিল বুখারেস্টের প্রধান সড়কে। কয়েকজন একটি চার্চের জানালা লক্ষ করে আনন্দে চিৎকার করে উঠেছিলঃ 'দেখ! ঐতো কুমারী মরিয়ম!' মুহূর্তে শতশত লোকের ভীড় জমেছিল সেই দৃশ্য দেখার জন্য যাজক সতর্ক করলেন। পুলিশ এসে তাদের গ্রেফতার শুরু করল। তখনও এ দৃশ্য দেখার জন্য লোকেরা আসতে লাগল।

পুলিশ ভাবল, জানালার কাঁচটা ভেঙ্গে ফেললে এ সমস্যাটার সমাধান করা যেতে পারে। তাই করা হল। লোকেরা চিৎকার করে উঠলঃ অন্য জানালার কাঁচের পর্দায়ও কুমারী মরিয়মের ছবি দেখা যাচ্ছে। তখন সেই বিল্ডিং এর সব কয়টা জানালার কাঁচের পর্দা ভেঙ্গে ফেলা হল। তখন আবার গুজব উঠল কুমারী মরিয়মের আত্মা ভিক্টরী স্ট্রীটে স্থানান্তরিত হয়েছে! এবং পুলিশের হেড কোয়ার্টারের জানালার কাঁচের পর্দায় দেখা যাচ্ছে!

পুলিশের মধ্যেও অনেকে এমন ছিল যারা পূর্বে গোড়া অর্থডক্স মতবাদে বিশ্বাসী ছিল। এদেরই অন্ধ বিশ্বাস ও অমূলক ধারণা থেকে এরকম গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল। এদের বিপুল সংখ্যককে গ্রেফতার করা শুরু হল।

জেল খানাতে অনেক সময় আমরা নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষা করতাম।

ক্লারা নামের একটি মেয়ে পূর্বে জার্মান হোটেলের চিত্ত বিনোদনের নর্তকী ছিল। সে একবার বলেছিল, 'আমি কাগজে বিভিন্ন শব্দ লিখছি, এ থেকে তোমরা তোমাদের ভবিষ্যৎ ভাগ্য জানতে পারবে।' এটা একটা ভাল লটারী। তোমরা এখান থেকে কোন কোন সময় **কারাগার** চিহ্নিত টিকেট তুলে নিবে আবার কোন কোন সময় **মুক্তি** চিহ্নিত টিকিট তুলে নিবে। এভাবে চোখ বন্ধ করে কাগজের টুকরা তুলবে, যার হাতে যে লেখা কাগজ উঠবে, সেটাই তার ভাগ্য। যেমনঃ কেউ যদি চোখ বন্ধ করে একটা কাগজের টুকরা তোল এবং তাতে মুক্তি লেখা দেখ তাহলে মুক্তি পাবে।

জিনাইদা রাদু বলল, 'আমি যে টিকিট চাই তাহল 'পশ্চিমা দেশে যাওয়ার টিকেট' একথা বলেই আমার দিকে ফিরে আমার কাছে জানতে চাইলেন, 'তুমি কি বল? তোমার জন্য তুমি লটারীতে কোন ধরণের টিকিট চাও?'

জবাবে আমি বলেছিলাম, 'আমি তো অনেক পূর্বেই আমার টিকিট তুলে নিয়েছি। যাতে লেখা আছে "স্বর্গ"।'

সকাল ১১টায় হঠাৎ স্ববেগে দরজা খুলে গেল। অর্ধ ডজন রক্ষী মার্চ করতে করতে ভিতরে প্রবেশ করল। উচ্চ স্বরে চেঁচাতে লাগল।

'প্রত্যেকেই উঠে পড়!'

'কমান্ডার পরিদর্শনে আসছেন।'

ক্ল্যাং, ক্ল্যাং ক্ল্যাং করে স্টিলের বেড়ায় শব্দ হল। তীব্র চোখ ধাঁধানো আলো নিক্ষেপ করা হল।

ভীত মহিলারা কাঁপতে কাঁপতে ধুসর কম্বলের ভিতর থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল। আমরা টলতে টলতে অনেক কষ্টে ঠেলাঠেলি করে আমাদের জিনিসপত্র গোছালাম। হয়ত এগুলি সরিয়ে ফেলা হতে পারে।

ইউনিফরম ও টুপি পরা প্রশস্ত কাঁধ বলিষ্ট গড়নের আমাদের কমান্ডার পলিশ করা উজ্জ্বল জুতা পায়ে হেঁটে এলেন; যেন তিনি মিলিটারীদের সম্মান প্রদর্শনের কুচকাওয়াজ গ্রহণ করেছেন।

ঃ 'মহিলারা! শুন, আমি চাই তোমাদের মধ্যে যারা বিদেশী ভাষায় কথা বলতে পার, তারা সামনে এসে দাঁড়াও।'

কিছু সংখ্যক মহিলা সামনে এসে দাঁড়াল। শিক্ষিকা, সাংবাদিক এবং যারা ছিলেন ভূতপূর্ব বুজোয়া সমাজের প্রতিনিধি। আমাদের নাম কষ্ট করে লিখে নেয়া হল।

আমরা দুই ঘন্টা সময় ঘুমিয়ে নষ্ট করলাম। তারপর আরো দুই ঘন্টা তুমুল তর্কবিতর্ক ও যুক্তি প্রদর্শন চলতে থাকল।

ঃ 'হঠাৎ বিদেশী ভাষা জানা মহিলাদের তলব করার অর্থ কি?

তাহলে আমেরিকানরা কি আসতেছে!

এবং ফ্রান্সের সেনাবাহিনী!'

আমাদের মধ্যের এক বেশ্যা মেয়ে বলল,

ঃ 'ভাগ্যবতী কুত্তী! তোমরা কট মট করে ব্যাঙ এর ভাষা বলতে পারার কারণে এখন সহজ কাজ ও সুবিধা পেয়ে যাবে?'

'ক্লারা তুমি ফ্রেন্স বলতেছ- কিন্তু আমরা জানি তুমি একজন জার্মান!' ক্লারা তার রঙ্গ মঞ্চের হাসি হেসে বললঃ 'ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা হচ্ছে না? MY darling, (আমার প্রিয়তম) My phedre `Qui, prince, je languis, ji brule pour thesee'. সে তার হাত দিয়ে গ্রাণী এ্যাপোস্টলের গলা জড়িয়ে ধরে বললঃ "Que dis-ji? Il n'ent paint mort puisquil respire en yous. Toujours devant mes yeux ....."

ঃ 'ওহ! তোমরা কট মট জার্মান, ফ্যান্স কথা বন্ধ করতো। আমাদের একটু ঘুমাতে দাও!'

যারা বিদেশী ভাষায় কথা বলতে পারে, তাদেরকে এখন থেকে বেশি আরাম ও সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে- এটা ভেবে আমাদের সাথের বন্দী গুরুতর অপরাধে দন্ডিত মহিলারা ঈর্ষা ও প্রতিহিংসায় ফেঁটে পড়তে লাগল। কথা কাটাকাটি ও কোলাহলে রাত শেষ হল। যখন প্রায় ভোর হয়ে এল তখন আমি অস্থির স্বপ্নে পূর্ণ একটু ঘুম অনুভব করলাম।

এমনকি সে ভোর বেলায় সমতল ভূমির উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে আমরা যখন কাজ করতে যাচ্ছিলাম তখন আমার হৃদয়ে আশার আলো অনুভব করলাম। এটা কি সত্য হতে পারে? শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অফিসে বসে অনুবাদকের কাজ করতে পারব? কিছু আন্তর্জাতিক আন্দোলন কি দানা বেঁধে উঠেছে? আমাদের- ঝগড়াটে পার্টি বিভিন্ন গুজব উঠলো।

সেই দিন আমি পরে এক খর্বাকৃতির ইহুদী মহিলার সাথে কাজ করছিলাম, যার নাম জেসিকা। আমি অনেক বার ক্যাম্পের আশে পাশে তাকে দেখেছিলাম। মহিলাটি ছিল শান্ত প্রকৃতির নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা ক্লিষ্ট সব বন্দী মহিলাদের মধ্যে একমাত্র তার মুখ মণ্ডলেই মৃদু হাসির জ্যোতি দেখা যেত। শুষ্কবদন কয়েদীদের মধ্যে জেসিকার মুখ মণ্ডলের মৃদু হাসির জ্যোতিটা ছিল শান্তির প্রতিশ্রুতির মত। গার্ডের উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে গতরাতে আমাদের কুঠিরে কি ঘটেছিল তা বর্ণনা করলাম ওর কাছে।

সে আমাকে বলল, ঃ'এরকম প্রত্যেক কুটিরেই হয়েছে। এবং প্রত্যেক ক্যাম্পেই। মাঝে মাঝে তারা ক্যাম্পে আসে এবং জিজ্ঞাসা করে কে কে বিদেশী। তারপর জার্মান এবং ইহুদীরা নিজেদের নন রুমানিয়ান নাম রাখতে ব্যস্ত হয়ে পরে। তারা ভাবে হয়ত বিদেশীদের রুমানিয়ার বাইরে পাঠানোর জন্য এরকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে এবং নন-রুমানিয়ান নাম থাকলেই বাইরে যাওয়া যাবে। কিন্তু কে কে বিদেশী জানতে চাওয়ায় আদৌ এ অর্থ প্রকাশ পায় না। এর অর্থ তোমাদের জন্য আরো নির্যাতনের উপায় তৈরি করা হবে।'

অনেক পূর্বেই আমি অনুধাবন করতে পেরেছিলাম তার কথা ঠিক। এটা হচ্ছে অন্য একটা নির্যাতনের মাত্রা যোগ করে মন, ইচ্ছা ও প্রাণ শক্তিকে নিঃশেষ করে দেওয়ার একটা মতলব। অনেক সময় কুটিরে মধ্য রাতের পর অন্য একটা প্রহসনমূলক বিষয়ের অবতারনা হত। একবার ওরা আসল খেলাধূলা করতে পারে কোন্ কোন্ মহিলা তার একটা তালিকা তৈরি করতে। গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, রুমানিয়া অলিম্পিক গেমস্ এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রার্থী বাছাই করছে। বন্দী মহিলাদের মধ্যে যারা দৌড়াতে পারে, ভাল জাম্প করতে পারে অথবা সাঁতার কাটতে পারে তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হবে এবং প্রতিযোগিতার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। দৌড়ানো, লাফানো দূরে থাক, আমাদের মধ্যে অধিকাংশই ভালভাবে হাঁটতেই পারত না। তবুও তারা এই গুজবটাকে তাদের বিশ্বাসের অংশরূপে গ্রহণ করেছিল।

এই বিষয়টা কমিউনিস্টদের রি-এডুকেশন ব্যবস্থা মেনে নিতে আমাদেরকে আরো বেশি প্রভাবিত করেছিল। সমবেত সংগীত, নৃত্য ও বাদ্য পরিচালনার জন্য একদল নতুন মহিলা ভর্তি করা হল! কমিউনিস্টদের প্রশংসা ও বিজয় গাঁথা গান শিখানো চলতে লাগলঃ

'সত্যিকারের সুখী' নামের একটা নাটক মঞ্চস্থ্য করা হল।! এতে দেখানো হল সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে কেমন করে একটা সত্যিকারের সুখের সৌধ গড়ে উঠতেছে! এবং ছন্দোবদ্ধ গান ও সংলাপ তৈরি করে পুজিবাদের শোষণের ভয়াবহ চিত্র বিবৃত করা হয়েছিল। এবং যখন সেই সংলাপে আমেরিকায় মিলিয়ন মিলিয়ন লোক উপবাসে রয়েছে এজন্য আমাদের কাঁদতে বলা হল, তখন আমি দেখলাম মহিলাদের চোখে সত্যিকারের অশ্রু!

(নাটকে) অর্ন্তঘাত সৃষ্টি করে সাম্যবাদী সৌধটাকে ভেঙ্গে ফেলার অতি দুর্বৃত্ত শয়তান আমেরিকার সব অপচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর দৃপ্ত পদে দাঁড়ানো এক বলিষ্ট কমিউনিস্ট তরুণ অগ্নিঝরা কণ্ঠে গেয়ে উঠলঃ

সবচেয়ে দুঃখজনক দিকটা হল, নাটকের শেষে সকলের প্রশংসা মুখর হয়ে ওঠা ও আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠা। অবশেষে তাদের এই সকল রব উচ্চ প্রশংসা ও আনন্দ কিছুটা সত্যিকারের প্রশংসায় পরিণত হল। অত্যাচারিত ও অত্যাচারীদের মধ্যে একটা ভালবাসা-ঘৃণার সম্পর্ক জেগে উঠতে পারল।

'একটি বাড়ি তৈরি হওয়ার পূর্বে এর ভেতরের জলাবদ্ধতা পরিষ্কার করতে হবে এবং সমস্ত কীট পতঙ্গ মেরে ফেলতে হবে। অল্প বয়সী এই গার্ড যে শিক্ষা দিয়ে আসতেছে যে আমরা সবাই সমাজচ্যুত ব্যক্তি। কমিউনিস্টদের ট্রেনিং স্কুলে সে বার বার এই বহুল প্রচলিত প্রবাদ বাক্য বলে যেতঃ আমাদেরকে শিক্ষা দেয়া হত উদাস চোখের।

কিন্তু যখন তাদেরকে ক্যানেলে বদলি করা হত, তখন তাদের কয়েদীদের সাথে সেই মরুভূমির স্থানে বাস করতে হত। তারা তদন্ত করতে আমাদের সাথে দীর্ঘপথ মার্চ করে যেত। আমরা যখন কাজ করে ক্লান্ত হয়ে পড়তাম তখন তারা আমাদের পাশে এসে বসত; যদিও কঠোর ভাবে এটা তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। মাঝে মাঝে তারা আমাদের সাথে গল্প করত।

কিছুকাল পর তারা বুঝতে পারল, 'জঘণ্য' ও 'সমাজচ্যুত' লোকদের সাথে সঠিক আচরণ করছে না।

কমিউনিস্ট সরকারের অধীনে চাকুরী করায় তাদের যে গর্ব ছিল, তারা তাদের সেই গর্ব হারাল। তারপর পার্টির প্রতি তাদের বিশ্বাস ও আস্থা কমল। কমিউনিজমের প্রভাবের বিরুদ্ধে তাদের চেতনার ও মানসিকতার এই আকস্মিক ও বিরাট পরিবর্তনে আমাদের গার্ডদের কয়েকজন আশ্চর্য রকম বদলে গেল।

ক্যাম্প K4 এ কতিপয় স্কুল ছাত্রীকেও এনে রাখা হয়েছিল, কারণ তারা স্বদেশ ভক্ত ছাত্রী সংগঠনের সাথে জড়িত ছিল। তাদের মধ্যের পনের বছরের মারিয়া তেলিয়া নামের একটি মেয়ে খুবই রূপসী ছিল। তার গায়ের চামড়া স্বচ্ছ কাঁচের মত হয়ে গিয়েছিল। তার কালো চোখ দুটি আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তার শরীরের কৃশ হাড়গুলি চামড়ার উপর দিয়ে স্পষ্টভাবে বুঝা যেত। তার একটা আত্ম বিশ্বাস ছিল যে, সকলেই তাকে ভালবাসে এবং তার সম্বন্ধে সকলেই ভাল ধারণা পোষণ করে।

আপেলের মত রাঙ্গা দুটি গাল বিশিষ্ট গার্ড নীলার একসময় আমার প্রতি বেশ একটু দয়া দেখিয়েছিল।

একদিন লীনা ক্যরিন নামের আমার এক খ্রীষ্টিয়ান বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুমি কি একজন সন্যাসিনী?' না। আমি একজন পালকের স্ত্রী।

আহ! ওরা আমাকে তোমার বিষয়ে বলেছে। তোমার রুটি এভাবে অন্যকে দিয়ে দিলে তুমি তো দুর্বল হয়ে পড়বে। এইতো তুমি এক মিনিটের মধ্যে রান্নাঘরে যাও। এবং জানালার উপরে হাত দিয়ে দেখ-

সে চলে গেল এবং তাকের উপর হাত দিল এবং কাগজ দিয়ে মোড়ানো একটি স্যান্ডউইচ পেল। এই স্যান্ডউইচটি গার্ড লীনার নিজের জন্য পাঠানো হয়েছিল। লীনা তার নিজের জন্য রাখা স্যান্ডউইচটি ক্যরিনকে খেতে দিল। একজন কমিউনিস্ট কারারক্ষী এবং কয়েদীদের মধ্যে এমন আচরণ ছিল অবিশ্বস্য। তবে লীনা ছিলেন অন্য রকম। তার মন যে উদার ছিল তা প্রকাশ পায়।

ক্যরিণ এবং আমি লীনার সাথে বিভিন্ন কথা বলতাম। নীনা আমাদের বলেছিল, যখন আমি ছোটছিলাম তখন সব সময় গীর্জায় যেতাম। এমন কি তরুণ বয়সে যখন কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করলাম, তখনও নিয়মিত গীর্জায় যেতাম।- কিন্তু আমি যে এলাকায় বাস করতাম, সে এলাকার গীর্জায় নয়; কয়েক মাইল হেঁটে পাশ্ববর্তী এলাকার গীর্জায় গিয়ে প্রার্থনা করতাম। যেখানে আমাকে কেউ চিনত না।

একদিন গীর্জা থেকে ফেরার পথে আমার এক তরুণ নেতার সাথে দেখা হয়ে গেল। তিনি আমাকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় গিয়েছিলে?" আমি বলেছিলাম, 'আমি চেয়েছিলাম ধর্ম বিদ্বেষী অন্তরের প্রবল অভিব্যক্তি তার নিকট প্রকাশ করা যাতে তিনি আমাকে নিয়ে বেশি ঘাটাঘাটি না করে তার নিজ বিষয়ে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু তার পছন্দমত এই মিথ্যে অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে আমাকে কি কথা ব্যবহার করতে হল? সেদিন বাড়ি ফিরে এসে আমি অনেক কেঁদেছিলাম। আমি সেদিন বুঝেছিলাম যীশুকে অস্বীকার করে পিতর বিবেকের যন্ত্রনায় কেমন অনুশোচনার কান্না কেঁদেছিলেন।'

লীনা কেঁদেছিল! কিন্তু পিতরের মত অনুতাপ করাটা ছিল তার শক্তির বাইরে। সে চার্চ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখল, কমিউনিস্ট সৈন্য বিভাগে ভর্তি হল এবং শিবিরের গার্ড হল। সে বিশ্বাস করে নিল কমিউনিস্টদের দ্বারা একটি আরো উন্নত বিশ্ব তৈরী হচ্ছে। তার উপরস্থ কর্মকর্তার আদেশে কয়েদীদের মারপিট করত, তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করত। তখন সে দেখতে পেয়েছিল কমিউনিজম তার নিজ গ্রামে কি করেছিল। সে এতে তার অপরাধ অনুভব করল।

গার্ড লীনা কেবল ক্যরিনকেই সাহায্য করেনি। আমি অনুমান করতাম মারিয়া তিলিয়ার সাথে বন্ধুর মত হয়ে গিয়েছিলেন। সেই স্কুল ছাত্রী মারিয়া তিলিয়া আমাকে বলেছিল, আমার পিতা-মাতা সামান্যই টাকা পয়সা রেখে গিয়েছিল। যখন আমাদের সব ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত

করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তখন কোন রকমে কিছুটা সম্পদ তিনি রেখে দিয়েছিল। আমি লীনাকে অনুরোধ করেছিলাম, তিনি যেন আমার পরিবারের লোকদের খবর দেয় যে, আমি ভাল আছি। যখন তিনি চলে গেলেন, বাবা আমার জন্য কিছু উপহার দিয়েছিলেন, এ্যসপিরিন ট্যাবলেট, চকলেট, একটি উলের তৈরি পুলওভার। উপহারগুলি তিনি আমার কাছে নিয়ে এসেছিলেন।

আমার জন্য নীনা যা করেছিলেন, তা তার জীবনের উপর ঝুঁকি আসতে পারত। কিন্তু তিনি তা করেছিলেন। চোরাই ভাবে আমার জন্য ক্যাম্পে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস এনে দিয়ে ছিলেন। আমি তাকে এজন্য ঘুস দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি তা নিতে অস্বীকার করেছিলেন। মারিয়াদের বাড়ি পরিদর্শন ছিল নীনার প্রতি যেন ঈশ্বরের একটি দয়ার প্রকাশ।

যখন আমি নীনার সাথে প্রথম কথা বলা শুরু করেছিলাম, তখন বেশ কঠিন ভাবে কথা বার্তা চলতে থাকল। কমিউনিস্টদের ট্রেনিং স্কুল থেকে শিক্ষা করা ধর্ম নিয়ে উপহাসমূলক বাক্য তোতাপাখীর মত বলতে থাকল। তার হৃদয় ছিল সত্য থেকে রুদ্ধ। যখন আমি তাকে যীশুর কথা বললাম, তখন বলে উঠল, আমরা কমিউনিস্টরা খ্রীষ্টিয়ানদের সবচেয়ে ভাল বন্ধু। যদি স্বর্গ থেকে থাকে এবং যীশু বিচার কর্তা হন, তাহলে আমরা যারা কমিউনিস্ট তারাই সকলের চেয়ে বেশি যীশুর অনুগ্রহ পাব। তোমার স্বামী একজন পাষ্টর তিনি কতজন লোককে যীশুর কাছে এনেছেন বলে তুমি মনে কর? কয়েক কুড়ি? কয়েক শত? কিন্তু আমরা কমিউনিস্টরা প্রতি বছর এমন হাজার হাজার জন খ্রীষ্ট প্রাপ্ত লোকদের তত্ত্বাবধান করি যারা ঠোঁটে তাঁর নাম নিয়ে মৃত্যুবরণ করে। আমরা তো তাঁর স্বর্গ পূর্ণ করে দিতেছি। আমাদের তত্ত্বাবধানে তো হাজার হাজার খ্রীষ্টিয়ান যীশুর নাম নিয়ে মৃত্যুবরণ করে স্বর্গে যেতে পারছে। তাই তাঁর উচিত আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা।

আমি তাকে আভাস দিলাম যে, তিনি যা ভেবেছেন, এর তাৎপর্য তার চেয়ে আরো বেশি কিছু হতে পারে। যে বিষয় নিয়ে তিনি উপহাস করছেন ভবিষ্যতে তার সূদুর প্রসারী প্রভাব রয়েছে। পাপী মগ্দলীনী মরিয়মও একজন মহান সাধুতে পরিণত হয়েছিলেন। খ্রীষ্ট সমাজের প্রতি অত্যাচার ও তাড়নাকারী সৌলের অন্তরেও ভবিষ্যতের মহান প্রচারক সাধূ পৌলের ভিত্তি ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হয়েছিল। বাইবেল বলে যেখানে মাত্রাধিক আকারে প্রসার লাভ করে, সেখানে ঈশ্বরের দয়া ও অনুগ্রহ আরো বেশি পরিমানে অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ যেখানে পাপের বাহুল্য সেখানেই ঈশ্বরের দয়ার বাহুল্য।

কমিউনিস্টরা অত্যাচার করে খ্রীষ্টিয়ানদের মারছে, আর টিটকারী করে বলছে যীশুর নামে মরার সুযোগ করে দিয়ে ওদের স্বর্গে পাঠাচ্ছে। ওদের এই রকম টিটকারী সত্বেও ওদের পাপের জন্য স্বর্গ যদি দয়া দেখিয়ে ওদের আকর্ষণ না করে তাহলে বরং আমি আশ্চর্য হয়ে যাব। আমি জানি স্বর্গ ওদের ঠিকই আকর্ষণ করে।

নীনা আবারও খ্রীষ্টিয়ান হল।

চতুর্থ অধ্যায়
দানিয়ুব

রাতের বেলা প্রচুর তুষারপাত হত। যখন আমরা ভোর বেলা কুটিরের সম্মুখে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়াতাম তখনো কণা কণা তুষার পড়ত। গার্ড টাওয়ারটি ঘন কুয়াশার সাদা পর্দার আড়ালে প্রায় সম্পূর্ণ রূপে ঢাকা থাকত। প্রত্যেকটি শব্দ একঘেয়ে ও নিষ্প্রাণ মনে হত।

দূরে রান্না ঘরের ভেন্টিলেটর দিয়ে ধোয়া বের হত। উষ্ণতার জন্য এই ধোয়া অন্য একটি অসুবিধার জন্ম দিত। কয়েকজন 'রাজনীতিবিদ'দের রান্না ঘরের কাজ দেওয়া হত। রান্না ঘরের পাশেই লন্ডির কাজ চলত। প্রতিদিনের কাজের যে কোটা ছিল তা রীতিমত কষ্টকর। তিরিশ খানা বিছানার চাদর, তিরিশ খানা বালিশের কভার, তার উপর শার্ট এবং আন্ডার ওয়্যারগুলিও কাঁচতে হত। সবগুলো কাপড় ক্ষুদ্র এক টুকরো সাবান দিয়ে কাঁচতে হত।

একদিন সকাল বেলা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি সংখ্যক মহিলা অসুস্থতার রিপোর্ট দিতে চেষ্টা করল। ক্যাম্পের ডাক্তার আনা ক্রেটজিয়ানূ যে নিজেও একজন কয়েদী, সে মহিলাদের অসুস্থতার ব্যাপারে আগ্রহ দেখালো না।

'তোমাদের কোন সমস্যা নেই। কাজে মন দাও।' তার এই নাকি সুরের কথা কয়েদীরা অত্যন্ত অপছন্দ করল। ডাক্তার ক্রেটজিয়ানূ একজন নতুন ডাক্তার। মৃত্যু ও জীবনের উপর তার ক্ষমতা ছিল। সে কয়েদীদের হতাশ করে তুষার বৃষ্টির মধ্যে কাজে যেতে বাধ্য করতে চাইল। সে জানত, অসুস্থতার মধ্যে এমন অবস্থায় কাজে গিয়ে কেউ মরলে ওদেরকে নিন্দা জানাতে পারবে। কয়েকজন মহিলা এতই দুর্বল ছিল যে, তারা খুব ভয় পেয়ে গেল যখন শুনতে পেল যে, তাদেরকে খনিতে কাজ করতে যেতে হবে। কিন্তু ওদের কাজ করতে অস্বীকার করার উপায় ছিল না। কারণ ক্রেটজিয়ানূ মেডিকেল বোর্ডকে বলে দিয়েছে যে, সব মহিলা সুস্থ এবং কাজ করার উপযুক্ত।

১০ নং কুঠরীতে একজন কয়েদী ডাক্তার এল। এই ডাক্তারটি তার সততা ধরে রেখেছিল। শিবিরে বন্দী কয়েদীরা চাইল না যে এই ডাক্তারটি মাত্র কয়েকদিন থাকে। এজন্য তাকে এড়িয়ে চলার সব রকম কৌশল করল। তার বয়স ছিল ষাট বছরের উপরে এবং মার্চ করে কাজে যেতে পারত না। এজন্য একা একা ক্যাম্পে অবস্থান করতে দেওয়া হত। তিনি জানতেন ক্রেটজিয়ানূর চিকিৎসার চেয়ে তার চিকিৎসা অনেকটা ভাল। কিন্তু ক্যাম্পের কমান্ডার তার পছন্দের ডাক্তারের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। ১০ নং কুটিরের ডাক্তারকে ঠেলাগাড়ী টানতে হত।

একটা এ্যসপিরিন ট্যাবলেট, একটু গরম পানীয় ব্যাথা নাশক কোন ঔষধ ছিল আমাদের কাছে কেবল স্বপ্নের মত। কঠোর পরিশ্রম করার কারণে ক্যাম্পের মহিলাদের মধ্যে

ব্যাপক ভাবে মেয়েলি রোগ ছড়িয়ে পড়ছিল। কয়েদীদের ডাক্তার টিম দ্বারা তাদের সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করা হত। কিন্তু চিকিৎসা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়।

আমরা যখন তুষারের উপর দিয়ে হেঁটে যেতাম, ক্যারীন বলত, 'আমরা ক্রেটজিয়ানূর বিষয়ে ভাবব না। যখনই আমি তার চিৎকার শুনতাম "কাজ করার উপযুক্ত" তখনই আমার এক মহিলা ডাক্তার বন্ধুর কথা মনে পড়ত। সে স্বেচ্ছায় কমিউনিস্ট সৈন্য বাহিনীতে ভর্তি হয়েছিল। খ্রীষ্টের জন্য সে কমিউনিস্ট সেনাদের মত ঘৃণ্য পোষাক পরেছিল এবং কমিউনিস্টদের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের অভিনয় করত। সে অসুস্থ্যদের জন্য আশ্চর্য কাজ করেছিল। তারপর একজন গোপন সংবাদ দাতা তার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছিল। সে এখন কারাবন্দী।

আহ! অসহায় মেয়েটি! সে অবশ্যই সাধুদের একজন। অন্ধকার আকাশের নিচে তুষার পড়া সাদা সমতল ভূমির উপর দিয়ে আমরা হেঁটে গেলাম।

সকালে দুটি ভারী পাথরের মধ্যে পড়ে আমার হাতের আঙ্গুল থেঁতলে গিয়েছিল। তারপর ট্রাকের মধ্যে প্রতিটি পাথর খন্ড উঠাতেই অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করতাম। নতুন আসা একজন বয়স্ক মহিলা আমার সমস্যাটা লক্ষ্য করলেন এবং আমাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করলেন। তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন বিভিন্ন জেলখানা ও বন্দী শিবিরগুলোতে থাকা অবস্থায় কখনো ফ্যানী মেরিনেসকূ্য নামের কোন মেয়ের সাথে আমার দেখা হয়েছে কিনা।

আমি বললাম, হ্যাঁ। আমি ফ্যানীকে ভালভাবেই চিনতাম। আমি জিলাভা জেলখানাতে তাকে ফ্রান্স ভাষা শিখাতাম। তখন আমরা খুবই ঘনিষ্ট বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলাম।

'তার কি হয়েছিল'?

'সে স্বর্গে চলে গেছে। তার কথা ভাববেন না। তার ক্যান্সার হয়েছিল এবং দীর্ঘদিন কোনরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকায় মারা গেছে। তার পর মহিলাটি কাঁদতে লাগল। তখন আমি বুঝতে পারলাম, তিনি ফ্যানীর মা।

একজন গার্ড আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালো। আমরা আর কথা বলতে পারলাম না। ফ্যানীর মৃত্যু সংবাদ শুনে তার মা কাজ করতে পারলেন না। তিনি অন্ধের মত কোন কিছু হাতরিয়ে চললেন। কম্পিত হাত দিয়ে বুলডার ধরতেন শক্ত করে, কিন্তু নাড়াতে পারতেন না। চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পরে মুখমন্ডল ভিজে যেত। আমাদের হৃদয় থেকে যন্ত্রণার শোণিত ক্ষরণ আর হাত কেটে ঝরা রক্তের পরিমাপ ও মূল্য একই সমান ছিল।

আমি চেষ্টা করলাম ফ্যানীর মাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য কিছু কথা বলতে। দুপুরের খাবারের জন্য কর্মবিরতির অপেক্ষা করলাম। তখন একটু কথা বলার সুযোগ পেয়ে তাকে বললাম,

ফ্যানীর কথা ভেবে মন খারাপ করবেন না। সে এখন স্বর্গে আছে। সে তার প্রভু (নাজাত দাতার) নামেই মারা গেছেন। যিনি অনন্ত জীবন দান করেন।

স্বর্গে আছে! তুমি খুব সহজ ভাবেই বললে কথাটা যদি তোমার নিজের মেয়ে মারা যেত, তাহলে বুঝতে.....।

আমি তাকে বললাম, কিভাবে নাৎসীরা আমার নিজ পরিবারের লোকজনদেরকে হত্যা করেছে। আমি বললাম সেই অনাথ শিশুদেরকে আমি কিভাবে হারিয়েছি, যাদেরকে আমার নিজ সন্তানের মত ভালবেসেছিলাম।

'পৃথিবীতে আমরা অস্থায়ী বাসিন্দা- পার্থীব জীবন শেষে স্বর্গে আমাদের জন্য ঈশ্বরের সঙ্গে অনন্তকালীন জীবন রয়েছে। সেটাই আমাদের সান্ত্বনা।

আমরা একত্রে বসা ছিলাম। আঘাতে থেতলানো আমাদের হাতে পায়ে আঙ্গুল গুলির যত্ন নিতে আমরা চর্ব্বিযুক্ত সাবানের জন্য অপেক্ষা করেছিলাম। সীমাহীন ক্লান্তিতে আমাদের হাত পা কাঁপতেছিল। মহিলাটি আমাকে বললেন যে, তার নাম কর্ণেলিয়া।

আমি বললাম, 'আপনার মেয়ে মানসিক অশান্তির মধ্য দিয়েও অনেক বন্দীদের সাহায্য করত। তাদেরকে অনন্ত জীবনের কথা বলত আমি অন্যান্যদের সাহায্য করতাম। স্বর্গে একজন মহান সাহায্যকারী রয়েছেন। আমরা যাদেরকে হারিয়েছি, তিনি তাদের সাহায্য করেন।

মনে হল আমার কথা শুনে তিনি কিছুটা সান্ত্বনা পেলেন।

একদিন সন্ধ্যায় তিনি আমার কুটিরে এলেন। বেশি ঠান্ডা পড়লে রাতের বেলায় অনেক গার্ড থাকত না। তাই তিনি আবছা অন্ধকারে প্রাঙ্গনের যে অংশ চোখে পড়ে না, সেখান দিয়ে গোপনে পালিয়ে আমার কুটিরে আসতে পেরেছিলেন।

অন্ধকারে আমি বুঝতে পারলাম কেহ আমার বিছানায় এসে বসল এবং আমার বাহু স্পর্শ করল। আমি চোখ মেলে তাকালাম এবং উঠে বসলাম।

কর্ণেলিয়ার ঠোটে একটু ভীরু হাসির রেখা ফুঁটে উঠল। 'আমাকে একটু সময় এখানে বসতে দাও। মনে হয় তোমার নিকটে এখানে থাকলে হয়ত শয়তানেরা অতবেশি প্রভাব খাটাতে পারবে না।'

প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ানের মধ্যেই ঈশ্বরের গৌরবের জ্যোতি সামান্য প্রতিফলিত হয়। দুঃখ কষ্ট ভোগের সময়ে তার উপর প্রতিফলিত ঈশ্বরের সেই গৌরবের জ্যোতি অন্যান্য লোকেরাও দেখতে পারে।

কর্ণেলিয়া বললেন, 'আমাদের কুটিরের সবাইকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। আমি পূর্বে বেরিয়ে আসতে পারিনি। এই সপ্তাহে আমাদের ফ্লোর পরিষ্কার করতে হত।'

তিনি উত্তেজনার কারণে তার পুরাতন কার্ডিগানের ভিতরে শীর্ণ বাহুতে আঘাত করলেন।

'কিন্তু আমি এখানে কোন অভিযোগ জানাতে আসিনি। আমি তোমাকে এমন কিছু কথা জানাতে এসেছি যা আমি যতদিন জীবিত আছি ততদিন অন্য কাউকে বলব না।'

বৃদ্ধা মহিলাটির চুপসে যাওয়া শুকনো মুখমণ্ডল উজ্জল হয়ে উঠল। তার উপর অত্যাচারের যে দুঃখ কষ্টের ছাপ ছিল তা আনন্দে রূপ নিল।

'গত রাতে আমি আমার কাপড় চোপড় না খুলেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তারপর ঘুমের মধ্যে হঠাৎ দেখলাম, আমি একটা বিরাট মাঠের মধ্যে রয়েছি। আমরা যে বারাগান সমতল ভূমিতে কাজ করি, জায়গাটাকে মনে হল সেরকমই প্রশস্থ। যতদূর চোখ যায়, আমি দেখতে পেলাম, মাঠটা হরেক রকম ফুলে পূর্ণ। বাতাস ছিল ফুলের মন মাতানো তীব্র গন্ধে ভরপুর। ঠিক যেন লিলি ফুলের উপত্যকা। এবং আমি অনুভব করলাম, আমার মেয়ে যেন সেখানে রয়েছে। যদিও জায়গাটা ছিল বিশাল, তবু আমার কাছে কেমন যেন ঘরোয়া পরিবেশের মত মনে হল। আমি আমার জীবনে কোন এক জায়গায় এতবেশি লতা গুল্ম ও ফুল দেখিনি। সেখানে ছিল মৌমাছি ও বোলতার মধুর গুঞ্জন। অনেক সংখ্যক প্রজাপতির বিরাট একটা ঝাঁক এক ফুল থেকে আর এক ফুলে গিয়ে বসতে ছিল। তাদের পাখার বিচিত্র বর্ণের ছটা নিয়ে আমার কাছাকাছি এসেছিল। আমি প্রজাপতিদের মত আত্মার শান্তি অনুভব করছিলাম। আমার মনে হয়েছিল সব সৌন্দর্য ও জাকজমক যেন এক জায়গায় এনে জড়ো করা হয়েছে।

মাঠের এক কোনায় আমি একাকী দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম একজন মহিলা আমার দিকে আসছে। তিনি শান্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। আমার হাতে লিলি ফুলের একটি থোকা তুলে দিলেন। আহ! কি মোহনীয় গন্ধ। যখন আমি সেই বিশাল মাঠের শেষ কোনা থেকে মাঠের মধ্যখানে এলাম তখনও ঘ্রাণ পেলাম। আমি এখন একজন পুরুষ মানুষের মিষ্টি কণ্ঠস্বর শুনলাম। লোকটি স্পষ্ট উচ্চারণে মিষ্টি কণ্ঠে বাইবেলের সলোমনের পরমগীত পুস্তকের এই পদটি বলে চলছিল- "যেমন কন্টকবনের মধ্যে শোষন পুষ্প, তেমনি যুবতীগণের মধ্যে আমার প্রিয়া"।

'এবং তারপর আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। তখন আমি বুঝতে পারলাম আমি ক্যানেলে রয়েছি এবং ভয়ংকর খেপাটে গার্ডেরা আমার জন্য অপেক্ষা করতেছে। ভোর পাঁচটায় যখন তারা রেলিংএ দুমদাম শব্দ করল তখন আমি ঘুম থেকে উঠলাম এবং খাতে কাজ করার জন্য এভাবে বের হয়ে পড়লাম যেন আমি আমার প্রিয় কারো কাছে নদী তীরস্থ চারণ ভূমির উপর দিয়ে নাচতে নাচতে চলেছি।'

'আমি আমার মনের চোখে এখনো সেই বিশাল মাঠটা দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি হরেক রকমের সেই সুন্দর ফুলগুলি। এবং সেই সব ফুলের মনমাতানো ঘ্রাণ এখনো যেন আমার নাকে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। আমি এখনো সেই পুরুষ লোকটার মিষ্টি কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি। এবং সেই মহিলাটিকে এখনো যেন দেখতে পাচ্ছি। আমি কোনদিন তাকে ভুলতে পারব না।'

মহিলাটি তার স্বপ্নের কথা বলা শেষ করলেন। স্বপ্নের সেই স্মৃতিটা এখনো তার হৃদয়ে বাস করছে। মহিলাটি হাজার হাজার ছোট ছোট দয়া, করুণা, সৌন্দর্য আশ্চর্য চিহ্ন ও নিদর্শণ দেখেছিল তার নতুন দৃষ্টিতে; যা যীশুর উপস্থিতিরই প্রমাণ বহন করেছিল তার কাছে।

সময় সময় আমরা দুঃখ কষ্টের উপত্যকা থেকে যে স্মৃতির পাথর তুলে নেই; তা খুব সুন্দর হয়ে উঠে।

কয়েকদিন পর আবহাওয়ার পরিবর্তন হল এবং বরফ গলতে শুরু করল। আমি আমাদের কুটিরের চালার নিচে গিয়ে পানি পড়ার টুপটাপ শব্দ শুনতাম। কঠিন মাটি ভিজে নরম হয়ে কাদায় পরিণত হল। দেয়ালে যেখানে সুড়ঙ্গ হয়ে গিয়েছিল সেখানে বরফের কালো বড়বড় খন্ডগুলি স্তুপিকৃত হয়ে উঠল, কিন্তু শান্ত বাতাস তাদের পরাস্ত করতে থাকল। আমরা আকাঙ্খা করতে থাকলাম এই শীতের প্রকোপ থেকে কত দিনে মুক্ত হতে পারব।

এমনকি গার্ডেরাও প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠল। তারা খেলায় মত্ত কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ চিৎকার করে উঠল। দক্ষিণ দিক থেকে মৃদু-মন্দ বাসাত বইতে থাকল। সে বাতাসে ভেসে আসল অজানা সুবাস।

আমি আবার ফেরীতে কাজ করতে শুরু করলাম। বরফের মধ্য থেকে বড় বড় পাথরের টুকরা বইতে হত। আমার হাত অসাড় হয়ে গিয়েছিল।

পুরুষ গার্ডেরা অশ্লীল ভাষায় ঠাট্টা তামাশা করত। এ্যানি স্ট্যানেসক্যু নামের কু-স্বভাবের এক বেশ্যা মেয়ে সব সময় এরকম অশ্লীল তামাশা পরিচালনা করত।

জিনাইদা বলল, তোমার কত সাহস! সেই পিটারের গরিলার মত হাত রয়েছে। পিঠের উপর লম্বা কালো চুল। আমি তো নিশ্চিত যে, পাছে কেউ দেখে ফেলে এই জন্য সে মাথা থেকে পা পর্যন্ত তার শরীর ঢেকে রাখে।

এ্যানি তার মুখ গহবরের একপাটি সোনালী দাঁত বের করে দেখাল। একটা হাসির ঝড় উঠল।

'তারা আমাদের মধ্যে যা দেখে তাতেই প্রলুব্ধ করে। আমি ভাবতে পারিনি। আমাদের চেয়ে যৌন ক্ষুধা ও আকাঙ্খা ছাড়া আর কোন প্রতিমূর্ত্তি আছে কি? আমি নিশ্চিত জানি যে, আমাদের মধ্য থেকে জঘন্য কিছু ঘ্রাণ ছড়াচ্ছে।

এ্যানির এই জবাবে তার বন্ধুদের মধ্যে উচ্চ হাসির শোরগোল পড়ে গেল। এদিক ওদিক থেকে একেকজন অশ্লীল নোংরা কথা বলতে থাকল। তাদের মুখ কিছুতেই বন্ধ হল না।

এ্যানি আমার প্রতি ইঙ্গিত করে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'আমাদের ক্ষুদে সন্যাসিনী অশ্লীল কথাবার্তা আবার পছন্দ করেন না'। আমরা যখন কাজ করতাম, গার্ডেরা রুটি খেতে ও ধুমপান করতে করতে আমার দিকে তাকিয়ে ভেংচি কেটে বিদ্রুপের হাসি হাসত।

আমি নীরব থাকতাম। দিন শেষে আমরা লাইন করে দাঁড়াতাম। গার্ড ষাঁড়ের মত গর্জন করে বলে উঠতঃ 'তালে তালে পা ফেল'। আমরা মার্চ করতে করতে একটি জায়গায় এসে সবাই মিলিত হতাম। সেখানে আমাদের জন্য ট্রাক অপেক্ষা করত।

নদীর ধার দিয়ে পায়ে হেঁটে যাওয়ার কর্দমাক্ত রাস্তা ছিল। আমি গার্ডের চোখের প্রতি সতর্ক থাকতাম। সেখানে পিটার নামের লোকটাকে আমার সাথে রাখা হয়েছিল। সে আমার পিছনে থেকে আমার পায়ের গোড়ালীতে বুট দিয়ে আঘাত করল, যাতে আমি কাঁদার মধ্যে পড়ে যাই।

মহিলা গার্ডেরা হো হো করে হেসে উঠল।

একটা হাত আমাকে স্পর্শ করল এবং আমাকে ধরে উপরে তুলল। হাতটা পিটারের। আমি পিচ্ছিল কাঁদার মধ্যে পিটারের হাত থেকে ছুটার জন্য চেষ্টা করলাম এবং চিৎকার করে উঠলাম।

সে কুকুরের মত গর্জন করে বলে উঠল, 'তোমার এখন কি করা দরকার? গোসল করা- এই তো- আমি তার ব্যবস্থা করব।'

মহিলা গার্ডেরা চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'ওকে দানিয়ুব নদীতে চুবিয়ে নিয়ে এস'।

আরো কয়েকজন পুরুষ মানুষের থাবা আমার উপর পড়েছে। আমি তা টের পেলাম। একজন আমার দুহাতের কব্জি ধরল, আর একজন আমার পায়ের গোঁড়ালী ধরল। আমার পা ধরে ঝাঁকি মেরে আমাকে শূন্যে তুলে ফেলে দেওয়া হল। আমি ঝপাৎ করে অল্প পানি ও কাদার মধ্যে পড়ে গেলাম। আমার দেহ থেকে যেন প্রাণ বায়ু বেরিয়ে পড়ল। আমি প্রচন্ড আঘাত পেয়েছিলাম কিন্তু তখনো আমার চেতনা ছিল। আমাকে ঢালু জায়গায় রেখে বরফ শীতল পানি আমার উপরে ঢেলে দ্রুতবেগের স্রোত বইয়ে দেয়া হল; যাতে কাদা ও নুড়ি পাথরের উপর দিয়ে আমাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে পারে। নদীর কিনার থেকে চিৎকার ধ্বনি শুনতে পেলাম। কিন্তু তাদের কণ্ঠস্বর আমি বুঝতে পারলাম না। সেই ঢালু পিচ্ছিল জায়গা থেকে আমি যতবারই উঠে আসতে চেষ্টা করেছি; ততবারই পানির স্রোত আমাকে নিচে ঠেলে দিয়েছে। ব্যর্থ প্রচেষ্টায় আমি হেরে গিয়েছি, আমার শরীরে পাথরের আঘাত লেগেছে।

আমার বাহুর নিচে দুটো হাত দিয়ে ধরে গভীর জলের মধ্য দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার সময় লোকটা হোঁচট খেয়ে পিছনের দিকে উল্টে পড়ে পানির মধ্যে বসে পড়ল। তারপর আমি নদীর ধারে সমতল ভূমিতে শুয়ে রইলাম।

কয়েকজন আমার পিছে চাপড় মারতে মারতে আমাকে জোর করে উঠিয়ে বসাল। তীক্ষ্ণ ব্যাথায় প্রথম একটু সজাগ ছিলাম; কিন্তু আমার মাথা ঝিমঝিম করতে ছিল। আমি আবার শুয়ে পড়লাম। যখন আমি অনুভব করলাম যে আমার আঘাত পাওয়া ব্যথা ও দুর্বলতা দূর হয়ে গেছে- তখন নদীর কলকল শব্দ শুনে ভাবলাম আমি কি মরে গেছি। এ নদী কি স্বর্গের নদী! এ জল কি স্বর্গ থেকে প্রবাহিত জীবন জল? তারপর আমি চোখ তুলে উপরের দিকে তাকালাম উন্মুক্ত আকাশ দেখে বুঝলাম এটা স্বর্গ নয়। আমি মরিনি; আমি জীবিতই আছি।

একজন মহিলার কণ্ঠস্বর আমার কানে এল। 'ওর কিছুই হয়নি। সব ঠিক আছে। এই উঠ! উঠে চলে এস, নাহলে এখানে এভাবে পড়ে থাকলে ঠান্ডায় জমে বরফ হয়ে যাবে।'

গেঁয়ো চেহারার তরুণ গার্ড আমাকে উঠে বসতে সাহায্য করল। পিটার নামের লোকটাকে দৃষ্টি সীমার ভিতরে কোথাও দেখা গেল না।

তারা আমাকে ঠেলে উঠাল। আমি কাঁপতে ছিলাম। শুধুমাত্র ঠান্ডার কারণে নয়; দুর্বলতার কারণে এবং আঘাত পাওয়ার কারণে আমার শরীর কাঁপতেছিল, আমি ঠিক মত দাঁড়াতে পারছিলাম না। আমাদের সবাইকে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড় করিয়ে মার্চ করাতে করাতে একশগজ সামনের দিকে নিয়ে যাওয়া হল। আমি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তাদের সাথে চললাম। আসলে এক পা অগ্রসর হওয়ারও শক্তি ছিল না। পিছন থেকে গার্ড ঠেলা মেরে আমাকে চলতে সাহায্য করল।

যখন আমি প্রধান দলের সাথে যোগ দিলাম, তখন মহিলারা আমার দিকে করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। আমরা ট্রাকের অপেক্ষা করলাম।

পিটার আমাকে বিদ্রুপ করে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'এই বরং তোমার জন্য বেশি ভাল হয়েছে। ঠান্ডা পানিতে তোমার গোসল সারা হয়ে গেছে। শৈত্য স্নানের মত ভাল আর কিছুই নাই।'

আমার কাপড় চোপড় ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে হয়েছিল এবং ঠান্ডা ছিল। আমার জুতার ভিতর কাদা ঢুকে গিয়েছিল। এমন ঠান্ডার মধ্যে ভিজা স্যাঁতস্যাঁতে ঠান্ডা কাপড় পড়ে কাদায় ভর্তি জুতা পায়ে দিয়ে প্যাঁচ প্যাঁচ শব্দ করে আমাকে চলতে হল। আমি নিজেকে অভিনন্দন জানালাম, এবং আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমার দেহের যন্ত্রণায়। ব্যথাটা ক্রমশ খারাপের পর্যায়ে চলে গেল। ট্রাকে চড়ে ঝাঁকুনি খেয়ে মনে হল আরো বেশি পীড়িত হয়ে পড়লাম।

জিনাইদা ঘৃণা মিশ্রিত ক্রোধ নিয়ে বিড় বিড় করে বলে উঠলঃ 'ঐ পিটার লোকটা একটা পশু!' আমাদের টিম লিডারও আমাদের সাথে ট্রাকে ছিল। সে আমাদের সাথেই সহবন্দী। পূর্বে ক্রিমিনাল ছিল।

যাহোক, আমরা কোন রকমে আমাদের কুটিরে ফিরে এলাম। আমার ভিজা জামাকাপড় ঝাঁকি দিয়ে শুকাতে দিলাম। আমার শরীরের ব্যথার জায়গাগুলো ফুলে উঠল। হাত ও পায়ের চামড়া ছিলে গিয়েছিল। আমার বাহু নাড়ালে অসহ্য যন্ত্রণা হত। রাতে বার বার দিক পরিবর্তন করে শুয়ে আরাম পেতে চাইলাম। কিন্তু কোন মতে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেলাম না।

সকালে ডাক্তার ক্রেটজিয়ান্যু এসে দেখে গেল। আমার শরীরের রগগুলি ফুলে বেগুনী ও হলুদ রেখার মত হয়ে যেন আফ্রিকার মানচিত্র তৈরি করেছিল। হাত পাও নাড়াতে পারছিলাম না। আমাকে দেখে ডাক্তার ক্রেটজিয়ান্যু ঘোষণা করে দিল, 'কাজ করার উপযুক্ত!'

অন্য দলে আমাকে ফেলা হল।

"তোমার কি হয়েছে"

মহিলা ওভার শিয়ার জলন্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। আমি খুবই দুর্বলতা অনুভব করলাম। আমি বললাম, 'আমি আজ কাজ করতে যেতে পারব না। আমার সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা। আমার মনে হচ্ছে আমার পাজরের হাড় বুঝি ভেঙ্গে গেছে।'

পিটার আমাকে সতর্ক দৃষ্টিতে পাহারা দিয়ে রাখতে লাগল। সে আমার হাতের কব্জি ধরল এবং টেনে বাইরে নিয়ে এল। এবং বাজখাই গলায় বলল, 'তার কি হয়েছে যে গতকালও তার ধার্যকৃত কাজ শেষ হয়নি? কাজ করতে এগিয়ে যাও।'

সে আমাকে লাথি মারল। সে আমাকে লাথি মারতে মারতে নিয়ে গেল। এরকম ভাবে কঠোর ব্যবহার করা হল যাতে ওদের সাথে যেতে পারি।

তাই আমি সেদিন এবং তারপরের প্রত্যেক দিন কাজ করতে চলে যেতাম। আমি আমার পাজরের ২টি হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বর আমাকে সুস্থ্য করলেন। আমরা জেলখানায় অলৌকিক উপায়ে অনেক আরোগ্য লাভের নিদর্শন দেখেছিলাম।

পঞ্চম অধ্যায়
বন্দী শিবির K4 ঃ গ্রীষ্মকাল

বসন্ত কাল এসে গেল। পাথরে বাঁধানো রাস্তার পাশে শুকিয়ে যাওয়া ঘাসের স্থলে নতুন কঁচি ঘাস গজাল। দুপুর বেলায় এক প্রকার সুগন্ধযুক্ত ক্ষুদ্র ঘাস কুসুম কুসুম গরম পানিতে সিদ্ধ করে আমাদেরকে সুপ হিসাবে দেওয়া হত; যা ছিল সে সময় আমাদের জন্য বিরাট দান। কিন্তু সমতল ভূমিতে যেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, সেখানে খাবার উপযোগী ঘাস বিরল। তার চেয়ে সেখানে বাজে ঘাস ও আগাছাই বেশি জন্মে।

রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য খাবার ঘাস নিষিদ্ধ ছিল। যখন গার্ডেরা লক্ষ করত না তখন আমরা গবাদি পশুর মত চরানিতে ঘাস খাইতাম।

ব্যাঙ ছিল আর একটি ভাল শিকার। কারণ ব্যাঙ এর কাঁচা মাংস সুস্বাদু খাবার হিসাবে বিবেচিত হত।

নদীর ধারে বহুসংখ্যক ব্যাঙ থাকত। রাতের বেলায় ব্যাঙ এর ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ডাকের শব্দ সমতল ভূমির উপর দিয়ে কয়েক মাইল দূরে থেকেও শুনা যেত। নদীর পার থেকে রাতের বেলা ব্যাঙ এমন ডাক শুনে আমি স্মরণ করতাম যে বাইবেল 'ব্যাঙ সদৃশ আত্মার বিষয়ে বলেছে। পূর্বে আমি প্রায়ই এই বিষয়ে তুলনা করে আশ্চর্য হয়ে যেতাম। তারপর কমিউনিস্টরা আসল। আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ব্যাঙ এর মত একটানা ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ শব্দে স্লোগান দিল। 'কমিউনিজম জিন্দাবাদ। কমিউনিজম জিন্দাবাদ। ক্রোক! ক্রোক! গণপ্রজাতন্ত্রে রুমানিয়া চিরস্থায়ী হোক, হো! হো!" তাদের যুদ্ধংদেহী মনোভাবের সাম্রাজবাদী স্লোগান শেষ হত 'ক্রোক! ক্রোক শব্দে।

মাংস অথবা অন্য কোন প্রোটিন জাতীয় খাবারের আকাঙ্খা করে আমাদের ভাগ্যে কেবল ঝোল জাতীয় খাবারই মিলত। বলা হত গোলআলু, সীম ও বাঁধা কপির স্যুপ; কিন্তু এতে ভাল কিছু থাকত না। ভিটামিনের অভাব জনিত রোগ আমাদের প্রায় সবারই দেখা দিয়েছিল। পালা ক্রমে আমাদের প্রায় সবারই পাতলা পায়খানা হত। স্কার্ভি এবং বিভিন্ন রকম অজানা চর্মরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম আমরা সবাই। আমাদের শরীরের কাটা ও থেঁথলানো জায়গায় ইনফেকশন হয়ে গিয়েছিল। হাত এবং পায়ে পচনশীল ক্ষত হয়ে গিয়েছিল। এর জীবানু গোটা দেহে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে নিঃশেষ করে শরীরকে সম্পূর্ণ রূপে দুর্বল করে দিয়েছিল।

তথাপি এসব দ্বারা যতটুকু কষ্ট পেয়েছি, তারচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছি মানুষের দ্বারা। উপ-দ্বীপের এই শিবিরে বন্দী ধর্মযাজকদের এবং কঠোর স্বভাবের গার্ডদের বিশেষ সেকশনে অন্যান্য বন্দীদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রাখা হয়েছিল। এসব বন্দীদের দ্বারা কর্কশ গার্ডেরা দীর্ঘ সময় ধরে কঠোর কাজ করাত, কিন্তু খাবার দেওয়া হত অল্প পরিমান।

যে খাবারই দেওয়া হোক না কেন তাই খেতে হত।

একজন যাজক যিনি বন্দী অবস্থায় শিবিরে কোন রকমে তার অস্থিত্ব টিকিয়ে রেখেছিলেন, তিনি আমাকে বলেছিলেনঃ 'কুকুরের মাংসতো সম্পূর্ণরূপে ভাল কিন্তু ইদুরের মাংসতো মেনে নিতে পারি না।'

ক্যাপ মিডিয়ায়, শ্রমিকদের কলোনিতে মুলতঃ বয়স্ক লোকদের রাখা হয়েছিল, এমনকি সত্তর বছরের বৃদ্ধ/বৃদ্ধাদেরকেও। তাদের মাটি বোঝাই ঠেলাগাড়ি ঠেলতে হত। একটুও বিশ্রাম দেওয়া হত না। অনেক সময় খালি পায়ে কাজ করতে হত। তারা তাদের জন্য ধার্যকৃত কাজ শেষ করতে না পারলে পরে আবার ধার্যকৃত কাজের সীমা পূরণ করতে হত। এটা ছিল তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার অর্থাৎ মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়ার একটা কৌশল।

বিরামহীন এরূপ কঠোর কাজ করেও যারা বেঁচে থাকত; তাদেরকে প্রায়ই কারণে বিনা কারণে নির্দয়ভাবে প্রহার করা হত যাতে এসব বয়স্ক অকর্মন্য শ্রমিকেরা মারা যায় এবং কমিউনিস্টদের ঝামেলা চুকে যায়। আমাদেরকে বলা হত, 'উপদ্বীপের কবর স্থানটি ক্যাম্পের দ্বিগুণ আয়তন করে বানানো হয়েছে।' এই কথার অর্থ ছিল কমিউনিস্টদের ভাষায় অকর্মন্য! বন্দীরা কাজ করতে করতে নির্যাতনের ফলে মারা গেলে কবরে জায়গার অভাব হবে না।

কমিউনিস্টরা বন্দীদের জন্য কাজের একটা নমুনা ও নির্ধারিত মাত্রা প্রচলন করেছিল। বাইবেলে ইস্রায়েলিয়দের মিশরে বন্দী জীবনের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। মিশরে তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হত। মিশরীয়দের ধার্যকৃত কাজের মাত্রা পুরা করতে ইস্রায়েলীয়দের অসহ্য পরিশ্রমের কাজ করতে হত। একটু বিশ্রাম নেয়ার সুযোগও থাকতো না তাদের। ইট বানিয়ে পোড়ানোর জন্য প্রথমে তাদের খড় দেওয়া হত। পরে খড়ও দেওয়া হত না। কিন্তু তাদের নির্দিষ্ট সংখ্যক ইট ঠিকই বানিয়ে দিতে হত। এতে ব্যর্থ হলে কঠোর শাস্তি পেতে হত।

এককালীন ফরৌণ রাজ ও তাঁর সাঙ্গ পাঙ্গ ও আজকের রাশিয়ান লাল ফৌজ ও রুমানীয়ান কমিউনিস্টদের মধ্য কি পার্থক্য রয়েছে? এরা নির্দোষ মানুষদের অত্যাচার নির্যাতন করে, বিনা পারিশ্রমিকে কঠোর পরিশ্রম করিয়ে পৃথিবীতে শোষন ও অত্যাচারের স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

একদিন বিকেলে আমাদের বন্দী শিবিরের ছোট কুটিরের তালা খোলা হল। এতে এমনিতেই বন্দীদের সংখ্যা বেশি হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর আরো বিশ জন মহিলাকে আমাদের কুটিরে ঢোকানো হল। এই মহিলাগুলো সবাই বেশ্যা। এদেরকে রাস্তা থেকে এবং বেশ্যা পল্লীতে অতর্কিতে পুলিশী হামলা চালিয়ে ধরে আনা হয়েছে। পুঁজিবাদীদের দ্বারা সৃষ্ট সামাজিক সমস্যা ও অনাচার দূর করার এটা হলো একটা কমিউনিস্ট পন্থা। কমিউনিস্টদের সমাজ সংস্কারের এই ব্যবস্থা পত্র প্রয়োগের ফলে সামাজিক অনাচারের প্রতিরোধ করা তো সম্ভব হয়নি বরং তা আগের চেয়ে আরো মারাত্মক অবস্থায় পৌছে গিয়েছিল। নতুন আনা

বিশ জন মহিলাকে বন্দী হিসাবে আমাদের সাথে রাখা হলো। অপ্রত্যাশিত ভাবে এরকম হীন চরিত্র মহিলাদের মুখামুখি হয়ে আমরা অস্বস্তির মধ্যে পরলাম। হয়ত এসব বেশ্যা মহিলারাও অবাঞ্চিত সঙ্গীদের সাথে দীর্ঘদিন থাকতে বাধ্য হয়ে অস্বস্থির মধ্যে নির্যাতন ভোগ করে আজকের পর্যায় এসেছে।

তীক্ষ চিৎকার, শুরু হল কিল ঘুসি মেরে এবং বর্বর অশ্লীলতা ও হিস্রতা দ্বারা তারা তাদের জন্য একটা রুম খালি করে নিল। বন্দী সন্যসিনী মহিলাদের একটা অংশকে তারা একপাশে বেঁধে রাখল। রাজনৈতিক কারণে বন্দী মহিলাদের সাথে অন্য পাশে তাদের জন্য একটা আশ্রয় করে নিল। রাজনৈতিক বন্দী মহিলারা নতুন আগন্তুক বেশ্যা মহিলাদের সাথে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করল। বেশ্যা মহিলারা ভেংচি কেটে তাদের কথার অনুকরণ করে বিদ্রুপ করতে লাগল এবং অট্ট হাসিতে ফেঁটে পড়ল। সাধারণতঃ কাউকে বিদ্রুপ করে ভেংচি কেটে হাসা অন্যায় বলে বিবেচিত হত।

অনেক বেশ্যা ঠোঁটে একরকম ক্ষত রোগ হয়েছিল। আমরা যে সব থালা ও মগ ব্যবহার করতাম তারাও সেগুলি ব্যবহার করত। এতে তাদের রোগ জীবানু আমাদের মধ্যেও সংক্রামিত হওয়ার সুযোগ পেত। তাদের হৃদয়ে যেমন অশ্লীল চিন্তা ভাবনা ও মন্দ স্বভাবের রোগ ছিল, তেমনি তাদের দেহেও বিভিন্ন রকম বিশ্রি রোগ ছিল। এবং তাদের দেহ থেকে সবসময় দুর্গন্ধ বের হতো, যেখানে তারা একত্র হত সেখানের বাতাস এক ডিগ্রী বেশি তীব্র দুর্গন্ধে ভরে যেত।

পালক হীন ছোট পাখির বাচ্চা যেমন একটু নিরাপত্তা ও উষ্ণতা পাওয়ার জন্য মায়ের পাখার নীচে জড়ো হয় তেমনি অল্প একটু জায়গায় সন্যাসিনী মহিলারা গাদাগাদি করে একটা উত্তপ্ত বাল্বের লাল আলোর নিচে জড়ো হয়ে থাকতো। কঠোর তপস্যীর মতো দৃষ্টি খোদাই করা মূর্ত্তির মত গম্ভীর মুখোমণ্ডল, উঁচু খাড়া নাক স্টীলের ফ্রেমের চশমা পড়া সিস্টার মেরী নামের বয়স্ক সন্যাসিনীকে দেখে সবসময় আমার পোপ দ্বাদশ পিয়াসের কথা মনে পড়ত। তিনি তার বিশ্বাসের মেষ পালককে রক্ষা করতে কতই না কঠোর প্রচেষ্টা চালাতেন।

রাতের পর রাত বেশ্যা মহিলারা বন্দী সিস্টারদের বিপদে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করত। তিনি অল্প বয়সী বন্দী সিস্টারদের সতর্ক করে দিতেন। তাদের নৈতিক পবিত্রতা রক্ষার উপর জোড় দিতেন। এমনকি বন্দী শিবিরের পুরুষ গার্ডদের দিকে চোখ তুলে তাকাতেও বারণ করতেন। গার্ডদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন বলিষ্ট গড়নের সুদর্শন তরুন। সেই পরিবেশে নৈতিক পবিত্রতা রক্ষা করে চলার পথে তারা ছিল বিপদ জনক। তিনি সিস্টারদের বলতেন এমনকি মাংসিক অভিলাষ সম্বন্ধে মনে মনে ভাবাটাও পাপ। তাদের চোখকে পবিত্রতা ও সাধুতার দৃষ্টান্তে পরিনত করে দিয়েছিলেন।

বেশ্যা বৃত্তি রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হত।

ভিক্টোরিয়া কোনরকমে বন্দী পোষাকে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। সে বলেছিল যখন আমাকে সাপ্তাহিক ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হতো তখন পুলিশ অফিসার আমাকে লাইন থেকে তুলে নিয়ে যেত। তারপর পাহারাদার পুলিশ রাতের জন্য আমাকে

বিশপের প্রাসাদে নিয়ে যেত। মুখ ভর্ত্তি কালো দাড়ি! অসভ্য রুঢ় বিশপ আমার পাওনা ভালোভাবেই মিটিয়ে দিত।

সিস্টার মেরী অনবরতঃ নৈতিক পবিত্রতার উপদেশ বিলাতে থাকতেন। কোন মন্দ চিন্তায় তোমাদের মনকে কখনও বিনষ্ট হতে দিতেন না।

সিস্টার মেরী বলতেন, তোমরা ধর্ম যাজকদের সম্বন্ধে বেশি কিছু জান না। একথা শুনে যুবতি মেয়েরা তার সাথে হাসি ঠাট্টা খেলা শুরু করলো। একজন বলল, হ্যাঁ, আমাকে ধর্ম যাজক সাধুদের একজনের কাছে তুলে নেয়া হয়েছিল। তার সাথে কিছু একটা করতে। তার সম্বন্ধে জানতে, আহ! কি মজা তারা মেয়েদের সব কিছু সম্বন্ধেই জানে। নারী দেহ সম্বন্ধে তারা যতটুকু ভাবে কখনও তাদের আত্মার বিষয়ে তার চেয়ে বেশি ভাবে না। সত্যি তারা আমাদের নিকট ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি দেখার একটা দর্পণ স্বরূপ!

সিস্টার মেরী বললেনঃ 'সাধু টমাস চারিত্রিক পবিত্রতার এমন মহান দান পেয়েছিলেন যে, স্বর্গদূত তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কখনও তিনি পাপ কাজে প্রলুব্ধ হবেন না। এবং তার এই স্বর্গীয় দান হারাবে না। পাপে পতিত হতে পারে এই ভেবে তিনি চোখ তুলে মহিলাদের দিকে তাকাতেন না।'

সব বেশ্যা মহিলারা একথা শুনে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পরার ভান করল। তারপর তাদের মধ্যে হাসির ঝড় উঠল। মাংসিক অভিলাষ থেকে দূরে থাকতে *ঈশ্বর দত্ত আত্মিক প্রতিবন্ধক বেড়ার কথা* নিয়ে চেঁচামেচি গোলমাল করে হাসতে হাসতে তারা লুটিয়ে পড়ল।

ঃ 'হায়রে বেচারা অদ্ভুত লোক! কি সুন্দর একটা প্রতিশ্রুতি!' সবাই আবার উচ্চ স্বরে বিদ্রুপ চেঁচামেচি শুরু করল।

ভিক্টোরিয়া তার চোখ মুছল।

'আহ! তোমার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরকে দেখতে পাচ্ছি। আমরা তোমাকে সমর্থন করছি।' সিস্টার মেরী দৃঢ়ভাবে বললেনঃ

'আমাদেরকে পবিত্র জপমালা জপতে দাও। ওরা একত্রে বিড় বিড় করে জপতে শুরু করল প্রণাম মারিয়া, প্রসাদ পুর্ণা'! সিস্টারদের বিদ্রুপ করার জন্য সব বেশ্যা মেয়েরা ঈশ্বর মাতা মরিয়মকে সম্মান দেখানোর জন্য হাঁটু গাড়ল এবং ক্রুশের চিহ্ন আঁকল। তারা সব পবিত্র বিষয়ে হাসি ঠাট্টা করল। কিন্তু আনুষ্ঠানিক ভাবে সিস্টারদের সাথে তাদের অনুকরণ করল। তাদের সাথে বিগলিত চিত্তে উপাসনা করার ভান করল, ঈশ্বরের নিকট অবনত হল, যদিও এটা ছিল কেবল সিস্টারদের বিদ্রুপ করার জন্য, তবুও এটা তাদের ঈশ্বর ভক্তির সূচনা।

কিছুটা সময় পবিত্র জপমালা জপে তারপর তারা এটা শেষ করত। একাকী ভালভাবে তারা পবিত্র নাম জপতে পারত না। তাদের কাছে মনে হত কুমারী মরিয়ম যেন স্থির দৃষ্টিতে তাদের মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

তারের মত কুণ্ডলী পাকানো কোকঁড়া কালো চুলের একটি যুবতী মেয়ে পুনরায় পবিত্র নাম জপত। কিন্তু সেই সময় সে পবিত্র কুমারী মাতার প্রতি নিন্দা ও অপমানজনক শব্দ উচ্চারণ করত।

এই রকম চিৎকার চেচাঁমেচি ও বিরোধিতায় শিবিরের অন্যান্য বাসিন্দাদের মধ্যে এই বিষয়টা ছড়িয়ে গেল যে, শংকিত ও সর্তক বেশ্যারা দুর্দশা হতে মুক্তি পেতে এবং নিরাপত্তা পেতে সিস্টারদের বিরক্তকারী ঈশ্বর নিন্দুক বেশ্যাদের দলের চারপাশে ভীড় করে কা কা শব্দে স্তব করে।

অ্যানি স্ট্যানেস্কু রাগে ঈশ্বর নিন্দুক বেশ্যাদের দলের একজনের গালে একটা চড় বসিয়ে দিল। তাকে বলে দিল সে কোথায় ছিল, কোথা থেকে এসেছে এবং কোথায় যেতে পারত।

আরো ব্যাখ্যা করে বললঃ 'কয়েকজন মহিলা সত্যিই নীচ প্রকৃতির'।

বেশ্যারা তাদের নিচ অবস্থার বিষয়ে দ্বিধান্বিত ভাবে ভাবত। সঙ্গে সঙ্গে তাদের উত্তেজনা ও অপমান বোধটাকে সম্পূর্ণভাবে দমন করত। তাদের বিবেকে অপমানবোধ ও নিচ অবস্থার জন্য এই ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিংগ ছড়াচ্ছে তাদের জঘণ্য পেশা, এটা জেনে তারা অস্থির ও কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে যেত।

সিস্টারগণের প্রার্থনার সময় বাধা দেওয়া বা গোলমাল সৃষ্টি করা অ্যানি নামের মেয়েটির কাজ ছিল না। সুসমাচার এবং ঈশ্বরের বিষয়েও সে বেশি কিছু অবগত ছিল না। তবু কুমারী মরিয়মের নিন্দা করে তার সামনে দিয়ে কেউ যেতে পারত না। পবিত্র কুমারী মরিয়মকে সে তার আপন মায়ের মত মনে করে শ্রদ্ধা করত, তাঁকে পবিত্র ও মহিমান্বিত জ্ঞান করত।

কুমারী মাতার দৈব প্রেরণা এত বেশি কেন? অপর দিকে এই গভীর প্রেম ঈশ্বরের প্রতি প্রদর্শনে তারা অন্ধ।

বেশ্যারা জীবনের সব অর্থ ধরে নেয় নৈতিক মানের ভিত্তিতে। জীবনের মান সম্বন্ধে বেশ্যাদের ধারণার সাথে আমি একমত হতে পারিনি। আমি মেনে নিতে পারিনি ক্যাথলিক সন্যাসিনীদের দৃষ্টি ভঙ্গিকেও যা মানব জীবনের চাহিদার বিপরীত। আমি মনে করি নৈতিকতার মানদন্ডে কোন আপত্তিজনক বিষয় বা ঘটনা কারো পুরো জীবনের স্বর্গীয় মর্যাদাকে নিঃশেষ করে না।

আমি একটি হিব্রু শব্দ উল্লেখ করেছিলাম, শব্দটা হল 'কেদিশা' ধাতুগত ভাবে এই শব্দটার দু'টি অর্থ রয়েছেঃ এক. বেশ্যা, দুই. পবিত্রতা। কেননা পবিত্রতা হচ্ছে তাই যা কোন জাতি, বর্ণ, ধর্মের বাছবিচার না করে আপনার আত্মায় সবচেয়ে ভাল যা আছে তা অন্য একজনকে দেওয়া।

সেন্ট মেরী মগ্দলীনি ছিলেন একজন 'কেদিশা' অর্থাৎ একজন বেশ্যা, কিন্তু তাঁর জীবনে পবিত্র পরিবর্তন এসেছিল। তখন তাঁর আত্মায় যা কিছু ভাল বিষয় ছিল তা তিনি কাউকে উপেক্ষা না করে প্রত্যেককে উদারভাবে বিনা মূল্যে দিয়েছেন।

এটাই হচ্ছে সত্যিকারের ভালবাসা, যা অন্যদের সাহায্য করতে পারে। এই কথার অর্থ হচ্ছে আপনার হৃদয়ের ভাল যা কিছু আছে তা দিয়ে তাদের সাহায্য করে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সত্তায় পরিণত করার কঠোর প্রচেষ্টা চালিয়ে আপনি বেঁচে থাকবেন, অথবা মারা যাবেন। এটাই কাউকে প্রেম করার মুল অর্থ। আমাদের মাংসিক স্বত্তা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং কবরে পোকা মাকড়ের খাদ্য হবে। কিন্তু আমাদের আত্মিক ভালবাসা চিরদিন টিকে থাকবে।

যে বিশপের বিষয়ে একজন বেশ্যা উপহাস করে অশ্লীল কথা বলেছিল, সেই বিশপকে আমি চিনতাম। কমিউনিস্টরা তাকে গ্রেফতার করেছিল। তার সমস্ত নৈতিক দুর্বলতা বা চারিত্রিক ত্রুটি বিচ্যুতি স্বত্ত্বেও তিনি কমিউনিস্টদের উদ্দেশ্যে একটি কথা বলতে পেরেছিলেন, তা হলঃ 'আমি খ্রীষ্টিয় জীবন দ্বারা পরিচালিত হতে পারিনি; কিন্তু খ্রীষ্টিয় মৃত্যুকে বরণ করে নিতে পারব।' চারিত্রিক দোষের জন্য যে পাপী ব্যক্তিকে মহিলারা উপহাস করত, সে তো এখন স্বর্গে ঈশ্বরের সাক্ষাতে সাধুদের একজন। কারণ খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসের কারণে, ভালবাসার কারণে তিনি শহীদ হয়েছিলেন। কমিউনিস্টরা তাকে অবর্ণনীয় অত্যাচারের মাধ্যমে মেরে ফেলেছিল।

বেশ্যা মেয়েদের এই দলের সাথে দুইজন ভিন্ন শ্রেণীর মেয়ে এসেছিল। তারা রাস্তার বেশ্যা মেয়ে হিসাবে পরিচিত ছিল কিন্তু তাদের সাথে খুব কম কথা বলত। মেয়ে দুটিকে এদের থেকে দূরে ঘরের এক কোনায় বিছানা দেওয়া হয়েছিল।

মেয়ে দু'টি ছিল সহোদর বোন। গায়ের রং ছিল কুচকুচে কালো, মনের মধ্যে গুপ্ত অসৎ অভিপ্রায় থাকলেও ব্যবহার ছিল খুব ভাল এবং কণ্ঠস্বর ছিল মিষ্টি। সাধাসিদা ভঙ্গিতে গুছিয়ে কথা বলত।

একটি বিষন্নতার অথবা দুর্বোধ্য কোন কিছুর আভা বোন দুটির চেহারায়, মনে এবং সবকিছুতে ছেয়ে ছিল। কেউ ওদের অতীত জীবনের বিষয়ে বেশি কিছু জানতে পারত না; যদিও অনেকেই ওদের জীবনের অজানা কাহিনী জানার জন্য কৌতুহলী হয়ে ওদের পিছে ঘুর ঘুর করত।

ভিক্টোরিয়া বলতঃ 'অনেক মেয়ে এমন যে, অন্যের সাথে কিভাবে মিশতে হবে তা জানে না। সহজে কারো সাথে মিশে বন্ধুত্ব করতে পারে না। কিন্তু আমরা তো আমাদের এই বন্দী জীবনে একই নৌকার বাসিন্দা। বলতে গেলে আমরা সবাই সবার বন্ধু। এখানে যদি আমরা একে অন্যের কাছে আমাদের সমস্যা, দুঃখ-বেদনার কথা না বলতে পারি তাহলে আমরা কিভাবে বন্ধু হতে পারব? কিভাবে বন্ধু হয়ে আমরা একের দুঃখ অন্যে ভাগ করে নিতে পারব? আমার কি উচিত নয় অন্যের বিষয়ে জানা?'

কিন্তু উনিশ বছরের মেয়ে ডায়না এবং সতের বছরের মেয়ে ফ্লোরা তাকে কিছু বলত না, যদিও ভিক্টোরিয়া পেশাগত অভ্যাসে মেয়েদের উপর জোর খাটিয়ে অনবরত দেহ ব্যবসার প্রতি নীতি বহিরগত ভাবে আহ্বানকরত।

মেয়েদের অশ্লীল কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে দিলেও তারা ভিক্টোরিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করত না। এ জন্য সে রেগে যেত। সে তার জাকজমকপূর্ণ ভঙ্গি এবং গর্বে স্ফিত পদভারে যেন অন্যের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম এবং ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও ভাবনাকে দলিত করতে চাইত। অশ্লীল গল্প বলে হাসত। কাড়াকাড়ি করে একেক জনের কাছ থেকে সিগারেট নিয়ে ধুমপান করত। আমি দেখেছি ফেলে দেয়া সিগারেটের অংশটুকুর জন্য মহিলারা গার্ডের সাথে ঝগড়া ও মারামারি করত।

একবার ডায়না আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলঃ

'আপনি রিচার্ড ওয়্যার্ম ব্রান্ডকে চিনেন?' আমি বলেছিলামঃ 'হ্যাঁ! আমি তার স্ত্রী'।

আমার কথা শুনে একটা 'উহ!' শব্দ উচ্চারণ করেই তাড়াতাড়ি বলল, 'আমার সম্বন্ধে আপনি কি ভাবতে পারেন'?

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলামঃ 'তুমি ঠিক কি বুঝাতে চাচ্ছ?' সে বলল, ঃ 'আমার বাবা ছিলেন একজন প্রচারক। বাবা আমাকে রিচার্ড ওয়্যার্ম ব্রান্ডের বই পড়তে দিত। বাবা বলত ওয়্যার্ম ব্রান্ডের বইগুলি তার 'আত্মিক খাদ্য'। আমার বাবাকে তার বিশ্বাসের জন্য কমিউনিস্টরা জেলখানায় ঢুকিয়েছিল। বাবা তার এই বিশ্বাসের জন্য অসুস্থ স্ত্রী এবং অসহায় ছয়টি মেয়েকে ফেলে রেখে জেলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। ডায়না এবং ফ্লোরা নামের মেয়ে দুটিই ছিল সবার বড়। তারা ফ্যাক্টরিতে কাজ করে এত বড় সংসারের খরচ চালাত। বাবাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর তাদেরও ফ্যাক্টরির কাজ চলে গেল। তারপর কি হল?- তারপর পরিবারের সবাই অনাহারে দিন যাপন করতে থাকল।' আবেগাপ্লুত হয়ে ডায়না তার জীবনের করুণ কাহিনী বলে চলল-

'এক সন্ধ্যে বেলায় সিলভিউ নামের এক যুবক আমাকে সিনেমা দেখাতে নিয়ে গেল। সে আশ্বাস দিল আমাকে একটা কাজ জুটিয়ে দিতে পারবে। সে আমাকে একটি রেষ্টুরেন্টে নিয়ে গেল। খাওয়ার পরে প্রচুর মদ পান করে সে আমাকে প্রেম নিবেদন করল।

কয়েকদিন পর আবার এরূপ ভাবে প্রেম নিবেদন করল। কিন্তু আমাকে একটা কাজ দেয়ার ব্যাপারে কিছুই বলল না। কিন্তু উপহার হিসাবে কিছু টাকা দিল আমার অনাহারে মৃতপ্রায় পরিবারের সাহায্যের জন্য। আমি টাকাটা নিতে অস্বীকার করতে পারলাম না। আমি ওর প্রেমে পড়ে গেলাম। আমি বিশ্বাস করে নিলাম আমার প্রতি তার ভালবাসা সত্য। তাই সে আমাকে উপভোগ করতে চাইলে আমি বাঁধা দিলাম না। এবং তার দেওয়া টাকা নিতেও অস্বীকার করলাম না।' এক সপ্তাহ পর সে তার এক বন্ধুর সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিল, এবং আমাদের দুজনকে একত্র করে দিয়ে চলে গেল। নতুন বন্ধুটি যখন আমাকে প্রেম নিবেদন করল, আমি রেগে গেলাম। কিন্তু সেও আমাকে খারাপ ভাবে আমার প্রয়োজনীয় টাকা দিল, এবং বলল সিলভীও এর ইঙ্গিতেই সে আমার সাথে ও রকম আচরণ করতেছে এবং টাকা দিচ্ছে।

সিলভীর সরবরাহ করা একগাদা বন্ধুর দ্বারা আমার জীবনে লজ্জা ও কলংক লেপন করা হল। তারপর এই কলংকিত জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়লাম; এমনকি এ অশ্লীল পেশা ফ্যাক্টরির নীরস একঘেয়ে খাটুনির চেয়ে অধিকতর পছন্দনীয় হল আমার কাছে।

আমি জানতাম, ডায়না তার জীবনের সবকিছুই নিঃসংকোচে বলতে পারেনি, যা বলেছে তার চেয়েও আরো জঘন্য কিছু ঘটেছে তার জীবনে। লজ্জায় এবং নিজ জীবনের প্রতি ঘৃণায় সে সব বিষয় বাদ রেখে ডায়না তার কথা শেষ করল এবং আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল যে, ওর কথা শুনে আমার মুখমন্ডলে ওর প্রতি কোনরূপ ঘৃণার অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে কিনা তা দেখার জন্য। কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তারপর বললঃ

'আমি মনে করি আপনি আমার জীবনের কাহিনী শুনে আমাকে অত্যন্ত ঘৃণা করবেন। আমি একজন বেশ্যা হয়ে গিয়েছিলাম এটা জেনে আপনি দুঃখ পাবেন না?'

আমি তাকে বললাম, ঃ'আমি মনে করি না যে তুমি একজন বেশ্যা। তুমি একজন বন্দী। এবং কেহই সব সময়ের জন্য বেশ্যা হয়ে থাকে না। সব সময় কেহ সাধুও থাকতে পারে না। তারা যে কোন সময় পরিবর্তিত হতে পারে। আমি বিশ্বাস করি, তুমি যে তোমার জীবনের কলংকজনক কাহিনী আমাকে বলছ এবং অনুতাপ করছ; এতে বুঝা যায় তুমি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে গেছ।'

কিন্তু ডায়না আমার এই কথা শুনেও সান্ত্বনা খুজে পেল না। ভাংগা খাটে ছোট একটুকরে বিছানার উপর সে বসে ছিল। তার হাত নিসপিস করতেছিল। মাথার ভেতর নিদারূন যন্ত্রনা ও অপরাধ বোধের কিটগুলি কিলবিল করতেছিল। কিছুতেই তার জীবনের কলংক ও লজ্জাকে স্বাভাবিক ভাবে মেনে নিতে পারছিল না। আমার সান্ত্বনা দায়ক বাক্য ও তার মনকে প্রবোধ দিতে পারছিল না। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর আবার সে কথা বলল-

ঃ 'এরকম কলংক ও অশ্লীলতার মধ্যে যদি আমি একা ডুবে থাকতাম, তাহলেও কিছু বলার ছিল না। কিন্তু আমার সহোদরা বোনকেও আমি আমার সাথে এই রকম অশ্লীল কাজে যুক্ত করেছিলাম। সিলভী আমাকে পরামর্শ দিয়েছিল যেন আমি আমার বোন ফ্লোরাকেও ওর হাতে তুলে দিই এবং অশ্লীল পেশার দিকে টেনে আনি। সিলভী আমাকে বলত 'তোমাদের এতবড় পরিবারের ব্যয়ভার বহন করার জন্য তুমি একাই তোমার লজ্জা বিলিয়ে দিয়ে এই জঘন্য পেশা অবলম্বন করবে এটা ঠিক নয়, তোমার বোনকেও তোমার সাথে দেহ ব্যবসায় অর্ন্তভুক্ত করে নাও। তাই অবশেষে আমি আমার ছোট বোন ফ্লোরাকে তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম এবং তাদের সাথে যেতে দিলাম।

শীঘ্রই ফ্লোরাও আমার মত অশ্লীল পেশাটাকে গ্রহণ করে নিল। কিন্তু আমার ভাইয়ের কাছে ব্যাপারটা গোপন রাখব কিভাবে? তার বয়স পনের বছর। তার নিকট কিছু গোপন রাখা কঠিন হয়ে পড়ল। ভাইটি বাবার মতই ধার্মিক এবং আমাদের দুজনকেই ভালবাসে ও শ্রদ্ধার চোখে দেখত। এসব ব্যাপারে সে খুবই স্পর্শকাতর এবং পৃথিবীর অবস্থা সম্পর্কে সে জানেনা।

কিন্তু আমাদের জীবনের নতুন পথ, দেরী করে বাড়ি ফেরা এবং টাকা আয় করা ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে প্রতিবেশীরা কৌতুহলী হয়ে জেনে গেল কি ঘটতেছে। তারপর ভাইটির কাছে সব বলে দিল। যে ভাইটি আমাদেরকে এত ভালবাসে এবং শ্রদ্ধার চোখে

দেখে সে আমাদের এরকম জঘন্য পথে পা বাড়ানো সহজ ভাবে মেনে নিতে পারল না। এই মানসিক আঘাতটা তাকে পাগল বানিয়ে ছড়ল। অবশেষে পাগলা গারদে তার মৃত্যু হল।

তার কয়েকদিন পরেই বাবা জেলখানা থেকে মুক্তি পেলেন। যখন তিনি সব সত্য ঘটনা জানতে পারলেন, তখন তিনি দুঃখে ভেঙ্গে পড়ে বললেন, 'আমি ঈশ্বরের কাছে একটা বিষয়ই যাচঞা করি- তাহল আমি যেন আবার জেলে ফিরে যেতে পারি যাতে আমাকে এই সব দেখতে না হয়।'

ডায়না যখন এই কথা বলতেছিল, তখন তার চোখ দিয়ে টপ টপ করে অশ্রু ঝড়ে গাল বেয়ে পড়ছিল।

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ডায়না আবার বলল ঃ 'আমার বাবা ছিলেন তার নিজ পথে। তিনি তার সন্তানদেরকে (বাইবেলের) সুসমাচারের শিক্ষা দেয়া শুরু করেছিলেন, এই সংবাদটা পুলিশের কানে পৌছে গিয়েছিল। পুলিশের কাছে বাবার সম্বন্ধে যে ব্যক্তিটি সংবাদ দিয়েছিল, সে আর কেউ নয়- সে সিলভী। সিলভী আমাকে পরে বলেছিল, সে এরকম করেছিল যাতে আমাদেরকে ধর্মের পথ থেকে বের করে নিয়ে আসতে পারে।

এই রকম হৃদয় বিদারক বিশ্বাস ঘাতকতার পূর্বে এর সামান্য আভাস বুঝা সহজ ছিল না। আমাদের ধর্মীয় জীবন, ধর্ম সম্বন্ধে ভাবনাকে তছনছ করে দিতে সুকৌশলে সিলভী এসব ঘটিয়েছিল তার নিজস্ব পরিকল্পনা মাফিক আমি প্রথমে কিছুই বুঝতে পারিনি।

আমি শেষে তাকে বললাম, ঃ 'তুমি যা করেছ তাতে তুমি ঠিকই লজ্জা ও কলঙ্ককে তোমার নিজেকে আবৃত করে ফেলেছ- তোমার এরকমই অনুভব হচ্ছে। দুঃখ যাতনার এই পৃথিবীতে যেখানে ঈশ্বরকেও অভিশপ্ত ক্রুশ কাষ্ঠে পেরেক বিদ্ধ করা হয়েছিল।- একজন খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে তোমার জীবনে তুমি যা ধারণ করেছ তাতে সেই পবিত্র ঈশ্বর পুত্রের নাম কলুষিত হোক তুমি তা মেনে নিতে পার না। কিন্তু তোমার আত্মার এই অনুভূতি এবং পাপের জন্য বিবেক যন্ত্রনা তোমাকে একজন দীপ্তিমান ধার্মিক হওয়ার পথে পরিচালিত করবে। স্মরণ কর ক্রুশে যীশুর মৃত্যুর সময় উপাসনা ঘরের পর্দাটা মাঝখানে ছিঁড়ে দুভাগ হয়ে গিয়েছিল। আরো স্মরণ কর ক্রুশ থেকে নামানোর পর সৈন্যরা যীশুর কুক্ষিদেশে বর্শা দ্বারা আঘাত করেছিল। এদু'টি ঘটনার তাৎপর্য এরকম, যেন ঈশ্বরের নিকট পৌছার দরজা খুলে গেছে। যীশুর হৃদয় উন্মুক্ত হয়ে গেছে- যাতে পাপীরা সহজেই তার হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে এবং ক্ষমা পেতে পারে।

ডায়না আমার কথা শুনে গভীর ভাবে ভাবল এবং ধীরে ধীরে তার প্রতিক্রিয়া জানাল। 'লজ্জা, অপমান, নির্যাতন ভোগ। হ্যাঁ আমি জানি এগুলো। কিন্তু আরো কিছু কথা এখনো আমার বাকি রয়েছে, যা আমি বলিনি। তাহল আমি যে কাজ করতেছিলাম, তা সব সময় আমি ঘৃণা করিনি। এবং অনেক সময় আমার কাছে তা আনন্দ দায়ক ও লোভনীয় মনে হয়েছে; আমার ভাল লেগেছে। এবং এখনো সব সময় আমার মাথা থেকে সেই সব মন্দ চিন্তা বের হয়ে আসে। আমি সেগুলিকে দূর করতে পারি না। আমি কি করব? আমি কি করতে পারি?'

ডায়না সাহায্য চেয়ে প্রার্থনা করল। তাকে সাহায্য করা হল এই মন্দ অবস্থা থেকে উত্তোলনের জন্য। কে ডায়নার অবস্থা বিচার করে দেখবে? খ্রীষ্টের জন্য প্রাণ দিয়েছে যারা সেই বহু সংখ্যক খ্রীষ্ট ভক্ত কন্যাগণ কি?

ডায়নাতো তার অনাহারে মৃতপ্রায় পরিবারের সদস্যদের প্রাণ বাঁচাতে পাপ করেছে। আমার মনে হয় ডায়নার চেয়ে বেশি পাপ করেছে মুক্ত দুনিয়ার সেই সব লোকেরা যারা ডায়নার মত অসহায়দের রক্ষা করতে একটুকরো রুটিও সেদিন দেয়নি। অথচ সাহায্য করতে তাদের কোন সমস্যা ছিল না।

বসন্তের দিনগুলি দীর্ঘতর হতে শুরু করল। দানিয়ুব নদীর অপর পাড়ে বিকাল বেলায় অস্তগামী সূর্যের আভায় আকাশ সোনালী ও টুকটুকে লাল বর্ণে শোভিত হয়ে উঠল। কাজের উদ্দেশ্যে মার্চ করে যেতে আকাশের এই সুন্দর দৃশ্য আনন্দের কারণ হয়ে উঠল।

পাতা ঝরার দিন শেষে গাছপালায় কচি পাতা গজাতে শুরু করল। গাছপালার পাতা, ঘাস, গুল্ম, সূর্যের আলো, মাটির রূপ সব কিছুতেই একটা পরিবর্তন শুরু হয়ে গেল। একটু সামান্য পরিবর্তনের ছোঁয়া পেতে আমরাও বাদ পড়লাম না।

মারিয়া তার চুলে নতুন স্টাইলে স্কুল বালিকার মত বেনী বাঁধল।

শিক্ষক পৌলা ভাইরু যিনি সব কিছুর খুঁদ ধরেন, সব কিছু নিন্দা করেন এবং মনে করেন যে তিনি কঠিন স্বভাবের লোক, তিনিও মারিয়াকে সমর্থন করল। মারিয়ার চোখে মুখে খুশির ঝিলিক খেলে গেল!

জিনাইদা এবং ক্লারা যুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ে যাত্রা দলে পরা গাউনের গল্প বলল।

প্রত্যেকেই আরো অধিক ভালবাসতে ইচ্ছুক হয়ে উঠল। কিন্তু একজনের একটি অভিযোগ আমাকে বিস্মিত করল।

ঃ 'ওর্য়্যাম ব্রান্ড তোমাকে তোমার নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। এজন্য কারো সাথে বন্ধুত্ব করো না।'

আমি বললামঃ এখানে সবাই আমার বন্ধু

সেই মহিলাটি রেগে গেলেন।

ঃ 'এটা তোমার একটা চালাকির কথা।'

যদি এটা সত্য হত, তাহলে আমি আশ্চর্য হতাম বৈকি। আমি চেষ্টা করি অন্যান্যদের সাহায্য করতে। অনেক মহিলাতো আমার সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত করে বলে যে, আমাকে সরাসরি স্বর্গ থেকে ঈশ্বর পাঠিয়েছেন মানুষদের সাহায্য করতে। অন্যান্য মহিলারা আমার কাছে হতবুদ্ধি হয়ে পরে। আমি যে অন্যান্যদের সাহায্য করি এতে তারা অমুলক সন্দেহ করে খারাপ কোন উদ্দেশ্যের কথা ভাবে। রুমানিয়ায় এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে

পড়েছিল যে, ইহুদীরা সব সময় ধ্বংসাত্বক কোন চক্রান্তে লিপ্ত এবং ইহুদীরা এই ধ্বংস যজ্ঞের চিন্তা ধারা অলক্ষিতে খ্রীষ্টিয়ানদের মগজেও অনুপ্রবেশ করিয়েছে। আমি একজন ইহুদী বংশদ্ভুত, তাই তাদের ধারণা আমার দ্বারাও ধ্বংসাত্বক কোন কিছু ঘটতে পারে। আমি যে অন্যদের সাহায্য করি, এতে কোন চক্রান্তের ফাঁদ সৃষ্টি করার পরিকল্পনা থাকতে পারে। এজন্য কারো সাথে বন্ধুত্ব করতে আমাকে বারণ করা হত।

কিন্তু আমার সত্যিকার ভাবে ঘনিষ্ট বন্ধু মাত্র একজনই আছে।

সে মহিলাটি তিরিশ বছর বয়সের। কালো বর্ণের ছোট খাট গড়নের একটি মহিলা। তার কালো চোখের চাহনীতে যেন গভীর ভালবাসা ও দয়ার জ্যোতি ছড়িয়ে পড়ে। মহিলাটি আমাকে বলল-

ঃ 'আমি নিশ্চিত যে, আপনি একজন খ্রীষ্টিয়ান।'

একথা বলেই তিনি মৃদু হাসলেন। যা বলেছে বা মনে করেছে তা যে সত্য এই আত্ম বিশ্বাসের একটা চ্যালেঞ্জের আলোক ছড়িয়ে পড়ল তার মৃদু হাসিতে।

ঃ 'আমি বরং বিস্মিত হব আপনি যদি আমাদের একজন হন।' আমি হাসলাম এবং উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম তার কথা শুনে।

ঃ 'আপনি কি অনেক বছর যাবত প্রভুর সেবা কাজ করে যাচ্ছেন?'

ঃ 'না। এইতো মাত্র বার বছর ধরে।'

ঃ 'আপনি বারটা বছর ধরে প্রভুর কাজ করছেন- আর এই দীর্ঘ সময়টাকে আপনি 'মাত্র বার বছর' বলছেন। এই দীর্ঘ পরিচর্যা কাজের পর কি আপনি ক্রমাগত উৎপীড়নের মধ্যে পড়েন নি?'

ঃ 'ঈশ্বর ইচ্ছা করলে আমাদের এই অবস্থা থেকে মুক্ত করতে পারেন। আর তিনি যদি চান আমি এই অবস্থায় থাকি তাহলে এখানেই পড়ে থাকতে হবে!'

এই মহিলাটি ছিলেন একজন হোজ্জার স্ত্রী। তিনি একটি সংস্থায় কাজ করতেন। সংস্থাটির নাম হচ্ছে 'Help Crimea' নাৎসীরা যখন এই এলাকা দখল করে নেয়, তখন নাৎসীদের অবর্ণনীয় অত্যাচার ও অবিচারের শিকার হয়ে যারা কষ্ট ভোগ করছিল 'Help Crimea' সংস্থাটি তাদের সাহায্য করত। ফ্যাসীবাদীরা পরে তাকে এবং তার স্বামীকে গ্রেফতার করেছিল এবং জেলে দিয়েছিল।

ক্যাম্প K4 বন্দী শিবিরের কমান্ডার একবার তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, ঃ 'কেন তুমি সেই এলাকাতে ছিলে?' মহিলাটি বুঝাতে চেষ্টা করল কিন্তু কমান্ডার কখনো Crimea- র কথা শুনে নি।

কমান্ডার বললেন, 'তুমি কোরিয়ার কথা বলতে চাচ্ছ? তুমি কি দক্ষিণ কোরিয়ানদের সাহায্য করতে ছিলে?'

মহিলাটি দানিয়ুবের একটা দ্বীপ 'আদা-খালেহ' থেকে এসেছিলেন। অনেক গুলি খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে নিজেকে দেখে তার অন্তরে কোনরূপ আতঙ্ক বা ভয়ের লেশমাত্র ছিল না।

তিনি ছিলেন মুসলিম মহিলা। তার সাথে ধর্মীয় কথা বার্তাও বলেছি। বাইবেলের কথা বলেছি। বাইবেলের প্রভুর প্রার্থনার সাথে তিনি একমত হতে পারেন নি।

মহিলাটি আমাকে বলল, ঃ 'আমাদের নবী মুহাম্মদকে তাঁর শত্রুরা পর্যন্ত 'আল-আমীন' বলে ডাকত। আল-আমীন শব্দের অর্থ 'বিশ্বাসী' বা 'বিশ্বাস যোগ্য'। তিনি যা বলেছেন আমি তা বিশ্বাস করি।

ঈশ্বরের কোন সন্তান থাকতে পারে না। তিনি পার্থিব কামনা বাসনা থেকে পবিত্র, তিনি কাউকে জন্ম দেন না। এবং তাকেও কেউ জন্ম দেয় নি। তিনি এসব পার্থিব বিষয় থেকে মুক্ত, মহান পবিত্রতম স্বত্ত্বা। তাকে 'পিতা' বা 'আব্বা' ডাকা আমাদের উচিত নয়। এরূপ ডাকা বরং তার সাথে বেয়াদবী করার সামিল তিনি তো আমাদের পিতা নন, আমাদের প্রভু, প্রতিপালক। আমাদের মালিক।

আমি বিশ্বাস করি যীশু ঈশ্বরকে পিতা ডাকতে বলেন নি। পরবর্তী সময়ের লোকেরা ঈশ্বরকে সম্বোধন করতে এই পিতা শব্দটা যোগ করেছে। 'ঈশ্বর আমাদের পিতা নন, তিনি আমাদের প্রভু।'

আমাদের যে খাবার দেওয়া হত সেগুলি খেতে তার আপত্তি ছিল। তার ভাগের সব খাবার তিনি প্রথমে ধুয়ে নিতেন। পরে তা খেতেন। এবং স্যূপ জাতীয় খাবার তিনি কখনো খেতেন না। তার সন্দেহ হত, এই স্যূপে হয়তো শুকরের চর্বি মিশানো হতে পারে। গোঁড়া ইহুদীরা ও এরকম করত।

পৌলা বলতেন, ঃ 'শুকরের প্রতি ঘৃণা একটা বদ্ধমূল কুসংস্কার বই তো নয়। আজ থেকে দুইহাজার বছর পূর্বে এই কুসংস্কার থাকলে, শুকরের মাংসের প্রতি অনিহা থাকলে এতে একটা যুক্তি থাকতে পারত। কিন্তু আজকের এই আধুনিক বিশ্বে .....।'

কিন্তু খাবার গ্রহণের ব্যাপারে তার ধর্মীয় বিধিনিষেধের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ দ্বারা তিনি সবার শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। বন্দীদের সবাই তার পছন্দ মত খাবার তাকে দিতে অনুরোধ করত। এবং অন্যান্যদের যতটুকু দেওয়া হত সে পরিমান খাবার তাকে দেওয়ার জন্য বলা হত।

এরকম অনেক জাতি, ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাস ও ধর্মানুভূতিকে আমাদের নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে আমরা ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতাম।

ষষ্ঠ অধ্যায়
বারাগান সমতল ভূমি

খাল খনন পরিকল্পনার মধ্যে একটা ভুল হয়ে গিয়েছিল। যদি খালের পাড়কে অত উঁচু করে নির্মান করা না হত এবং মাটির ক্ষয় রোধের জন্য ঘাস এবং শিকর যুক্ত গাছ লাগান না হত, তাহলে দানিয়ুব নদীর পানি প্রবাহিত হয়ে চাষের জমি প্লাবিত হয়ে যেত। তাই আমাদের খনির কাজ থেকে সরিয়ে এনে মাঠের কাজে লাগানো হল।

আগষ্ট মাসের খাঁ খাঁ রদ্দুরে বিস্তীর্ণ বারাগান সমতল ভূমিতে যেন আগুন ধরে যেত। ভোর পাঁচটায় আমাদের ঘুম থেকে উঠতে হত এবং তাড়াতাড়ি একজায়গায় জড়ো হতে হত। নিড়ানী ও কোদাল নিয়ে ছুটতে হত।

আমি জিনেতার পাশে কাজ করতাম। মেয়েটি ছিল এক সওদাগরের মেয়ে। আন্ডার গ্রাউন্ড চার্চে সে আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ট বন্ধু ও সহযোগী হয়ে উঠেছিল।

আমার জন্য নির্ধারিত কাজ আমি করতে না পারলে জিনেতা তা করে দিত যাতে আমি শাস্তি না পাই। অন্যান্য মহিলারাও যদি তাদের নির্ধারিত কাজের মাত্রা পুরা করতে না পারত, তাহলে জিনেতা তা করে দিত। আমরা জানলাম যে, আমরা দুজনেই একই দিনে জন্ম গ্রহণ করেছি। যখন আমাদের জন্ম দিনের তারিখটি আসল, সেদিন আমাদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ উপহার হিসাবে আমাদের খাবার থেকে কিছু গোল আলু আমরা দুজন দুজনকে দিলাম।

বন্দী শিবিরে জন্মদিনের উপহার দেওয়ার মত আমাদের কিছু ছিল না। কিন্তু সামান্য গোলআলু বিনিময় অনেক বড় উপহার দেয়ার চেয়েও বেশি কিছু ছিল। কারণ তা ছিল এক অসহায় সময়ে বন্ধুর জন্য হৃদয় থেকে উৎসারিত ভালবাসার সামান্য নিদর্শন।

একটি বিরাট মাঠ। দিগন্ত থেকে বিস্তৃত সুগন্ধি লতা গুল্মে আমাদের সম্মুখে বিছিয়ে রাখা হয়েছিল যেন। দুপুর রোদে মাঠটা উত্তপ্ত হয়ে উঠত। জোড়ে প্রবাহিত বাতাসে গাছপালা আন্দোলিত হত। কোন জীবিত প্রাণীর দেখা মিলত না।

বিশাল এই সমতল ভূমিতে, কেবল পাঁচশত বন্দী মহিলাকে কষ্ট সহকারে টলতে টলতে চলতে দেখা যেত।

আমাদের পিছনে পিছনে পরিশ্রান্ত গার্ডেরা কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করে আমাদের তাড়া করত।

ঃ 'চুপ কর তোমরা!

ঃ 'আরো দ্রুত কাজ কর'

ঃ 'এ্যই! কি হচ্ছে তোমাদের? এটা কোন গাধার ডাক নয় এটা তোমাদের গার্ডের আদেশ। আমি তোমাদের তাড়া দিচ্ছি শুনতে পাচ্ছ না? তাড়াতাড়ি চল।'

গার্ডেরা রাগে ক্রোক ক্রোক করতে করতে লাইন অতিক্রম করত। আমরা যত তাড়াতাড়ি করতাম ওরা ততই বাজখাই গলায় আমাদের তাড়া করত। জেনিতা বলত, "এই গরমে আর কতক্ষণ কাজ করব"।

তপ্ত রোদের মধ্যে আমরা কাজ করতাম, আমাদের মাথা ঝিম ঝিম করত। সেখানে একটু ছায়ার লেশ মাত্রও ছিল না। আমি বাইবেলে ইয়োব এর একটি উক্তি মনে করতাম। "দাস যেমন ছায়ার আকাঙ্খা করে" (ইয়োব ৭ঃ২ পদ)।

মারিয়া তিলিয়া আমাদের পাশে কাজ করত। মারিয়ার কাজ করার অভ্যাস ছিল না। সে স্কুলে পড়ত। শীর্ণ হাত দুটো তার রোদে পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছিল। অনেক কষ্টে সে আমাদের সাথে কাজ করত।

জেনিতা হাফাতে হাফাতে বলতঃ 'আমরা তোমাদের সাথে সমান তালে কাজ করতে পারছি না।'

ঃ 'আমার নিড়ানীটা নাও। এটা একটু ভাল। এটা দিয়ে সহজে পারবে।'

ঃ 'সাবিনা ওয়্যার্ম ব্রান্ড! আপনি চেষ্টা করুন।'

আসলে আমরা সবাই ছিলাম ক্লান্ত। একে অন্যের কষ্ট বহন করতে বিনয়ের সাথে বাদানুবাদ করতাম। আমাদের দলে একজন পূর্বে স্কুল পড়ুয়া অল্প বয়সী মেয়ে, একজন ছিলেন ফ্যাশন দুরস্ত সৌখিন মহিলা, আর একজন পালকের স্ত্রী। আজ সবাই বন্দী অবস্থায় এই তপ্ত সূর্যের নিচে মাটি খোচাঁনোর কষ্টকর কাজ করছি।

গার্ড নিকটে এসে কর্কশ কণ্ঠে শাসিয়ে গেল।

আমরা অন্য আরো একশ গজ জায়গা নিড়িয়ে মাটি আলগা করে দিলাম। আমাদের মাথা থেকে ঘাম ঝড়তে লাগল। মাথার ঘামে মুখমন্ডল ভিজে গেল। ঘর্মাক্ত শরীরে ময়লা লেগে একাকার হয়ে গেল।

ঘামে ভেজা শরীরে ধুলা, মাটি এমন ভাবে লেপটে গেল যে, ভেলেরিয়াকে দেখে মনে হল, প্রাচীন কালে ট্যাজিডির নাটকে দুঃখ ও হতাশাগ্রস্থ নায়িকা যেমন বেশ ধরত, ভেলেরিয়া বুঝি সে রকম বেশ পরিধান করে আছে।

ভেলেরিয়া বললঃ 'আমার নির্জন কারাবাসের সময় আমি একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম। আমি দেখেছিলাম, অত্যাচারকারী কমিউনিস্টদের একজন আমার বাথটাবে গোসল করতেছে এবং অন্য একজন অফিসারও গোসল করার জন্য লাইনে অপেক্ষা করছে এবং বাথরুমের দরজায় টোকা মারছে। আমি গোসল করতে থাকা নগ্ন লোকটিকে বললাম, 'ওখান থেকে বেরিয়ে এস, এটা তোমার জায়গা নয়'।

সে লোকটা উত্তর করে বলল, 'আমি বিশ্বাস করি তোমাদের খ্রীষ্টিয়ানদের হৃদয়ে বৈৎসদা পুকুরের মত একটা জলাশয় আছে। নোংরা মানুষ সেখানে নামলে পরিষ্কার হয়ে বেরিয়ে আসে'। তারপর লোকটি বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল। তার নগ্ন দেহটা তুষারের চেয়েও সাদা হয়ে গিয়েছিল। এবং মুখমন্ডলটা মোহনীয় ও প্রেমময় দেখাচ্ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল যে লোকটা আমাকে প্রহার করত তার কোন ছাপ এই লোকটার মধ্যে নেই। এ যেন পরিবর্তিত অন্য মানুষ। অপেক্ষমান অন্য অফিসারও তার কাপড় চোপড় খুলে নগ্ন হয়ে গেল এবং বাথরুমে প্রবেশ করল। তার অবস্থাও পূর্বের লোকের মত হল। তারপর আমি জেগে উঠলাম। স্বপ্নের মাধ্যমে আমি এক আধ্যাত্মিক দর্শন দেখেছিলাম। যখন কোন লোক একজন খ্রীষ্টিয়ানের জীবনে প্রবেশ করে, এমন কি তাকে অত্যাচার করার মধ্য দিয়ে তার জীবনে প্রবেশ করলেও প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ান লোকটির জীবনের মধ্যে সে খুঁজে পাবে তার কল্পনার তার আকাঙ্খার পরিস্কৃত, সুন্দর এবং পবিত্রীকৃত একটা জায়গা তখন সে বুঝতে পারবে তার হৃদয়ের ময়লা ও অপবিত্রতা দূর করতে খ্রীষ্টিয় জীবনে প্রবেশ করা তার দরকার। তখন আমরাও তাকে বুঝতে পারব। সে হতে পারে একজন ক্রিমিনাল অথবা আরো জঘন্য চরিত্রের কেউ। কোন প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ানের জীবনে প্রবেশ করে সে আমাদের জন্য চিরকালের একজন দয়ালু, প্রেমময় স্বত্ত্বায় পরিণত হতে পারে।

এই গল্পটার শিক্ষা আমাদের কাছে পরিষ্কার। 'এই কষ্টকর জীবনে এই জায়গায় আমাদের পবিত্র কর্তব্য হচ্ছে অন্যান্যদের জন্য একটা প্রত্যাশার জ্যোতি তুলে ধরা।'

ভেলিরিয়ার কথা শুনতে শুনতে এই বিশাল প্রান্তরে আমাদের সময় কত দ্রুত চলে গেল। আমাদের গলায় নিঃশ্বাসের ঘড় ঘড় শব্দ হচ্ছিল, আমরা হাপাচ্ছিলাম এবং আমাদের জিহ্বা বের হয়ে পড়েছিল। তারপর ভেলেরিয়ার কথা আমরা মন্ত্র মুগ্ধের মত শুনলাম এবং তালে তালে কাজ করলাম যেন মানুষ নয় যন্ত্র কাজ করছে। হয় তো এই টুকু সময়ে যন্ত্রও এত কাজ করতে পারত না। সেই মুহূর্তে আমরা নিজেদেরকে যন্ত্রের মত ভাবলাম।

আমাদের প্রচন্ড পিপাঁসা পেল। জিহ্বা বেরিয়ে পরার উপক্রম হল।

ঃ 'তোমরা কি ঐটা দেখতে পাচ্ছ?' একটা কণ্ঠস্বর ককিয়ে উঠে বলল।

ঃ 'ওটা শিগগিরই আসবে। মনে হয় পানির ট্যাংক।' কিন্তু প্রতিক্ষিত পানি ভর্তি ট্রাক এল না।

এমনকি গার্ডেরা পর্যন্ত পিপাঁসায় ছটফট করে পানির বোতলের জন্য চিৎকার করে উঠল। তারা উদ্বিগ্ন ভাবে পানির ট্যাংক ভর্তি ট্রাক আসার রাস্তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

পানি আসার সময়ও পার হয়ে গেছে। তারা ধৈর্যহারা হয়ে পড়ল। ভাংগা ফ্যাস ফ্যাসে গলায় চেঁচামেচি করে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে মার্চ করতে করতে একটু স্বস্থি পেল।

মারিয়াকে কেমন ফ্যাকাশে দেখাল। তার গলা শুকিয়ে গেছে। আহত কণ্ঠে অস্পষ্ট স্বরে সে বলে উঠল,

ঃ 'অতিস্বত্ত্বর যদি পানি না পাই তাহলে আমি মুর্ছা যাব।'

ঃ 'না, নিস্তেজ হয়ে মরার মত পড়ে থেকো না, ওরা লাথি মেরে উঠাবে।' কিন্তু মারিয়া পিপাঁসায় সত্যিই দূর্বল হয়ে পড়েছিল। তার উপর সূর্যের তাপ আরো বাড়ল।

আমি যখন কাজ করতাম, তখন মিহায় এর কথা ভাবতাম। আমি কল্পনার চোখে অযত্ন অবহেলায় তার অবস্থা কেমন হতে পারে তা দেখতাম। আমি দেখতে পেতাম ছোট গড়নের শীর্ণ হাত পা, শুকনো মুখ আর অশ্রু সজল চোখের একটা বালককে।

কমিউনিজম কৈশরকে, যৌবনকে ছিনিয়ে নিতে পছন্দ করে এবং আমার প্রিয় পুত্র মিহায় এর আনন্দময় জীবনকেও চুরি করে নিয়েছে। ওরা মিহায়কে কি বানাতে চায়? ঐসব মানুষরা কি দয়া-মায়া বলতে কি বুঝায় তা জানে না?

খাল খনন প্রকল্পের বন্দী শিবিরে কি প্রচন্ড আবেগে কত ভাবেই না ওর জন্য অনুনয় বিনয় করেছিলাম। চিৎকার করে চেঁচিয়ে আমাকে লাইনের পিছনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। একজন মহিলা মুর্ছিত হয়ে পড়েছিল। গার্ডেরা লাঠি দিয়ে প্রহার করতে করতে তার মুর্ছা ভাঙ্গাল এবং দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করল।

মারিয়া ভয় পেয়ে গেল। সে দুর্বল হয়ে ধুলার মধ্যে পড়ে ছিল। তড়াক করে ধুলা থেকে উঠে পড়ল অনেক কষ্ঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল।

একজন মেয়ে খুশিতে চেঁচিয়ে বলল,

ঃ 'মারিয়া দেখ! ঐ যে পানির ট্রাক!'

রাস্তার দিকে অনেক দূরে কালো মত কি যেন দেখা গেল। তা দেখেই মেয়েটি খুশিতে চিৎকার করে উঠেছিল।

গার্ড কর্কশ কণ্ঠে আদেশ করল,

ঃ 'চুপ কর! আবার কাজে হাত দাও।'

তখন একটি বয়স্ক ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে পানি আনা হল। আমরা তা দেখলাম, যেন মরিচিকা দেখলাম। হয়ত চোখের পলকেই আমাদের দেখা বস্তুটা বাতাসে মিলিয়ে যাবে।

জিনাইদা বলল, ঃ 'আমি এক ডজন বরফ শীতল ঠান্ডা পানির বোতল দেখেছি। আরো দেখেছি শুকরের তৈলাক্ত ভাজা মাংস, নানা রকম ফলমূলের বিরাট স্তুপ, যেমন- কমলালেবু, আঙ্গুর .....।

একজন চিৎকার করে বললঃ 'চুপ কর! থামাও তোমার গল্প।'

আমরা ভোরে ঘুম থেকে উঠেছি। সেই থেকে কোন খাবার খাইনি। এখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। উত্তপ্ত এই সমভূমিতে আমরা না খেয়ে পরে আছি আট ঘন্টা ধরে।

একজন গার্ড ট্রাকের দিকে হেঁটে এগিয়ে গেল, তারপর থামল এবং ফিরে এল।

জিনাইদা আর্তনাদ করে উঠল, ঃ 'ওটা খাবার আনা ট্রাক!' মহিলারা রাগে গজ গজ করতে থাকল।

যেসব মহিলারা রাস্তার ধারে কাজ করতেছিল তারা তাদের হাতের কাজ করার যন্ত্রপাতি ছুড়ে ফেলে দিল এবং খাবারের জন্য চেঁচাতে লাগল।

গার্ডেরা তাদের বন্দুক থেকে গুলি ছুড়ল।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার কারী মহিলাদের একটা বড় দল তাদের ভয় দেখাতে থাকল। একজন ওদের গাটকি বোচকায় আগুন ধরিয়ে দিল। মারিয়া খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। সে আমার কাঁধে মাথা গুঁজে চুপ করে থাকল।

গার্ডদের সাথে মহিলাদের এই সংঘর্ষ দশ মিনিট ধরে চলল। সব মহিলাই কাজ করতে অস্বীকার করল।

'পানি! পানি! আমরা পানি চাই!' বলে তারা চেচাঁতে লাগল। আমি মারিয়াকে আমার কাছে ধরে রাখলাম।

অবশেষে ঘটনা স্থলে খাবার ভর্তি ট্রাক এসে পৌছাল। কিন্তু ভীত ড্রাইভার বিদ্রোহী মহিলাদের বিরাট ভীড়ের দিকে হা করে তাকিয়ে রইল। ঘোড়ার গাড়ীটি পাথরের উপর উল্টে পড়ল। ঘোড়া মোড় ফিরল। পড়ে যাওয়া পানির বোতল রক্ষা করতে গার্ড তীব্রস্বরে গর্জন করতে থাকলো।

খিচুরি জাতীয় খাদ্য গড়িয়ে পড়ে ধুলায় মিশে গেল। 'খাবার! তোমাদের মূল্যবান খাবারগুলি ধুলায় নষ্ট হয়ে গেল।' এই বলে গার্ড গর্জন করে উঠল।

মহিলারা গার্ডদের নিরাপত্তা বেষ্টনীতে আক্রমণ চালাল। খিচুরি ফেলে দিল। তারপর তারা খাবার ছিনিয়ে নিল। হাতের মুঠোয় যতটুকু ধরে ততটুকু মুখেদিল। তারা ধাক্কা মারল, ঠেলাঠেলি করে গার্ডদের সাথে লড়ল।

অন্যান্য মহিলারা আতংকের সহিত ভয়াবহ এই দৃশ্য দূর থেকে দেখল। জেনিতা হাসতে শুরু করেছিল। অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। হাসির তোড়ে ওর হালকা পাতলা শরীরে একটা ঝাঁকি সৃষ্টি হয়ে গেল।

ঃ 'হায়! তোমাদের দুপুরের খাবার সরবরাহ করা হয়েছে।' একথা বলে হাঁপাতে হাঁপাতে সে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। ততক্ষণে বিপদ কেটে গেছে।

একঘন্টা পর হুইসেল বাজানো হল তীক্ষ্ণ শব্দে এবং আমরা পুনরায় কাজে ফিরে গেলাম। সেইদিন আর কোন পানি আসল না। বিকাল বেলায় আরো দুই ট্রাক ভর্তি সিকিউরিটি সৈন্য এসে পৌছাল।

যখন আমি কাজ করছিলাম, তখন হঠাৎ কালো একটা পরদা দিয়ে আমার চোখ বাঁধা হল। ক্রুশের উপর বলা যীশুর শেষ সাতটি বাণীর একটা আমার মনে পড়ল। 'আমার পিপাসা পাইয়াছে।'

অবশেষে সূর্যাস্তের সময় আমাদেরকে রাস্তায় একত্র করা হল। মার্চ করতে করতে আমরা চললাম। আমাদের চোখ বাঁধা ছিল। আমাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বুঝলাম না। ক্যাম্প থেকে এক মাইল দূরে একটা জলাময় গুহা পথ অতিক্রম করলাম।

একজন মহিলার উপর আর একজন মহিলা পড়ে গেল এবং কাঁদায় মাখামাখি হয়ে গেল।

পরের দিন ক্যাম্পে তদন্ত শুরু হল। আমাদের 'বিদ্রোহে'র ফল হিসাবে আমরা এই শাস্তি পেলাম যে, রবিবার দিন আরো অতিরিক্ত কাজ করতে হবে।

পৌলা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলল, ঃ 'রুমানিয়াতে কেবল দুই শ্রেণীর লোক রয়ে গেছে- আশাবাদী এবং নৈরাশ্যবাদী। নৈরাশ্য বাদীরা মনে করে সমগ্র রুমানিয়াটাই সাইবেরিয়ায় পরিণত হবে। আর আশাবাদীরা ভাবে রুমানিয়ানদের আরো সামনে এগিয়ে যেতে হবে।'

কিন্তু আমাদের কয়েকজনের কাছে সমগ্র পরিস্থিতিটা হাসি তামাশার মত মনে হল। মাঠে কাজ করতে করতে প্রতিদিন মহিলারা মারা যাচ্ছে। রাতে ছোট রুমে ভেপসা গরম। মহিলারা তাদের কাপড় চোপড় খুলে অর্ধনগ্ন অবস্থায় ঘুমাতে বাধ্য হত।

একবার আমার হাত ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ঘুম থেকে জাগিয়েছিল।

পৌলা আমাকে বলল, 'ওরা ডায়নাকে খুব মেরেছে। তাড়াতাড়ি উঠে এস। ওকে মারাত্মক ভাবে জখম করেছে।' গিয়ে দেখলাম, মেয়েটি শুয়ে আছে। সম্পূর্ণ অচেতন, কিন্তু জোড়ে জোড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে। তার নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে। ঠোট দুটি ফুলে গেছে। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় জখমের চিহ্ন।

ঃ 'ঐসব গার্ডদের সাথে ওরা কি রকম খেলা খেলতে ছিল!'

পৌলা কাঁপতেছিল। ডায়না গোঙ্গাতে থাকল এবং তার শরীরে খিচুঁনি শুরু হয়ে গেছে। তার চোখ দুটি ফুলে গেল। ফিস ফিস করে বললঃ 'সব ঠিক আছে .....' আমরা তার মুখে পানীয় ঢেলে দিলাম। একটু চেতনা ফিরে পেলে সে বলল, 'বেশ্যা মেয়েদের মধ্য থেকে দুজন প্রলোভন দেখিয়ে আমাকে বাইরে নিয়ে গিয়েছিল যেখানে কয়েকজন গার্ড অপেক্ষা করতেছিল।' ডায়না ছিল উনিশ বছর বয়সের যুবতী মেয়ে। দেখতে খুব সুন্দর। ওর সুন্দর চেহারা ও লাজুকতা দেখে গার্ডদের খারাপ ইচ্ছা জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। ডায়না ওদের প্রস্তাব মেনে নিতে পারেনি। পরিশেষে ওকে জোর পূর্বক ভোগ করে এবং ইচ্ছামত প্রহার করে ফেলে রেখে চলে গেছে।

ঘরের ভিতর গুমোট অবস্থার মধ্যে ও কাঁপতে ছিল। আমি এবং পৌলা দুজনেই আমাদের কম্বল দুখানা ওর উপর দিলাম। আমরা সারারাত ওর পাশে বসে রইলাম। আমরা ফিস ফিস করে কথা বলতেছিলাম।

ডায়না প্রায়ই বলতঃ 'আমি স্বপ্ন দেখি যেন আমি ক্লাসে পড়তেছি। আমি দেখি অনেক মুখের সারি যারা আমার সাথে কথা বলতে অপেক্ষা করছে। আমি স্কুলের সেই সকল রব শুনতে পাই।'

স্কুলে পড়ার সময় গল্প লিখেছিল। গল্প লিখে লিখে 'লেখক সংঘ' এর মধ্যে ওর একটা আসন করে নিয়েছিল। রাশিয়ার বিখ্যাত লেখকদের সম্বন্ধে ওর জানা ছিল। যারা কমিউনিজমের গৌরব গাঁথা রচনা করত এবং তাদের রচনায় পাশ্চাত্যের প্রতি নিন্দার ঝড় তুলত।

পৌলা একমত হয়েছিল যে স্ট্যালিনকে প্রশংসা করা স্তুতি গানগুলি একদম অর্থহীন এবং নির্বোধ লোকদের দ্বারা রচিত। পৌলা বলতঃ ' কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভের জন্য মহান নেতার প্রশংসাসূচক গানগুলি এবং ঈশ্বরের প্রশংসা গানগুলির মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই।'

আমি বলেছিলাম, 'পার্থক্যটা হচ্ছে একজন প্রশংসা করে সব জীবিত প্রাণীর সৃষ্টিকর্তা বিপ্লবের নায়ককে এবং অন্যজন প্রশংসা করে লক্ষ লক্ষ লোকের হত্যাকারী বিপ্লবের নায়ককে।'

আমি পৌলাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেন তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

জবাবে পৌলা বলেছিল, 'আমাদের ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকের একটি ভুল তথ্য সম্বন্ধে আমি অবিবেচকের মত মন্তব্য করেছিলাম যে, 'পাঠ্য পুস্তকে ভুল ইতিহাস লেখা হয়েছে। এজন্য আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। রাশিয়ানরা যে রকম চাইত সেই রকম ঐতিহাসিক ভুল তথ্য পাঠ্য পুস্তকে লিপিবদ্ধ করে দেয়ার জন্য ওরা তো ছিল রাশিয়ানদের মনোনীত লোক।

তারপর দেশের সকল চিন্তাবিদদের বন্দী করা হয়েছিল।'

আমরা দুজন মেয়েটির পাশে বসে সারা রাত কথা বলে কাটিয়েছিলাম। অন্যান্য বন্দী মহিলারা ঘুমের মধ্যে বিড় বিড় করে কথা বলতেছিল, দুঃস্বপ্ন দেখে ছটফট করতেছিল। কেউ কেউ একেক জনের নাম বলে বলে গোঙ্গাতে ছিল। সন্তানদের নাম বলে, পিতাকে ডেকে, প্রিয়জনকে ডেকে, কেউ বা বন্ধু বান্ধবদের ডেকে ঘুমের মধ্যে অস্পষ্ট স্বরে চিৎকার করতে ছিল। প্রায়ই একেক জন ঘুমের মধ্যে 'মা গো' বলে চিৎকার করে উঠেছিল।

পরের দিন আমাকে ক্যাম্পের ডেপুটি কমান্ডারের সম্মুখে নিয়ে যাওয়া হল। মহিলাটি আমাকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন,

'তুমি বন্দীদের মধ্যে ঈশ্বরের বিষয়ে প্রচার করে চলেছ। তোমার এই প্রচার কাজ বন্ধ করতে হবে।' আমি বলেছিলাম,

'কিছুতেই আমি ঈশ্বরের বিষয়ে কথা বলা বন্ধ করতে পারি না।'

আমার কথা শুনে প্রচন্ড রাগে লাল হয়ে উঠল, আমাকে ঘুসি মারতে হাত উঠাল। তারপর থেমে গেল এবং আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আমি মুখ টিপে হাসলাম।

ঃ 'কি কারণে তুমি অমন করে মুচকি মুচকি হাসছ?'

ঃ 'আপনার চোখে যা দেখেছি তাই আমার হাসির কারণ'।

ঃ 'আমার চোখে কি দেখেছ?'

'আপনার চোখে আমার নিজেকে দেখেছি। যে কোন ব্যক্তি যে অন্য ব্যক্তির কাছাকাছি এসেছে, সে ঐ ব্যক্তির মধ্যে তার নিজেকে দেখতে পারত। আমিও আপনার মত আবেগ প্রবণ। আমার মধ্যেও রাগ আছে এবং যতদিন ভালবাসার প্রকৃত অর্থ কি একথা না জেনেছিলাম তখন রেগে কাউকে আঘাত করতে আমিও অভ্যস্ত ছিলাম। সত্যের জন্য যে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে পারে সেই এরকম হতে পারে। ভালবাসার প্রকৃত অর্থ জানার পর থেকে কাউকে আঘাত করতে আমার মুষ্টি শক্ত হয়নি।'

কমান্ডারের হাত নেম গেল।

ঃ 'যদি আপনি আমার চোখের ভিতরে তাকিয়ে দেখেন, তাহলে আপনি আপনার নিজেকে সেই রকম আকৃতিতে দেখতে পাবেন, যে রকম আকৃতিতে ঈশ্বর আপনাকে সৃষ্টি করেছেন।'

আমার কথা শুনার পর তাকে দেখে মনে হল যেন পাথরে পরিণত হয়ে গেছে।

তারপর শান্তভাবে আমাকে বলল, ঃ 'চলে যাও।'

আমি যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে বন্দী মহিলাদের নিকট প্রচার চালিয়েই গেলাম। ডেপুটি কমান্ডার তারপর থেকে আমাকে কোন প্রকার বাঁধা দিলেন না।

সারিবদ্ধভাবে যখন আমরা মাটি নিড়ানির কাজ করতাম, মারিয়া তখন তার লাইনে থেকে সরে এসে তার পাশের মহিলার সাথে জায়গা বদল করে আমার পাশে এসে কাজ করত। গার্ডদের একজন তাকে প্রায়ই ধরত। কিন্তু সে আমার কাছে এসে সাহায্যের জন্য আবেদন করত।

আমরা শক্তি ও উৎসাহের সহিত নিড়ানির কাজ করতাম। কিন্তু সেদিন সকাল বেলা আমিও একটু দুর্বলতা অনুভব করতেছিলাম। মাথা ব্যাথার কারণে আমি মাঝে মাঝে কাজ করতে করতে কিছু সময়ের জন্য থেমে যেতাম। গার্ড চেঁচিয়ে উঠত।

ঃ 'আজকে রাতে তোমার জন্য কারসার (বিশেষ শাস্তি) রয়েছে। এভাবে কাজ বাদ দিয়ে বসে থাকলে সারারাত উক্ত শাস্তি ভোগ করতে হবে'।

আমার চোখে কেবল অন্ধকার দেখতাম। মারিয়ার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হল যেন অনেক দূর থেকে এ শব্দ আসছে।

দুপুর পর্যন্ত আমি কোন রকমে দুপায়ের উপর ভর করে নিজেকে সামলে নিয়ে কাজে স্থির থাকলাম। সকালে আমি দুর্গন্ধযুক্ত পানির মত স্যুপ পান করেছিলাম এবং দু এক কামড়ে সামান্য পরিমান রুটি খেয়েছিলাম। কিন্তু দুপুরের পর ক্ষুধায় একেবারে অস্থির হয়ে পড়লাম। মাথা ঘুরে প্রায় অজ্ঞানের মত পরে গেলাম।

মনে হল জ্বলন্ত উত্তপ্ত সূর্যটা যেন আকাশের চারপাশে ঘুরতেছিল। তারপর দেখলাম আমার উপরে মারিয়ার মুখখানা ঝুলে আছে। কিছু বলতেছে নিরবে। চোখে ঝাপসা দেখলাম। চোখ মেলে ভালকরে তাকাতেও পারছিলাম না। কেবল দেখলাম, অন্ধকার গর্তের ভিতর দিয়ে মারিয়ার মুখখানা যেন উঁকি মেরে দেখছে আমাকে।

গার্ড আমার গলার ভিতর পানি ঢেলে দিল, যতক্ষণ না আমার শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল।

তারপর বলল, ঃ 'ও! ঠিক আছে, ওর কিছু হয়নি।' মারিয়াকে বলল, ঃ 'এখানে হা করে দাঁড়িয়ে থেকো না। কাজে যাও।'

আমি কাঁপতে ছিলাম।

গার্ড বলল, ঃ 'তুমি আমাকে ভয় পাচ্ছ?'

'আমার নিজের ভয়েই আমি ভীত হয়ে পরেছিলাম। মুর্চ্ছা যাওয়ার মধ্যে বিশ্বাসীদের জন্য আতংকিত হওয়ার বিশেষ কিছু বিষয় আছে। আপনি আপনার চেতনায় ফিরে আসলে বুঝতে পারবেন যে, আপনি সম্পূর্ণ ভাবেই আমার মানসিক চৈতন্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। মাংসিক স্বত্ত্বা থেকে আপনার আত্মার বিচ্ছিন্ন হয়ে পরার বিষয়টা আপনার কাছে সন্দেহের মত মনে হবে এবং এ থেকে মৃত্যুর চিন্তা এসে আপনাকে আরো ভীত করে তুলবে।' অনেক সময় পর আমি আমার নিজেকে বুঝতে পারলাম। তখন বুঝলাম আমি হয়ত মুর্চ্ছা গিয়েছিলাম। তখন বুঝলাম কেন সব সময় আত্মা সর্তক থাকে, কেন সব সময় নিজের অস্থিত্ব প্রমান করতে বলে যে, **'আমি আছি'**।

আমরা পুনরায় কাজে ফিরে গেলাম। আগাছার শক্ত শিকড় উপড়ে ফেললাম নিড়ানী দিয়ে। নির্দয় সূর্যটা আমাদের মাথার উপর দয়ামায়া হীন ভাবে তার তাপ ছড়িয়ে আমাদের শক্তি ও প্রাণরস নিঃশেষ করে দিতেছিল। আমি খালি হাতে নিড়ানী ধরতে পারছিলাম না।

বিকাল বেলা দেখলাম দিগন্ত রেখার কাছে ঝড়ো মেঘ পুঞ্জিভূত হচ্ছে।

যখন কাজ শেষ করার বাঁশি বাজানো হল তখন আকাশ নিচু হয়ে গেছে। ভারি বর্ষণ হল। প্রায় কয়েক সপ্তাহ বৃষ্টি হয়নি। আমরা বৃষ্টি হোক এই কামনাই করছিলাম।

আমরা ক্যাম্প থেকে দূরে কাজ করতাম। আমাদের ক্যাম্পে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে রাস্তার উপর একটা গাড়ি অপেক্ষা করত। যেহেতু আমরা ভীড় করতাম। তাই বসতে পারতাম না।

বারাগান সমতল ভূমির উপর মুষল ধারায় বৃষ্টি পড়ল। আমরা সম্পূর্ণরূপে সিক্ত হয়ে পড়লাম।

মারিয়া আনন্দে চিৎকার করে উঠল, 'লাভলী! লাভলী! ওয়াটার!'

এই আনন্দের বৃষ্টিধারা এমন ভাবে না থেমে ঝরতে ছিল যেন কোন বিশালাকৃতির দৈত্যের গোসল খানার ঝর্ণা থেকে পানি পড়তেছে। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল, বজ্রপাতের

কান ফাটানো শব্দ শুনা যাচ্ছিল। আকাশের আলোর ঝলক দেখে মহিলাগণ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠেছিল।

আমাদের ট্রাকটি কাদার মধ্যে পিছলিয়ে গড়িয়ে পড়ে পিছনের চাকা সম্পূর্ণ রূপে গভীর কাদার মধ্যে আটকে গিয়েছিল।

আমাদের বলা হল, ঃ 'প্রত্যেকেই তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে বেরিয়ে আস'।

এই অবস্থায় কি করা যায় এ নিয়ে গার্ডেরা পরামর্শ করতে থাকল।

তারা সিদ্ধান্ত নিল এখান থেকে ট্রাকটা তুলতে হলে রাস্তার মধ্যে কাঠ বিছাতে হবে। কিন্তু সেখানে কোন গাছ ছিল না।

অনবরত অঝোর ধারায় অনেকক্ষণ যাবত বৃষ্টিপাতের ফলে আমাদের হাঁটু পর্যন্ত পানি জমে গেল। আমরা সব মহিলারা মিলে ট্রাকটা উচুঁ করে এবং ধাক্কা দিয়ে কাদা থেকে তোলার চেষ্টা করলাম। ট্রাকটা যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে থাকল। আমরা অযথাই এক ঘন্টা যাবত কষ্ট করলাম।

তারপর সার্জেন্ট আমাদেরকে মার্চ করতে করতে হেঁটে ক্যাম্পে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিল।

বৃষ্টিতে ভিজে আমাদের কাপড় চোপড় শরীরের সাথে লেপটে গিয়েছিল। কাদার মধ্যে প্যাঁচ প্যাঁচ শব্দ করতে করতে আমরা চললাম।

যে সব মহিলা পিছলে পড়ে যেত, গার্ড তাদেরকে আঘাত করত। অবশেষে আমরা আমাদের ক্যাম্পে ফিরে এলাম। মহিলারা তাদের কাপড় চোপড় শুকাতে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

রিচার্ড এক সময় একটা কৌতুক বলেছিল। কৌতুকটি আমার মাথায় উদয় হলঃ এক লোক একবার সিদ্ধান্ত নিল, কোন বিষয়ে দুঃখ করবে না। কোন কিছু ক্ষতি হলে বা কোন অসুবিধায় পড়লে দুঃখ ও অসন্তোষ প্রকাশ অনর্থক।

সেই মুহূর্তে তার গাড়ির একটা চাকা নষ্ট হয়ে গেল। সে নিজেকে বলল, 'কিছু মনে করো না। গরু, ঘোড়ার গাড়িতে মাত্র দুইটি চাকা থাকে, আমার গাড়িতে তো এখনো তিনটা চাকা আছে। সুতরাং দুঃখ করার কিছু নেই এখনো আমি সুখী। একটু পরে আবার আর একটা চাকা নষ্ট হয়ে গেল। তখনও সে নিজে নিজে বলল, দুঃখ করার কারণ নেই। কেন দুঃখ করব? এক চাকার ঠেলা গাড়িতে মাত্র একটা চাকা থাকে আমার গাড়িতে তো এখনো দুটো চাকা আছে। তারপর আর একটা চাকা নষ্ট হয়ে গেল। তখন সে বলল, 'বরফের উপর চলা স্লেজ গাড়িতে তো চাকা থাকেই না। আমার গাড়িতে এখনো একটা চাকা আছে।' এভাবে যখন তার গাড়ির সব কয়টি চাকা নষ্ট হয়ে গেল আনন্দের সাথে তখন সে বলল, 'আমি এই গাড়ি চালানো বাদ দিয়ে বরং স্লেজ গাড়ির ড্রাইভার হব।

এই কৌতুকটি মনে করে আপন মনে একটু হেসে আমি ঘুমিয়ে পরলাম।

আমাদের সমস্যা যেন নিশ্চল ভাবে থেমে থাকল। সমস্ত জীবনটাই আমাদের শৃঙ্খলিত অবস্থায় কাটাতে হবে। বন্দী শিবিরটাই আমাদের পৃথিবী হয়ে উঠল। আশাহীন ভাগ্যকে আমরা বুকে ধরে রাখলাম। বাইরের পৃথিবীর কোন সংবাদ আমাদের অনুকুলে আসল না। 'ক্ষুধা, সারিবদ্ধ অপেক্ষমান মানুষ, অত্যাচার, তারপর অন্তহীন সেই আশার বাণী। 'আমেরিকানরা আসিতেছে। তারা তোমাদেরকে এই রকম দাসত্বের বন্ধনে রাখবে না। তোমাদের মুক্ত করবে।

একটা মিটিংএ বিশজন মহিলাকে তুলে নেয়া হল এবং তাদের বলা হল, 'তোমরা এখানে সবচেয়ে কঠোর পরিশ্রম করেছ এজন্য তোমাদেরকে মুক্তি দেয়া হবে।' আসলে এটা ছিল একটা কৌশল মাত্র।

তারপর কমান্ডার একটা ভাষণ দিলেন।

ঃ 'এটা তোমাদের বিদায় অনুষ্ঠান। অতএব সংগ্রামী সাথীরা, তোমাদের ধন্যবাদ। আমরা একত্রে কমিউনিজমের মহান সৌধ গাঁথার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালাব এবং তারপর আমাদের সামনে এমন সুদিন আসবে, যেদিন আমরা সকলেই আমাদের কর্মের ফল ভাগ করে নেব। এখন থেকে তোমরা মুক্ত। মুক্তি বার্তার নিদর্শন স্বরূপ আমরা উপহার হিসাবে তোমাদের অতিরিক্ত একটুকরা রুটি দিচ্ছি তোমাদের প্রত্যেককে।'

বিশজন বীরঙ্গনা মহিলাকে ট্রাকের পিছনে তোলা হল। কমিউনিজমের লাল পতাকা উড়ল পত পত করে। সমস্বরে জাতীয় সংগীত গাওয়া হল।

পুনরায় আর একটা প্রতারণার দৃশ্য উন্মোচিত হল। ক্যানেল রোড ধরে দশমাইল এগিয়ে গিয়ে সবশেষ লেবার কলোনীতে গিয়ে ট্রাক থামল, এবং মুক্ত করে দেওয়ার আশ্বাস প্রাপ্ত বিশজন মহিলাকে সেখানে পুনরায় কাজে লাগানো হল।

সপ্তম অধ্যায়
ট্রেনে

একদিন ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠার বাঁশি বাজানোর ঠিক একটু পরেই গার্ডেরা হুড়হুড় করে আমাদের শিবিরে প্রবেশ করল। এবং বলল, 'তোমাদের প্রত্যেকেই এক ঘন্টার মধ্যে এখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য তৈরী হতে হবে'।

এভাবে সরিয়ে নেয়ার অর্থ আমরা বুঝতাম, কারণ ইহা একবার, দু'বার বা তিনবার সরিয়ে নেয়া নয়। তাই আমরা সর্তক হলাম। শতশত মহিলারা তাদের গাটটি বোচকা বেঁধে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল এবং মুরগীর বাচ্চার মত কিলবিল করে বের হাচ্ছিল। বিদায়ের সময় রয়ে যাওয়া বন্ধুদের সাথে কোলাকুলি করার চেষ্টা করতেছিলাম হয়ত এ দেখাই শেষ দেখা। গার্ডদের অস্থির হাব ভাব আমদের টেনশন আরো বাড়িয়ে দিত। পরিস্থিতি সম্বন্ধে তারা আমাদের চেয়ে বেশিকিছু জানত না।

ঃ 'লৌহযবনিকা ভেদ করে আমেরিকানরা আসতেছে, রাশিয়া পশ্চিম বার্লিন দখল করে নিয়েছে! আমাদের নেয়া হচ্ছে গুলি করে মেরে ফেলার জন্য!' ইত্যাদি অনুমান ও গুজব আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল।

আমরা সকলেই তৈরী হলাম। সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলাম। আমরা কি জন্য অপেক্ষা করছি? কেউ জানে না। আমরা কোথায় যাচ্ছি? এবিষয়ে প্রত্যেকেই এক এক রকম জানত। বন্দী জীবন নিদারুন অপেক্ষার জীবন। আমাদের ট্রাকে তোলা হল। ট্রাক চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হল মারশেলিং ইয়ার্ডের দিকে। সেখানে আমাদের ট্রেনে তোলা হবে। ট্রেনে মালবাহী বগি লাগানো হল এবং একটি লম্বা বগি লাগানো হল কয়েদীদের জন্য। বগিটিতে ভারি স্লাইডিং দরজা এবং কিছু ছোট জানালা রাখা হয়েছে অনেক উচুঁতে। দেখে মনে হল গাড়িটি গাটটি বোচকা বহনের ভেন গাড়ি।

আমাদের বলা হলঃ "প্রত্যেকেই ভিতরে প্রবেশ কর"। একই কামরায় ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশি যাত্রী তোলা হল। আমরা গাদাগাদি করে গুমোট অবস্থার মধ্যে থেকে অপেক্ষা করলাম, কখন ট্রেন ছাড়বে। সবাই অধৈর্য হয়ে পড়লাম।

ঃ 'আমরা এই কামরায় আর একজনকেও উঠতে দিতে পারি না! এমনিতেই বেশি গাদাগাদি হয়ে গেছে।'

ঃ 'উহ! ঈশ্বর! আমরাতো শ্বাসবন্ধ হয়ে মারা যাব।'

কিন্তু আরো মহিলাদের জোর করে ভেতরে ঠেলে দেয়া হল। কামরাটিতে স্বাভাবিক ধারণ ক্ষমতায় চল্লিশ জন লোক ধরে, আর তখন চুরাশিজন মহিলাকে জোর করে ঠেলে বস্তার মত গাদাগাদি অবস্থায় ভেপসা গরমের মধ্যে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় রাখা হল। অবশেষে বড় স্লাইডিং দরজাটা প্রচন্ড শব্দে বন্ধ করে দেয়া হল।

মহিলাদের কেউ কেউ অসুবিধার মধ্যেও বসে বিশ্রাম নিচ্ছিল। কেউ কেউ ঝগড়া করতেছিল।। কেউ বা কাঁদছিল- কিন্তু কি নিয়ে এ বিষয়ে কেউ নিশ্চিত ছিল না। ক্যাম্প K4 তাদের কাছে বাড়ির মত হয়ে উঠেছিল। সেটা ছেড়ে যেতে হচ্ছে, কান্নার কারণ এটাও হতে পারে। তাছাড়া অজানা ভয়ভীতি ছিল। গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল আমাদের গুলি করে মারা হবে তারপর আমাদের খনন করা কবরেই আমাদের মাটি চাপা দেয়া হবে। 'হয়ত এ যাত্রাই আমাদের শেষ যাত্রা' এরকম অস্পষ্ট গুঞ্জন ধ্বনিত হচ্ছিল কামরার ভিতর।

কিন্তু না, সব গুজবই মিথ্যা। একজন মহিলা আমাদের আস্বস্ত করলেন এবং নিশ্চয়তা দিয়ে বললেন, ঃ 'গীনশিয়া ট্রানজিট ক্যাম্পে তোমাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং শীঘ্রই তোমরা মুক্তি পাবে।' তিনি শুনেছেন যে, আনা পাউকারের দল ক্ষমতা চ্যুত হয়েছে এবং পার্টির ধারা অন্যদিকে চলে গেছে। পার্টির মধ্যে সংস্কার কাজ চলছে।

সে সময় একটি প্রচলিত কৌতুক বলা হতঃ 'একটি জেব্রা এবং একজন কমিউনিস্টের মধ্যে পার্থক্য কি? জেব্রা হচ্ছে শরীরে ডোরা কাটা দাগযুক্ত গাধার মত প্রাণী আর একজন কমিউনিস্ট হচ্ছে কমিউনিজমের ভ্রান্ত মতাদর্শের দাগ যুক্ত পার্টির গাধা তুল্য একটা প্রাণী'।

রেলগাড়ির ছোট কামরায় আমরা গাদাগাদি করে ছিলাম। একটু বসার মত জায়গা খুঁজে পাওয়া ছিল দুষ্কর। শুয়ে বিশ্রাম নেয়া বা একটু হাত পা প্রসারিত করে আরাম পাওয়ার কল্পনা করাও ছিল অসম্ভব।

আমাদের একটু ঝিমুনি আসত, তারপর রেলগাড়ির হুইসেলের কর্কশ শব্দে জেগে উঠতাম।

ট্রেন ধীরে ধীরে চলল। আস্তে আস্তে শরতের বিস্তীর্ন মাঠ দৃষ্টি গোচর হল। মাঠে গরুর পাল শান্তিতে ঘাস খাচ্ছে। ঘাস ও গাছপালা শূন্য বারাগান এই বিস্তীর্ন তৃণভূমি গৃহপালিত পশুগুলির ঘাসের চাহিদা পূরণ করে তাদের আশার আলো দেখাচ্ছে। এখানের গাছপালাগুলি পাতাশূন্য, কিন্তু তাদের লম্বা কালো ডালগুলি আকাশের দিকে উঠে গেছে। যেন ঈশ্বরের কাছে কোন মহৎ বিষয়ের মিনতি জ্ঞাপন করতেছে। চলন্ত গাড়ি থেকে সংকীর্ণ জানালা দিয়ে উঁকি মেরে যাত্রা পথের দৃশ্য দেখে দেখে চলছি। তারপর দেখলাম, কয়েকজন গ্রাম্য কৃষক জমিতে গোবর ছড়াচ্ছে। এরা আমাদের মত বন্দী নয়। এরা মুক্ত দুনিয়ার মুক্ত মানুষ।

ট্রেনটি ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ঝক ঝকা ঝক শব্দে ধীরগতিতে গড়িয়ে গড়িয়ে রুমানিয়ার উপর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এক ঘন্টা পর একটা জংশনে এসে ট্রেনটি থামল। দরজা খোলার ঘর ঘর শব্দ হল।

যখন ট্রেনটি আবার চলতে শুরু করল, রাস্তার পাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে বিভিন্ন বিষয়ে কল্পনা করা শুরু হল। বন্দী যাযাবর মহিলারা বক বক করে নিজেদের মধ্যে কি যেন বলে চলল। আমি ওদের ভাষা বুঝতে পারলাম না। আমাদের মধ্যে বন্দী গ্রাম্য মহিলারা তাদের ফেলে আসা সন্তান এবং গৃহপালিত পশুর কথা মনে করে বিলাপ করত।

যাদের সাথে পূর্বে কেবল সামান্য একটু পরিচয় হয়েছিল তাদের কয়েকজন আমাদের সঙ্গে ট্রেনে ছিল। *হেলেনা কল্যি* নামের মেয়েটা যে এত প্রহার ও নির্যাতন স্বত্বেও এখনো কমিউনিজমের আদর্শের প্রতি বিশ্বাসী- অ্যানি স্ট্যানেসকূ্য নামের ছোট খাটো গড়নের বেশ সুন্দরী ও চঞ্চল বেশ্যা মেয়েটা এবং মারিয়া তিলিয়াও সেখানে ছিল। কিন্তু জিনাইদা, ক্লারা স্ট্রাজ, গ্রেনী অ্যাপোস্টাল, কর্ণেলিয়া ম্যারিনেসকূ্য- এদের দেখিনি। এমনকি আমি জানতেও পারিনি তারা ট্রেনের কোন কামরায় ছিল কি না।

পরিস্থিতি সম্পর্কে অজ্ঞ রাজনীতিবিদেরা আমার কাছে এসে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করছিল। আমরা জানতাম প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান নির্বাচনে জয় লাভ করে পরবর্তী চার বছরের জন্য দায়িত্ব পেয়েছিল এবং আইসেন হাভারকে অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য ইউরোপের সর্বোচ্চ ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। আমরা ভাবতাম তারা কমিউনিজমকে পরাজিত করে আমাদের সবাইকে কমিউনিস্টদের দাসত্ব শৃংখল থেকে মুক্ত করবে।

প্লয়েস্তি থেকে আগত এ বিষয়ে উত্তম ভাবে অবগত মহিলা জোরের সাথে বললঃ অবশ্যই প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ই নির্বাচিত হবে। আমি যার কাছ থেকে শুনেছি তিনি বলেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানকে বিশেষ ক্ষমতা দেয়ার কথা বলা হবে, যাতে তিনি যে কোন প্রকারেই হোক সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে পশ্চিম ইউরোপের কমিউনিস্টদের দখলকৃত দেশগুলোকে মুক্ত করতে পারে এবং কমিউনিজমের উচ্ছেদ সাধন করতে পারেন।'

রোমাঞ্চকর কথা! যে মহিলাটি এসব কথা বলত তিনি বিশ্বাস করতেন যে, তার প্রেরণা ওদের স্বস্থ্যি ও সান্তনার কারণ হবে। মহিলাটি পূর্বে গিনশিয়া ট্রানজিট ক্যাম্পে কেবল এক মাসের জন্য থেকে ওখানের অবস্থা সম্বন্ধে জেনে এসেছে।

মহিলার কথা শুনে আমি বলতে চেয়েছিলাম, যুদ্ধের শেষে স্টালিন প্রেসিডেন্ট রোজভেল্টের কাছে যেভাবে দাবী করেছিলেন সে অনুসারে এই একই আইসেন হাভার হাজারে একজন উদ্বাস্তু যুদ্ধবন্দীদের হস্তান্তর করেছিলেন তাদের কেউ কেউ আত্মহত্যা করেছিল, কতকজনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল, কিছু সংখ্যক সাইবেরিয়ার ক্যাম্পে কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করতে করতে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমি কিছুই বললাম না। আমি নিরব থাকলাম। কারণ আমি জানতাম মুক্তি পাওয়ার কল্পনাটা মায়া মরিচিকা। তৃষ্ণার্ত লোকদের পানির পিঁপাসা মিটাতে যখন লোকেরা পানির খোঁজ করে তখন একটু পানির দেখা দিয়ে মায়া মরিচিকা কেন দ্রুত মিলিয়ে যায়? এ প্রশ্নের উত্তর কেউ জানে না।

ট্রেনটি অতি ধীরে স্যাঁতস্যাঁতে গ্রাম অঞ্চলের উপর দিয়ে চলেছিল। ট্রেনটি থেমে পড়ল, আবার চলা শুরু করল। নাম বিহীন সাইডিং এ কয়েক ঘন্টার দীর্ঘ বিরতি। মহিলারা ট্রেনটির ছোট জানালার পাশে ভীড় করল। মানুষদের দিকে চোখ ফিরাল, আনন্দ উৎসব উপলক্ষে উন্মুক্ত স্থানে অগ্নি জ্বালিয়ে তার শিখার দিকে নিরবে মনোযোগ দিয়েছিল গ্রাম্য লোকেরা। তারা শরৎকালের বাতাসে প্রথম শীতের ছোঁয়া ও কুয়াশার অভিজ্ঞতা লাভ করল।

ট্রেনে অনেক শিক্ষিত মহিলা ছিলেনঃ লেখিকা, সাংবাদিক, কবি- এমনকি কয়েকজন ছিলেন উপন্যাসিক। যেমন গাউন্ট, কালো চুলের মারিয়া ক্যাপয়্যান্যূ, যিনি ক্লাজ এ ইংরেজী

ও ফ্রেন্স ভাষা শিক্ষা দেন। তিনি বিস্ময়কর প্রতিভার গল্পকার হিসাবে বেশ সুনাম অর্জন করেছেন। তার জনপ্রিয় উপন্যাসগুলির কাহিনী দ্বারা একসময় তিনি অনিচ্ছুক ও পশ্চাদপদ ছাত্রদের উদ্দীপ্ত করেছিলেন। নাটকীয় মূহুর্তে একদম ক্লাশের শেষ পর্যন্ত পৌছানো তার শক্তিশালী কণ্ঠে ন্যান্সির উপর বিল মাইক এর অভিশাপ এবং ম্যাডাম বোভ্যারি র সহানুভূর্তিশীল চিৎকার "লিয়ন লিয়ন! বৃহস্পতিবার পর্যন্ত" গুরুগম্ভীর গর্জন সৃষ্টি করত। এটা শুনে পাঠে অনিচ্ছুক ছাত্রদেরও মনোযোগ সৃষ্টি হত।

তার কণ্ঠে শুনা রোমাঞ্চকর নাটকের কাহিনী খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। যেখানে নিরপরাধদের জয় এবং শেষে অত্যাচারীদের ধ্বংসের কথা আছে।

সেদিন বিকাল বেলায় এক পরিত্যাক্ত স্থানে ট্রেন থেমে ছিল আমরা অবরুদ্ধ অবস্থায় নিরবে ট্রেনের ভিতর বসাছিলাম। তখন এই মারিয়া ক্যাপয়্যান্যূ আমাদেরকে তিনঘন্টার বেশি সময় ধরে অস্কার ওয়াইল্ডের উপন্যাসের এক কাহিনী শুনিয়েছিলেন যাতে পাপ এবং শাস্তির বিষয় বর্ণিত হয়েছে। অত্যাচারী লোকদের শেষ পরাজয়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। (অস্কার ওয়াইল্ড তার সময়ের কারাবন্দীদের করুন অবস্থার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন এবং তার লেখায় সে সময়ের শাসক ও কর্তৃপক্ষকে বন্দীদের উপর বিনা কারণে অত্যাচারের জন্য অভিযুক্ত করেছিলেন) সেদিন গর্জন করে বলা তার গল্প আমাদের জন্য সার্থক হয়েছিল। হত্যা বা খুনের দৃশ্য বর্ণনার সময় তিনি তার দৃঢ়মুষ্টির একহাত দিয়ে আর এক হাতের উপর বার বার আঘাত করতে ছিলেন। তার দৃঢ়মুষ্টির এ হাত যেন ছিল নাটকের কাহিনীর ডরেন গ্রে-র হাত, যে কাউকে বার বার ছোরা মারতে মারতে হত্যা করেছিল। নাটকীয় ভঙ্গিতে বলা তার অস্কার ওয়াইল্ড এর গল্প শুনে ট্রেনের সবাই উচ্চ প্রশংসা করে হাততালি দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানিয়ে ছিল। তার গল্প শুনে আমাদের সবার মনে হয়েছিল আজ কোথায় সেই অস্কার ওয়াইল্ড! তিনি যদি আজ থাকতেন এবং দেখতেন যে ট্রেনের ছোট কামরার ভিতর এতগুলি মহিলাকে গরু ছাগলের মত গাদাগাদি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বিনা কারণে অজানা আতংকের দিকে- তাহলে তিনি কি বলতেন? তার লেখনীতে কিরূপ জ্বালাময়ী রূপক ভাষার ঝড় উঠত অত্যাচারী কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে?

আমাদের সাথের বন্দী গ্রাম্য মহিলারা মারিয়া ক্যাপয়্যান্যূ-র জলদগম্ভির কথা শুনে বিস্মিত ও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। তারা বলে উঠেছিলঃ 'এটা কি এই মূহুর্তে আমাদের জন্য অত্যাশ্চর্য ও কার্যকরী শিক্ষা নয়? উনি বই ছাড়াই সব কিছু বলতে পারলেন কেমন আশ্চর্যরূপে!'

জিনেতা বললেন যে, অস্কার ওয়াইল্ড রূপক বর্ণনার মাধ্যমে একটা বইতে ধর্মীয় অনুভূতির গভীর অর্থ তুলে ধরেছেন। তার রূপক গল্পটির, মত ডরিয়্যান গ্রে-কে চিত্রকরের রূপকে বুঝাচ্ছে খ্রীষ্টকে। চিত্রকর যেমন তার নিজ প্রতিমূর্তি একেঁছিলেন তেমনি যীশু খ্রীষ্ট প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে তাঁর প্রতিমূর্তি একেঁছিলেন। ডরিয়্যানের নির্দোষিতা কলূষিত হয়েছিল। যীশুর ছবি বার বার বিকৃত হয়েছিল। ডরিয়্যান বেশিক্ষণ এটা সহ্য করতে পারছিলেন না। ডরিয়্যান এটা তার থেকে দূরে সরিয়ে রাখলেন। তারপর একদিন চিত্রকর তার দরজায় টোকা মারলেন এবং ছবিটা দেখতে চাইলেন। কিন্তু ডরিয়্যান এটা সহ্য করতে

পারলেন না যে, ছবিটা দেখা হোক। সে চিত্রকরকে হত্যা করল উপুর্যপরি ছোরার আঘাতে। মানবের হৃদয়ে চিত্র আঁকা চিত্রকর যীশু খ্রীষ্টকেও হত্যা করা হয়েছিল।

যীশু ছিলেন ঈশ্বর। ঈশ্বর হত্যা সবচেয়ে মারাত্মক পাপ। কিন্তু এই হত্যাই অবশেষে সকলের পাপের ক্ষমা এনে দিয়েছে। এবং সবাইকে নতুনীকৃত করেছে। গলগাঁথায় পতিত রক্ত যীশুর হত্যাকারীর পাপের মুক্তির জন্য ঝরেছিল। অস্কার ওয়াইল্ডের রূপক এখানেও চালু আছে। সে জানত যদি ছবিটা দেখতে চায় তাহলে তার ভাগ্যে মৃত্যুই থাকবে তথাপি সে ছবিটা দেখতে এসেছিল।

ক্যাপয়্যানু বললেন, গল্পটা আসলে একটা সমস্ত ভাল বিষয়ের বিভিন্ন অর্থপ্রকাশক সরল ও রূপক কাহিনী।

ছোট চাকার উপর ভর করে গড়িয়ে গড়িয়ে যাওয়া ট্রেনের আশিজন মহিলা যাত্রী ক্যাপয়্যানূর গল্প শুনে কিছু সময়ের জন্য তাদের অজানা মৃত্যুর ভয়কে ভুলে গিয়েছিল এবং অস্কার ওয়াইল্ডকে হৃদয়ে পোষণ করে রেখেছিল।

হঠাৎ একটা বন্ধ দরজা জোরপূর্বক টেনে মোচরিয়ে খোলা হল এবং এক ব্যাগ রেশন ভিতরে ফেলা হল। তাহল সুস্বাদু গন্ধযুক্ত নতুন তৈরী কিছু রুটি। কিন্তু তা সর্তকতার সাথে গ্রুপের মধ্যে ভাগ করে দিতে হল। আমরা রুটির টুকরাগুলো একেবারেই গপ গপ করে গিলে ফেললাম। যে কোন মুহূর্তে আমরা পৌঁছে যেতে পারি। খাবার জমা রাখা মানে তা নষ্ট করা। এটা হচ্ছে কয়েদ জীবনের নিয়ম।

আমরা এই অবহেলিত নরকে ট্রেন একবার ছাড়ে আবার থামে এই অবস্থায় দুইদিন দুর্দশার মধ্যে থাকলাম। কিন্তু তৃতীয় দিনে যদিও ট্রেন থেমে থাকল কিন্তু কোন জল অথবা রুটি ট্রেনের ভিতর দেয়া হল না। সন্ধ্যা বেলায় দরজা খোলা হল। আলু থালু বেশে এক ব্যক্তি সার্জেন হিসাবে প্রকাশিত হলেন। তিনি মদ পান করেছিলেন। কোন সন্দেহ নেই রুমানিয়ায় কিসমিসের তৈরী মদ জ্যুশিয়া পান করেছেন। তার বুট জুতা দিয়ে পাথরের উপর মচ মচ শব্দ করে গোঁড়ালির উপর ভর দিয়ে সাবধানে টলমল করে হাঁটলেন।

তোমরা মহিলারা আজ রাতে খুব ভাগ্যবতী। তোমাদের প্রত্যেককেই রুটির সাথে এক চামচ করে মোরব্বা দেওয়া হবে।

হয়ত পরে জ্যুশিয়া পান করতে প্ররোচিত করে আমাদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণা দেখানো হবে।

মারিয়া সাহসের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, ঃ 'আমাদের আর কত দূরে নিয়ে যাওয়া হবে সার্জেন্ট মেজর'? মিথ্যা আশা দিয়ে মেজর বললেন, 'অন্য আরো একদিন-

এবং আমরা কোথায় যাব এবং কিসের সম্মুখীন হব?

হেঁচকি দিয়ে সার্জেন্ট বললেন, ঃ 'অবশ্যই গুলি করে মারা হবে।'

একথা বলে হু হু করে হাসলেন।

স্লাইডিং দরজা তীক্ষ্ণ শব্দে বন্ধ করে দেয়া হল। এবং গাড়িতে গোলমাল পূর্ণ তর্কবিতর্কে ভরে গেল। তাদের মধ্যে যারা কান্না ও বিলাপ করতে শুরু করেনি তারা একজন আরেক জনকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেছে, আমাদের গুলি করে মারা হবে'- কথাটি কি সত্য হতে পারে? কিন্তু লোকটাতো মাতাল অবস্থায় কথাটা বলেছে। তাকে কেন বিশ্বাস করে নিবে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না করা ইহুদী মহিলারা একজন আর একজনকে জড়িয়ে ধরল এবং শেষ বিদায়ের চুমু বিনিময় করল। নাৎসীদের ক্যাম্পে যে রকম করেছিল আজো সেরকম করল।

ট্রেনটি চলতে শুরু করল। একদম আস্তে আস্তে এবং একঘন্টা পর আবার থামল। তারপর আবার চলতে শুরু করল।

ক্যাপয়্যানু হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ঃ সাবিনা! আমরা সবাই সম্পূর্ণ রূপে একটা পাগল মানুষের শিকারে পরিণত হব?'

আমি বলেছিলাম, ঃ 'একজন স্বেচ্চাচারী লোক যে চেষ্টা করে ঈশ্বরের আসনে বসবে তার দোষারোপ করে এবং তাঁর আসন দখল করার চেষ্টা করে। যখন আমি স্ট্যালিনের কথা ভাবি, তখন সবসময় ফৌরণের কথা আমার মনে পড়ে। সুসংগঠিতভাবে সাম্প্রদায়িক হত্যাকান্ড, সন্ত্রাস, আতঙ্ক, বন্দীদের দাস করা এখানে ফৌরণের সময়ের মাত্রাকেও ছাড়িয়ে গেছে। এটা মানুষ ঈশ্বরের স্থান ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছে। আপনি কি জানেন, ফৌরণের আদেশে ইহুদী কতগুলো নবজাতক ছেলে সন্তান নীল নদীতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল? এবং ফৌরণ তার নিজ পরিবারে একজন মানুষকে প্রতিপালিত করেছিলেন, যে তার বিরুদ্ধে ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে বয়ে এনেছিল। বাইবেল গীতসংহিতা পুস্তকে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে, ঈশ্বর যিনি স্বর্গে সমাসীন তিনি মাঝে মাঝে হাসেন, এইসব অহংকারী স্বেচ্ছাচারী লোকদের কাজ ও দম্ভ দেখে। (অনেক বছর পরে আমি ভেবেছিলাম, আমি ঈশ্বরের হাসি আবার শুনতে পেয়েছি। যখন জানতে পারলাম, স্ট্যালিনের মেয়ে রাশিয়ার আন্ডার গ্রাউন্ড চার্চে কনর্ভাট হয়েছে)'।

কেপয়্যানু বলল, ঃ 'আমি জানি যে চিরদিন তার বিশ্বাসে টিকে থাকতে পারেনি। কিন্তু কি বিষয়ে মানুষকে এমন আসক্ত করে? মানুষ কেন এমন শয়তানে পরিণত হয়।

আমি বললাম, প্রায়ই পরিস্থিতির শিকারে পরিণত হতে হয়। তারা সব কিছু ব্যাখ্যা করে বুঝাতে পারে না। কিন্তু অনেক বেশি কিছু ব্যাখ্যা করে।' স্ট্যালিন ছিলেন একজন পুলিশ অফিসারের অবৈধ সন্তান। তার মা পুলিশ অফিসারের বাড়িতে কাজ করতেন এবং পুলিশ অফিসার দ্বারা গর্ভবতী হন এবং গর্ভে ভবিষ্যতের স্ট্যালিনকে ধারণ করেন। তার মার আসল স্বামী ছিলেন মাতাল। সে লোকটা জানত স্ট্যালিন তার সন্তান নয়। তাই তাকে নির্দয়ভাবে প্রহার করত। তারপর স্ট্যালিন এক অর্থডক্স সেমিনারীতে প্রবেশ করে এবং সে ছিল একজন জ্যর্জিয়ান। এজন্য বিরক্তির পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। যখন রাশিয়ানরা জর্জিয়ান অর্থডক্স চার্চে নিপীড়ন চালায়। তাই সে একজন বিপ্লবী হয়ে উঠে। এখন আমরা জানি কিভাবে একজন বিপ্লবী উত্থিত হয়েছে।

সে রাতটা ছিল একটা আতংকের রাত। ট্রেন প্রত্যেক বার থামার সময়ে আমরা ভয় পেয়ে উঠতাম। এই আশংকায় যে, আমাদের কামরার দিকে আসা বুটের খটখট শব্দ দরজার কাছে এসে থেমে যাবে। দরজা খুলে যাবে। এবং মহিলাদের জোড় করে বের করে নেয়া হবে ট্রেন থেকে। তারপর গুলি করে মারা হবে সবাইকে। ঘন্টা ব্যাপী খ্রীষ্টিয়ান মহিলা চেষ্টা করত একটু শান্ত হতে এবং স্বস্থি পেতে। সেদিন রাতে কিছুই ঘটল না। তার পরের রাতেও না। সূর্যাস্তের সময়ে দূরের পাহাড়ের চুড়া দেখা গেল। যখন পুনরায় অন্ধকার নেমে আসল, মহিলারা গভির ক্লান্তি ও দুর্দশার মধ্যে ডুবে গেল!

কর্কশ কণ্ঠে আমাদের ডাকা হল, ঃ 'বেরিয়ে এস! প্রত্যেকেই বেরিয়ে এস!।'

দরজাটা খোলার পর দেখা গেল পীচের মত নিকষ কালো রাত। অতি কাছের কিছুও দেখা যায় না ভালভাবে। এত অন্ধকার। ট্রেনটি যেখানে থামল, সেখানে কোন স্টেশন নেই। সাইটিং এর জায়গাও নয়, *'হে প্রিয় ঈশ্বর সার্জেন্টের কথাটি কি সত্য হবে?'* ওরা সত্যিই আমাদের সবাইকে হত্যা করার জন্য নিয়ে যাচ্ছে? কান্নাকাটি করতে করতে, জোড়ে বিলাপ করতে করতে মহিলারা পাথরের উপর লাফিয়ে পড়ল। নামার কোন সিঁড়ি ছিল না। লাফিয়ে পড়াতে আমার হাঁটুতে ব্যথা পেলাম। অন্যান্য কিছু সংখ্যক মহিলাকে নামতে সাহায্য করা হল। কিন্তু ট্রেনের গার্ডেরা সাহায্য করে নি। যারাই নামতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে তাদেরকেই মেশিনগান দিয়ে গুতাঁ মারা হয়েছে। উন্মত্তের মত চিৎকার করে বন্দীদের ভীত সন্ত্রস্ত করা হয়েছিল। সম্ভবতঃ অনেকক্ষণ আমাদের বেরিয়ে আসার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকাতে ঠান্ডায় ওদের মাথা বিগড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ট্রেন থেকে বেরিয়ে এসে আমরা দেখলাম যেন নরক থেকে ক্রুদ্ধ শয়তানের দল এসেছে। আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

মহিলাদের মুখে ঘুসি মারা হল। একপাশে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়া হল। চর থাপ্পর দেওয়া হল। বন্দুকের বাট দিয়ে গুতাঁ মারা হল।

ঃ 'লাইন করে দাঁড়াও! লাইন করে দাঁড়াও! সার্জেন্টের নিকটে লাইন করে দাঁড়াও।' এরকম কয়েকবার বলা হল। কিন্তু কোথাও লাইন হল না। মহিলারা হোঁচট খেয়ে এবং পা কাঁপাতে কাঁপাতে তারের বেড়ার নিকটে কাঁদার মধ্যে পড়ে গেল। কমিউনিস্টদের একজন তরুণ গার্ড মনে করল মহিলারা এভাবে পালিয়ে যেতে চাইছে। তাই সে মহিলাদের ঘুসি মারল এবং ধরে আছাড় মেরে ফেলে দিল।

বিশৃংখল অবস্থায় একঘন্টা পর কতিপয় মহিলাদেরকে রেল লাইনের পাশের মাঠের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হল। তাদের বলা হল,

ঃ 'শুয়ে পড়! শুয়ে পড়! উপুর হয়ে শুয়ে পড়'।

মুখ নিচের দিকে দিয়ে পেটের উপর ভর করে কাঁদার মধ্যে উপুর হয়ে শুয়ে পড়লাম। আমার পাশের মহিলাটি বার বার বিলাপ করতে থাকল।

ঃ 'উঃ ঈশ্বর! উঃ ঈশ্বর! ওরা আমাদেরকে গুলি করতে নিয়ে যাচ্ছে!' 'হে ঈশ্বর! ওদেরকে গুলি করতে দিও না। আমাদের মৃত্যু ঘটাতে দিও না। আমি আর কোন অভিযোগ করব না।' সে বক বক করে প্রার্থনা করতেছিল। আমি মনে করি, ভয়ে আমরা সবাই মনে মনে বার বার প্রার্থনা করতে ছিলাম।

রাস্তায় ওঠো! দস্যুরা তোমরা কি বধির (কালা)?

আমরা ওদের লাথি ও কিল ঘুসির তাড়না খেয়ে অন্ধকারের মধ্যে দ্রুত মার্চ করে গেলাম। আমরা কষ্ট সহকারে টলতে টলতে চললাম। আমরা পড়ছিলাম, পিছলিয়ে যাচ্ছিলাম, হাঁপাতে হাঁপাতে শ্বাস নিচ্ছিলাম। আঘাতে আমাদের হাত পা অসার হয়ে পড়েছিল এবং চারদিন পর্যন্ত নড়াচড়া করতেও অসমর্থ ছিলাম।

আমরা কতক্ষণ এভাবে অন্ধকারে মার্চ করে গিয়েছিলাম- আমি জানি না। অবশেষে আমরা আমাদের জায়গায় পৌঁছলাম। ভারী স্টীলের ও কাঠের দরজা খুলে গেল। আমরা বিক্ষিপ্ত পাঁচ জনের সারির মধ্যে দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম।

এই স্থানটির নাম তির-গাসর।

একটা নতুন নাম। নতুন গার্ড। আগের মত একই অভিশাপ। আগের মত একই কাজের তালিকা।

আমাদের নাম এবং সংখ্যা আবার যাচাই করা শুরু হল। মধ্যরাত পর্যন্ত এরূপ হল তারপর আমরা আমাদের থাকবার কামরায় গেলাম।

এখানে কেন আনা হয়েছে? কেন অন্য কোথাও না নিয়ে তিরগাসর এ আনা হল? সবাই জিজ্ঞাসা করল। এটা ছিল সবচেয়ে বেশি নিরাপদ কারাগার যেখানে বন্দীদের রাখা হত। রুমানীয়ার এ নামটি খুব বিখ্যাত। কি এক রহস্য! এর অর্থ কি হতে পারে?

কেপয়্যানু গর্জন করে উঠলঃ তাদের আর কোন কারাগার অবশিষ্ট নেই।

কিন্তু কারো মধ্যে কোন শান্তি ও স্বস্থি ছিল না।

অষ্টম অধ্যায়
তিরগাসর

তিরগাসর-এ আমাকে সেলাই করার দোকানে কাজ দেওয়া হল। একটি বিরাট উঁচু রুমে মহিলারা কাজ করত। তাদের কাজের পালা ছিল বার ঘন্টা।

সেলাই মেশিনটি পুরানো ছিল এবং এর কার্যক্ষমতার মেয়াদের তারিখও উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে মেশিনটি একদিন ভেঙ্গে গেল। সিংগার সেলাই মেশিন এর ব্যাপারে রিচার্ডের যে গর্ব ছিল, ইহুদী বিজ্ঞানী এ সেলাই মেশিন উদ্ভাবন করেছেন। তার এই গর্বের সাথে আমি একমত ছিলাম। কিন্তু খুব শীঘ্রই আমার মত পরিবর্তিত হল।

চিকন সুতা দিয়ে আমরা কয়েদীদের পোষাক সেলাই করতাম। মেশিনটি পা দিয়ে পেডেল চেপে চেপে চালাতে হত।

রাতের শিফটে যে সব মহিলারা কাজ করত, তারা তাদের মেশিনের উপর ঘুমিয়ে পড়ত। (কয়েদীদের গোলমালের শব্দে দিনের বেলা ঘুমানো যেত না)। ওয়ার্ডাররা পর্যবেক্ষণ করত। ঘুমানো দেখলেই চড়-থাপ্পর মারত, ঘুসি মারত।

তিরগাসরে দেশের সব দাগী দাগী আসামীদের এনে রাখা হত। খুনি, নারী নির্যাতনকারী, বেশ্যা, প্রতারক, নিষ্ঠুর ধর্ষক। কিছু সংখ্যক ছিল সম্পূর্ণ মাতাল চরিত্রের লোক।

আমার পাশের মেশিনে বসে যে মহিলা কাজ করত সে ছিল হিস্টিরিয়া রোগ গ্রস্থ্য। সে একজন ডাক্তারকে মারার জন্য কাঁচি দিয়ে আঘাত করেছিল।

অসহায় উন্মাদ গ্রস্থ্য *আনা* উদ্ভট কল্পনার জগতে বাস করত। সে বিশ্বাস করত যে ডাক্তারকে সে হত্যা করেছে তার সাথে ওর ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। এখন সে একথা সূঁচ দিয়ে সাবানের উপর লিখে রাখত। সে তার কল্পিত প্রেমিকের চিঠির উত্তর লিখে। তার কল্পিত প্রেমিকের সংখ্যা ছিল অনেক। এবং আলাদা আলাদা চরিত্রের ও বৈশিষ্ট্যর। পিতরের লেখা চিঠিতে থাকত উচ্চ আবেগের প্লাবণ আর জনের কাছে চিঠিতে থাকত গভীর ভালবাসা ও জৈবিক কামনার উচ্ছাস। আর হেনরীকে লিখত সাধারণ ভাষায় আন্তরিক ভাবে। *আনা* তার এই কল্পিত প্রেমিকদের চিঠিগুলো তার কামরার সাথীদের শুনিয়ে শুনিয়ে উচ্চ স্বরে পাঠ করত।

হিস্টিরিয়ার কারণে মাঝে মাঝে *আনা* কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে পড়ত। কিন্তু দিনের অধিকাংশ সময় সে তার মায়ার জগতে বাস করে বেশ সুখেই থাকত। জেলখানা বা বন্দী শিবিরের ভিতর অথবা বাইরের পাগলদের থেকে তার পাগলামী একটু অন্যরকম।

আমার বন্দী জীবনে কতই না অশ্রুঝরা দৃশ্য দেখেছি। যখন পরিচিত কারো সঙ্গে অনেক দিন পর অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হয়ে গেছে। যখন নতুন কোন বন্দী শিবিরে নিয়ে যাওয়া হত, দরজা খোলার সময় মনে হত, সেখানে বুঝি ইতোমধ্যেই তাদের মা, বোন, চাচাতো মামাতো বোন রয়েছে। দৈবাৎ সন্তানদের দেখা হয়ে গেলে তারা সেই মুহূর্তে ভাবত, তারা বুঝি মুক্ত এবং সন্তানদের দেখাশোনা করছে। মনের এই আশাটা দূরিভূত হলে হৃদয় বিদারক দুঃখের ছায়া দেখা যেত তাদের মাঝে।

আমি অদ্ভুত ভাবে সাক্ষাৎ হওয়ার কিছু দৃশ্যও দেখেছি। একদিন সকাল বেলায় এক নতুন অগন্তুক এসে তার নিজের সম্বন্ধে ঘোষণা করলঃ 'আমি ক্লাজ থেকে আগত মিসেস কর্নিলেস্‌ক্যু।

আমরা ক্লাজ এর একজন মিসেস কর্নিলেস্‌ক্যু সম্বন্ধে জানতাম। তার সাথে এই লোকটার আশ্চর্য মিল ছিল। অনেক আগে মিস কর্নিলেস্‌ক্যু নামের কাউকে দেখেছিলাম শিবিরের কামরার ঘুমানোর তাক থেকে মাথা বের করে গার্ডের সাথে মারামারি করেছিল। আমার মনে হয়েছিল উভয়ের স্বামীকে কর্ণিলেসক্যু নামে ডাকা হত এবং উভয়েই পূর্বে কঠিন হৃদয়ের গার্ড ছিল। কিন্তু প্রথম কর্ণিলেসক্যু ছিল লম্বা এবং কালো। একজন সুশিক্ষিত ও মজাদার লোক। দ্বিতীয় যে কর্ণিলেসক্যু সে ফ্যাকাশে, লম্বা এবং কালো।

আমার পাশের মহিলা বলল, Pardon me, জানা গেছে যে, ৩নং কামরায় তৃতীয় একজন মিস কর্ণিলেসক্যু রয়েছে। তার স্বামীও লম্বা এবং কালো বর্ণের।

আমাদের এই মিস কর্ণিলেসক্যুদের কাউকেই সুন্দরী বলা যেত না। একজন ছিল ছোট খাট গড়ণের তার দাঁত ছিল বাদামী এবং অন্য জন লম্বা এবং তার চোখ দুটো গর্তে বসে গিয়েছে। পা দু'টো কাঠির মত চিকন। ওরা দুজনেই দাবী করল কর্ণিলেসক্যুর সাথে তাদের বিয়ে হয়েছিল।

একটি উত্তেজিত বির্তক শুরু হয়ে গেল। প্রথম মিস কর্ণিলেসক্যু তার প্রতিদ্বন্ধী দ্বিতীয় মিস কর্ণিলেসক্যুর গালে একটা চড় বসিয়ে দিল। জবাবে দ্বিতীয় জন প্রথম জনের চুল ধরে টান মারল। শিবিরের গার্ড এসে তাদের দুজনকেই দুদিকে সরিয়ে দিল।

আমার পাশে থাকা মহিলা বলল, ওদের দুজনের কথাই সত্য হতে পারে। এটা একটা পুরাতন গল্প। পূর্বে যারা আয়রন গার্ড ছিল এবং গোয়েন্দা পুলিশের দল থেকে পালিয়ে এসেছিল তারা প্রাণ বাঁচাতে একেক জায়গায় আত্মগোপন করে থাকত। তাদের কোন বাড়ি ঘর ছিল না। টাকা পয়সাও ছিল না। তারা একটার পর একটা মহিলার সাথে থাকত, তাদের বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিত। তারপর সে এবং তার স্ত্রী গ্রেফতার হয় এবং বন্দী অবস্থায় জেলখানায় দেখা হয়। আমি আমার সময়ে এ নিয়ে ভয়ংকর ঝগড়া দেখেছি।

নিকট আত্মীয়ের সাথে সাক্ষাতের ঘটনাও ঘটেছে। কারণ সমগ্র পরিবার পার্বত্য এলাকায় নির্বাসিতদের সাহায্য করত। পার্বত্য এলাকায় কর্ণেল আনেসক্যু ছিলেন জনপ্রিয় নেতা। তার লোকদের সাহায্য করার জন্য শতশত লোকদের গ্রেফতার করা হয়েছিল।

আমরা শুনেছিলাম জেনারেল আইসেন হাভার আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। তারপর কতিপয় কমিউনিস্ট নেতাকে পার্টি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল এবং পার্টিকে অবাঞ্ছিত সদস্যদের থেকে মুক্ত করা হয়েছিল। এটা কি স্বাধীনতার শুরু ছিল?

সিলভিয়া নামে একজন মহিলা জার্নালিষ্ট বলেছিল, 'রাশিয়া সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতেছে। স্ট্যালিন চলে না যাওয়া পর্যন্ত কিছুই পরিবর্তন হবে না'।

কিন্তু রুমানিয়াতে একটি গুজব ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, খাল খনন পরিকল্পনা বাদ দেওয়া হয়েছে এবং বৃহৎ লেবার কলোনী বন্ধ হয়ে যাবে। মূল পরিকল্পনাতেই ভুল হয়ে গিয়েছিল।

গুজবটা কঠোর সত্যে পরিণত হল। শিবির K4 এর প্রত্যক্ষদর্শী একজন আমাদের বলল যে, ক্যাম্পটি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সেখানের অফিসারগণকে গ্রেফতার করা হচ্ছে। খাল খনন পরিকল্পনার ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল রাষ্ট্রীয় টাকা আত্মসাতের।

এই চিন্তাটা সবার মনেই জাগল, এখন কমিউনিস্টরা আমাদের মত দশহাজার বন্দীদের কি করবে? ওরা কি আমাদেরকে মুক্ত করে দিবে?

আনা পাউকারের মন্ত্রনালয়ের একজন যুবতী মহিলাকে আমাদের শিবিরের দায়িত্ব দেয়া হল। তার তিক্ত ও সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা প্রত্যেকেরই মাথা বিগড়িয়ে দিত। সে বলত, তোমরা সকলেই সমাজ চ্যুত ব্যক্তি।

কিন্তু আমি ছিলাম নির্দোষ। আমি নির্দোষ হওয়া স্বত্ত্বেও অত্যাচার ভোগ করতে হয়েছিল। আমি অবিচারের শিকার হয়েছিলাম।

জেনী সিলভেস্ট্রু বিশ্বাস করতে পারল না যে তার জীবনে তদ্রুপ ঘটনা ঘটেছিল।

একজন আয়রন গার্ডের স্ত্রী মিস আইলিয়েসকূ তাকে বলেছিল যে, 'অবিচারের বিষয়ে জানতে হলে কমিউনিজমের ইতিহাস পড়। কারণ অবিচার করার কাহিনী কমিউনিজমের ইতিহাসে ভরপুর।'

ঃ 'পার্টির নিয়ম অনুসারে তোমাদের মত লোকদেরকে গুলি করে মেরে ফেলা উচিত। তুমি কমিউনিজম সর্ম্পকে এমন মন্তব্য করতে সাহস পাও কিভাবে?

প্রিয় বন্দী কয়েদী মেয়েরা! আমি অ্যান টোনেস্কুর অধীনে বন্দী ছিলাম। কমিউনিস্টরা আমাকে পার্টিতে ফিরিয়ে নেয়ার কয়েকমাস পূর্বে আমি মুক্ত হয়েছিলাম। আমি ছয় বছর ধরে জেলে আছি। তোমরা আমাকে ভয় দেখিয়ে লাভ নেই।

মিস আইলিয়েসকূ্য জেনীর মতই অস্থির প্রকৃতির ছিল। কামউনিজমের প্রতি তার ঘৃণার সীমা ছিল না।

ঃ আমাদের অবশ্যই সংখ্যাগরিষ্টতা প্রমাণ করে দেখাতে হবে এই সব জনসাধারণের নিকট। এজন্য তাদের নির্ধারণ করে দেয়া কাজের মাত্রার চেয়ে বেশি কাজ করতে হবে।

কমিউনিস্টদের অধীনে হোক অথবা তাদের অধীনে না হোক, আমরা আমাদের পিতৃভূমির কি উপকারে লাগছি সেটাই বড় কথা।

সে ঘর্মাক্ত শরীরে এত বেশি কঠোর পরিশ্রম করত যে, কাজের নির্ধারিত মাত্রা পুরা হয়ে যেত, আর প্রত্যেকে কষ্ট ভোগ করত। এটা ছিল বুদ্ধিহীনতা ও গোয়ার্তুমীর মনোভাব। তথাপি তার এই কঠিনকাজে সে কোন সম্মান পেত না। যেহেতু সে কষ্ট ভোগ করেছিল তাই সে কঠোর কাজে উৎসাহী হয়ে উঠেছিল।

সে প্রায়ই একই গল্প বার বার বলত। তার বার বার বলা একটা গল্প একজন মহিলা জেরাকারীর। পার্টিকে অবাঞ্ছিত সদস্যদের থেকে মুক্ত করার প্রথম পদক্ষেপের শিকার হয়ে জিলাভা জেল খানাতে তাকে নেওয়া হয়েছিল তার মাথায় কম্বল নিক্ষেপ করে তাকে ইচ্ছামত পিটানো হয়েছিল।

এমনকি যখন এরকম অকথ্য ঘৃণার অস্তিত্ব থাকে তখনো বন্ধুত্ব স্থাপন করা সম্ভব। ঈশ্বরের বাক্যে বিরাট শক্তি নিহীত রয়েছে। একবার যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আমি রুমের ভিতরে দীর্ঘসময় প্রার্থনা করতে অস্বীকার করেছিলাম। যেহেতু সেখানে মহিলারা শান্তি স্থাপন করতে পারে নাই। আমি মথি ৫ঃ২৩-২৪ পদ উল্লেখ করেছিলাম।

'তুমি যখন যজ্ঞ বেদীর নিকটে আপন নৈবেদ্য উৎসর্গ করিতেছ, তখন সেই স্থানে যদি তোমার মনে পড়ে যে, তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভ্রাতার কোন কথা আছে, তাহলে সেই বেদীর সম্মুখে তোমার নৈবেদ্য রাখ, আর চলিয়া যাও, প্রথমে ভ্রাতার সহিত সম্মিলিত হও, পরে নৈবেদ্য উৎসর্গ কর।'

পুরুষ এবং মহিলারা এই বাক্যের বিরুদ্ধাচারণ করত এবং এ বাক্য নিয়ে তুমুল ঝগড়া করত। তাদের জীবন পরিবর্তন হয়েগিয়েছিল। যেমন যীশুর একটি বাক্য (এটা প্রমাণিত নয় যে, যীশুরই বাক্য)। 'তোমরা কখনো সুখী হতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের ভাইদের ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখ।'

কিন্তু একটি ভয় ও সন্দেহের বাত্যাবরণ তিরগাসরের উপর কতৃত্ব করতেছিল। প্রত্যেক কামরায় পুলিশ বিভাগের গুপ্তচর ছিল। তারা কয়েদীদের মিথ্যা সংবাদ রেকর্ড করে নিয়ে যেত। কমিউনিস্টরা জেলখানায় নিশ্চিত করে দিত যে, তাদের গুলি করে মারা হতে পারে। তারা নির্দয় হয়ে উঠেছিল।

একজন উচ্চ পদস্থ্য কমিউনিস্ট অফিসারের মেয়ে খ্রীষ্টিয়ান হয়েছিল। তারপর তাকে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল মধ্যরাতে ফায়ারিং স্কোয়ার্ডে নিয়ে গুলি করে মেরে ফেলা হবে। ঘন

ঘন আইনের দোহাই দিয়ে বহু সংখ্যক লোককে এভাবে মারা হত। মৃত্যুদণ্ড দেয়া হত তুচ্ছ ও মিথ্যা অজুহাতে। অনেক সময় প্রতিহিংসার কারণে।

এই মেয়েটি, যে জানত তার মৃত্যুর কথা- তাকে **'মধ্যরাতের মৃত্যু বাসরে'** নিয়ে যাওয়ার আগে, সে তার সেলের সহ-বন্দীদের নিয়ে শেষ নৈশ্যভোজ হিসাবে ওটের তৈরি মন্ড জাতীয় খাদ্য এবং পানি গ্রহণ করেছিল। সে শান্ত ভাবে মাটির তৈরি পাত্রটি তুলে নিয়েছিল যেটাতে তার খাবার ছিল।

পাত্রটি হাতে নিয়ে সে বলেছিল, ঃ 'আমি শীঘ্রই মাটিতে মিশে যাব। এই মাটির পাত্রের মত আমি একই উপাদানে পরিণত হব। কে জানত পূর্বে এটা কেমন ছিল? শীঘ্রই আমার শরীরের উপর ঘাস গজাবে। কিন্তু মৃত্যু এর চেয়েও কঠিন কিছু। মৃত্যু আসে, যেন আমরা মাটিতে মিশে যাই, যেন আমরা যতদিন বেঁচে থাকি, ততদিন আত্মা জীবনটাকে উপভোগ করে।'

যখন মেয়েটিকে তুলে নিয়ে যাওয়া হল, সে ধর্মের প্রতি তার বিশ্বাসের কথা বলল। খিলান করা গ্যালারী অতিক্রম করার সময় তার এই কণ্ঠস্বর দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। আমরা মণ্ডলীতে যেসব কথা বলি, তার কথাগুলো ছিল তাই। কিন্তু ইহা ছিল ভিন্নরকম ধর্ম বিশ্বাস। কারণ শাস্ত্রের প্রতিটি বাক্যের অর্থ তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। সে মরতে চলে গেল একমাত্র ঈশ্বরের জন্য এবং তারপর অনন্ত জীবন পেল।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে গেছে। দিনে দুই বার আমাদের গণনা করা হয়। কিন্তু কয়েকজন গার্ড মাত্র একটু একটু গুণতে পারে।

একদিন বিস্ময়কর গতিতে গণনা করা হল। এবং একটু পরেই এক অশুভ ডাক আসল।

ঃ 'তোমাদের সব জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও!'

আমরা বুঝলাম আমরা এ স্থান থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত হব।

নবম অধ্যায়
শুকর খামার

খোলা ট্রাকের মধ্যে উঠিয়ে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ফার্মা রোজি খামারে। আমরা তৎক্ষনাৎ মাঠে কাজ করা শুরু করে দিলাম। ঠান্ডা থেকে বাঁচতে আমাদের কোন আচ্ছাদন ছিল না। কিন্তু মাটি ছিল লোহার মত এবং চারাগুলি ঠান্ডায় শুকিয়ে গিয়েছিল। কাজ থেকে দেরী করে ছাড়া হল। পরবর্তী বৎসর কোন দ্রাক্ষাক্ষেত্র রাখা হবে না। এবং যত্ন নিতেও কাউকে দেখা যাবে না। ইহা ওদের ব্যবসা নয় এখানে ওরা অপ্রয়োজনীয় কাজের একটা তামাশা তৈরি করেছিল এবং এ বিষয়ে প্রতিবেদন ও দাখিল করেছিল।

এই দ্রাক্ষাক্ষেত্রটি রুমানিয়াতে সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত ছিল। এর মালিক এখন জেলখানায়। কিন্তু জোর পূর্বক দখল-করণ দ্বারা কোন অর্থ বুঝায় না। ছোটখাট কৃষক এবং চাষীদের সবচেয়ে কঠিন আঘাত করা হয়েছিল। তারা কমিউনিস্টদের এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতে প্রলুব্ধ হয়ে তাদের সর্বনাশ করেছিল। তারা যত কম পারা যায় ততকম কাজ করত। তারপর রাষ্ট্রের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হওয়ার কারণে তাদের হাজার হাজার জনকে জেলে দেওয়া হয়েছিল। তখন জমি ঠিকই থাকল, কিন্তু চাষ করা হল না কারণ চাষ করার কেউ নাই। সবাই জেলে। তারপর যে দেশ পূর্বে ইউরোপের শস্য গোলা নামে পরিচিত ছিল সে দেশ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হল। রাষ্ট্রীয় ভাবে এর জবাবে বন্দীদেরকে পাঠানো হল রাষ্ট্রীয় যৌথখামারে কাজ করতে।

সব জায়গায় এরকম হল। জমি সাধারণ ভাবে চাষ করে ফসল বোনা হল এতে ফসল একেবারেই কম হল। গার্ডেরা আমাদের পর্যবেক্ষণ করত। তাদের একজন আমাকে বলেছিল, তাকে গুলি করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। গুলি করে মানুষ মারতে সে প্রথমে গ্রাম দেখেছিল। তারপর গ্রামের লোকদেরকে একত্র করা হল এবং আমন্ত্রণ জানানো হল তাদের স্বাধীন ইচ্ছায় কমিউনিস্টদের যৌথ খামারে যোগ দিতে।

সরকারী ভাবে অনুসন্ধান করা হল সেই সব কৃষকদের বাড়ি যারা যৌথ খামারে যোগদান করতে অনিচ্ছুক। সব সময় তারা খুঁজে পেত যে, কৃষকেরা অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছে। পুলিশ আগেই এরকম পরিকল্পনা করে রাখত।

কৃষকদের স্ত্রীরা বলেছিল কিভাবে যৌথ খামারের টীম তাদের অধিকারের সবকিছু কেড়ে নিয়েছিল, গবাদি পশু, গাড়ি, কৃষি যন্ত্রপাতি সব।

মিস ম্যান্যুইলা, আমার পাশেই কাজ করতেন। তিনি ছিলেন বিরাট ভূসম্পত্তির অধিকারী কৃষকের স্ত্রী। তিনি বলেছিলেন, ঃ 'যখন সবকিছুই চলে গেল, আমার স্বামী বলেছিল, "আমাদের প্রার্থনা সঙ্গীতের বইটি রয়ে গেছে। আস আমরা গান গাই এবং স্বর্গে আমাদের জন্য অনেক বেশি ধন সম্পদ রেখে দিয়েছেন এজন্য, আস আমরা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি"।

আমার একটি প্রিয় গরু ছিল। আমি এর সাথে গভীর ভালবাসা ও আদর করতাম এবং ওর শরীরের উষ্ণতা আমার শরীরে ছড়িয়ে পড়ত।

গাভী দুধ না দিলেও তাকে ভালবাস। ওরা তো কেবল অন্যান্য বোবা পশুর মত পশু।'

যৌথ খামারে ভালবাসার কিছুই নাই। সেখানে ঈশ্বরের কোন আশীর্বাদও নেই।

একদিন সকাল বেলা যখন মাঠে কাজ করতেছিলাম আমি শরীর নিস্তেজ হয়ে পড়ে গেল। গার্ডেরা আমাকে শুয়ে দিয়েছিল। আমাকে তুলে নিয়ে ট্রাকে করে ভেকারেস্টি কয়েদ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। রাস্তায় আমার মাথা ফুলে গিয়েছিল। আমার মাথার আকৃতিটা তরমুজের মত হয়ে গিয়েছিল।

আমি জানি কারাগারটি ভাল। অনেকদিন আগে এখানে রিচার্ড প্রচার কাজ করেছিল। আমি বড়দিনে পার্সেল সাথে নিয়ে এসেছিলাম। যাতে বড়দিনের গাছ তৈরিতে সাহায্য করে। হাসপাতালের ওয়ার্ডের পরিবর্তে আমাকে একা নিরিবিলি কামরায় রাখা হল। যেখানে এক কর্ণারে ময়লা বালতি ছাড়া কিছুই নেই।

আমি খোলা মেঝেতে ঘুমালাম।

পরের দিন সকালে জানালার মধ্যে দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখেছিলাম পুরুষ কয়েদীরা ব্যায়াম করতেছে। যখন তারা আমার জানালার পাশ দিয়ে চলে যেত, আমি তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতাম তারা রিচার্ড ওয়্যার্ম ব্রান্ড সম্বন্ধে কিছু জানে কিনা- প্রথম ও দ্বিতীয় লোকটি মাথায় আঘাত পেয়েছে। গার্ড ঘুমাচ্ছে তৃতীয় ব্যক্তিটি আমার অনুরোধ শুনে বলল, 'ওয়্যার্ম ব্রাণ্ড? পাষ্টর ওয়্যার্ম ব্রাণ্ড?' আমি উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ। সে আমার স্বামী।'

অর্থডক্স মণ্ডলীর লোকেরা গীর্জায় যেমন প্রণত হয়, তেমনি ভাবে লোকটা মাটির দিকে মাথা নিচু করে থাকল। তারপর সে ফিস ফিস করে বলল, ঃ 'হ্যা, তার সাথে আমার দেখা হয়েছিল। আমি আমার দশ বছর কারা জীবনের জন্য অনুতাপ করি না। আমার সেই কারা জীবনের এতগুলি বছর সার্থক হয়েছে এই কারণে যে, কারাগারেই পাষ্টর রিচার্ড ওয়্যার্ম ব্রান্ড আমাকে যীশুর কাছে এনেছিল হয়ত কারাগারে তার সাথে দেখা না হলে যীশুকে জানতে পারতাম না। আর এখন তার স্ত্রীর সাথেও দেখা হয়ে গেল।' লোকটা চলে গেল, কিন্তু আমাকে বলল না রিচার্ড এখনো জীবিত আছে, না মারা গেছে।

মহিলা কয়েদীদের দালান এবং পুরুষ কয়েদীদের দালানের মাঝখানের পরিবেষ্টিত স্থানের চারপাশে সে হাঁটতে ছিল, মাটির দিকে মাথা নত করল, হাত দুটো পিছনের দিকে নিল। যখন সে আবার আমার জানালার পাশ দিয়ে অতিক্রম করতেছিল তখন সে আবার বলল, ঃ 'তার সাথে আমার সর্বশেষ দেখা হয়েছিল, তিরগুল-ওকনা-তে। মৃত্যু দন্ড প্রাপ্ত কয়েদীদের যে কামরায় রাখা হয় তিনি সে কামরায় ছিলেন। তিনি সব সময় খ্রীষ্টের বিষয়ে প্রচার করতেন।'

জঙ্গলের চারপাশে ঘুরার পরবর্তী পালায় আমি আমার নুতন বন্ধুকে দেখতে পেলাম। যে ছিল স্কুল শিক্ষক। গার্ড হাই তুলল। তার দুপুর বেলার ঘুম শেষ হয়ে গেছে। তিনি

সবাইকে নিজ নিজ কামরায় ফিরে যেতে আদেশ করলেন। কিন্তু আমি জানলাম রিচার্ড অনবরত ঈশ্বরের প্রশংসা করে ঈশ্বরের জন্য আত্মা জয় করে।

রিচার্ডের প্রতি উচ্চ সম্মান বিষয়ে আমি বিস্মিত হইনি। যারা লোকদেরকে যীশুর কাছে নিয়ে আসে তাদের প্রতি রুমানিয়ানদের সাধারণ ভাবেই উচ্চ সম্মান ছিল।

আমি অসুস্থ মহিলাদের কক্ষে আরো একদিন থাকলাম। আমাকে পরীক্ষা করতে কোন ডাক্তার ডাকা হল না। কিন্তু আমি সেখানে থেকে সুখীই ছিলাম। আশা করেছিলাম সেই স্কুল শিক্ষককে আবার দেখতে পারব। আমি বিশ্বাস করতে পারিনি যে, রিচার্ড মারা গেছে। আমার অব্যক্ত আবেগ আমাকে জানিয়ে দেয় আমার রির্চাড এখনো বেঁচে আছে এবং তার সাথে আমার দেখা হবেই বাইবেলের একটি পদ আমার হৃদয় তন্ত্রিতে সব সময় গানের মত ঝংকৃত হত। বাইবেল পদটি হল যাকোবের পুত্র রূবেনের একটি কথাঃ 'আমরা উহাকে প্রাণে মারব না। যোষেফকে বাঁচতে দাও, প্রাণে মের না।' রিচার্ড শব্দটার হিব্রু অর্থ হচ্ছে যোষেফ তাই এই বাক্যটি আমার কাছে ঈশ্বরের একটা প্রতিশ্রুতির মত মনে হত যে, রিচার্ডকে কমিউনিস্টরা প্রাণে মারবে না।

আটচল্লিশ ঘন্টা পর হাসপাতালের কর্তৃপক্ষদের স্মরণ হল আমাকে জরুরী রোগী হিসাবে ভর্তি করা হয়েছিল।

পরিষ্কার সাদা পোষাক পরিহিত একজন মহিলা ডাক্তার ওয়ার্ডে হাঁটতে ছিলেন।

তিনি বললেন, 'এখন যা দেওয়া হবে সবকিছুই খেতে হবে।' তার মায়াময় কণ্ঠস্বর শুনে আমার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

ডঃ মারিয়া ক্রেসিন ছিলেন মেডিকেল স্কুল থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত নুতন ডাক্তার। ধৈর্য ও উৎসাহ নিয়ে তিনি প্রয়োজনের তুলনায় কম স্টাফ নিয়ে অত্যধিক ভীড়ের মধ্যে কাজ করতেন। রোগীরা তাকে অত্যধিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসার চোখে দেখত।

আমার চামড়ায় এক প্রকার বিশ্রী সমস্যা ছিল। এটা এক প্রকার স্কার্ভীর মত ছিল। তিনি বললেন, 'অপুষ্টি থেকে এরকম হয়েছে। আপনাকে অবশ্যই পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। তাহলেই এ রোগের আরোগ্য হতে পারে। শুধুমাত্র ঔষধে কাজ হবে না।' তিনি আমাকে ইনজেকশন দিলেন। তারপর সমস্যাটা দূরীভূত হতে থাকল। আমার শরীরের ক্ষত এবং ঘা ভাল হতে শুরু করল। কলেরা এবং ডায়রিয়া বন্ধ হল। আমি আবার ভালভাবে দেখতে পারলাম। ভিটামিনের অভাবে কয়েদীদের দৃষ্টিশক্তি কমে গিয়েছিল। অনেকেই রাতের বেলা চোখে দেখত না।

আমার পাশের বেডে এক মহিলা ছিলেন। তিনি এক সময় স্বাস্থ্যবান ছিলেন। তিনি কারাগারে একটুও উদ্বিগ্ন ছিলেন না। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, তিনি অতি শীঘ্র মুক্তি পেয়ে যাবেন। তিনি ভাবতেন, আইসেন হাভার কি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন নাই? এবং উইন্সটল চার্চিল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন নাই? এই দুজন মহান নেতা কি পশ্চিম ইউরোপকে কমিউনিজমের দাসত্ব শৃংখল থেকে মুক্ত করতে পারবেন না?

যখন আমেরিকানরা আসবে, তারা রাশিয়ানদের নিকট থেকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ আদায় করে নিবেন। আমি আমার পূর্বের আয় অনুসারে ক্ষতিপূরণের পরিমান হিসাব করে রেখেছি। আমি একদিনে পাঁচ হাজার টাকা করে দাবি করব। আমি ছয়মাস জেলে কাটিয়েছি। এটা হিসাব করলে তো এক মিলিয়ন টাকা হবে। এত টাকা একেবারে পেলে আমি আমার বাকী জীবনটা নিশ্চিন্তে কাটাতে পারব!

আমি পরামর্শ দিলাম 'সে প্রতিদিনের জন্য দশহাজার টাকা দাবী করবে তাহলে তুমি সে দুই মিলিয়ন টাকা একবারে পাবে!

সে বলল, বাহ! কি সুন্দর পরিকল্পনা! তোমরা ইহুদীরা সত্যিই খুব চালাক।!

অন্যান্য কয়েদীরা তারপর থেকে তাকে মিলিনিয়ার বলে ডাকত।

আমরা ওয়ার্ডের ভিতর নাটক করতাম, যা কান্নার মধ্য দিয়ে শেষ হত। আমরা কল্পনা করতে চেষ্টা করতাম, আমরা বধীর, অক্ষম বুড়ি হয়ে যাব, তখন আমাদের কি হবে জেলখানার ভিতর। একটি কথা একজনের কাছ থেকে অন্য জনের কাছে এভাবে সবার কাছে পৌছে যেত। প্রত্যেক রোগীই তা একটু একটু করে মিথ্যা বানিয়ে অন্য জনের কাছে বলত, যাতে শেষে এ থেকে ভিন্ন কিছু একটা অর্থ উদ্ভব হয়। কিন্তু পরে এ নিয়ে হাসি আর উত্তেজনা আমাদেরকে নাজেহাল করে তুলে। এবং একবার এইরূপ কথা একজনের কাছ থেকে আরেকজনের কাছে গিয়ে শেষে কথাটা পরিবর্তিত হয়ে কান্নায় রূপ নিল এবং আমাদের দুঃখ দুদর্শা বাড়িয়ে দিল। আমাদের মধ্যে অনেকেই ছিল কম বয়সী যুবতী, তারা দেখত, তাদের যৌবন কালটা জেলখানায় বন্দী থেকে শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের নাটকটা তখন সত্য হয়ে যেত।

কয়েদীদের জন্য ভেকারেস্তি চিকিৎসালয়টা একজন রাজনীতিবিদ সরকারী অফিসার তত্ত্বাবধান করতেন। একদিন সন্ধ্যাবেলায় তিনি ইউনিফরম না পড়ে তার কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে ওয়ার্ডে আসলেন এবং কমিউনিজমের বিজয় বর্ণনা করে গালভরা ভাষায় জাকজমকপূর্ণ একটা বক্তৃতা দিলেন। তিনি বললেন, 'এমন সুন্দর হাসপাতালে যদি সবকিছু বিনামূল্যে সব সময় পাওয়া যায়, তাহলে ঈশ্বরের কি প্রয়োজন?'

আমি বলেছিলাম, 'মাননীয় ল্যাফট্যান্যান্ট! যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে মানুষ থাকবে, ততদিন পর্যন্ত ঈশ্বরকে প্রয়োজন হবে এবং যীশুকে আমাদের প্রয়োজন আছে। যিনি জীবন দেন এবং সুস্থ্যতা দেন।'

তিনি রেগে অগ্নিমূর্তি ধারণ করলেন। তার রাগ, তার মেজাজ সীমা ছাড়িয়ে গেল। 'আমার কথার মধ্যে বাঁধা সৃষ্টি করতে সাহস পাও কি ভাবে? কত বড় সাহস যে আমার সামনে এমন অযৌক্তিক বাজে বিষয় বল! কিভাবে এমন বাজে অর্থহীন বিশ্বাস তোমাদের মধ্যে চালু থাকে?'

আমি বললাম, ঃ 'যে ঘরের মধ্যে বাস করে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানে যে, ঘরের একজন নির্মাতা আছে। যে ভোজের দাওয়াতে যোগ দেয় সে জানে এই ভোজ কোন একজন

তৈরি করেছে। কোন একজন ব্যক্তি এই ভোজের সুস্বাদু খাবার রান্না করেছে। আমরা সবাই বিশাল এই পৃথিবীতে অনেক সুস্বাদু খাবারের ভোজে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছি (এই খাবারের হতে পাবে জৈবিক, আত্মিক এবং অন্যান্য) এখানে আমাদের জন্য অনেক আশ্চর্য জিনিসে এই পৃথিবীরূপ ভোজসভা পূর্ণ। সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, বৃষ্টি এবং সকল প্রকার ফলমূল। এখন আমাদের এই ভোজ সভায় এসে আমরা জানি যে, আমরা এখানে আসার পূর্বেই কোন একজন আমাদের জন্য এসব তৈরি করে রেখেছেন এবং যিনি আমাদের এই পৃথিবীরূপ ভোজ সভায় আমন্ত্রণ করে এনেছেন এবং আমাদের জন্য এতসব ভোজ তৈরি করে রেখেছেন **তিনিই ঈশ্বর'**।

আমার অকাট্য যুক্তি শুনে রাজনৈতিক অফিসারটি হেসে উঠলেন আমার প্রতি প্রচন্ড বিরক্তি ও ঘৃণার ভাব দেখিয়ে তার সহকর্মীদের নিয়ে ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে গেলেন। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় দরজায় দুম করে একটা প্রচন্ড শব্দ হল।

পরবর্তী দিন সকাল বেলা একজন গার্ড এল এবং আমার বাক্সে কাপড় চোপড় ও অন্যান্য জিনিস পত্র ভরতে বলল। সেই একই দিন আমাকে আবার শ্রমিকদের কলোনীতে ফেরত পাঠানো হল।

সেই সময় এই শ্রমিক কলোনীটা হয়ে উঠেছিল রাষ্ট্রিয় শুকরের খামার। একশতটি শুকর একপালে, এভাবে পঞ্চাশ জন মহিলাকে সেখানে শুকরের পালের তত্ত্বাবধান করতে হত। সে বছরটা অভাবের বৎসর ছিল। সেখানে খাদ্য প্রায় দেয়াই হত না। আমাদের অবস্থা প্রায় অনাহারের পর্যায়ে ছিল। আমরা ভোর পাঁচটার সময় আমাদের বিছানা থেকে উঠতাম এবং শুকরকে খাবার খাওয়াতে অন্ধকারে শীতের মধ্যে বের হয়ে পড়তে হত।

শুকরের খোয়ারটি গোড়ালি পর্যন্ত তরল দুর্গন্ধযুক্ত ময়লায় ভরা ছিল। বমন উদ্রেককর পচা দুর্গন্ধ সারা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে ছিল। এ দুর্গন্ধটা আমাদের থাকবার ঘরের সব কোনায় ছড়িয়ে ছিল। আমাদের শরীরে এবং চুলেও এরকম গন্ধ লেগে থাকত। শুকরকে যে ভুষি খেতে দেওয়া হত, আমরা তা দিয়ে পেট ভরতাম।

মৃত্যু যেন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত। আমার সারা পৃথিবী ভরে গিয়েছিল বেদনার অশ্রু ও সীমাহীন হতাশায়, যা এর পূর্বে কখনো হয়নি। আমার হৃদয়ের গভীর থেকে একটি অব্যক্ত কান্নার ধ্বনি উত্থিত হত, 'ঈশ্বর, আমার ঈশ্বর, কেন আমাকে ত্যাগ করেছ?'

দুর্গন্ধ থেকে রক্ষা পেতে শুকরের খোয়ারটা পরিষ্কার করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে হতাশায় ভেঙ্গে পড়েছি- কারণ ময়লা এত বেশি যে, এ খোয়ারটা পরিষ্কার করা যেন পৃথিবীর সবটুকু জায়গার ময়লা পরিষ্কার করা। প্রতিদিন আমরা নতুন ভাবে শুরু করতাম। পাহাড় সমান ময়লার স্তুপ ঠেলাগাড়িতে করে নিতে গিয়ে আমরা ভিজে যেতাম। ক্ষুধায় অর্ধমৃতের মত অবস্থা হত আমাদের!

আমি জানতাম, আমার জন্য কোন আশা নেই এবং পৃথিবীর জন্যও কোন আশা নেই । এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার একটাই কেবল আকাঙ্খার বিষয়, তাহল মরে যাওয়া।

সম্ভবতঃ আমার মনের অবস্থা এই রকম হয়ে গিয়েছিল যে, আমার মনে হত এই অবস্থায় আর বেশি সময় জীবিত থাকা উচিত নয়। কিন্তু ভাগ্য ভাল যে, এরকম চিন্তা মনের মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল, ঈশ্বর আমার প্রার্থনা শুনেছেন এবং তার পরিকল্পনা অনুসারে আমাকে এই অবস্থা থেকে জেলে নিবেন। আমি এ থেকে একটি গভীর শিক্ষা পেয়েছিলাম, এ শিক্ষার পেয়ালা পান করতে এর চেয়ে তিক্ত তলানীটুকুও পান করেছিলাম। আমি তখন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছিলাম এজন্য যে, এই কঠিন অভিজ্ঞতা শিক্ষার পাঠশালা থেকে আমি পাস করতে পেরেছি। যেখানে আমি শিক্ষা পেয়েছিলাম সবচেয়ে প্রগাঢ় বা উন্নত মর্যাদা যখন ভালবাসার বিষয়ে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা এমনকি যখন তিনি দুঃখ কষ্ট ব্যতিত আর কিছুই দেন না তখনও তাঁর প্রতি ভালবাসা।

চলন্ত একটি খোলা ট্রাকের পিছনে থেকে আমি তাকিয়ে দেখলাম শুকর খামারটি- সাদা প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে বিশৃঙ্খল ভীড় করা কয়েদীদের থাকবার কুটিরটি মিলিয়ে যাচ্ছে। বাতাস ছিল বরফের মত ঠান্ডা। প্রবল বেগে প্রবাহিত এই ঠান্ডা বাতাস আমাদের কাপড়ের ঝালর টেনে নিয়ে গেল এবং বরফ পরা রাস্তার উপর ফেলে দিল। কেউ জানত না, এবং সাহস করে জানতে চাইতে পারেনি কোথায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

কিন্তু অপ্রত্যাশিত ভাবে আমরা গিনিশিয়া-ট্রানজিট ক্যাম্পে এসে গেলাম। 'এখানে মহিলাদের কি ভীড়।' আমরা ফিসফিস করে বললাম। এবং অপেক্ষা করতে থাকলাম, আমাদের চেক করা হবে এবং নাম্বার দেওয়া হবে।

পরের দিন শিবিরটির ভিতর একটি গুজব ছড়িয়ে পড়ল। গিনশিয়া-র অফিসারদের দশজনই সিকিউরিটি হতে আমাদের বিষয়ে মুক্তির দলিল দেখার কাজ করতেছে। আমাদের মুক্তির দলিল! তারা দুইদিন আগে বুখারেস্ট থেকে এসেছে। এর প্রকৃত অর্থ আমাদের মুক্তি হতে পারে।'

আমি ঘরটির চারপাশে দেখে নিলাম। একটি অনুজ্জ্বল ছায়াহীন বাল্বের নিচে কাক-তাড়ুয়ার মত মহিলাটি বসে ছিল। এবং নীচু স্বরে গুজবটি নিয়ে কথা বলছিল- কথা বলতেছে এবং সারাক্ষণ আমাদের মনে আমাদের ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করতেছিল। পঁচা খাদ্য এবং পঁচা দেহের গন্ধ আসছিল। যেন বদ্ধ ডোবার আবর্জনার পুতি গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে রয়েছে। ক্যাম্পের সাজসরঞ্জামের মধ্যে লাউড স্পিকার যোগ করা হল। ডিম ভাজার শব্দটা এ্যমপ্লিফাই করে অনেক উচ্চ শব্দে করলে যেমন হত তেমনি এক প্রকার পচ-পচ শব্দ সৃষ্টি করে লাউড স্পিকারে দেওয়া হল। সময় সময় এরকম শব্দ আমাদের কুটিরের বাইরের বিস্তীর্ণ মাঠ থেকে তৈরি করে তারা লাউড স্পিকারে দিত। এবং গর্জন উত্তেজনা পূর্ণ প্রথম ম্যাসেজ শুনার পর কালো বর্ণের চোখ বিশিষ্ট মহিলারা একেবারে কয়েক ঘন্টা অপেক্ষা করে থাকত। দ্বিতীয় বার শুনার জন্য। না। তারা বিশ্বাস করত না এরকম শব্দ ওরা আর করবে না। এরকম ম্যাসেজ ওরা চিরদিনের জন্য পিছনে ফেলে রেখেছে।

কারনাভোদা-তে আমি যেসব যাযাবর মেয়েদের দেখেছিলাম, গিনশিয়া-তেও তাদের কয়েকজনকে দেখলাম। একদিন আমার নাম ধরে ডাকতে শুনলাম।

'সাবিনা! সাবিনা!' কণ্ঠটা জিনাইদার। আমরা একজন আর একজনের হাত চেপে ধরার চেষ্টা করলাম এবং থামলাম। কারণ আমাদের হাতের সকল আঙ্গুলই হাজা রোগে ফুলে গিয়েছিল।

অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতে আমরা হাসলাম এবং আমাদের গল্প বললাম। আমরা আমাদের ঘটনাগুলোর যতটুকু সহ্য করতে পারতাম ততটুকুই একজন আর একজনকে বললাম। জিনাইদা অন্য একজনের কাছ থেকে না বলে পুরুষদের একটা পাজামা এবং একটা উলের তৈরি গরম জ্যাকেট এনেছিল। সে আমাকে সর্নিবন্ধ ভাবে অনুরোধ করে জামা দুটি নিতে বলল। আমি কৃতজ্ঞতার সাথে জামা দুটি নিলাম।

তারপর গার্ডেরা আমাদেরকে জেরা করার জন্য ক্যাম্পের অফিসে নিয়ে যেতে থাকল এক দল এক দল করে। জিনাইদা প্রথম দলে ছিল। সে আমাকে বলল,

'এটা আগে যেসব জেরা করা হয়েছে সেরকমই সত্যি, খুব ভদ্রতার সাথে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। ওরা তোমার নিজের বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করার পরিবর্তে ওদের বিষয়ে তুমি কি ভাব তাই জিজ্ঞাসা করবে।'

'ইউনিফরম পরা তিনজন অফিসার পেপারে ঢাকা একটা ডেস্কের পিছনে বসেছিল'। তার নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে দুই তিনটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার পর তারা জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি জান কমিউনিজমের মহান সৌধটার বিরোধিতা করে তুমি কি ভুল করেছ? কারাগারে তোমাদের যে সব নব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে তুমি কি ভাব, তুমি কি বুঝতে পেরেছ তোমার পূর্বের ভুল বিশ্বাস, ভুল শিক্ষা সংস্কার করার অধিকার রাষ্ট্রের আছে? তুমি কি বুঝাতে পেরেছ কমিউনিজমের সৌধটি শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, যা কোন কিছুর দ্বারা নহে এবং কেহই কমিউনিজমের এই উন্নতির ধারাকে পিছনের দিকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না।

জিনাইদা বলেছিল, স্বাভাবিক ভাবেই আমি তাদেরকে বলেছিলাম, "প্রতিটি মুহূর্তে আমি সবকিছু উপভোগ করেছি" কি সুন্দর জাকজমক পূর্ণ দায়িত্ব প্রাপ্ত গাধা! জাতীয় লক্ষ অর্জনের কি সুন্দর গালভরা বক্তৃতা! কত মনোরম আমাদের ফারম! কি চমৎকার আমাদের ক্যাম্পগুলো! তিন বছর নয়মাস পর আমার নিকট কেমন সুন্দরই না মনে হচ্ছে সব কিছু!"

মাস শেষ হওয়ার পূর্বেই মহিলাদের ছোট ছোট দল গিনশিআ ত্যাগ করতে শুরু করল। আমরা জানতাম না তারা কোথায় যাবে। যাদের গিনশিআ থেকে নিয়ে যাওয়া হবে। তাদের নাম পড়া হল। ক্যাম্প অফিস পর্যন্ত মার্চ করে যেতে হবে, তারপর ট্রাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে। বরং এটা আর একটি ক্ষুদ্র আশার লক্ষণ।'

ঘটনাক্রমে আমার পালা আসল। ডেস্কের পিছনে বসা মোটা সোটা গড়নের মেজর নির্ভীক এবং শিশুর মত ঈষৎ সমাজতান্ত্রিক ভাবাপন্ন। বন্দী জার্মানদের নিয়ে একটি ক্ষুদ্র কর্মী দল ছিল। তিনি যখন কথা বলতেছিলেন, তাদের দ্বারা তিনি ডেস্কের উপরের টুকিটাকি জিনিস পরিষ্কার করতেছিলেন, ভাবটা এই রকম যে, তার কথা বলা শেষ করে যেন লাফ দিয়ে ডেস্কের উপরে উঠতে পারে।

ধর্মীয় কারণে যাদেরকে কয়েদী বানানো হয়েছে, তাদের জন্য বিশেষ ধরণের কিছু প্রশ্ন রিজার্ভ করে রাখা হয়েছিল। আমাকেও শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণেই গ্রেফতার করা হয়েছিল।

আমাকে বলা হল, 'এই স্থানে হে মিসেস ওয়ার্ম ব্রান্ড, (মিসেস শব্দটা আশ্চর্য মনে হল!) তোমাকে জানতে হবে যে, আমি ঈশ্বরের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। তাছাড়া এই অফিসে আমাদের কাজে হস্তক্ষেপ করার জন্য ঈশ্বর তাঁর কোন প্রতিনিধিকে বা সুপারিশকারীকে রাখেন নাই। একথা বলেই তার দুই সহকর্মীর প্রতি প্রশংসা সূচক মুচকি হাসির আভাস ছুড়ে মারল। তারপর আবার বললঃ কিন্তু তুমি কি সত্যি সত্যি ধর্মীয় বিশ্বাসকে অনুমোদন কর? তুমি কি ধর্মীয় বিশ্বাসের লজ্জাজনক বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে পেরেছ? তুমি কি এই বাস্ত বতাকে বুঝতে পেরেছ যে, কমিউনিস্ট সমাজে ঈশ্বর একটি অনাবশ্যক স্বত্ত্বা? তুমি কি তোমার কারা জীবনে দেখেছ ঈশ্বর তোমাকে সাহায্য করেন নাই- এরপরও কি তোমার জীবনে ঈশ্বর নামক কল্পিত সত্ত্বার কোন প্রয়োজন আছে? তুমি যদি কখনো মুক্তি পাও, তাহলে চলতি বৎসরে যা অর্জন করবে তাতে আশ্চর্য হয়ে যাবে। আর তোমার জন্য যা করা দরকার আমরা তা কেবল শুরু করতেছি!'

মেজরের ইউনিফরমে কাঁধের উপর সোনার তৈরি এপলেটটি চকচক করতেছিল। তার জার্মান কর্মচারীর হাতে চামরার বাঁধাই করা ফাইল স্টাফের ভিতর কিছু কাগজপত্র ছিল। সম্ভবতঃ সেগুলি আমার সম্বন্ধে দলিল!

আমি বললামঃ 'আমি দেখতেছি যে, আপনি খুব ক্ষমতাশালী। সম্ভবতঃ আপনার কাছে আমার বিরুদ্ধে কাগজপত্র ও দলিল প্রমাণ আছে। যেগুলি আমি কোনদিন দেখি নাই, এবং হয়ত ঐগুলির মধ্যেই আমার ভাগ্যের বিষয়ে ফয়সালা লেখা হয়ে গেছে। কিন্তু ঈশ্বরের কাছেও সবকিছু রেকর্ড হয়ে থাকবে। এবং আমিও ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া জীবন ধারণ করতে পারি না, আপনিও পারেন না। তাই আমাকে এখানে রাখা অথবা এখান থেকে মুক্তি দেওয়া এই দুইটির মধ্যে ঈশ্বর যেটা চান সেটা মেনে নেয়া বা গ্রহণ করাই আমার জন্য সবচেয়ে ভাল বলে আমি মনে করি।'

আমার কথা শুনে মেজর তার দুই হাতের মুষ্টি দিয়ে ডেস্কের উপর আঘাত করে বিকট শব্দ করলেন, যেন এমন কোন কিছু ঘটছে যার জন্য তিনি আমাকে আঘাত করবে না। চেঁচিয়ে বললেনঃ 'অকৃতজ্ঞ! অকৃতজ্ঞ! মিসেস ওয়ার্ম ব্রাণ্ড, এটা বড়ই অকৃতজ্ঞতার কথা। তোমাকে যা শিখানো হয়েছে তা তুমি শিখতে ব্যর্থ হয়েছ- এটা দেখে আমি দুঃখিত এবং আমি তোমার এই প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে অবশ্যই রিপোর্ট করব।' বিদ্রুপে, ক্রোধে তিনি কয়েক মিনিট ধরে গজ গজ করতে থাকলেন।

মেজরের চেয়েও উচ্চ কতৃপক্ষ ছিল, তবু তিনিই আমার ভবিষৎ ভাগ্য নির্ধারণ করতে ছিলেন। তিনদিন পর আমার নাম ডাকা হল।

ক্যাম্প অফিসের বাইরের বরফে ঢাকা অঙ্গনে আমাদের পুটলা-পাটলি নিয়ে আমরা অপেক্ষা করতেছিলাম। এমনকি তখন আমরা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম যে, আমরা মুক্তি লাভ করতে পারব না।

আমরা মার্চ করতে করতে টোয়াং টোয়াং শব্দ হওয়া কাটা তারের বেড়া দেওয়া গেটের মধ্য দিয়ে রাস্তায় এসে কাঁপতে ছিলাম। তখন দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে আসা গার্ড একটা কাগজের টুকরা আমাদের হাতে তুলে দিলেন।

তার ভাঙ্গা গলার ফ্যাস ফ্যাস শব্দ বাতাসে মিলিয়ে গেল। কম্পিত হাতে আমি আমার কাগজটা নিলাম এবং খুলে দেখলাম,
'সাবিনা ওয়ার্ম ব্রান্ড . . . . . জন্ম ১৯১৩ . . . . . এর অধিবাসী . . . . . '।

আমি দেখলাম, আমি আমার 'মুক্তির দলিল' হাতে নিয়েছি। কাগজের উপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা, **'মুক্তি লাভের প্রত্যয়ন পত্র'**।

কিন্তু কুয়াশায় এত অন্ধকার হয়ে এল যে, কাগজের লেখাটা পড়া গেল না। আমরা যখন ট্রাকের মধ্যে ভীড় করে উঠলাম, তখন আকাশে তামাটে আলোর রেখা ফুটে উঠল। ট্রাক চলতে শুরু করল। বুখারেস্ট থেকে গিনশি আর দুরত্ব মাত্র কয়েক মাইল। কিন্তু আমরা শহরের সীমান্তবর্তী রাস্তা বাদ দিয়ে ঘুরে আসলাম।

আমি আমার ময়লা ও গন্ধযুক্ত কাপড় এবং পুটলি নিয়ে শহরের উপকণ্ঠের রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকলাম। প্রায় তিন বছর পর আমি দেখলাম মানুষজন কাজ শেষে পরিবারের লোকদের জন্য বাজার করছে।

'বাড়ি! আমি বাড়ি ফিরব! সেই স্থানে- যেখানে এক সময় মাথা গুজে থাকতাম। সেখানে যাব। যদি তার অস্তিত্ব এতদিনে থাকে'।

রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় এক অজানা পুলকে আমার মন কেমন শিরশির করতে ছিল। সেই সময়ের অনুভূতিটা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আমি হাঁটছিলাম, আর অনেক কিছু ভাবছিলাম। যদি সবকিছুর অস্তিত্ব টিকে থাকে- বাড়ি, বন্ধু-বান্ধব, পরিবার- আমি তো জানি না তাদের কার কি হয়েছে। মিহায় এখন চৌদ্দ বছরের। এই কয়টা বছর মিহায় কিভাবে কোথায় থেকেছে- কি করেছে? আমি কামনা করতেছিলাম, প্রথমেই যদি তাকে দেখতে পেতাম!

তীব্র আলোতে আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। একটি রেস্তোরা থেকে খাবারের গন্ধ আমার নাকে আসল। ট্রামের কর্কশ তীক্ষ্ম শব্দ থেকে রক্ষা পেতে আমার কানকে বন্ধ রাখতে চাইলাম। যখন অনেক লোকের হুড়গুড়ো করে ধাক্কা মেরে বিভিন্ন ভাবে একজন আর একজনকে অতিক্রম করতে দেখলাম, তখন একটা স্মৃতি মনে পড়ে আমি আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম। আমি ৭ নম্বর ট্রামটি খুঁজলাম। হয়ত সেই ৭নম্বর ট্রামটির অস্তিত্ব আদৌ আজ আর নেই। হ্যাঁ সেই ট্রামটি এখনো আছে। আমি আমার ব্যাথাটাকে গোপন রেখে ট্রামে উঠলাম। তখন আমি বুঝতে পারলাম আমার কাছে কোন টাকা নেই।

আমি জোরে বলে উঠলাম, 'আমার কাছে কোন টাকা নাই। গাড়িতে এমন দয়ালু কেউ কি আছেন, যে আমার ভাড়া পরিশোধ করে দিবে?'

এমন অস্বাভাবিক অনুরোধ কে করল তা দেখার জন্য সবাই আমার দিকে মুখ ফিরাল। কেন এমন অস্বাভাবিক অনুরোধ করা হল, আমার দিকে একটু তাকালেই বুঝা যেত। একজন লোক সাথে সাথে আমার ভাড়ার টাকা মিটিয়ে দিতে প্রস্তাব করল। তারা আমার চারপাশে ভীড় করল। তাদের চোখে ভরপুর ছিল সহানুভূতির দৃষ্টি। এই প্রকার সহানুভূতি তখন জীবনের অংশ হয়ে পড়েছিল। সেখানের প্রত্যেকেই ভাবত, তাদের আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধু বান্ধব জেল খানায় রয়েছে। তারা কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল না, তারা কেবল তাদের প্রিয় কারো কারো নাম উল্লেখ করল, তাদের কাউকে হয়ত আমি চিনে থাকব এজন্য।

আমরা ভিক্টোরী স্ট্রীটের নিকট দিয়ে চলে গেলাম। একটা দুঃখের স্মৃতি আমার মনে পড়ল। আমাকে গ্রেফতার করার পর এখানের পুলিশ স্টেশনেই আমাকে প্রথম আনা হয়েছিল। কিছুই পরিবর্তন হয়নি। সব কিছু আগের মতই আছে। মানব জাতির চারজন অশুভ প্রেতাত্মা- কার্ল মার্ক, এঞ্জেলা, লেলিন, স্টেলিন- এর পাথরে তৈরি ভাস্কর্য মূর্তি স্থির দৃষ্টিতে আজো অর্থহীন ভাবপ্রবণতায় দৃপ্ত পদে চলা মানুষের ভীড়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। আবাসিক এলাকায় ফ্লাট বাড়ির একটা ব্লকের কাছাকাছি স্টেশনে আমি ট্রাম থেকে নামলাম। আমি জানতাম, কোন্ বাসায় আমাকে যেতে হবে। নিদ্দিষ্ট বাসার সিঁড়ি বেয়ে আমি উপরে উঠলাম। কলিং বেল টিপলাম। এক বন্ধু দরজা খুলে দিল।

'সাবিনা! সে তার হাত দিয়ে মুখ ঢাকল এবং ফিরে গেল। ইহাও কি সম্ভবপর? সাবিনা তুমি কিভাবে এলে?' বন্ধুটি আমাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল এবং আবেগপ্রবণ ভাবে আমরা কোলাকুলি করলাম। তারপর আমরা কাঁদতে লাগলাম।

একজন মিহায়কে নিয়ে এল। আমার হৃদপিণ্ডের গতি মনে হল বন্ধ হয়ে আসছে, যখন আমি মিহায়কে দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করতে দেখলাম। আমি দেখলাম মিহায় আগের চেয়ে লম্বা হয়ে গেছে, কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে এবং শুকিয়ে গেছে। কিন্তু সে তো এখন যুবক।

মিহায়কে আমার বুকে টেনে নিলাম। আমি আবেগে কোন কথা বলতে পারলাম না। আমার দু'গাল বেয়ে বেদনার তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। মিহায়ের চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু পড়তে থাকল। তবু সে নিজেকে সামলে নিয়ে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল,

ঃ 'মা! আর কেঁদো না!'

যখন দীর্ঘসময় পর মিহায়ের কণ্ঠে 'মা' ডাক শুনলাম, তখন আমার হৃদয়ের মধ্যে হাজার দুঃখের মাঝেও অব্যক্ত আনন্দের স্রোতধারা বয়ে গেল। সেই মুহূর্তে আমার মনে হল, আমার সব দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে গেছে। আর কোন প্রয়োজন নেই কাঁদার।

আমার ও মিহায়ের মধ্যে অনাবিল সুখের হাওয়ার একটু পরশ টের পেলাম এবং কিছু সময়ের জন্য সব দুঃখ বেদনা ভুলে গেলাম।

৩য় খন্ড

প্রথম অধ্যায়

আমার পুনরায় বাড়ি ফিরে আসা

বুখারেস্টের সবচেয়ে বড় পার্ক কিশমিগিউ পার্কে পরের দিন আমরা একত্রে হেঁটে বেড়ালাম। আমি আমার পুত্রকে আবার নতুন করে আবিস্কার করলাম। আমি তাকে কখনো এভাবে আর দেখিনি। যখন মিহায় খুব ছোট ছিল, আমরা প্রায়ই ওর জন্য ভয় পেতাম। ওকে দেখে মনে হত ধর্মীয় অনুভূতি ওর মাঝে এত প্রবল যে, ও যেন ধর্মের প্রতি ভালবাসাকে ওর আত্মায় গেঁথে নিয়েছে। ও মাঝে মাঝে এমন সব গবেষণামূলক প্রশ্ন তুলে ধরত, তা শুনে ধর্মের প্রতি ওর আত্মিক চেতনা ও আবেগকে আমরা সহজেই বুঝতে পারতাম। মিহায় মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে একজন তীক্ষ্ম বুদ্ধি সম্পন্ন সুসমাচার প্রচারক হয়েছিল। বয়সের তুলনায় ওর প্রজ্ঞা ও কাজ ছিল আশ্চর্য রকমের। যখন ওর বয়স সাত বছর, তখন ও একজন নাস্তিক প্রফেসরকে যীশুর কাছে এনেছিল। ওর প্রচার কাজ ছিল এতটাই প্রভাব বিস্তারকারী যে, যে প্রফেসরকে মিহায় যীশুর কথা বলেছিল, তিনি ছিলেন বেশ জ্ঞানী ও সামাজিক মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তিনি আমাদের গীর্জার নিয়মিত উপাসক মণ্ডলীর সভ্য হয়েছিলেন।

আমি আশংকা করেছিলাম, যে ভাল প্রতিভা ও গুন ওর মধ্যে ছিল তা কি আমার এবং রিচার্ডের অনুপস্থিতিতে কমিউনিস্টদের শিক্ষার প্রভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে? কমিউনিস্টরা তো এমন চরিত্রের মানুষ যে, যারা দয়া মায়া বলতে কি বুঝায় তা জানে না।

হঠাৎ ওর চরিত্রে সুন্দর বৈশিষ্ট্যের ছাপ দেখতে পেয়ে আমি আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়লাম। আমি আমার কারা জীবনের গল্প বললাম। বললাম, কিভাবে নিষ্ঠুর বল প্রয়োগের মাধ্যমে শ্রমিকদের কঠিন কাজ করতে বাধ্য করা হত। আমার কথা শুনে মিহায় বলল, "আমাদের উচিত নয় মানব স্বভাবের বাস্তবতাকে অস্বীকার করা। যা রাত এবং দিন, এই উভয়কেই ধারণ করে আছে, যার মধ্যে আলো এবং অন্ধকার উভয় বৈশিষ্ট্যই আছে। তাই আমরা ভালবেসে মন্দ মানুষকেও গ্রহণ করব। আর চেষ্টা করব যাতে ওদেরকে পশু বলে যেন ডাকা না হয়। পাশবিকতা ওদের মাঝে যতই থাকুক না কেন"।

মিহায়কে ক্রুশের পথের কথা বলতে বলতে আমি সর্বদা আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিলাম। যতক্ষণ না আমাদের চলার পথে মুকুলিত একটি ফলের গাছ দৃষ্টিপটে এসে আমার কথার প্রতি মিহায়ের পূর্ণ মনোযোগে বাধাগ্রস্থ করল, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার কথা ও মনোযোগ দিয়ে শুনছিল।

যখন আমি আমার কথা বলা শেষ করলাম, তখন মিহায় বলল, ঃ 'মা' ঈশ্বরের পরিচর্যা কাজ করার সবচেয়ে ভাল পথ হিসাবে তুমি এবং বাবা তোমরা দুজনেই ক্রুশের পথ বেছে নিয়েছ; আমি জানি না আমিও তোমাদের মত ক্রুশের পথ বেছে নিয়েছি কিনা। এই

জায়গাটার মত কোন জায়গায় যেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আছে সেখানে আমি ঈশ্বরের সহিত নৈকট্যের সম্পর্ক অনুভব করি এবং যেখানে কোন দুঃখ কষ্ট নাই, যেখানে লজ্জা ও অপমান নাই।'

জীবনের আনন্দদায়ক সামান্য কিছু বিষয় সে পেয়েছিল। এজন্য তাকে মূল্য দিতে হয়নি। ঈশ্বরের তৈরি লিলি ফুল দেখতে কোন টাকা দিতে হয় না। মিহায় বলত, ঃ 'বাগানের মধ্যে থাকলে ফুলের ঘ্রাণ পাওয়া যায় এবং এভাবে ঈশ্বরকে ভালবাসা যায়।'

আমি জবাব দিলাম, ঃ 'তুমি জান যে, যীশুকে গেৎশিমানী বাগান থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাকে যখন ক্রুশারোপিত করা হয়, তখন যদি তুমি নিকটবর্তী কোন বাগানে থাকতে, তাহলে কি করতে পারতে? তুমি কি কেবল ক্রুশারোপিত একজন নির্দোষ মানুষের আর্তচিৎকারই শুনতে না? ভিকারেস্‌তি জেলখানা এবং জিলাভো জেলখানা এখান থেকে বেশি দূরে নয়। আমরা যখন ফুলের শোভা দেখতেছি, এই সময়েই বন্দী লোকজনদের সেখানে সীমাহীন নির্যাতন করা হচ্ছে।'

মিহায় জিজ্ঞাসা করল, ঃ 'মা, তোমাকে কি খুব কঠিন দুঃখ কষ্টের মধ্যে পড়তে হয়েছিল জিলাভা এবং ভিকারেস্তি জেলখানাতে?'

আমি জবাব দিলাম; মিহায়! আমরা ইব্রীয় জাতি! আমরা ঈশ্বরের বংশধর। আমাদের শারীরিক পীড়নই আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় দুঃখভোগের ঘটনা নয়; আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় দুঃখদায়ক বিষয় হচ্ছে, আমাদেরকে এক অলীক জগতের দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ করা হচ্ছে এবং আমাদেরকে আধ্যাত্মিক জীবন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা চলছে।' কমিউনিস্টদের খাল খনন পরিকল্পনার কাহিনীটা দেখিয়ে দেয় শারীরিক পরিশ্রমের কাজ কতটা অলিক প্রতিপন্ন হত, যদি না ঈশ্বর এর পিছনে থাকতেন।

সুড়ংগ খনন বা খাল খনন কাজ শেষ পর্যন্ত কিছুই হল না। তাই রুমান রাজতন্ত্র, গ্রীক, ইস্রায়েল, মিশর এবং গণচীন কাজটা করল। এখন ব্রিটিশরাও এই কাজ করতেছে। সমস্ত পৃথিবীই অলিক জগতকে ধরে রাখছে।

আমরা যারা ইহুদী, তাদের সবচেয়ে বেশি দুঃখকষ্ট হচ্ছে আমরা এই অলীক জগতে বাস করছি মিথ্যে স্বপ্নের মধ্যে ডুবে থেকে।'

একদিন মিহায় আমার রুমে আসল এবং প্লাতার্ক এর 'লাইফ অব ক্যাটু' বই থেকে পড়ে শুনাল। বইটিতে আছে, অত্যাচারী রাজা সূলা-র রাজ প্রসাদ জল্লাদ খানা থেকে বেশি কিছু ছিল না। সেখানে অনেক লোককে অত্যাচার করে মারা হত। ক্যাটু-র বয়স ছিল তখন চৌদ্দ বছর। এখন মিহায় যতটুকু, ঠিক ততটুকু। যখন চৌদ্দ বছরের এই বালক দেখল যে, রাজপ্রাসাদের ভিতর থেকে বিখ্যাত লোকদের কাটা মাথা বের করে নিয়ে আসা হচ্ছে, তখন ক্যাটু জানতে চাইল কেন এই নরপিশাচ অত্যাচারী রাজা সূলা-কে কেহ খুন করছে না? তখন তাকে উত্তর দেওয়া হল, লোকেরা রাজাকে যতটা ঘৃণা করে, তারচেয়ে বেশি ভয় করে। উত্তেজিত হয়ে ক্যাটু তখন বলল, 'আমাকে একটা তলোয়ার এনে দাও; আর দেখ ঐ জঘন্য লোকটাকে হত্যা করে আমি দেশের মানুষদের উদ্ধার করতে পারি কিনা।

বই থেকে এ অংশটুকু পড়া শেষ করেই মিহায় ধপ করে বইটা রাখল।

'ইহা সত্য। আমি আমার নিজের মধ্যে এই রকম উত্তেজনা অনুভব করি। আমি তো আমার জীবনের কেবল সামান্য একটা অংশ উপভোগ করেছি, কিন্তু আমি মাঝে মাঝে আশ্চর্য হয়ে যাই আমার মত বয়সের অনেক যুবক মিলে কেন কিছু একটা করছে না? কেবল আমার মত একটা যুবক দেশের অত্যাচারী শাসক থেকে দেশকে মুক্ত করতে পারে। এরকম কাহিনী পুরাতন নিয়মে রয়েছে। এটা কি ঈশ্বর থেকে হয়নি?'

আমি বললাম, ঃ 'আমি মনে করি আধুনিক বিশ্বে বর্তমান পরিস্থিতিতে এরকম সাহসীকতার দ্বারা মানুষের কোন সাহায্যে আসতে পারবে না। আর এটাই সবচেয়ে ভাল পথ নয়, দেশকে অত্যাচার থেকে মুক্ত করার জন্য। আমাদের উচিত অত্যাচারকে হত্যা করা; অত্যাচারীকে নয়। আমাদের উচিত পাপকে ঘৃণা করা; পাপীকে নয়। আমাদের উচিত পাপকে ঘৃণা করা পাপীকে ভালবাসা'।

আমার কথা শুনে মিহায় জবাব দিল, ঃ 'মা, এরকম করা সবচেয়ে কঠিন কাজ। তবে এভাবে দেশের অবস্থা পরিবর্তন করলে তা হবে সবচেয়ে ফলপ্রসু।'

জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রথম কয়েকদিন আমার অবস্থা ছিল মৃত্যুর দূয়ার থেকে ফিরে আসা একজন মহিলার মত। আমি মুক্ত হয়েছি! কি আনন্দ! এই আনন্দের সামনে এতটা বছর জেলে যে দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছি, সমস্যায় পতিত হয়েছি- তা একেবারেই তুচ্ছ মনে হয়েছে। জেলখানার ভিতরে আমরা আনন্দের সাথে বলতাম; যদি আমি এখান থেকে মুক্ত হতে পারি, তাহলে জল ও রুটি খেয়ে বাকী জীবনটা সুখেই কাটাতে পারব। আমার মুখ থেকে জেলখানার এই অবস্থার জন্য কারো প্রতি অভিযোগই শুনতে পারবে না।'

এখন জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরে প্রথম কয়েকটা আনন্দের দিন কেটে যাওয়ার পর সমস্যা বাস্তব আকারে দেখা গেল। ছোট বড় অনেক দুঃশ্চিন্তা আমাকে ঘিরে ধরল।

চারিদিকে শোচনীয় অভাব অনটন ও ক্ষুধার যন্ত্রনা আমাকে দারুনভাবে মর্মাহত করল। যেসব লোকদের সাথে আমি দেখা করলাম, দেখলাম তাদের অধিকাংশই ক্ষুধার যন্ত্রনায় দুর্বল ও শীর্ণ হয়ে গেছে। তাদের বিছানা দেখলাম। একটা কম্বল, কিন্তু কোন বিছানার চাদর নেই এবং বালিশও নেই। অনেকদিন ধরে কালো রুটি কেনার সামর্থও নেই তাদের।

একজন বন্ধু পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বলল, 'আমরা আমাদের সব কিছু বিক্রয় করতে বাধ্য হয়েছি। ছুরি, লিলেন কাপড়, কার্পেট এমনকি আমাদের বইগুলিও বিক্রয় করতে হয়েছে। না আমাদের ভাঙ্গা পায়া চেয়ারটি বিক্রয় করতে হয়নি- বিক্রি করা সম্ভবও হয়নি। ঘরের মধ্যে আসবাবপত্র কেবল এটাই অবশিষ্ট রয়েছে।

অধিকাংশ টাকা ব্যায় করতে হয়েছে বাবার জন্য দামী ঔষধ কিনতে; যিনি আমার পরিবারের সহিত ক্ষুদ্র ফ্লাটে বাস করতেন।'

সেই বন্ধু মহিলাটি অনুনয় করে বলল, ঃ 'সাবিনা! লোকজনদের তুমি যা বলছ তা একটু সতর্কতার সহিত বলো। আমাদের এখানে সর্বত্র গোপন সংবাদদাতা রয়েছে।'

এক ঝাঁক বন্ধু বান্ধব এবং অপরিচিত লোক আমাকে দেখতে আসতে থাকল, তারা হৃদয় ভাঙ্গা আহাজারি ও কাকুক্তি নিয়ে জেলখানায় তাদের বন্দী আত্মীয় স্বজনের বিষয়ে জানতে চাইল। আমি তাদেরকে অল্পই সাহায্য করতে পারলাম এবং আত্মীয় স্বজনের বিষয়ে সংবাদ দিতে পারলাম। তাদের প্রশ্নের খুব কমই জবাব দিতে পারলাম। 'তুমি কিভাবে মুক্ত হলে? অ্যামনেষ্টির মাধ্যমে? ওরা কি তোমার প্রতি দয়া প্রবণ হয়েছিলে- ওদের কঠিন হৃদয় কি তোমার জন্য দয়া ও করুনায় গলে গিয়েছিল? নাকি নতুন কোন পলিসি তে তুমি মুক্ত হয়ে এসেছ? তোমার মুক্তির ব্যাপারে কে সুপারিশ করেছিল?'

আমি এই আমলাতন্ত্রের সুপারিশ সম্পর্কে পূর্বেই অবগত ছিলাম। আমি দেখেছিলাম সুপারিশের জন্য আমলাদের অফিসের সামনের লাইনের অবস্থা। খাবারের জন্য খাদ্য ভান্ডারের সামনে ভিক্ষার থালা হাতে দাঁড়িয়ে থাকা লাইনের অবস্থার চেয়ে খারাপ।

আমার একটি রেশন কার্ড প্রয়োজন ছিল। একটা রেশন কার্ড ব্যতিত আমি খাবার কিনতে পারব না। একদিন সকালে একটি রেশন কার্ডের জন্য আমি চার ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। যখন আর্মি অফিসটির ছোট জানালার কাছে পৌছাতে পারলাম, তখন যে মেয়েটি কার্ড দিচ্ছিল, সে আমাকে কিছু কঠোর কথা শুনিয়ে ফট করে জানালা বন্ধ করে দিল।

ঃ 'কোথায় তোমার 'ওয়ার্ক কার্ড'? ওয়ার্ক কার্ড ছাড়া রেশন কার্ড পাবে না'।

ঃ 'আমাকে ওয়ার্ক কার্ড দেওয়া হয় নাই। আমি একজন জেলফেরত মহিলা।'

ঃ 'দুঃখিত! আমি কোন সাহায্য করতে পারব না। ওয়ার্ক কার্ড এবং নাম্বার না থাকলে রেশন কার্ড দেওয়া হয় না।'

তাই আমাকে অন্যান্যদের দয়ার উপর নির্ভর করতে হল।

বেশ কিছু কাল ধরে আমরা আমার এক মহিলা বন্ধুর সাথে এক রুমে থাকতাম। কিন্তু মিহায় এখন যুবক হয়েছে। তাই আমাদের জন্য একই রুমে থাকা সম্ভব হল না। আমি অন্য একটা রুমের জন্য অনেক খুঁজাখুঁজি শুরু করে দিলাম।

আমরা পূর্বে যে বাসায় থাকতাম, সরকার সেই বাসাটা বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছিল। তাই বাসার সব জিনিস আসবাবপত্র, বিছানাপত্র, বইপুস্তক সবই বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। যে বাসাটা এক সময় আমাদের ছিল, এখন সেখানে সরকারের কাছ থেকে ভাড়া হিসাবে নিয়ে আমার বন্ধু বান্ধবরা থাকে। তারা বলল, চিলে কোঠার ক্ষুদ্র জায়গাটা খালি আছে। তবে খুবই ছোট রুম। একটা রুম পাঁচ গজ লম্বা, চারগজ চওড়া; আর একটি রুম তিন গজ লম্বা এবং দুইগজ চওড়া।

সারাটাদিন লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে ফাইলের পর ফাইলে সই করে অবশেষে মাথা গোঁজার ঠাই হিসাবে একটু জায়গার ব্যবস্থা হল। ঘরটার মধ্যে দুইটা মাত্র আসবাবপত্র, তাহল ভগ্নপ্রায় একটা পুরাতন স্প্রিং এর খাট এবং একটা সোফা। পানির কোন ব্যবস্থা

নেই। টয়লেট নেই। শীতকালে এঘরটাতে তীব্র শীত পড়বে আর গরমকালে প্রচন্ড গরম। খোলা ইটের দেয়ালে ভাঙ্গা জানালা।

সেখানেই আমরা বাস করলাম। রান্না করলাম এবং ঘুমালাম। যখন জিনেতা মুক্তি পেল, তখন সেও আমাদের সোফার উপর আমি আর জিনেতা ঘুমালাম, মিহায় স্প্রিং এর খাটে। তারপর মারিতাও আসল পাখীর বাসার মত আমাদের ভগ্নপ্রায় ছোট্ট বাসায়।

একদিন অপ্রাত্যাশিত ভাবে মারিতা আমাদের দরজায় আসল। তার শরীরে খোঁস পাচড়ার মামড়ি পড়ে যেন চামড়ার উপর কালো কোটের মত লেপ্টে আছে। চোখের পাতার নিচে কালো দাগ পড়েছে। একটু সংকোচ ও ভীতি নিয়ে সে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে দেখে অসহায়ের মত একটু মেয়েলি হাসির রেখা ফুটে উঠল ওর শুষ্ক ঠোটে।

ফিতা দিয়ে বাঁধা একটি ছোট পার্সেল আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে মারিতা আমাকে বলল, এটা আসলে তেমন কিছু নয়। দুইটা ফ্রেন্স পেষ্ট্রি কেক। দুই ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে এই খাবারটা কিনতে হয়েছে ওকে। এবং এই পেষ্ট্রিটা আসলে সত্যি ফ্রান্স পেষ্ট্রি নয়।

মারিতা আমাদের গীর্জার নিয়মিত উপাসক মণ্ডলীর পুরাতন সদস্যা ছিল। মারিতা তখন ছিল ভাল স্বভাবের একজন মিষ্টি মেয়ে, কিন্তু খুব উজ্জ্বল ফর্সা চেহারা ছিল না। লোকজন ওকে একটু ভয় পেত, কারণ ওর মৃগী রোগ ছিল এবং মাঝে মাঝে মৃগীর প্রকোপে অজ্ঞান হয়ে পড়ত।

তাকে হঠাৎ আমার ঘরের দরজায় দেখে খুব খুশিই হলাম। মারিতার মধ্যে নিষ্পাপ হওয়ার একটা সহজাত বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছিল, যা ওর মুখমণ্ডলে সব সময় যে আনন্দের জ্যোতি থাকত তা থেকে বুঝা যেত।

আমি ওকে দেখে গভীর আগ্রহে বললাম, 'মারিতা! এস এস ভিতরে এস'। ওকে আসতে দিতে আমি পিছনে সরে আসলাম এবং মিহায়ের বিছানার বিপরীত পাশে দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিলাম।

মারিতা আমরা ভগ্নপ্রায় যে চেয়ারটা পেয়েছিলাম সেটাতে বসল এবং পূর্বের স্মৃতি রোমন্থান করল। ভাঙ্গা চেয়ারে বসতে গিয়ে উলটে পড়ে গেল। তখন মিহায় ওকে ধরে তুলল।

মারিতা আমাদের ছোট বাসাটার চারপাশে তাকিয়ে দেখল। স্টোভে আমি গোলআলু পাতলা ফালি ভাজছিলাম, তা দেখে ও বলল, 'আপনারা এখানে বেশ আরামেই আছেন'।

মারিতাকে নিয়ে আমরা গোলআলু ভাজি খেলাম। পরে মিহায় যখন বিছানায় চলে গেল, তখন মারিতা অসহায়ের মত বলল, ঃ 'পৃথিবীতে আমার এখন কেহই নাই এবং এক সপ্তাহ পরেও মাথা গুজবার মত কোন জায়গাও পাব না আমি কোন ছাদের নিচে। আমি যে বাসায় থাকতাম, সেখানে ক্লাজ থেকে ওদের আত্মীয় স্বজন আসছে, তাই আমাকে তাদের বাসা ছাড়তে বলেছে।'

আমি বললাম, ঃ 'ঠিক আছে, মারিতা, তুমি দেখতেই পাচ্ছ এটা কোন ফ্লাট নয়। এটা কেবল পুরাতন বক্সরুম। আমরা যখন সিড়ির নিচে ঘুমাই, তখন আমরা পুরাতন কাপড়ের টুকরা ও কাগজ বিছিয়ে ঘুমাই। এই একটা মাত্র বেডে মিহায় ঘুমায়। তুমি যদি থাকতে চাও তাহলে আমরা অন্য একটা বেডে কোন রকমে জড়োসড়ো হয়ে জড়াজড়ি করে ঘুমাতে পারি। আমি আশা করি আমরা কারো কাছ থেকে একটা মাদুর পেতে পারব।'

আমার কথা শুনে তার মুখমণ্ডলে আনন্দের জ্যোতি খেলে গেল।

ঃ 'সত্যি বলছেন? আমাকে আপনারা সত্যি থাকতে দিবেন? আপনার ছেলে মিহায় কিছু মনে করবে নাতো? আমার সামান্য কিছু জিনিসপত্র রয়েছে। একটা কম্বল, কয়েকটা প্লেট এবং তরকারী কাটার ছুরি।' আমি এগুলো নিয়ে আসব।

মারিতা আগে যে বাসায় থাকত সেই অলটেনি স্ট্রিট থেকে আমাদের সাথে বাস করতে এল।

আমি জেল থেকে মুক্তি পেয়েছি প্রায় এক সপ্তাহ বা তার চেয়ে দু'একদিন বেশি হয়েছে। বাতাসে আলোর ঝলক, ট্রাম গাড়ি মনে হল যেন বাতাসে ঘুরপাক খাচ্ছে। ধুসর বাদামী বর্ণের লোকেরা গাড়ি থেকে আলোর ঝলকে রাস্তায় নামল। তিরিশ বছরের মধ্যেই এটা ছিল সবচেয়ে তীব্র শীতের প্রকোপ। শান্ত সূর্যের উত্তাপে তখন আমাদের শীত কিছু দূর হচ্ছিল। এমনকি আমাদের হৃদয়ের বরফ শীতল আবেগও মনে হয় একটু একটু করে গলতে ছিল।

হঠাৎ গীর্জার বড় ঘন্টাটির শব্দ তালে তালে এক দুই করে বাজতে শুরু করল। কতটা বছর পরে গীর্জার এমন আকর্ষণীয় শব্দ আমি শুনতে পেলাম। প্রভাত হওয়ার সুন্দর শান্ত ঘোষণার একটি মধুর শব্দ! শব্দটা প্রথমে আসল ক্যাথলিক গীর্জা থেকে, তারপর সেন্ট স্পিরিডনস, তারপর বুখারেস্টের অন্যান্য সকল গীর্জা থেকে ঘন্টা ধ্বনি স্পন্দিত হচ্ছিল।

বুখারেস্ট শহরে অনেক ঘন্টা ছিল। মধ্যযুগে তুর্কীদের আক্রমণ ঠেকাতে খ্রীষ্টিয়ান দেশ হিসাবে রুমানিয়াতে অনেক দূর্গ প্রাচীর নির্মান করা হয়েছিল এবং দেশটা অনেক চার্চ এবং সন্যাসীদের মঠ দ্বারা পূর্ণ ছিল। এসব দূর্গ প্রাচীরের চূড়া এবং সন্যাসীদের মঠে ও গীর্জার ঘন্টা ধ্বনি ছিল। তখন সবগুলি গীর্জা, মঠ এবং দূর্গচূড়া থেকে একত্রে ঘন্টার শব্দ হত। কিন্তু ঘন্টার এই মধুর শব্দ অনেক সময় ভয়ের ছিল। লোকজন হাঁটতে হাঁটতে রাস্তায় থেমে যেত, এবং একজন আর একজনকে জিজ্ঞাসা করত কি ঘটেছে- কেন ঘন্টা ধ্বনিত হল? জনসাধারণের সমাবেশে পুলিশ ভ্যান আসা সত্বেও একটা ছোট খাটো ভীড় লেগে যেত রাস্তায় এবং ফিসফিসিয়ে একজন আর একজনে জিজ্ঞাসা করত কি ঘটনা ঘটেছে।

তারপর ভিক্টোরিয়া স্ট্রিটে শব্দ হত এবং ঘোষণা ভেসে আসতঃ

'প্রিয় কমরেড এবং সংগ্রামী বন্ধুরা! রুমানিয়ানগণ প্রজাতন্ত্রের নির্ভীক কর্মী সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ইউনিয়নের সবোর্চ্চ প্রেসিডিয়াম পর্যায় থেকে জানানো যাচ্ছে যে, পার্টি এবং রুমানিয়ার কমিউনিজমের একনিষ্ঠ কর্মীরা গভীর শোকে মুহ্যমান কারণ ৫ই মার্চ ১৯৫৩

তারিখে কাউন্সিলের চেয়ারম্যান সোভিয়েত ইউনিয়নের মিনিষ্টার এবং বিশ্ব কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারী যোসেফ ভিসারিওনোভিচ স্ট্যালিন এক সাংঘাতিক রোগ ভোগের পর মৃত্যু বরণ করেছেন। জ্ঞানী লোকদের এবং জনগনের পথ প্রদর্শক শিক্ষাগুরুর জীবন অবসান হয়েছে। মহামতি লেলিনের সংগ্রামী সহচর এবং বিশ্বস্ত অনুসারীর মহান কর্মময় জীবনের অবসান হয়েছে।' তারপর ঘোষণাকারী উচ্চ শব্দে সামরিক সম্মান প্রদর্শনের বাণী গর্জন করে বললেন এবং মৃত্যু শোকের সূর মুর্ছনা বাজালেন। এমন সুর ধ্বনিত করলেন যেন রুমানিয়া সহ সারা কমিউনিস্ট পৃথিবীতে গভীর শোকের ছায়া নেমে বসেছে।

যে রকম ভাবে গীর্জা এবং দূর্গ চূড়ার ঘন্টা বাজানো হল, শব্দটা মৃত্যুর ঘন্টা ধ্বনির শব্দের মত মনে হল না; বরং আমাদের অধিকাংশের কাছে প্রভাতের আগমন ঘোষণাকারী নতুন প্রত্যাশার ঝংকারের মত মনে হল। 'কিন্তু কেন ওরা এমন করে ঘন্টা বাজাচ্ছে?' প্রত্যেকের এই একই জিজ্ঞাসা। বিশেষ করে যখন লোকজন বিশ্ব নাস্তিকতা পরিষদের প্রেসিডেন্টের এই আদেশ শুনেছে যে, ধর্মীয় সকল কর্মকান্ড নিষিদ্ধ- তখন এই রকম ঘন্টা ধ্বনি আশ্চর্যের ব্যাপার বৈকি! বিশ্ব নাস্তিক পরিষদের প্রেসিডেন্ট তো খ্রীষ্টিয় মতবাদ ধ্বংস করতে সমস্ত শক্তি দিয়ে একান্তভাবে নিয়োজিত।

গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে, 'সন্ত্রাসী স্ট্যালিন মৃত্যু শয্যায় শুয়ে শুয়ে শেষ মুহূর্তে ধর্মের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং তাকে ক্রুশচিহ্নিত কবরে ধর্মীয় বিধান মতে সমাহিত করতে অনুনয় বিনয় করেছিলেন। তার অত্যাচারের শিকারে পরিণত হওয়া মিলিয়ন মিলিয়ন লোকের শোকের ছায়া তার মৃত্যু শয্যায় পতিত হয়েছিল। তিনি সমস্ত খ্রীষ্টিয়ানদেরকে তার জন্য প্রার্থনা করতে বলেছেন।' এই গুজব নিয়ে সবাই ফিসফিস করে আলোচনার ঝড় তুলল।

স্ট্যালিনের মৃত্যু সংবাদে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং দোকান পাট বন্ধ ঘোষণা করা হল। মিহায় 'শিনটিয়া' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা নিয়ে বাসায় ফিরল। এই পত্রিকাটাই আমাদের একমাত্র পাঠের পত্রিকা। এতে পার্টির কর্মকান্ড এবং কমিউনিজমের মতবাদ এবং কলামগুলোতে কমিউনিস্ট পার্টির প্রশংসা বাক্য এবং প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কিচুই থাকে না। রাস্তায়, সিনেমায়, সকল প্রতিষ্ঠানে সোভিয়েত রুমানিয়ার মৈত্রী বন্ধনের বিশাল স্লোগান লিখিত পোষ্টার টাঙ্গানো হল এবং স্ট্যালিনের মৃত্যুতে শোক সভা হল। রেডিওতেও গভীর শোকাভিত সংগীতের সুর বাজানো হল। এভাবে স্ট্যালিনকে সম্মান দেখানোর দায়িত্ব পালন করল রুমানিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি।

বিদেশী প্রচার মাধ্যমের অনুষ্ঠান শুনা আমাদের জন্য বিরাট ঝুকিপূর্ণ ছিল। জানতে পারলে বড় ধরণের বিপদের আশংকা থাকত। এসব চ্যানেলের একটিতে আমরা শুনলাম বাইবেলের যিশাইয় ভাববাদী পুস্তকের ১৪ অধ্যায় পাঠ করা হচ্ছে, যেখানে একজন অত্যাচারী বা উপদ্রবকারী শাসনকর্তার মৃত্যুর বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। যাকে মৃত্যুর পর নরকে নিক্ষেপ করা হয়েছে এবং সেখানে তাকে উপহাস করা হচ্ছে ও অভিশাপ দেওয়া হচ্ছে। এবং বলা হচ্ছে, আহা উপদ্রবকারী কেমন শেষ হইয়াছে! অপহারিনী কেমন শেষ হইয়াছে!

সদাপ্রভু দুষ্টদের দন্ড ভাঙ্গিয়াছেন, শাসনকর্তাদের রাজদন্ড ভাঙ্গিয়াছেন।

সে ক্রোধে প্রজাদিগকে আঘাত করিত, আঘাত করিতে ক্ষান্ত হইত না। সে কোপে জাতিগণকে শাসন করিত, সব সময় তাড়না করিত।

সমস্ত পৃথিবী শান্ত ও সুস্থির হইয়াছে, সকলে উচ্চঃস্বরে আনন্দগান করিতেছে (যিশাইয় ১৪ঃ৪-৭ পদ)। বাইবেলের এই অধ্যায়টি ঈশ্বরের বিজয় ও অত্যাচারী শাসকের পরিণাম ও সুমচিত শাস্তির বর্ণনায় ভরপুর।

মিহায় সংবাদপত্রের স্ট্যালিনের মৃত্যু উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যাটি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'মা, তুমি এই ঘটনার বিষয়ে কি ভাব? যখন সব শেষ হয়ে গেছে। এবং সে নরপিশাচ নিশ্চয় সমুচিত শাস্তি পাচ্ছে।'

আমি বললাম, বিষয়টাকে এভাবে ভেবো না। একটা মানুষ তার অন্তিম সময়ে যখন সে দেখে মৃত্যু তার সামনে, তখন তার মাঝে বিরাট পরিবর্তন আসতে পারে। আমি স্মরণ করি, স্ট্যালিনের মা একজন ভাল মহিলা ছিলেন, এবং খুবই ধর্ম পরায়ণ মহিলা ছিলেন। এই ধর্মপ্রাণ মহিলাটি তার জন্য অবশ্যই আবেগ নিয়ে প্রার্থনা করেছিলেন। সেন্ট মনিকা নামের একজন বিশপ তার পুত্রের পাপপূর্ণ জীবনের জন্য কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করেছিলেন। 'এমন প্রার্থনার অশ্রুসিক্ত পুত্র কোনদিন ধ্বংস হতে পারে না।' কোন সময় না, কোন সময় তার মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি হয়ে সে ক্ষমা পেতে পারে।

স্ট্যালিনের বিষয়ে গুজবের কথা শুনে আমি মন্তব্য করলাম, যদি এটা সত্যি হয়, স্ট্যালিন তার শেষ মুহূর্তে অনুতপ্ত হয়েছিলেন এবং ঈশ্বরের নিকট নিরবে ক্ষমা চেয়েছিলেন- তাহলে ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করে থাকতেও পারেন এবং ভাল কোন সম্মান দিয়েও রাখতে পারেন। এবং এখন আমরা তার মেয়ের সাক্ষের কথা তুলে ধরতে পারি। যিনি খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতি মন ফিরিয়েছিলেন, তার নাস্তিকতাবাদের বাবার শিক্ষা স্বত্ত্বেও এবং পশ্চিমা দেশে পালিয়ে গিয়েছিল।

কে বলতে পারে স্ট্যালিন মৃত্যু শয্যায় অবধ্য ও ভয়ংকর দেহভঙ্গি দ্বারা কি বুঝিয়েছে। ভেতলানী বর্ণনা করেছে যখন স্ট্যালিন হঠাৎ তার বাম হাত তুলল ঠিক যেন কোন কিছু নির্দেশ করার জন্য- তার পরের মুহূর্তেই আত্মা তার দেহ থেকে বের হয়ে গেল। পোপ বলেছিলেন, স্ট্যালিনের অনেক আত্মার একটা সম্মেলন। একথা দ্বারা কি বুঝা যায়? এতেকি এই বুঝা যায় না, স্ট্যালিন, পোপের চেয়েও বেশি প্রিয় ছিল যীশুর কাছে?

অন্যদিকে আমরা মুদ্রা নিক্ষেপ করে ভবিষ্যৎ যাচাই করে দেখলাম। মুদ্রার জয়ের পীঠ উঠল এর মানে, আমরা যা আশা করি, সেই নতুন যুগের সুচনা হচ্ছে এবং দাসত্বের বন্ধন ছিন্ন হবে, লেবার ক্যাম্প বন্ধ এবং খাল খননের মতো প্রজেক্টের কাজ বন্ধ হবে। এই সমস্ত গুজব ও ধারণা সত্যি হল। খাল খনন প্রকল্পের কাজ বাদ দেওয়া হল। এই প্রকল্পের অধীনে প্রায় দুইলক্ষ নারী পুরুষ অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্যে কাজ করত। কেউ বলতে পারে কত হাজার লোক সেখানে কঠিন শাস্তিতে মৃত্যুবরণ করেছে। বিলিয়ন বিলিয়ন টাকা নষ্ট করা হল। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো দূর্বল হয়ে পড়ল। কিন্তু কিছুই হল না।

'শিনতিয়া' পত্রিকা পড়ে জানলাম, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নির্মান কাজের জন্য নতুন পরিকল্পনাও সংযোগসূত্র স্থির করা হয়েছে। বৃহত্তর সামাজিক অবকাঠামো থেকে এবং প্রয়োজনীয় সব যন্ত্রপাতি ও আনুসঙ্গিক সবকিছু সরবরাহ করা হয়েছে। কিন্তু এটা প্রমানিত সত্য যে, খাল খনন প্রকল্প ভুল সিদ্ধান্তে গৃহিত হয়েছিল এবং সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। এখানে আর কখনো কাজ করা যেতে পারে না। চুড়ান্ত জরিপ করা হয়েছে ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা কিছু কিছু লোক বলে যে, ইঞ্জিনিয়ারগণ বলেছেন, যেভাবে কাজ করা হচ্ছে এই পরিকল্পনার কাজ করলে বারাগান সমতলভূমি খালের মধ্য দিয়ে আসা দানিয়ুর নদীর পানিতে প্লাবিত হয়ে যাবে। অন্যরা বলে যে, খালের মাধ্যমে এবং সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে এই উভয়বিধ মাধ্যমেই সেখানে কখনো পর্যাপ্ত পরিমান পানি দেওয়া হবে না।

প্রধান ইঞ্জিনিয়ার এবং প্রধান পরিকল্পনা কমিশনকে গ্রেফতার করা হল। অভিযুক্ত অন্য তিরিশজনকে পঁচিশ বছরের কারাদন্ড দেওয়া হল।

আমি আমার প্রার্থনায় বলেছিলাম, আমরা ফৌরণের অধীনে মিশরে দাস হয়েছিলাম এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সাহায্যে মুক্ত হয়েছি। পুনরায় সেইরূপ ঘটনা সত্য হয়ে দেখা দিল। বন্দী শিবির এবং লেবার কলোনীগুলো বন্ধ করে দেওয়া হল। বন্দীশিবিরের কুড়ে ঘরগুলি ধুলিসাৎ হয়ে গেল। কংক্রিটের উপর ঘাস এবং আগাছা গজাল। বিস্তৃর্ণ পরিত্যক্ত সমতল ভূমিগুলোকে জংগলে পরিণত হতে দেয়া হল।

আগের সমতলভূমি আজ নির্জন পরিত্যক্ত ভূমিতে পরিণত হয়েছে। মাটিতে সাপ বাসা বানিয়েছে। সে সমতল ভূমিতে আর কেউ খাবার খোজ করেনা। কেউ সেখানে অতিথি পাখী মারতে যায় না। মরিচা পড়া কৃষি যন্ত্রপাতিগুলো পরিত্যক্ত অবস্থায় সব্জির বাগানে পড়ে থাকল। কৃষ্ণ সাগর থেকে আগত শীতল বাতাস সেখানের শেষ চিহ্নটুকুও বিলীন করে দিল; যা হতে পারত পৃথিবীর আশ্চর্য কর্ম পরিকল্পনার স্মৃতি।

একটু একটু করে আমার স্বাস্থ্য ফিরে আসল এবং আগের মত শক্তি ফিরে পেলাম। আমার পাজরের হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল যখন দানিয়ুবের তীরে পাথর তুলতে গিয়ে আঘাত পেয়েছিলাম। কিন্তু ডাক্তার বলেছিলেন, এটা উপশম হতে পারে, তবে পুরাপুরি সেরে উঠবে না। তিনি আমাকে কয়েক সপ্তাহ বিছানায় থাকতে বলেছিলেন। যখন আমি সুস্থ্য হয়ে উঠলাম, তিনি বললেন, 'এটা অলৌকিক ও মহা আশ্চর্য জনক' বিষয় যে, আপনি এই অবস্থায় পুরোপুরি সুস্থ্য হয়ে উঠতে পেরেছেন। কিন্তু আরো বেশি আশ্চর্যজনক কিছু হওয়ার অপেক্ষা করছে।

একদিন সকাল বেলা, ওলটেনি স্ট্রীট ধরে হাঁটছি, এমন সময় ময়লা জীর্ণ পোষাক পরা ও এলোমেলো চুলের একজন লোককে আমি দেখলাম। যখন আমরা চলে যাচ্ছিলাম, তখন লোকটি কঠোর ভাবে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ঘরে যখন আমি আমার কোটের পকেটে হাত দিলাম, আমি কিছু লিফলেট খুজে পেলাম। আমার অজ্ঞাতসারে সে লোকটা আমার পকেটে এগুলি ঢুকিয়ে দিয়েছে। তারপর চলে গেছে। লিফলেটের লেখাটা পড়লাম।

'এবং ইহা চলে যাবে, ঈশ্বর তোমার দুঃখকষ্ট থেকে রেহাই দিবেন। তোমার ভয়, কঠিন বন্ধন যা তোমাকে দাসত্বে আবদ্ধ করে রেখেছে, সবকিছু হতে তোমাকে ভারমুক্ত করবেন।

আমি লিফলেটটি পড়লাম এবং আমি জানি যে, যুদ্ধ চলমান আছে। হয়ত এই লিফলেটটি আমাকে দেখানোর জন্য দেওয়া হয়নি। বরং আমার চারপাশের সবকিছুতে ঈশ্বরের ভালবাসা বিদ্যমান রয়েছে। যে লোকটি আমাকে অতিক্রম করে গেল বিশ্বাসঘাতকতার কিছুই নেই তার মধ্যে। হয়ত তার হৃদয়ে স্টালিনের ছোঁয়া পড়েনি।

একটা নতুন সুখের অনুভূতি আমার মনের ভিতর প্রবাহিত হল। আমি গোপন মণ্ডলীর সদস্য হলাম।

কোন নথিপত্রে এর নাম এবং পরিচালক মণ্ডলীর নাম খুঁজে পাওয়া যাবে না। এর জন্য কোন বিল্ডিং পশ্চিম ইউরোপের কোন শহরে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমাদের এই চার্চে বিশপের কোন পদ ছিল না। এর যাজক বিশেষ ধরণের যাজকদের আলখাল্লা পড়েন না। সাধারণ শ্রমিকদের কাজ করার পোষাক পরেই তিনি গির্জা পরিচালনা করেন। তার ধর্মতত্ত্বে কোন প্রশিক্ষণ নেই। এবং এর প্রয়োজনও নেই। তিনি ধর্মীয় সম্প্রদায়গত বিতর্ক এবং কলহ সম্বন্ধে অল্পই জ্ঞান রাখেন কমিউনিস্টদের ধর্মীয় কাজের প্রতি কঠোর নিষেধাজ্ঞার লৌহযবনিকার অন্তরালে আমার গোপন মণ্ডলী বেড়ে উঠেছিল। সবার অলক্ষে এবং এর সুনির্দ্দিষ্ট স্থান এবং নাম নেই। কেবল পশ্চিমাদের সংস্পর্শে আমরা এই রকম চার্চের অস্থিত্বের কথা জানতে পারি এবং কিছু লোকদের কাছেও আমরা এই মণ্ডলীর উল্লেখ করি, যারা জানে যে, আমরা কি করতেছি। যদি আমাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করা হয়, 'রুমানিয়াতে কি তোমাদের কোন গোপন মণ্ডলী আছে?' তাহলে আমি এমন ভাব দেখাব যে, আসলে আমি প্রশ্নটা বুঝি নি। গোপন মণ্ডলী সম্পর্কে কেউ জানতে চাইলে আমি মলেয়া-র বাসিন্দা মনসেয়া জর্ডেন এর মত জবাব দিব। এই লোকটার অভ্যাস ছিল, কোন বিষয়ে না জানলেও ক্লান্তিকর ভাবে একটানা নিরস কথা বলে যেত সে বিষয়ের উপর। আমরা আমাদের বাহ্যিকধর্মীয় খোসবস দেখানোর পক্ষপাতী ছিলাম না। আমরা সাধারণ ভাবে আমাদের ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করে যেতাম। আমরা কমিউনিস্টদের আইনের প্রতি কোন তোয়াক্কা করতাম না। এবং আমরা আমাদের কার্যকলাপের সুনির্দ্দিষ্ট নাম দেয়ার প্রয়োজন অনুভব করতাম না।

পরবর্তী বার বছরের জন্য গোপন মণ্ডলীর কাজই ছিল আমার জীবনের কাজ।

প্রথম অবস্থায় গোপন মণ্ডলীর দিকে মনোযোগী লোকদের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে তাদের হয়রানির মধ্যে ফেলতাম। গুপ্ত সংবাদ দাতা এবং গোয়েন্দা পুলিশের নিকট রিপোর্ট করতে এবং তাদেরকে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, সিনেমাও মাধ্যমে, থিয়েটারের মাধ্যমে, সংবাদপত্রের মাধ্যমে এবং রেডিও এর মাধ্যমে ধর্মীয় বিশ্বাসকে উচ্ছেদ করার জন্য তারা তীব্রভাবে আক্রমণ চালাত। বৃদ্ধ ব্যক্তিরা ইচ্ছা করলে পাহারার মধ্যে কঠিনভাবে ধর্মীয় উপাসনা করতে পারত। কিন্তু যুবকদের কিছুতেই ধর্মীয় বিশ্বাস ও উপাসনার অনুমোদন দেয়া হত না।

আমি দেখেছি আমাদের পুরাতন কত বন্ধু তাদের চাকুরী চলে যাওয়ার ভয়ে আমাদের বাড়ির কাছেও আসতে সাহস পেত না। যারা একবার আমাদের সাথে উপাসনা করেছে তাদেরকে আর আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করতে দেয়া হত না।

একদিন ইউনিভার্সিটির রাস্তা ধরে চলছি এমন সময় আমাদের এক সুপরিচিত প্রফেসরের সাথে দেখা হল, তিনি তার সহকর্মীর সাথে ছিলেন। আমি তাকে অভিবাদন জানালে তিনি আমাকে না চিনার ভান করলেন এবং বললেন,

'ম্যাডাম আপনি ভুল করছেন। আমি তো আপনাকে চিনি না।' তারপর তিনি আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েও দেখলেন না।

লোকজন আমাদের নিয়ে এতই ভীত ছিল। যখন আমরা মুক্ত হয়ে জেলখানা থেকে বের হয়ে এলাম তখনও তারা আমাদেরকে এড়িয়ে চলত। আমাদের সাথে সংস্রব আছে এজন্য যদি তাদের কোন সমস্যা হয়- চাকুরী চলে যায় এরকম ভয় ছিল সবার অন্তরে। লোকজন আমাদের এড়িয়ে চলে এজন্য আমরা কিছু মনে করতাম না। জেলখানার সবচেয়ে খারাপ অবস্থার মধ্যেও ঈশ্বরের সাহায্যকারী হাতকে আমাদের পক্ষে কাজ করতে দেখেছি। আমরা এই সত্য জানতে পেরেছিলাম যে, যদিও আমরা দুঃখ কষ্টের মধ্যে আছি, তবুও ঈশ্বর আমাদের ছেড়ে যান নাই। তিনি সব সময় আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন। আমরা কঠিন অবস্থার মধ্যেও তাঁর উপর বিশ্বাস রাখতে পারতাম, তার উপর নির্ভর করতে পারতাম। গোপন মণ্ডলীর লোকজনদেরকে আমাদের অভিজ্ঞতার কথা শিক্ষা দিতাম। আমাদের শিক্ষায় তারা প্রভুর কাজে উৎসাহী হয়ে উঠত। জেল খানায় আমাদের অভিজ্ঞতার কথা শিক্ষা দেয়াই ছিল গোপন মণ্ডলীর শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এবং এভাবে খ্রীষ্টের জন্য তাদের জয় করা সহজ হত।

গোপনে যীশুর বিষয়ে শিক্ষা দেয়ার কাজ আমার বাসায়ও করতাম। আমাদের মণ্ডলী তখন লুথারেণ মণ্ডলীর দুইজন পাষ্টর কর্তৃক পরিচালিত হত। তবু লোকজন আমার ঘরের দরজায় কড়া নাড়ত; তাদের সমস্যার কথা বলত এবং তা থেকে রেহাই পাবার বিষয়ে আমার পরামর্শ চাইত। যেসব বিশ্বাসী তাদের বিশ্বাসের জন্য নির্যাতন ভোগ করেছে তাদের সাথে অন্যান্য খ্রীষ্টিয়ানেরা মূর্ত্তি পুজকদের সাথে যেরকম আচরণ করা হয় সেরকম আচরণ করত।

সবকিছুকেই আমরা বলতাম সুসমাচার। বাইবেলের সুসমাচার থেকে তাদের সমস্যা ও দুঃখকষ্টের জন্য সান্ত্বনা দায়ক পদ শুনতাম।

ধর্মের জন্য মৃত্যু বরণ করে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। এই রকম ভ্রমাত্মক ও মারাত্মক ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল লোকজনের মধ্যে। সত্য মৃত্যুর পথকেও পরোয়া করে না।

লোকজন আমাকে অতিরিক্ত সম্মানের চোখে দেখত। দৃঢ়তার সাথে আমার প্রতি লোকজনের এই অতিরঞ্জিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন বন্ধ করতে হয়েছিল।

আমার নিজস্ব যে, অভিমত ও ধ্যান ধারণা তা প্রত্যেকের কাছে সহজবোধ্য ছিল না। আমাদের মণ্ডলীতে দুজন প্রফেসর খুব ভাল শিক্ষা দিতেন। কিন্তু তারা কেবল তাই শিক্ষা দিতে পরত, যা তারা তাদের লুথারেন মণ্ডলীর প্রফেসরের কাছ থেকে এবং তাদের নির্ধারিত বই থেকে শিখেছে যে বইগুলি আবার অন্যান্য বই এর শিক্ষার ভিত্তিতে রচিত, যে বইগুলি কয়েক শতাব্দী আগে রচিত হয়েছে। বইগুলি তখনকার পৃথিবীর পরিস্থিতির আলোকে রচিত কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতির সাথে মানানসই উপযুক্ত শিক্ষা ও বইগুলোতে নাই।

লুথারেন মণ্ডলীর প্রফেসর তাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও গবেষণা মূলক শিক্ষার আলোকে লোকজনদের শিক্ষা দিতে পারতেন না। ফলে বর্তমান পৃথিবীর পরিস্থিতিতে লোকজনের জন্য যে ধরণের শিক্ষা ও ধারণা দেয়া আবশ্যক তা তারা দিতে পারেন নাই। লুথারেন মণ্ডলীর দুইজন পাষ্টর যে শিক্ষা দিতেন তা আমি গ্রাহ্য করতে পারতাম না। কারণ ও রকম শিক্ষার সাথে আমি অভ্যস্থ ছিলাম না। ওনাদের ধর্মতত্ব প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত বই এর শিক্ষা আমার বাস্তব জীবনের শিক্ষার সাথে মিল ছিল না, যা আমি বন্দী অবস্থায় তিল তিল করে ঈশ্বরের ভালবাসার নিদর্শন দেখতে দেখতে শিখে এসেছি।

নাস্তিকতাবাদের বিষবাষ্পে ছেঁয়ে যাওয়া বর্তমান পৃথিবীতে কমিউনিস্টদের 'মগজ ধোলাই' পদ্ধতি এবং তাদের মতবাদ একটি সম্পূর্ণ নতুন শিক্ষা। কমিউনিস্ট এই নতুন মতবাদের শিক্ষার মোকাবিলায় কয়েক শতাব্দী পূর্বের ধর্মতত্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথাকথিত বিখ্যাত পুস্তকগুলির ধরা বাঁধা শিক্ষা মোটেও উপযুক্ত নয়। এই নতুন মতবাদের জন্য প্রয়োজন নতুন উত্তর। কমিউনিস্টদের ভ্রান্ত যুক্তি গুলির খন্ডন পাওয়া যেত গোপন মণ্ডলীতে।

একদিন স্কুল ছুটির নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই মিহায় স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে আসল। তার চোখ ছিল উজ্জ্বল এবং আমাকে বলল, মা, আমি স্কুলের পড়া একেবারে বাদ দিয়ে চলে এসেছি।

ঃ 'একবারে' শেষ করে, কথাটা দ্বারা কি বুঝাতে চাও?
ঃ 'আমি আর কোনদিন স্কুলে যাব না।'
ঃ 'কিন্তু তোমার লেখা পড়াতো চালিয়ে যেতে হবে।'
ঃ 'আমি ওখানে আর পড়ব না, মা।'

কমিউনিস্টরা একটি 'যুব আন্দোলন' প্রতিষ্ঠা করেছিল, এজন্য ক্লাসের ভাল ছেলে মেয়েদের নেয়া হত এবং তাদের সম্মান ও সুযোগ সুবিধা প্রদানের চিহ্ন হিসাবে একটি লাল টাই পড়িয়ে দেয়া হত। কমিউনিস্ট যুব সংগঠনের ছেলেমেয়েরা মিহায়কে প্রস্তাব দিল তাদের যুব সংগঠনে অন্তভূক্ত হতে এবং তারা ওকে একটি লাল টাই পড়িয়ে দিতে চাইল, কিন্তু মিহায় প্রস্তাবটি নাকচ করল এবং বলল, 'আমি এই লাল টাই পরব না। কারণ এই লাল টাই কমিউনিস্ট পার্টির প্রতীক। আর কমিউনিস্টদের জন্যই আমার বাবা জেলে গেছেন।'

মিহায় এর শিক্ষক ছিল এক ইহুদী মেয়ে, কিন্তু চাকুরীর জন্য সে নিজেকে কমিউনিস্ট হিসাবে চালিয়ে দিত। মিহায় এর কথা শুনে সে আতংকিত হয়ে পড়ল এবং কি বলা যেতে পারে তা বুঝতে পারল। সে নিজেকে গোড়া কমিউনিস্টদের মত দেখাতে মিহায়কে তিরস্কার করল এবং বাড়ি পাঠিয়ে দিল।

কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হল মিহায়ের উক্ত শিক্ষক কমিউনিস্টদের প্রায় সকলকে ঘৃণা করে এবং তাকে দিয়ে ওরা যে কাজ করায় তাও ঘৃণা করে। পরের দিন মিহায়কে ক্লাসের পিছনে নিয়ে গিয়ে ভালবাসা ও আদর জানিয়ে জড়িয়ে ধরল।

সেদিন থেকে মিহায় ক্লাসে সবচেয়ে প্রতিরোধী ছাত্রে পরিণত হল। ক্লাসে যেসব নাস্তিক প্রপাগাণ্ডা শিক্ষা দেয়া হত মিহায় দাঁড়িয়ে তার প্রতিবাদ করত এবং প্রপাগাণ্ডার যুক্তিগুলি খন্ডন করত পাল্টা জোড়ালো যুক্তি তুলে ধরে। মাঝে মাঝে অবশ্য যুক্তিতে পেরে উঠতে পারত না। ওদের কথার মারপেচ এবং অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা। সঠিক যুক্তিকে বিকৃতি করে দেওয়ার কারণে মিহায় কি বলবে তা অনেক সময় বুঝে উঠত না। তবু একই ভাবে সত্যকে তুলে ধরতে দাঁড়িয়ে পড়ত এবং যতটুকু পারত ওদের ভ্রান্ত যুক্তি খণ্ডন করে সঠিক প্রমাণ তুলে ধরত। এই সাহসিকতা এবং ওর বুদ্ধি দীপ্ত উত্তরের জন্য একজন রাজনৈতিক কারণে বন্দী লোকের ছেলে জেনেও ওকে ওর শিক্ষকেরা ভালবাসত। আসলে রুমানিয়া একটা কমিউনিস্ট দেশ নয়, কিন্তু কমিউনিস্টদের দ্বারা উৎপিড়িত একটি দেশ।

যখন জেলখানায় বন্দী ছিলাম, তখন আমাদের পুরাতন বন্ধু এলিস মিহায়ের যত্ন নিত। এলিস নামের মহিলাটি আমাদের গীর্জার সান্ডেস্কুল পরিচালনা করত। একসময় এলিসা একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রনালয়ের প্রধান হয়ে ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করতে অস্বীকার করলেন, তখন তাকে বহিস্কার করা হল। আমাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর মিহায় তার এলিসা আন্টির কাছে চলে গেল এবং বলল, আন্টি, এখন তুমিই আমার আম্মু হবে।

মিহায়ের এমন কথা শুনে এলিসার হৃদয় গলে গেল এবং আমি যতদিন বন্দী ছিলাম ততদিন মিহায়কে নিজ সন্তানের মত ভালবেসেছে এবং সব রকম যত্ন নিয়েছে।

এলিস খুবই গরীব হয়ে পড়েছিল এবং তার বৃদ্ধ পিতাকেও লালন পালন করতে হত। মিহায়, এলসা, এলসার বাবা এই তিনজনে মিলে একটা ছোট রুমে বাস করত। সেহেতু সেখানে আর কোন ছেলেমেয়েদের নেওয়া সম্ভব ছিল না তাই তিনি অন্যান্য অসহায় ছোট ছেলেমেয়েদের কেবল সাহায্য করত এবং ভালবাসত। তারা ক্ষুধায় কষ্ট পেত, কিন্তু খ্রীষ্টে বিশ্বাসী ভাইয়েরা ত্যাগস্বীকার করে তাদের সাহায্য করত।

এলিসাকে ধন্যবাদ। কারণ এলিসের জন্যই মিহায় নয় বছর থেকে চৌদ্দ বছরের সময়ের মধ্যে তার উপর আপাততঃ দুর্বিপাককে প্রতিহত করতে পেরেছিল। আমি যখন জেল থেকে ফিরে আসলাম, মিহায় বলল, 'মা! আমি তোমার পাশে আছি এবং আমি তোমার প্রভুকে ভালবাসি'।

মিহায়ের স্কুলে ধর্মবিরোধ প্রচারণা আরো বেশি পরিমান শিক্ষা দেওয়া শুরু হল। বিভিন্ন নাস্তিকতাবাদের প্রচারণা মূলক চলচিত্র দেখিয়ে এবং বিভিন্ন জ্ঞানগর্ভ ভাষণ শুনিয়ে শিক্ষকেরা কঠোর পরিশ্রম করে ছাত্রদের শিখাতে চাইল এবং প্রমাণ করতে চাইল যে, ঈশ্বর বলতে কোন স্বত্ত্বার অস্তিত্ব নাই। তাই মিহায় আমার কাছে মাঝে মাঝে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমান মূলক জোড়ালো যুক্তির কথা জিজ্ঞাসা করত।

আমার মনে পড়ত, রিচার্ড একবার যুক্তি তুলে ধরেছিল- কেউতো এই বিশ্ব প্রকৃতির অস্তিত্বের প্রমাণ জিজ্ঞাসা করে না। তাহলে এর সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের প্রমান জিজ্ঞাসা করে কেন? সৃষ্টিই তো সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের বড় প্রমান। যদি বলা হয় বাহ্য জগৎ আপনা আপনি সৃষ্টি হয়েছে। একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি বলে তিনি অনুপ্রাণীত হয়েছেন- কি দ্বারা? অবশ্যই এমনকিছু দ্বারা যা তার চেয়েও উচ্চ। তাহলে বুঝায় এই অনুপ্রেরণাদানকারী একজন স্বত্তা আছেন। আত্মিক অভিজ্ঞতা মানুষকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায় এবং মানুষ ঈশ্বরের ঘনিষ্টতা খুজে পায়।

প্রত্যেক স্কুলেই একটা কোনাকে 'ঈশ্বর বিহীন' নাম দেওয়া হত। এবং সেখানে ধর্মকে উপহাস করার মত বিভিন্ন ছবি ও বই টাঙ্গানো থাকতো।

আমি মিহায়কে দেখাতে চেষ্টা করতাম যে, মণ্ডলীর মানবীয় একটা দিক রয়েছে এবং স্বর্গীয় একটা দিক রয়েছে এবং প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ানের মধ্যে এই দুই রকম স্বভাব রয়েছে।

দিনের পর দিন মিহায় স্কুল থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত চার্চের ভ্রান্তি এবং ধর্মযাজকদের বিভিন্ন নৈতিক বিচ্যুতির দৃষ্টান্ত নিয়ে বাড়ি ফিরে আসতে লাগল।

আমি বলতাম, 'মিহায়! ওরা তোমাকে শুধু ধর্মযাজকদের দোষ ত্রুটির বিষয়েই শিক্ষা দেয়, কিন্তু একথা বলে না যে, ধর্মযাজকেরা কোন ভুল করলে অনুতপ্ত হয়। তুমি কেবল তাদের পাপের দিকটাই দেখেছ, কিন্তু স্বর্গীয় দিকটা দেখ নি। তাদের মাঝে ভাল দিকটা লুকানো রয়েছে। যে কোন ব্যক্তি ভুল করতে পারে। ভুল করার পরে যখন আমরা দুঃখিত হয়ে পড়ি তখন আমাদের মাঝে আমাদের স্বর্গীয় দিকটা প্রকাশ হয়।' এই ভাবে আমি ধর্মের প্রতি ওর সমস্ত সন্দেহকে দূরীভূত করতাম।

প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ান মায়ের উচিত এইভাবে সন্তানকে ধর্মের মধ্যে ধরে রাখার কঠোর চেষ্টা করা। জীবন হচ্ছে একটা যুদ্ধ ক্ষেত্র। আমাদের প্রতিটা দিন প্রস্তুত থাকতে হবে। সারাদিন ধরে কমিউনিস্টরা সন্দেহ ও অবিশ্বাসের যে যুদ্ধ ক্ষেত্র তৈরী করেছিল সন্ধ্যায় তাতে বিজয়ী হতে হবে।

আমাদের প্রফেসর বলেছে যোষেফ ছিলেন শষ্যের ব্যবসায়ী।

কমিউনিস্টরা বাইবেল সম্বন্ধে বিভিন্ন আপত্তি জনক যুক্তি প্রদর্শন করত। 'দায়ুদের কথাই ভাব, দায়ুদ ছিল লম্পট। অবশ্য ধর্মের অনুসারী যারা, তারা লম্পট-ই হয়। দায়ুদ কেন নিজের স্ত্রী থাকা সত্বেও উরিয়ার স্ত্রীকে বিয়ে করতে চাইল?'

আমি জবাবে মিহায়কে বলেছিলাম, বাইবেল সত্যকে গোপন করে নাই। বাইবেল মানুষদের কথা বলেছে যারা পাপ করতে পারে, ভুল করতে পারে, কিন্তু যখন তুমি বাইবেলের কাহিনী শুনবে তখন দেখবে যে, গল্পগুলি কমিউনিস্টরা মিথ্যা করে এবং প্রকৃত অর্থকে বিকৃত করে বর্ণনা করেছে।'

যুবকদের ধর্মের প্রতি বিরাগ ভাজন বানানোর জন্য, তাদের কমিউনিস্ট মতবাদ শিক্ষা দেয়ার জন্য ওরা কঠোর প্রচেষ্টা চালায় এবং এজন্য সব রকমের সাজ সরঞ্জাম ব্যবহার করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রেডিও, সংবাদপত্র সবরকমের মাধ্যমেই ওরা ওদের মতবাদ প্রচার করে।

১৯৫১ সালে যখন আমি বন্দী অবস্থায় ছিলাম, তখন মিহায়কে সাহায্য করতে গিয়ে অনেকের স্বাধীনতাও হুমকির সম্মুখীন হয়েছিল। এক বয়স্ক দম্পতি গোয়েন্দা পুলিশের গ্রেফতার এড়াতে দুইদিন পর্যন্ত গোপনে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছিল।

বয়স্ক দম্পতি মিহাইলোভিসি ও মিহায় এর প্রিয় আন্টি ছিল। উনি মিহায়কে ভালবাসত এবং সাহায্য করত। আমাকে গ্রেফতার করার পর তার গ্রামের বাড়ি থেকে তিনি মিহায়কে দেখতে এসেছিলেন। তার এই দেখতে আসার সংবাদটাও গোয়েন্দা পুলিশের কাছে একজন রিপোর্ট করেছিল। এ মহিলাটি রাজনৈতিক কারণে ও ধর্মীয় কারণে বন্দী লোকদের পরিবারের দেখাশুনা করত। তার নামে এই রিপোর্টের ভিত্তিতে তাকে আর্মিরা ধরে নিয়ে যায় এবং এত নির্মম ভাবে প্রহার করা হয় যে, তিনি বাকী জীবনে আর আরোগ্য হতে পারেনি।

এই রকম আচরণ সত্ত্বেও গোপন মণ্ডলীর লোকেরা যারা ধর্মের কারণে বন্দী রয়েছে, তাদের পরিবারের ও অসহায় সন্তানের প্রতি সাহায্য ও সহানুভুতি প্রদান করার তাদের যে মহান দায়িত্ব, তা পালন করত।

একদিন একজন মহিলা অশ্রু সজল চোখে আমার বাসায় আসল এবং বলল, 'আমার সন্তান গোয়েন্দা পুলিশের পক্ষে কাজ করতেছে, সে নিয়মিত একটি লোকের সাথে সাক্ষাৎ করে। লোকটি জিজ্ঞাসা করে প্রতিদিন আপনাদের বাসায় কে কে আসে। আমি জানি এটা জেনে কি করবে।'

মহিলাটি তার ছেলেটিকে গোয়েন্দা পুলিশের পক্ষে কাজ করা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। আমি তাকে উপদেশ দিলাম যাতে কিছু কালের জন্য তিনি আমাদের সাথে সবরকম সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

এর কয়েকদিন পর রাতের বেলা একজন লোক এবং তার স্ত্রী আমাদের ক্ষুদে বাসায় আসল। তারা স্বীকার করল যে, আমাদের সম্পর্কে তারা গোয়েন্দা পুলিশের কাছে গোপনে সংবাদ দেয়। মহিলাটি আমাকে বলল, 'আমরা আসলে ফাঁদে আটকা পড়ে আছি। আমরা প্রভুকে ভালবাসি এবং আপনার একমাত্র ছেলে মিহায়কেও ভালবাসি। কিন্তু আমরা গোয়েন্দা বিভাগের ঐ সব হুমকি ও ভীতি প্রদর্শনকে প্রতিহত করতে পারি না। আমরা যদি আপনার বিষয়ে কোন গোপন সংবাদ গোয়েন্দা পুলিশের নিকট না পৌঁছাই, তাহলে আমার স্বামী তার

চাকরী হারাবে। এমনকি জেলেও যেতে হতে পারে। কে কে আপনাদের মণ্ডলীতে আসে এবং তারা কি বলে- তাদের প্রত্যেকের বিষয়ে আমাদের রিপোর্ট করতে হবে। আমরা চেষ্টা করি গোয়েন্দা পুলিশের কাছে এমন রিপোর্ট পেশ করতে যাতে আপনাদের কোন ক্ষতি না হয়। কিন্তু আপনাদের সাবধান হওয়া উচিত।'

কমিউনিজমের অধীনে পরিবারকে বিভক্ত করে রাখা হত। কতগুলি রুটি ক্রয় করা হচ্ছে, কি রান্না হচ্ছে, বাসায় কে বেড়াতে আসছে, ইত্যাদি বিষয়ে গোপন রিপোর্ট সংগ্রহ করা হত। কোন্ কোন্ ছেলের সাথে কোন্ কোন্ মেয়ে বাইরে বেড়াতে যায় এ ব্যাপারেও গোপন রিপোর্ট সংগ্রহ করা হত। কমিউনিজমের অধীনে সমাজ জীবনের সব কিছু ফাইলে লিপিবদ্ধ করা হত। একজনকে আর একজনের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেয়া হত।

এ ব্যবস্থা বিস্ময়কর প্রভাব ফেলল হাজার হাজার জনের উপর এবং হাজার হাজার গুপ্ত খ্রীষ্টিয়ান লাল টাই পড়ল এবং পার্টির ব্যাজ ধারণ করল। এমনকি অনেক গুপ্ত খ্রীষ্টিয়ান গোপন মণ্ডলীর অর্ন্তভূক্ত থেকেও উচ্চ পদ দখল করল। তারা রাতের বেলা একটা শিশুকে পাষ্টরের কাছে আনল অবগাহন দিতে। অনেক গুপ্ত সংবাদদাতা আমার কাছে এসে বলত, তারা কি কি করছে এবং তাদের বিশ্বাস ঘাতকতার জন্য ক্ষমা চাইতে আসত।

আমি তাদের বলেছিলাম, আমাদের বিরুদ্ধে গোপন সংবাদ গোয়েন্দা পুলিশের কাছে দেওয়ার জন্য তোমরা অনুতপ্ত, তার প্রমাণ কি? গোয়েন্দা পুলিশের যে অফিসার তোমাদেরকে আমাদের গোপন সংবাদ জানাতে বলেছে তার নাম কি? বল তোমরা কখন কোথায় সাক্ষাৎ করে আমাদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট পেশ কর।'

রাস্তার কোনায় দাঁড়িয়ে যদি গোপন সংবাদ দাতা লোকদের কেহ অপেক্ষা করত আমাদের বিরুদ্ধে তৈরি করা রিপোর্ট ঐ পথে আগমণকারী কোন অফিসারের নিকট হস্তান্ত রের জন্য তাহলে আমাদের গোপন মণ্ডলীর কোন একজন উক্ত রাস্তার কোণের কাফে হাউজে বসে থেকে রিপোর্ট দাতাকে দূর থেকে লক্ষ করত এবং যখন অফিসারের নিকট রিপোর্ট হস্তান্তর করত, তখন হাতের ক্যামেরা দিয়ে তাড়াতাড়ি একটা ছবি তুলে ফেলত। আমাদের রিপোর্ট নিয়ে আর কার সাথে দেখা হয় তা দেখার জন্য উক্ত অফিসারকেও আমরা অনুসরণ করতাম। তখন গোয়েন্দা পুলিশের নিরাপদ কক্ষে তাকে প্রবেশ করতে দেখতাম। উক্ত কক্ষে কোন্ কোন্ অফিসার প্রবেশ করে এবং কোন্ কোন্ অফিসার বের হয় তারও ছবি তুলে রাখতাম।

এই কাজগুলি আমাদের জন্য বেশ বিপজ্জনক ছিল। কিন্তু এই পদ্ধতিতে আমরা আমাদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করা সংবাদ দাতার অধিকাংশের একটা তালিকা তৈরি করতে পেরেছিলাম। এই তালিকার মধ্যে কর্ণেল শিরকার্ণর নামও অর্ন্তভূক্ত ছিল, যিনি মণ্ডলীর বিরুদ্ধে গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। তিনি আমাদেরকে যেভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন আমরাও তাকে সেভাবে পর্যবেক্ষণ করতাম। তার প্রধান সংবাদদাতাকে আমাদের বিরুদ্ধে সংবাদ সংগ্রহের কাজ থেকে আটকে রাখতে পেরেছিলাম।

আমাদের বিরুদ্ধে গোপন সংবাদ দাতাদের কয়েকজনকে আমরা সফলতার সাথে আমাদের কাছে আনতে পেরেছিলাম এবং তারা অনুতপ্ত হয়েছিল। অন্যান্যরা তাদের অবস্থানে অনঢ় ছিল এবং আমাদের সাথে অনমনীয় আচরণ করত। এই পদ্ধতিতে আমরা আমাদের গোপন মণ্ডলীকে রক্ষা করতে পেরেছিলাম এবং এর কাজ অব্যাহত রাখতে পেরেছিলাম।

মিহায়ের মত একটি পুত্র পেয়ে আমি খুবই সন্তুষ্ট ছিলাম ও নিজেকে ভাগ্যবতী মনে হত। আমার পুত্র অত্যধিক বিশ্বাসী ছিল ধর্মের প্রতি। ওর যে বয়স ছিল অমন একটা বালকের পক্ষে কমিউনিস্টদের বাধানিষেধ এবং চরম বিপদ সংকুল অবস্থায় ধর্মের প্রচার কাজ সত্যি কঠিন ছিল; কিন্তু আমরা তাকে সবচেয়ে কঠিন কাজটিই দিতাম।

আমাদের বিরুদ্ধে গোপন সংবাদদাতাদের প্রতি সতর্ক নজর রাখার যে দায়িত্ব ওর উপর ন্যাস্ত ছিল, সমস্যা ও বিপদের চরম সীমার মধ্যে থেকেও ওকে সেই দায়িত্ব পালন করতে হত। ওকে এই স্থির সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল যে, যদিও আমাদের দুইজনকেই জেলে যেতে হয় তবুও দায়িত্ব থেকে সরে আসা যাবে না। ওর স্কুলে শিক্ষা দেয়া শিক্ষকদের অদ্ভুত, অবাস্তব ও পাগলামী পূর্ণ যুক্তি ও তথ্য নিয়ে মাঝে মাঝে আমরা হাসতাম।

মারিতা আমাদের সাথে বাস করার কয়েক মাস পার হওয়ার পর একদিন বিকাল বেলা সে বলল, 'আমার কিছু বিষয় বলার আছে- আমি কিভাবে বলব, বুঝতে পারছি না। . . . . . ঠিক আছে, বলছি . . . . . আমার পছন্দের একটি ছেলে আছে। ছেলেটিকে আমি খুব ভালবাসি।' সে হাসপাতালে ছেলেটিকে দেখতে গেল। যুবক ছেলেটি ছিল খোঁড়া। তার বাম পাশে পক্ষাঘাত হয়েছিল। ফ্যাক্টরিতে কাজের সময় এক দূর্ঘটনার কবলে পড়ে। এক্সিডেন্টের পর থেকে সে সম্পূর্ণ অবশ হয়ে পড়ে এবং কয়েকমাস হুইল চেয়ার ছাড়া একটুও নড়তে পারত না।

মারিতা বলল, 'কিন্তু এখন সে আগের চেয়ে অনেকটা ভাল হয়েছে। লাঠি ভর করে আস্তে আস্তে হাঁটতে পারে। সে ভালভাবে কথাও বলতে পারে না। তার অস্পষ্ট কথা আমি অবশ্য একটু একটু বুঝতে পারি। কিন্তু অন্যান্য লোকেরা তা বুঝতে পারে না।

পরের দিন মারিতার পরিচিত ছেলেটি আমাদের বাসায় আসল। অনেক কষ্টে ধীরে ধীরে আমাদের বাসার তিনটি ধাপ অতিক্রম করে ঘরে প্রবেশ করল। তার কথা বুঝতে আমাদের জন্য কঠিন ছিল। অন্য শহর থেকে সেই রাতে আমাদের কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব এসেছিল। আমরা কোনমতে গাদাগাদি করে মেঝেতে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু তাকে একটু ঘুমানোর জায়গা দিব এমন জায়গা আমাদের ছোট বাসায় ছিল না। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর সে একজনের বাসায় ছিল, কিন্তু সে বাসা থেকেও তাকে বের করে দিয়েছে।

মৃগী গ্রস্থ মারিতা বোবা ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত অসহায় ছেলেটিকে বিয়ে করল। ছেলেটির নাম পিতর। মারিতা ও পিতর দুজনেই আমাদের ছোট বাসায় থাকতে লাগল। তখন থেকে আমরা চারজন পাখীর বাসার মত ছোট বাসাটিতে কোন রকমে মাথা গুজে থাকতে লাগলাম। তার উপর অনেক সময় আমাদের বাসায় রাতে অতিথিও আসত।

দ্বিতীয় অধ্যায়
গোপন মণ্ডলী

মিহায় একটা মজার গল্প নিয়ে বাড়ি আসল। আমি নিশ্চিত যে গল্পটি ও ওদের ইতিহাস ক্লাসে শিখেনি। রুপক বর্ণনার মধ্য দিয়ে কমিউনিজম এবং রাশিয়ার অসাধারণ উন্নতি ও অগ্রগতি তথা শ্রেষ্ঠত্বের স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে গল্পটিতে। গল্পটি হল-

'হিটলার, নেপোলিয়ন এবং আলেকজান্ডার দি গ্রেট মস্কোর রেড স্কয়ারে রেড আর্মীর কুচ কাওয়াজ দেখতে এসেছিলেন। যখন ট্যাংক বহর সদর্পে গড় গড় শব্দ করতে করতে অগ্রসর হল, তখন হিটলার বললেন, 'যদি আমি জানতাম, রাশিয়ান রেড আর্মি এত শক্তিশালী, তাহলে আমি রাশিয়াকে আক্রমণ করতাম না।'

আলেকজান্ডার মন্তব্য করলেন, "আমি যখন পৃথিবী জয় করতে চেয়েছিলাম, তখন যদি এই রেড আর্মির মত একদল শক্তিশালী সাহসী সৈন্য আমার থাকত, তাহলে আমি সারা পৃথিবীকে আমার আয়ত্বে আনতে পারতাম।"

নেপোলিয়ন একটা রাশিয়ান সংবাদ পত্র পড়তেছিলেন তিনি চোখ তুলে বললেন, "যদি রাশিয়ার এই 'প্রাভদা' পত্রিকার মত সরকারের প্রতি অনুগত একটি পত্রিকা আমার থাকত, তাহলে ওয়াটারলূ-র যুদ্ধে আমার পরাজয়ের কথা পৃথিবী বাসী জানত না।"

মিহায় কমিউনিজমের এরকম কৌতুককর গল্প সংগ্রহ করতেছিল। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের পর ও আর লেখাপড়ায় অগ্রসর হতে পারে নাই। কারণ রাজনৈতিক বন্দীদের সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষার পর আর উচ্চ শিক্ষার অনুমতি ছিল না। এই সময়ের মধ্যে ওকে একটা চাকরি খোঁজ করতে হয়েছিল। তারপর রিচার্ডের এক পুরানো বন্ধু ওকে একটা কাজের প্রস্তাব দিয়েছিল। মিহায়কে পিয়ানো বাজানোর কাজ দেওয়া হল।

লোকটি বলল, আমি রাষ্ট্রীয় একটা 'অপেরা হাউজ' এ সংগীতের বাদ্য যন্ত্রাদি দেখাশুনা করি। আমার একজন শিক্ষানবীস প্রয়োজন।'

এই চাকরী পেতে মিহায়কে ১৬ পাতা প্রশ্নভরা একটা ফরম পূর্ণ করতে হল। এই ফরম পাবার পর মিহায় ফরমটা পূরণ করতে করতে কালি লাগিয়ে নষ্ট করে ফেলল। তাই সে একজন অফিসারের কাছে গিয়ে বলল, 'আমি এই ফরমটা পূরণ করতে গিয়ে কালি ফেলে নষ্ট করে ফেলেছি। আর একটা ফরম কি আমি পেতে পারি?'

মিহায়ের ফরমের মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল, 'তোমার বাবাকে কি কখনো গ্রেফতার করা হয়েছিল? মিহায় সাধারণ ভাবেই জবাব লিখেছিল 'না'। কারণ মিহায় মনে মনে ভাবল, ওর বাবাকে তো রাস্তা থেকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গ্রেফতার করে নয়। তাহলে কি ওর ভুল হয়েছে?'

মিহায়কে মাসিক ৮ পাউন্ড বেতন দেওয়া হল। ৮ পাউন্ড আমাদের জন্য অনেক বড় পাওনা। এবং মিহায়কে রেশন কার্ডও দেওয়া হল।

কয়েকদিনের মধ্যেই মিহায়ের ওস্তাদ লক্ষ করলেন যে, মিহায়ের মধ্যে সঙ্গীতের তাল সুর লয় বুঝার বা বিভিন্ন ধ্বনির এবং সুরের তারতম্য বুঝার এক চমৎকার ক্ষমতা ও সুরবোধ আছে। এবং মিহায় সহজেই বিভিন্ন সুরের তারতম্য সনাক্ত করতে পারে এবং পিয়ানোতে মধুর সুরের ঝংকার তুলতে পারে। সঙ্গীতের প্রতি ওর আশ্চর্য দখল দেখে তিনি মন্তব্য করলেন, আমি চল্লিশ বছর ধরে সঙ্গীতের সাধনা করছি, কিন্তু ওর মধ্যে তো আমি দেখছি, কিছু কিছু ক্ষেত্রে সুরের জগতে ওর আমার চেয়ে বেশি দখল আছে'।

মিহায় সেখানে কাজ করে প্রত্যেক ধরণের বাদ্যযন্ত্র নির্মান ও মেরামতেও পারদর্শি হয়ে উঠল। ওর চাকরীর ১৮ মাস পরে এই তথ্যটা আবিস্কার হল যে, মিহায় একজন রাজনৈতিক বন্দীর ছেলে এবং বুখারেস্টে তার নিজস্ব একটি ক্ষুদ্র সঙ্গীত পিপাসু অনুচর দল রয়েছে। রাজনৈতিক কারণে বন্দী একজন ব্যক্তির ছেলেকে ওরা অপেরাতে রাখল না। কিন্তু এই চাকরী চলে যাওয়ার পরেও বুখারেস্টে ওর অনুচরদের সঙ্গীত শিক্ষা দিয়ে সামান্য টাকা উপার্জন করতে পারল। এটাকা দিয়ে বই কিনে বাড়িতে বসে পড়াশুনা চালিয়ে গেল।

আমিও ছোট খাট অদ্ভুত সব কাজ জুটিয়ে নিলাম। প্রথমে রেশম কীট চাষ ও প্রতিপালন সহযোগিতা সংস্থায় গেলাম। মারিতা একটা ম্যাগাজিনে পড়েছিলঃ **ঘরে বসে রেশম চাষ ও প্রতিপালন করা এবং তোমাদের অভাব পুরণ করে কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা কর।**

মিহায় বিদ্রুপ করে হেসে বলল, 'মারিতাকে দেখছি ঘরে বসে তৈরি রেশমের তৈরি গাউন পড়ে বেশ ফ্যাশন দুরস্ত হয়ে উঠেছে।' মারিতা বলল, 'হেসো না। বিষয়টা সিরিয়াসলি ভাব। বাড়িতে রেশম চাষ করতে পারলে প্রচুর টাকা আয় করা যাবে।'

মিহায় ম্যাগাজিনটা নিয়ে পড়ল। তারপর বলল, 'উহ! তুমি বললেই হল! রাষ্ট্রীয় সহযোগীতায় বাড়িতে রেশম চাষ করতে তোমার অন্য অনেক কিছুই থাকতে হবে। তুমি কি মনে কর ওরা তোমাকে সব কিছু দিবে? তাছাড়া রেশম পালনের বাক্সটা রাখবে কোথায়? তুমি যদি মনে কর ঘরে নোংরা রেশম কিটের বাক্স নিয়ে আমি খাবার খাব, তাহলে তুমি ভুল করছ।'

মারিতা বলল ঃ 'তুমি বাক্সটা তোমার খাটের নিচেও রাখতে পারবে।' 'খাটের নিচে! আচ্ছা রেশম পোকারা কি খায়?' 'তাও জান না! সবাই জানে যে রেশম পোকা তুঁত গাছের পাতা খায়।' 'মিহায় তোমার মনে আছে, যখন তুমি তোমার এলিস আন্টির সাথে থাকতে সেই বাড়ির কাছে রাস্তার অপর পাশে এক কবরস্থান ছিল এবং সে কবরস্থানে প্রচুর তুঁত গাছ আছে?' 'হ্যাঁ মনে পড়ছে। আমরা সেখান থেকে তুঁত গাছের পাতা এনে রেশম কিটকে খাওয়ায়ে রেশম চাষ করতে পারি।'

ঃ **'রেশম চাষ ও প্রতিপালন সহযোগিতা সংস্থা'** আমাদেরকে রেশমের কীট ও বাক্স দিল। প্রতি বাক্সে ১০০টি শুককীট থাকত। এবং কিভাবে লালন পালন করতে হবে ও সুতা সংগ্রহ করতে হবে তা জানার জন্য একটা বই দিল।

মিহায় বইটা পড়ল, 'যখন শুককীট পরিবর্তীত হয়ে মুককীটে পরিণত হয় তখন এই রেশমগুটি তার শরীর থেকে নির্গত সুতার মত এক প্রকার পদার্থ দ্বারা তার শরীর পেঁচিয়ে নেয়। রেশম গুটির শরীরে পেঁচানো এই সুতা কয়েক শতগজ লম্বা হতে পারে।'

মিহায় বইটি পড়ে আরো অনেক তথ্য জানল। কার্ড বোর্ডের বাক্সে রাখা শুককীট কিভাবে বাড়ে দেখার জন্য ছিদ্র দিয়ে তাকিয়ে দেখতাম। তিন ইঞ্চি লম্বা শুয়ো পোকাগুলো দেখতে মোটেও সুন্দর নয় ছাই রং এর চেহারা গায়ে কাঁটা দেয়ার মত এবং এসময় এরা তুঁত গাছের পাতা রাক্ষসের মত খায়। তারপর তারা তাদের দেহ থেকে নির্গত সুতায় নিজেকে পেঁচিয়ে নেয়। এই সুতা পরে রিলে গুছিয়ে নেয়া হয়।

প্রথম অবস্থায় মিহায় কবর স্থান থেকে তুঁত গাছের পাতা বিনা বাঁধায় নিয়ে আসত। কিন্তু কবর স্থানের পাহারাদার তাকে ধরে ফেলল এবং সেখান থেকে তাড়িয়ে দিতে চাইল।

মিহায় বলল, রাতের অন্ধকারে হানা দিয়ে তুঁত গাছের পাতা নিতে হবে।

পরের দিন সন্ধ্যেবেলায় হাতে একটি কাগজের ব্যাগ নিয়ে কবর স্থানের বেড়া টপকে ভেতরে গিয়ে তুঁতগাছ থেকে অনেক পাতা নিয়ে বিজয়ের বেশে আসল। পাহারাদার টের পেল না। এতবেশি পাতা আনতে পেরেছিল যে, সে পাতাগুলি রেশমকীটের কয়েকদিনের খাবার হল।

আমি মিহায়কে স্মরণ করিয়ে দিলাম যে, বাইবেলের প্রকাশিত পুস্তকে আছে স্বর্গস্থ্য জেরুশালেমের জীবন বৃক্ষের পাতা আরোগ্য দায়ক শক্তি হিসাবে ব্যবহার হবে।

মারিতা বলল, আমি আনন্দিত এজন্য যে, অনেক অসুস্থ্য ও দুর্বল মানুষেরও স্থান হবে সেখানে এবং জীবন বৃক্ষের পাতায় নবজন্ম লাভ করবে।

রেশমগুটি অতিরিক্ত তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে না। সাধারণতঃ সর্বোচ্চ ৭৮ ডিগ্রী ফারেনহাইট এবং সর্বনিম্ন ৬২ ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রায় এদের লালন পালন করতে হয়। অন্ধকারে নয় বরং আলোতে রাখতে হয়। কিন্তু তীব্র আলো এদের জন্য ক্ষতিকর। কয়েকদিন পর পর এরা খোলস বদলায়।

প্রায় একমাস পরে আমরা ক্ষুদ্র ১০০টি শুককীট পেলাম এবং কবরস্থান থেকে গোপনে তুঁত গাছের পাতা এনে ওদের খাবার দিলাম।

বাড়িতে রেমশ চাষে সহযোগী সংস্থাকে উপযুক্ত মূল্য পরিশোধ করার পরও দুইদিনের খাবার কেনার মত পর্যাপ্ত টাকা আমাদের হাতে থাকল। যাক, দুইদিনের খাবার কেনার টাকা যথেষ্ট। আমি আরো ১০০টি নতুন শুককীট আনলাম। মিহায় অসন্তোষ প্রকাশ করল, 'ওহ! আর নয়!' কিন্তু কয়েকমাস পর আমাদের রেশম চাষ খামার বেশ উন্নতি লাভ করল।

একদিন আমি দেখলাম যে, শুককীটগুলি কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে এবং ফুলে গেছে। তাদের অবস্থা এমন হয়েছে যে, তারা যেন ফেটে যাবে। মিহায় লাইব্রেরীতে গিয়ে রেশম চাষের নিয়ামাবলীর বইটা দেখল। বইটি পড়ে মিহায় বলল, 'হ্যাঁ এটা একটা সাধারণ বিষয়। শুককীটের এরকম হয়। বই এ লেখা আছে একে বলা হয় গ্রাসারি। আমি বললাম, গ্রাসারি তো কেবল মোটা হওয়াকে বলে, কিন্তু কীটগুলো কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। মিহায় বলল, ঠিক আছে এটা কোন সমস্যা নয়। বইতে লেখা আছে, মানুষের যেমন শোথ হয় তেমনি এটা শুককীটের এক প্রকার শোথ।

বাইবেলে আছে যীশু এক শোথ রোগগ্রস্থ মহিলাকে সুস্থ্য করেছিলেন। কিন্তু আমাদের রেশম কীটের সুস্থ্যতা মধ্যদিয়ে যীশু সেই অলৌকিক বিস্ময়কর নিদর্শনের পুনঃরাবৃত্তি করলেন না। তাই আমরা অসুস্থ্য কীটগুলি বাইরে ফেলে দিলাম।

আমরা খুব বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারলাম না। কেবল টিকে থাকলাম। সেই বছরটা ছিল আর্ন্তজাতিক যুব উৎসবের বৎসর। তরুন কমিউনিস্টরা এবং কমিউনিজমের একনিষ্ট সর্মথক যুবকেরা সারা পৃথিবী থেকে বুখারেস্টে এসে মিলিত হল। এই উৎসবের তিন মাস পূর্ব থেকে দোকান গুলি খালি হতে শুরু করল। কোথাও কিছুই রাখা হল না। রুটির জন্য এবং যে কোন ভোজ্য দ্রব্যের জন্য অপেক্ষমান বিশাল লাইন হল। কিন্তু কিছুই নাই। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পরে কেবল একটু মাত্র মাখন এবং কয়েক আউন্স ময়দা দেওয়া হত।

তারপর উৎসব শুরু হল। দোকানগুলি বিভিন্ন জিনিসে ঠেসে পূর্ণ করা হল। তারপর উৎসব উপলক্ষে আশ্চর্যজনক তিনটি সপ্তাহ আমরা সেবা এবং খাদ্য দ্রব্যের এত বেশি প্রাচুর্য দেখলাম যে, যুদ্ধের পূর্ব থেকে রুমানিয়াতে এতবেশি খাদ্যের প্রাচুর্য দেখিনি। মূলতঃ এটা ছিল কমিউনিস্টদের একটা কৌশল। বাইরের দেশগুলোকে তারা দেখাতে চেয়েছিল কমিউনিজমের আর্শিবাদে রুমানিয়াতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং খাদ্য এবং সব রকম প্রয়োজনীয় দ্রব্যে রুমানিয়াতে উন্নয়নের জোয়ার বয়ে গেছে। খাদ্যের জন্য লাইনে অপেক্ষা করে থেকে মিহায় একটা বাক্স নিয়ে বাড়ি আসল। রাষ্ট্রীয় মুদি দোকান থেকে দেয়া হল এক বাক্স খেজুর! এবং সোনালী কাগজে মোড়ানো চকলেটও দেয়া হয়েছে!

তারপর যুব উৎসব শেষ হয়ে গেল। পরবর্তী এক মাসের জন্য খাদ্যাভাবের সংকট সীমা ছাড়িয়ে গেল। কমিউনিস্টরা বিদেশি পর্যবেক্ষকদের রুমানিয়ার সমৃদ্ধির চিত্র দেখানোর জন্য উৎসব চলাকালীন সময়ে সীমার বাইরে অপব্যয় করেছিলে। এতে দেশের রিজার্ভে ঘাটতি দেখা দিল।

মিহায় বলল, 'বিদেশ থেকে আগত যুবকেরা রুমানিয়াতে ছেয়ে গিয়েছিল। তখন আমাদের মত যুবকদের গোপন তথ্য সংগ্রহে বাঁধা দেয়া হত। ফ্রান্স এবং ইটালি থেকে আগত যুবকদের সম্পর্কে অবিবেচনা সূলভ কথা বার্তা বলার জন্য আমাদের অনেক যুবকদের বিরুদ্ধে তারা গোয়েন্দা পুলিশের কাছে রিপোর্ট পেশ করেছিল। এবং এই একই কারণে মিহায়কেও গোয়েন্দা পুলিশ গ্রেফতার করেছিল।'

ওদের এই রকম আচরণ ছিল বে-আইনী, মিথ্যাচার এবং কুৎসিত। যখন আমি মিহায়কে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়ার কথা শুনলাম, তখন আমি কমিউনিস্টদের এই সিস্টেমের বিরুদ্ধে প্রচন্ড ঘৃণায় ফেটে পড়লাম। এর দ্বারা ওরা সব শালিনতাকে, ভদ্রতাকে ও ন্যায় বিচারকে ধ্বংস করতে চায়। ফ্যাক্টরির কর্মীদের ভয় দেখিয়ে শাসন করে এবং তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হত। তখন জীবনের গভীরতম স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত নৈতিক বিকৃতি ও ভন্ডামী প্রসার লাভ করেছিল। রাষ্ট্রের বৃহৎ রিজার্ভ ভান্ডারের ম্যানেজার কালোবাজারী এবং খাদ্যশস্য ও অন্যান্য দ্রব্য অবাধে বিদেশে পাচার করে কালো টাকার পাহাড় গড়ে তুলেছিল। যেসব দ্রব্য পাচার করা হয়েছিল তার মূল্য মিলিয়ন মিলিয়ন টাকা। মিথ্যা বলা এবং গুপ্তচর বৃত্তি আমাদের রুমানিয়ার সমাজের রন্দ্রে রন্দ্রে প্রবেশ লাভ করেছিল। জেল ফেরত লোকদের মধ্যে যারা সবচেয়ে কঠোরতম শাস্তি ভোগ করেছিল, তারাও জনগণকে শিক্ষা দিত যে, কমিউনিস্টদের প্রতি ঘৃণা যুক্তিহীন এবং অন্যায়। একমাত্র পরিস্থিতিকে সঠিক ভাবে বুঝা এবং ভালবাসা দিয়ে ওদের উপর বিজয়ী হওয়া যাবে।

মিহায় একটি গল্প বলেছিলঃ দুই বন্ধুর সাথে বাসে দেখা হয়ে গেল। ফিসফিস করে একজন আর একজনকে জিজ্ঞাসা করল, 'দেশের প্রধান মন্ত্রী জর্গিউ-দেজ সম্পর্কে তোমার অভিমত কি'? তার বন্ধুটি একথা শুনে একটি আঙ্গুল দিয়ে বন্ধুর ঠোঁট চেপে ধরল এবং বিড় বিড় করে বলল, 'তুমি কি পাগল হয়েছ? লোকজন শুনতে পাবে'। তারা বাস থেকে নামল এবং একটি পার্কের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলল। তারপর প্রথম বন্ধু নাছোর বান্দা হয়ে অনুরোধ করতে থাকল, 'সত্যি করে বল, জর্গিউ-দেজ সম্পর্কে তোমার অভিমত কি'? কয়েকজন অপরিচিত লোক পাঁচশ গজ দূরে বসা ছিল। অন্য বন্ধুটি তাকে মৃদু ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিতে চাইল এ্যাই আস্তে বল, ওরা শুনতে পাবে। অবশেষে তারা একটা সম্পূর্ণ নিরিবিলি জায়গায় গেল যেখানে কাউকে দেখা গেল না এবং বন্ধুটি বলল, হ্যাঁ, এখন বলতে পার, তুমি কি জর্গিউ-দেজকে পছন্দ কর? দ্বিতীয় বন্ধুটি জবাবে বলল, প্রধানমন্ত্রী জর্জিদিউ-দেজ সম্পর্কে তার উচ্চ ধারণা রয়েছে।

আমাদের দোষ হল, আমরা কোন বিষয়ে বলতে গিয়ে ভয়ে সুকৌশলে বিষয়টা এড়িয়ে গিয়ে আমাদের মনের কথা অপ্রকাশিত রাখি এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সত্য বলতে পারি না। আমাদের গোপন মণ্ডলীতে বন্দী লোকদের স্ত্রী ও সন্তানেরা একত্র হত এবং প্রার্থনা করত। রিচার্ড যতদিন জেলে ছিল, ততদিন এটা আমার এবং জিনেতারও নিয়মিত কাজ ছিল, অর্থাৎ আমরা নিয়মিত রিচার্ডের মুক্তির ব্যাপারে প্রার্থনা করতাম।

যেহেতু, অনেক সংখ্যক সৎ এবং ভাল পাষ্টর তখন গ্রেফতার হয়েছিল, তাই তাদের স্ত্রী ও সন্তানেরা উত্তরোত্তর আরো বেশি সংখ্যায় এসে আমাদের গোপন মণ্ডলীতে ভীড় করা শুরু করল এবং সব বন্দীদের মুক্তির জন্য বিগলিত চিত্তে প্রর্থনা করতে থাকল।

আমাদের মধ্যে বারজন ভাইবোন স্বেচ্ছায় পরিচর্যাকারী হয়ে উঠল। লোকজনের সাথে কথা বলতে বলতে আমরা প্রভুর বিষয়ে প্রচার করতে শিখলাম। দেশের প্রতিটি অংশ থেকে মহিলারা বুখারেস্টে আসতে লাগল উপদেশ শুনতে, মণ্ডলী তাদেরকে কিভাবে চালিয়ে নিচ্ছে

সে সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করতে। অতি শীঘ্র আমরা বুঝতে পারলাম যে, নিকট ভবিষ্যতে আমাদের সকলকে এই পরিচর্যা কাজে জড়িয়ে পড়তে হবে।

শহরের মধ্যে গোপন মণ্ডলীর সদস্যদের সভা করার অগনিত গোপন জায়গা ছিল। অন্ধকার রাতে জানালা দিয়ে একটি বাতি দেখানো হত এবং লোকজন সেই বাড়ির সিঁড়িতে ছুটে আসত এবং বিশেষ ভঙ্গিতে দরজায় টোকা মারত। টোকামারার বিশেষ ধরণটা শুনেই আমরা বুঝতে পারতাম এ আমাদের লোক এবং তাকে আমরা ঘরে নিয়ে যেতাম। আবছা অন্ধকারের মধ্যে আমরা গাদাগাদি করে বসতাম।

কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কৌশলগত পন্থায় কিভাবে কাজ করা যায় সে বিষয়ে পাষ্টর গ্রেক্যু-র সাথে আলোচনা হত। তিনি প্রায়ই দেরী করে এসে অনেক রাতে আমাদের সভায় যোগ দিতেন। তিনি ছিলেন মদ্য পানে আসক্ত। তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট সরকারের ধর্মমন্ত্রী। সরকার নিয়ন্ত্রিত মণ্ডলীর দায়িত্বে ছিলেন। এবং সরকার তাকে কিছু লাইসেন্সও দিয়েছিল। মাতাল পাষ্টর কমিউনিস্টদের পক্ষে কিছু ভাল ভাল প্রপাগাণ্ডা তৈরি করেছিল। তারা জানত না যে, এই লোকটা মদ পান করে নিজ পদে অধিষ্টিত থাকার জন্য এবং কমিউনিস্টদের ভুল বুঝানোর জন্য যাতে তারা মনে করে যে, লোকটা সত্যি নাস্তিক এবং সত্যি সত্যি কমিউনিস্ট।

পাষ্টর গ্রেক্যু-র মন ছিল আমাদের প্রতি। তিনি আমাদের গোপন মণ্ডলীর জন্য অপরিসীম সাহায্য করেছেন। তিনি একটি গুপ্ত মন্ত্রনালয় পরিচালনা করতেন। সরকার নিয়ন্ত্রিত মণ্ডলী এবং গোপন মণ্ডলীকে পৃথক করার মত কোন স্পষ্ট চিহ্ন ছিল না। তদন্ত কারীরা ভুল করে বসত এবং গোপন মণ্ডলী সম্মন্ধে জানতে পারত না।

ধর্মীয় কারণে নির্যাতনে সম্প্রদায়-গত প্রতিবন্ধকতা ক্রমেই ভেঙ্গে পড়ল। ক্যাথলিক অথবা অর্থডক্স অথবা লূথারেণ মণ্ডলী-- আমরা সকলে বিশ্বাসের উপাদানের পবিত্রতার প্রতি ঝুঁকে পড়লাম। প্রথম শতাব্দীতে খ্রীষ্টিয়ানদের অবস্থার মত হয়ে উঠতেছিল আমাদের অবস্থা।

পাষ্টর গ্রেকূ এবং আমি কমিউনিজমকে কিভাবে প্রতিহত করা যায় তার কৌশলগত দিক নিয়ে আলোচনা করতাম। জিনাজা তখন আমাদের মণ্ডলীর গুরুত্বপূর্ণ পিলার হয়ে উঠেছিল। আমরা উভয়েই লেলিন এর *'এটা কিভাবে সম্পন্ন হবে'* বইটি পড়তাম। কিভাবে পুরো জগতটাকে জয় করা যায় সে বিষয়ে মহামতি লেলিন বিস্তারিত ভাবে তার ব্যক্তিগত ধারণার আলোকে এই বইটিতে আলোচনা করেছেন। এই বইটি ১৯০৩ সালে লেখা হয়েছিল। সে সময় বলশেভিক আন্দোলনটা একদম ক্ষুদ্র আকারে ছিল। তথাপি লেলিন তার পরিকল্পনার একটা সুদূরপ্রসারী চিত্র বইটিতে এঁকে রেখেছিলেন। লেলিনের প্রধান নীতি ছিল একটি সুসংগঠিত বিদ্রোহী দল তৎকালীন ক্ষমতাসীন শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মাঝে পরিব্যপ্ত করে দেয়া । অবশেষে লেলিনের এই নীতি আইনে পরিণত হয়।

কমিউনিস্ট পার্টি রুমানিয়াতে ক্ষমতায় আসার পর থেকে আমরা লক্ষ্য করেছি তারা কমিউনিস্টদের বিরোধী নেতাদেব এবং বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করে আসছে।

এখন কর্তৃত্ব তাদের হাতে। তারা পূর্বের শাসন ব্যবস্থা ও আইনকে বাতিল করে দিল। আমরা বুঝতে পারলাম যে, যারা আমাদের ধ্বংস করতে চেষ্টা করছে সেই কমিউনিস্ট অর্গানাইজেশনে অনুপ্রবেশ না করা পর্যন্ত আমরা আমাদের গোপন মণ্ডলীর কার্যক্রম ভালভাবে চালাতে পারব না।

প্রথমে এটা আমাদের নীতি বিরুদ্ধ মনে হয়েছে। কিন্তু পাষ্টর গ্রেক্যু একটা যুৎসই উত্তর দিলেন।

যীশু জেরুশালেম মন্দিরকে দস্যুদের গহব্বর বলেছিলেন, কিন্তু শিষ্যরা সেখানে তাঁর মৃত্যুর পর এবং পুনরুত্থানের সময় প্রভুর কাজ করেছে। যদি চোরকে ধরতে চাও তাহলে তোমাকেও চোর সাজতে হবে।

যখন আমি কমিউনিস্টদের অর্গানাইজেশনে যেতে দ্বিধা করলাম, তখন আমাদের গোপন মণ্ডলীর অনেক ভাই-বোনেরা নৈতিকতার কারণে কমিউনিস্টদের ওখানে যেতে দ্বিধাগ্রস্থ হল। যদি আমরা কমিউনিস্টদের অর্গানাইজেশনে যোগ দেই, তাহলে তারা আমাদের এমন কিছু করতে আদেশ করবে বা বাধ্য করবে যা আমাদের করা উচিত না। তারা মণ্ডলীর পারিপার্শিকতার বন্ধন থেকে নিজেদেরকে বের করে আনল।

পাষ্টর গ্রেক্যু বললেনঃ "আমাদের মধ্যে কয়েকজনকে ভাল অভিনেতা হতে হবে। যারা যুবক বয়সের তারা সহজেই কমিউনিস্টদের সাথে বাহ্যিক ভাবে মিশতে পারবে। যদি কমিউনিস্ট যুবকরা তাদেরকে ওদের মধ্যে নিয়ে নেয়, তাহলেও কোন সমস্যা নেই এবং তাদের সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করলেও কোন সমস্যা নেই। তারপর আমাদের যুবকরা গোয়েন্দা পুলিশও হতে পারবে। পার্টিতে যোগদান করে সত্যিকার কমিউনিস্ট হওয়ার ভাব দেখাতে পারবে। এতে আমাদের কাজ করতে কোন বাঁধা থাকবে না; কারণ ওরা আমাদেরকে ওদের দলের লোকই মনে করবে।"

পাষ্টর গ্রেক্যুর ব্যাখ্যা শুনে আমি কমিউনিস্টদের সাথে ওৎপ্রোত ভাবে মিশতে সম্মত হলাম। কারণ, আমি ভাবতাম, কমিউনিস্ট শাসনের অধীনে প্রতিকুল পরিস্থিতিতে রাশিয়ান ভাই বোনেরা কিভাবে প্রভুর কাজ করছে তা জানতে হবে এবং আমাদের অবশ্যই রাশিয়ানদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে হবে এবং সে শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করতে হবে তাদের উপর, যারা আমাদের ধর্মীয় গোপন সভায় যোগদান করবে।

যেসব লোক আমাদের ধর্মীয় গোপন সভায় যোগ দিত তারা সকলেই পরম কৌতুহলী ও আগ্রহান্বিত হয়ে আমাদের কাজে সাহায্য করত।

কিন্তু যখন আমি ওদের মাঝে গেলাম, তখন আমার অলক্ষ্যেই আমি তাদেরকে মানসিক ভাবে দুইটি দলে ভাগ করে ফেললাম। তাদের অধিকাংশই কমিউনিস্টদের সাথে বাহ্যিক ভাবে মিশে মিথ্যে অভিনয় করতে সংকোচ বোধ করত। আমি যদি তাদেরকে কমিউনিজমের মধ্যে (মিথ্যে ভান করে) বাহ্যিক ভাবে অনুপ্রবেশ করার প্রস্তাব দেই, তাহলে তারা কি উত্তর দিবে, তা আমি জানতাম। তারা হয়ত আমাকে যুক্তি দেখাবে, ওদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে

আমাদের একটা বড় রকমের প্রতারণা পূর্ণ আচরণ করতে হয়, যা কোন মতেই ন্যায় সঙ্গত নয়।

দ্বিতীয় ছোট দলটি আমাকে যুক্তি দেখাল, সাধু পৌল আমাদেরকে ইহুদীদের নিকট ইহুদী, গ্রীকদের নিকট গ্রীক, হতে প্ররোচনা দিয়েছেন এবং এভাবেই প্রভুর কাজে জয়ী হওয়া যাবে বর্তমান পরিস্থিতিতে। এমনকি এই দলের মনোনীত কয়েকজন আমাদের দৃঢ় আত্ম-বিশ্বাসের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। তারা একবার সম্মতি দিয়েছিল তাদের ও আমাদের সাথে তাদের একাত্মতা অক্ষুন্ন রাখতে অরক্ষিত অবস্থায় তারা গোপন মণ্ডলী ত্যাগ করতে পারবে না। গোপন মণ্ডলীর সদস্যদের মধ্যে শতকরা মাত্র একজন জানত, আমরা কি করতেছি। আমাদের নিরাপত্তার জন্যই আমরা এত কঠোর গোপনীয়তার মধ্যে ধর্মীয় কাজ করতাম।

আমাদের কাজ দেখে পাষ্টর গ্রেক্যূ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। কারণ সন্তানেরা যখন বিরাট ঝুঁকি পূর্ণ কাজ করত, তখন পিতা মাতারা তা জেনেও কোন অভিযোগ করত না। আমাদের গোপন মণ্ডলীর ধর্মীয় প্রচার কাজ এমনই ঝুঁকি পূর্ণছিল যে, কমিউনিস্টরা জানতে পারলে কঠোর শাস্তি দিবে এবং জেলে পুরবে, একথা জেনেও পিতা মাতারা সন্তানদের বাঁধা দিত না।

আমি বলতাম, যখন আমি স্কুলে পড়াশুনা করতাম তখন ক্লাশে আমাদের সব সময় মহান রাজা স্তিফানের বিষয়ে বলা হত। একবার তিনি যুদ্ধ থেকে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে ফিরে এলেন। যখন তিনি তাঁর প্রাসাদের গেটের কাছে এলেন, তাঁর মা তাকে বললেন, 'কে' তিনি জবাব দিলেন, 'মা! আমি তোমার ছেলে স্তিফান'। তার মা উত্তর দিলেন, 'তুমি আমার ছেলে স্তিফান হতেই পার না। কারণ আমার ছেলে স্তিফান হলে তুমি যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৈন্যদের ফেলে রেখে প্রাণ বাঁচাতে একা পালিয়ে আসতে পারতে না। আমার ছেলে স্তিফান যুদ্ধ যতক্ষণ চলে, ততক্ষণ যুদ্ধক্ষেত্রেই অবস্থান করে এবং যুদ্ধ করে। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ফিরে আসে না। আমি আমার সেই ছেলেকে চিনি অন্য কোন স্তিফানকে চিনি না'। আমি অনেক মা-কে চিনি যারা এই রকম আদর্শেই বড় হয়েছেন।

ঃ 'তারা অবশ্যই শ্রদ্ধেয়া মহিলা।'

ঃ 'আমি জানি, যে সব মায়েরা এখানে আসেন তারা কিভাবে এই রকম অনুভূতি সম্পন্ন হন। যদি কমিউনিস্টরা প্রমানসহ আমাকে বলে যে রিচার্ড এখন মৃত ওদের নির্মম অত্যাচারে জেল খানায় মৃত্যুরবণ করেছে তবুও স্বাভাবিক ভাবেই আমি খুব বেশি দুঃখিত হব না; বরং তার জন্য গর্ব অনুভব করব। কারণ আমার মনে হবে, 'আমি এমন একজন মহান স্বামীর স্ত্রী, যিনি সত্যের জন্য মারা গেছেন'।

এই রকম আত্মিক অনুভূতি আমাদের মধ্যে দিন দিন প্রসার লাভ করল। যদি একজন মা- *'দেশের জন্য যুদ্ধ করে তার ছেলে মারা গেছে'*, এজন্য গর্ব করতে পারে, তাহলে *'যীশু খ্রীষ্টের জন্য পুত্র মৃত্যুবরণ করে শহীদ হয়েছে'* এই সংবাদে আরো কত বেশি গর্ব করতে পারে।

পাষ্টর গ্রেক্যূ মুখায়বে বিরক্তি ও তিক্ততার ভাব নিয়ে মুচকি হাসলেন ঃ 'সত্যের জন্য মরার রীতিটা অবশেষে দ্রুত চালু হয়ে যাবে এবং এখানে একটা সাক্ষ্যমরের দেশ হয়ে যাবে।'

জিনেতা বললঃ 'হ্যাঁ অনেক সাক্ষ্যমরের ঘটনা ঘটবে।'

'গ্রেক্যূ উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর পুরাতন জীর্ণ স্যূটের পকেট থেকে টুকরা টুকরা কি যেন ঝেড়ে ফেলে দিয়ে দ্রুত চলে গেলেন।'

মারিতার একজন বান্ধবী ছিল। মেয়েটি ছিল খুব চমৎকার ও রূপসী। সে প্রাদেশিক একটা শহরে বাস করত। আমি তাকে ট্রুদি বলে ডাকতাম। তার বয়স ছিল আঠার বছর। তার মাথায় ছিল ঘন কালো একরাশ সুন্দর ফুর ফুরে চুল। আর চোখের দৃষ্টিতে ছিল একধরণের উজ্জ্বল খুশির ঝিলিক।

যখন সে আমাদের এখানে বেড়াতে এসেছিল, আমি তাকে বলেছিলামঃ 'জেলখানায় গার্ডেরা আমাদের প্রহার করার আগে বলত, "তুমি সত্যের জন্য মরে শহীদ হতে চাও? তাহলে এখনই তোমাদের সেই সুযোগ এসেছে এবং কষ্ট পাওয়ারও।" আমাদেরকে তারপর নির্মম ভাবে প্রহার করা হত। কিন্তু একদম খারাপ অবস্থায় ও চরম নির্যাতনের সময়েও আমাদের মধ্যে আনন্দ জেগে উঠত এই কথা ভেবে যে, আমাদের এই কষ্টভোগ যীশুর জন্য। প্রাথমিক যুগের খ্রীষ্টিয়ানদের মত নিজেদেরকে মনে হত। কিন্তু আজ আমাদের এখানে সেই রকম মনের অবস্থা ও অনুভূতি দূরে চলে গেছে। ট্রুদি! তুমি আমাদের এখানে আমাদের সাহায্য করতে পার।

আমার কথা শুনে সে তার পিঙ্গল বর্ণের চোখ দুটি দিয়ে আমার দিকে তাকাল। ট্রুদি একদম শান্ত ও বুদ্ধিমান মেয়ে। সে প্রভুর জন্য কাজ করতে ভয় পেত না। সে তার লম্বা ও বলিষ্ট হাত দিয়ে ধীরভাবে সতর্কতার সাথে দরজা বন্ধ করত এবং আমাদের গোপন ধর্মীয় সভায় আগত লোকদের উৎসাহ দিতঃ 'আপনারা ভয় পাবেন না। এখানে এমন একজন আছে যে কখনো সহজে ভাঙ্গবে না।' ট্রুদি একটি বৃহৎ পরিবারের সবচেয়ে বড় মেয়ে ছিল। যেই পরিবারের জন্য সেই ছিল সবকিছুর যোগানদাতা, সেবাকারী এবং অভিভাবক।

আমি ব্যাখ্যা করে বলতাম যে, আমি তাকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি। আমরা কিভাবে এটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে পারি যে এমন একটা মেয়ে কমিউনিস্টদের যুব সংগঠনে যোগদান করে।

এই মেয়েটির মত আমাদের দৃঢ় আত্ম বিশ্বাস ও সাহস থাকা আবশ্যক।

তখন আমাদের মধ্যে কিছু নতুন বিষয় উপস্থিত হয়েছিল। এটা হয়ত বা একটি আশ্চর্যজনক সুযোগ হতে পারে। গোয়েন্দা বিভাগে কর্মরত একজন কর্ণেল- তার নাম শারক্যান্যূ তার সার্জেন্টকে একজন মেয়ের খোঁজ দিতে বলেছিলেন, যে মেয়ে সাহসের সাথে তার বাড়িতে কাজ করতে পারবে। কর্ণেলের বাসাটা ছিল বিরাট বড় এবং শহরের মধ্যে সবচেয়ে ভাল বাসাগুলির একটা ।

তার স্ত্রী ছিল অমিতব্যয়ী ও অসংযমী এবং হাবাগোবা ধরণের। কিন্তু যথেষ্ট দয়া ছিল তার মধ্যে। আমি ট্রুদিকে বললাম, 'তুমি যদি ঐ বাড়িতে কাজ করতে যাও তাহলে তার অফিসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পারবে যা আমাদের সাহায্য করবে।

সে কথা বলল না এবং তার মুখমণ্ডলে কোন পরিবর্তনের আভাষ দেখা গেল না। কিন্তু তার উজ্জ্বল বাদামী চোখ দুটিতে মৃদু খুশির ঝিলিক খেলে গেল।

আমি বলতে থাকলামঃ 'তারা কোন কিছু সন্দেহ করবে না। সার্জেন্ট কর্ণেলের স্ত্রীকে বলেছে, যে মেয়ে কাজ করতে আসবে সে তাদের দলের লোক অর্থাৎ কমিউনিস্ট। কেউ জানবে না যে তুমি খ্রীষ্টিয়ান।'

ঃ 'আমাকে কি করতে হবে। কি করলে আপনাদের সাহায্য করতে পারব?'

ঃ 'প্রথম অবস্থায় কিছুই করতে হবে না। প্রথমে ঘরের পরিস্থিতিটা অনুভব করবে। সবকিছু জানতে চাইবে। আমি একটা বিষয় লক্ষ্য করেছি যে, মানুষ সাধারণত তার দুঃখকষ্ট, সমস্যার কথা বলতে পছন্দ করে। তুমি এভাবে অনেক কিছু জানতে পারবে। গভীর আগ্রহ নিয়ে গোপনীয় সবকিছু জানতে চাইবে।'

ট্রুদি হাসল, সে কিছু সময় চিন্তা করল, তারপর রাজী হল।

একদিন সন্ধ্যা বেলায় পাষ্টর গ্রেক্যু আমাকে বললেনঃ 'বাইবেলে কৌতুহলদ্দীপক একটা অনুচ্ছেদ পেয়েছি। যোহন লিখিত সুসমাচারের, যেখানে যোহন শত্রুদের ভিতর অনুপ্রবেশের এক প্রকার ঘটনার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

যেমন বাইবেলে আছে, শিমন পিতর এবং আর একজন শিষ্য যীশুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। সেই শিষ্য মহাযাজকের পরিচিত ছিলেন এবং যীশুর সহিত মহাযাজকের প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু পিতর বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অতএব মহাযাজকের পরিচিত শিষ্য বাহিরে আসিয়া দ্বার রক্ষিকাকে বলিয়া পিতরকে ভিতরে নিয়ে গেলেন।'

যুবকদের মধ্যে কয়েকজন কমিউনিস্টদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে আপত্তি জানাতেন। পাষ্টর গ্রেক্যু তাদেরকে পরামর্শ দিয়ে কিছু কথা বলে আমাদের গোপন কাজ শুরু করাতেন।

আমি কয়েকজন মেয়েকে কমিউনিস্টদের যুব সংগঠনে যোগদান করার জন্য পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু পাষ্টর গ্রেক্যু-কে তাদের নাম জানতে দেইনি। সরকার নিয়ন্ত্রিত চার্চের পাদ্রী আমাদের চার্চের উপাসক মণ্ডলীর বিষয়ে গোপন সংবাদ দিতে সংবাদ দাতাকে অবিরাম চাপ দিত। তাই কোন্ কোন্ মেয়েকে আমাদের পক্ষে কাজ করার জন্য কমিউনিস্টদের যুব সংগঠনে যোগদান করতে পাঠিয়েছিলাম তাদের কথা গ্রেক্যু-কে না জানানোই ছিল সর্বোত্তম পন্থা। সময়টা এমন ছিল যে কাউকেই বিশ্বাস করা যেত না।

এই বিরামহীন গুপ্তচর বৃত্তির দ্বারা কমিউনিস্টদের ভেতরের তথ্য জানতে গিয়ে আমরা দুঃখদায়ক কিছু ঘটনা দেখেছি।

একবার আমাদের রুমে এসে মিহায়ের আন্টি এলিস জানতে চাইল, বাইবেলে বলা আছে যে, 'সমস্ত কিছুই ভাল-র জন্য। একযোগে কাজ করতেছে।' 'কিন্তু কি রকম ভাল, আমি কি গুপ্তচরদের দ্বারা কমিউনিস্টদের আঘাত হানতে পছন্দ করেছিলাম? সেই দিনগুলোতে আমি মুখ খুলতেও পরতাম না।'

প্রথম অবস্থায় আমি উত্তর দিতে পারলাম না। তাদের দ্বারা যে ভয়ানক ক্ষতি হয়েছে, আমি কেবল তাই ভাবলাম। তাছাড়া এই বিষয়টা আমাকে দুঃশ্চিন্তার মধ্যে ফেলে দিল। সেই রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি ভাবলাম, এর মধ্যে আধ্যাত্মিক তাৎপর্য রয়েছে।

আমাদের সংবাদদাতারা বলেছিলেন, 'যতক্ষণ আমরা জীবিত থাকব ততক্ষণ বিরামহীন প্রভুর পক্ষে কাজ করে যাব। আমরা যা বলি ও যা করি সব কিছুই স্বর্গদূতেরা পর্যবেক্ষণ করতেছে; কিন্তু স্বর্গদূতদের আমরা দেখতে পারি না, তাই আমরা অনেক সময় সতর্ক থাকি না।'

আমাদের গুপ্তচর বন্ধুরা এই শিক্ষা স্মরণ করিয়ে দিল যে, 'আমাদের প্রত্যেক কাজ এবং প্রত্যেক প্রতিক্রিয়া স্বর্গদূতেরা পর্যবেক্ষণ করতেছে এবং ঈশ্বর তা হিসাব করে রাখছেন।'

আমি আমার নিজস্ব পদ্ধতিতে নিজেকে রক্ষা করে চলতাম এবং আমাদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পরিকল্পনা ও গোপন খবর জানার চেষ্টা করতাম। গোয়েন্দা পুলিশের দালাল লোকেরা যীশুতে বিশ্বাসী এই রকম ভান করে আমাদের বাসায় আসত। এরকম লোক আসলে প্রথম অবস্থাতেই সহসা সন্দেহ করে বসতাম।

একবার ওলটেনি স্ট্রিট এ একটি লোক আমার পথ রোধ করে দাঁড়ালো।

ঃ 'মাফ করবেন, আপনি কি সিস্টার সাবিনা ওয়্যার্মব্রান্ড?'

ঃ হ্যাঁ! কিন্তু আমি আপনাকে কোথাও দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।'

'আমাকে আপনি কার্ণাভোদাতে দেখেছেন। আমি শ্রমিকদের ৪নং সেলে ছিলাম। সেখান থেকে ক্যাপ মিডিয়াতে চলে যাওয়ার পূর্বে একমাস সময়ের মধ্যে আপনাকে কয়েকবার দেখেছি। আপনি আমাদের বিরাট উপকার করেছিলেন। খ্রীষ্টের বিষয়ে আপনার কথাগুলি না শুনলে আমরা প্রভুর কাছে আসতে পারতাম না। প্রভুকে জানতে পারতাম না।'

লোকটা আমাকে কিছু অতিরঞ্জিত প্রশংসা করল। যখন আমরা পাশাপাশি হাঁটছিলাম, আমি তাকে কর্ণাভোদা সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করলাম। আমার প্রশ্নের যে উত্তর দিল তা ছিল সম্পূর্ণ অবান্তর। আমি নিশ্চিত হলাম লোকটা সেখানে কখনো ছিল না। কিন্তু আমি লোকটাকে দূর করতে পারলাম না।

লোকটা আমার কাছে জানতে চাইল, আমি কোথায় থাকি, কিভাবে জীবন যাপন করছি, কি কাজ করি এবং এরকম আরো অনেককিছু।

তারপর সে আমাকে বললঃ 'আপনি জানেন, আমি একজন খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসী। জেলখানায় আমি খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছিলাম।'

একজন খ্রীষ্টিয়ান সম্পর্কে সে এলোমেলো তথ্যপূর্ণ একটা বানানো গল্প বলল। খ্রীষ্টিয়ান লোকটা নাকি তার বাল্যকাল থেকে লালিত নাস্তিক ধ্যান ধারণা ও বিশ্বাস পরিবর্তন করে খ্রীষ্টিয়ান হতে প্ররোচনা দিয়েছিল।

অনেক কথা বলে শেষে আমার বাড়ি আসতে চাইল। আমি তাকে আমাদের বাসায় আসতে আমন্ত্রণ জানালাম।

লোকটা একদিন সত্যি আমাদের বাসায় আসল। অনেক কথা বলার পর সে আমার রাজনৈতিক অনুভূতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা শুরু করল। প্রসঙ্গ পাল্টাতে তাই আমি তাকে আমার নিজস্ব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলাম।

ঃ 'আপনি কি বাইবেল পড়েন?'

ঃ 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি প্রায়ই বাইবেল পড়ি।'

ঃ 'হয়ত আপনি বাইবেল থেকে আমাদের একটা অংশ পড়ে শুনাতে চান .....।' আমি তাকে একটা বাইবেল দিলাম। মিহায়, জিনেতা, মারিতা, পিটার এবং একজন মহিলা সেখানে ছিল।

সে গীতসংহিতা থেকে একটা অংশ পড়ে শুনাল। তারপর সে পবিত্রতার ও ধার্মিকতার ভান করে কয়েকটি কথা এর সাথে যোগ করল।

ঃ 'আসুন আমরা প্রার্থনা করি। আপনি কি আমাদের প্রার্থনা পরিচালনা করবেন?'

তারপর আমরা তার চারপাশে হাঁটু গেড়ে বসলাম এবং সে প্রার্থনা করবে এজন্য অপেক্ষা করে রইলাম। সে কিভাবে প্রার্থনা করবে ভেবে পেল না।

একটু পরে বিড় বিড় করে কয়েকটি বাক্য উচ্চারণ করল তারপর থেমে গেল। সে লজ্জায় লাল হয়ে গেল। তার নকল পরিচয় ধরা পড়ল। অনেক্ষণ নিরব থাকল। কি বলবে, কিছুই ভেবে পেল না। সে বুঝে গেল তার চালাকীর ব্যাপারে আমরা সবাই সজাগ হয়ে গেছি এবং সে যে ভন্ড তা আমরা জেনে গেছি।

আমরা সবাই নিরব ছিলাম। অবশেষে জিনেতা মুখ খুলল। খুব রাগের সাথে বললঃ 'কি কারণে তুমি এমন ভন্ডামী করতেছ! যদি এসব ভন্ডামী পরিত্যাগ কর, তাহলে দয়া পেতে পার।'

রিচার্ড ১৯৩৮ সালে অর্থাৎ যে বছর আমি খ্রীষ্টকে গ্রহণ করি, আমাকে একটা বাইবেল দিয়েছিল। বাইবেলটিতে প্রত্যেক পৃষ্ঠার পরে নোট লেখার জন্য সাদা পাতা ছিল। খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার প্রথম বৎসরগুলোতে আমরা প্রায়ই দুইজনে একত্র হয়ে বাইবেল পাঠ করতাম এবং বাইবেল নিয়ে গবেষণা করতাম। তারপর খালি জায়গায় আমাদের চিন্তা-ধারা, মন্তব্য এবং আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লিখে রাখতাম, যাতে পরবর্তীতে কোন সময় মূল্যবান কথা এবং সৃষ্টিগুলো একটা সম্পূর্ণ বই হয়ে উঠে। দেশের সব জায়গার জীবিত এবং মৃত বন্ধুদের স্মৃতি এবং অভিজ্ঞতায় নোটের পাতাগুলি ভরে উঠে ছিল।

নোটের মধ্যে আমার অনেকগুলি মন্তব্য ছিল ব্যক্তিগত ধারণা সংগ্রহ। এবং ইহা হয়ে উঠেছিল একটি আন্তরিকতা শূন্য সন্দেহ মূলক প্রবন্ধের মত। কিন্তু আমি যখন বন্দী হই, তখন মিহায় নোটগুলি উদ্ধার করে সংরক্ষণ করেছিল।

রিচার্ডের যেসব ধ্যান ধারণা আমি আগে লিখে রেখেছিলাম বাইবেলটি খুললেই আমি সেগুলি দেখতে পেতাম। তখন আমার রিচার্ডের কথা মনে পড়ত, মনে হত রিচার্ড ঘরের ভিতরই আছে এবং আমার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রিচার্ডের শক্তিশালী উপস্থিতির অনুভূতি আমার মধ্যে কাজ করত। আমার মনে হত রিচার্ড আমার উপরে ঝুঁকে আছে, আমাকে উৎসাহ দিচ্ছে, সাহস যোগাচ্ছে এবং সান্তনা দিচ্ছে। আমি আমার মধ্যে রিচার্ডের উপস্থিতির কল্পনাগুলি লিখে রাখতাম। যখনই আমি বাইবেল খুলতাম, তখনই আমি রিচার্ডের সাথে কাটানো আনন্দের সেই বৎসরগুলিতে চলে যেতাম। বাইবেলটি পুরাতন হয়ে গিয়েছিল এবং ছিঁড়ে গিয়েছিল, তবু তেরটি বৎসর আমি এটা আমার কাছে রেখেছিলাম। কারণ এটা ছিল আমার কাছে বিরাট বড় সম্পদ। আমার সবকিছুর চেয়ে এর মূল্য বেশি ছিল, কেননা এর মধ্যে রিচার্ডের স্মৃতি রয়েছে।

তখন রুমানিয়াতে বাইবেল দুস্প্রাপ্য ছিল। অনেক লোক আমাদের বাসায় আসত বাইবেল শুনতে। অন্য কোথাও আমাদের গোপন মণ্ডলীর মিটিং করতে আমি স্বাচ্ছন্দ অনুভব করতাম না। আমি ঈশ্বরের কোন পরাক্রম কার্যের ও আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহের প্রত্যাশায় ছিলাম এবং শহর ছেড়ে যেতে কাউকে অনুমতি দিতাম না।

কিন্তু মিহায় প্রকাশ্য ও গোপন উভয় সভায়ই যোগদান করত। মিহায় যাদের নিয়ে সভা করত, তারা নিজেদেরকে 'কমিউনিস্ট' এই ছদ্ম পরিচয় দিত। ধর্মীয় সভাকে তখন গোয়েন্দা পুলিশের লোকেরা পার্টির মিটিং মনে করত। এভাবে ছদ্ম আবরণে ধর্মীয় সভা মাঝে মাঝে প্রকাশ্যেও সংগঠিত হত। প্রায় তিরিশ জন যুবক, যুবতী ওদের মধ্যে যাদের বড় ফ্লাট আছে, তার যে কোন একটি বাড়ির ছাদের উপরে গিয়ে হাজির হত। পপ সংগীতের সুর উচ্চ শব্দে ধ্বনিত হত। রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা পথচারী দেখত যে ওরা সুরের তালে তালে নাচতেছে। কিছু সময় পর রের্কড প্লেয়ারের সুইচ অফ করে দেয়া হত। কোন একজন সুসমাচারের বিষয়ে কথা বলা শুরু করত। তারা নাটকের মত অভিনয় করত। তারপর তারা আরো কয়েকটি রের্কড চালু করত এবং পার্টির উদ্দীপনা সংগীতের সুর বাজাত যাতে প্রতিবেশীরা মনে করে যে ওখানে পার্টির মিটিং হচ্ছে।

রবিবারে যখন প্রার্থনা সভা শুরু হত তখন রের্কড প্লেয়ার বাজানো হত। পার্টির সংগীতের সুর উচ্চ স্বরে বাজার মুহূর্তে বাইবেল পাঠ, ধন্যবাদ, প্রার্থনা সারা হত। বাইরের লোক এসব শুনত না তারা কেবল রের্কড প্লেয়ারের বাজনা শুনত এবং আমাদের সন্দেহ করতে পারত না। গোপন মণ্ডলী পরিচালনার জন্য যে কোন পন্থা আমরা কাজে লাগাতে সচেষ্ঠ হতাম। যদি আমাদের প্রার্থনা সভা চলাকালীন সময়ে কেহ এসে যেত তখন দরজায় পাহারায় নিয়োজিত আমাদের কোন সদস্য একটা বিশেষ সংকেত দিত, আমরা সাথে সাথে সতর্ক হয়ে যেতাম। তখন আমরা কমিউনিজমের গান গাইতাম, পার্টির বিষয়ে কথা

বলতাম। এভাবে গোপন তথ্য জানার জন্য কেউ আসলে সে দেখতে পেত আমরা পার্টির মিটিং করতেছি।

এই সব কিছুই আমাদের ধর্মীয় সেবাকাজে প্রগাঢ় আবেগ সৃষ্টি করে দিয়েছিল। আমরা যা করতাম, তার পরিকল্পনা আগে থেকেই করে রাখা হত। আমাদের ধর্মীয় সভা কোথায়, কখন সংগঠিত হবে এবং আমাদের সভা চলাকালীন সময়ে কেহ গোপন তথ্য নিতে আসলে কোন্ বিশেষ শব্দ সংকেত পেয়ে আমরা সতর্ক হব তা পূর্বেই নির্ধারণ করে রাখা হত। আমরা যেভাবে প্রার্থনা করতাম মুক্ত বিশ্বের কোন মণ্ডলীতে হয়ত সেই পদ্ধতি অপছন্দ হতে পারে। কিন্তু আমাদের গোপন মণ্ডলীতে মুক্ত বিশ্বের কেহ যদি ধর্মের প্রচার করতেন, বাইবেল পাঠ করতেন বা ভাষণ দিতেন, তিনি এটা ভেবে নিতেন যে, হয়ত এটাই তার জীবনের শেষ বাইবেল পাঠ, প্রচার বা ধর্ম ভাষণ- কারণ হঠাৎ যদি কোন ক্রমে কমিউনিস্ট গোয়েন্দা বিভাগের লোক জানতে পারে যে ধর্ম সভা হচ্ছে, তাহলে তাকে অবশ্যই জেলে যেতে হবে অথবা মেরে ফেলাও হতে পারে।

আমাদের অধিকাংশ পাষ্টর সরকার নিয়ন্ত্রিত চার্চের সদস্য হয়েছিলেন। কারণ এতে তারা যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে অবাধে প্রচার করতে পারত এবং কমিউনিজমের ধ্যাণ ধারনায় ভ্রান্ত পথগামী তরুণ-তরুণীদের নিকট যীশুর বাণী পৌছাতে পারার এটাই ছিল একমাত্র পথ। কমিউনিস্টদের তথাকথিত 'ধর্মীয় স্বাধীনতা'র নামে ধর্মের প্রতি ঠাট্টা বিদ্রুপ ও ধর্মীয় কাজে সরকারী নিয়ন্ত্রনের সম্মুখীন হয়েও তারা গোপন মণ্ডলীর কার্যক্রম চালিয়ে যেতে লাগলেন। চার্চে কি বলা হল, এর প্রতিটি বাক্যের উপর রিপোর্ট পেশ করতে তারা আইনত বাধ্য থাকতেন।

মিহাই আমাদেরকে সম্প্রতি শুনা একটি কৌতুক বললঃ 'গৃহায়ন ও গনপুর্ত মন্ত্রী একটি আদেশ জারি করেছেন যে, নতুন ব্লকের ফ্লাটগুলির দেয়াল বিশেষভাবে সরু আকৃতিতে তৈরী করতে হবে যাতে এক বাসার লোকজন অন্যবাসার লোকজনের গোপন সংবাদ নিতে পারে এবং সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করতে পারে।'

কিন্তু এটি কি আসলে কৌতুক ছিল?

ধর্মীয় সভাগুলোতে আমাকে প্রায়ই আমার জেলখানায় বন্দী জীবনের কথা জিজ্ঞাসা করা হত। প্রথম অবস্থায় আমি এ বিষয়ে বেশি কিছু বলতে পারতাম না।

আস্তে আস্তে মিহায় আমাকে এ বিষয়ে বলতে প্ররোচিত করল। যখন সে জানল, কি ভাবে আমাকে প্রহার করা হত, এবং প্রানে বেঁচে থাকতে ঘাস খেতে বাধ্য করা হয়েছিল- তখন মিহায় আমাকে জিজ্ঞাসা করলঃ এত কিছুর পরেও ধর্মের পথ ছেড়ে না দিয়ে, যীশুকে অস্বীকার না করে কিভাবে এসব সহ্য করতে পেরেছিলে ?'

মিহায়ের কথা শুনে আমি হিব্রু ভাষায় তাকে এক অদ্ভুত উত্তর দিয়েছিলাম যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকের ৫৩ অধ্যায় থেকে। হিব্রু ভাষায় আশ্চার্য জনক ভাবে ভবিষৎতে সংগঠিতব্য ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয় বর্তমান কালে সংগঠিত ঘটনার বর্ণনার মত করে; যেন

যে সময়ে ঘটনাটির কথা বলা হচ্ছে সে সময়ে ঘটনাটি ঘটে গেছে। অথচ বর্ননাটি ভবিষতে সংগঠিতব্য কোন ঘটনার পূর্বাভাষ। যিশাইয় পুস্তকের ৫৪ অধ্যায়ে যীশু খ্রীষ্টের আগমন ও দুঃখভোগের বর্ননা করে ভবিষদ্বানী করা হয়েছিল যীশুর আগমনের ৮০০ বৎসর পুর্বে। সাধারণভাবে পড়লে মনে হবে ভাববাদী তার সময়ের কোন ঘটনারই বর্ণনা দিয়েছিলেন।

যখন যীশু ভাববাদী পুস্তক থেকে তার বিষয়ে লিখিত ভাববাদী পড়লেন, তখন থেকেই তার পূর্ণতা শুরু হল।

আমি আমার বন্দী জীবনের দুঃখ কষ্টের কথা ব্যাখ্যা করে বলার চেষ্টা করলাম ঃ 'খ্রীষ্টিয়ানদের আত্মায় সব সময় স্বর্গীয় আনন্দের উপস্থিতি থাকে। আত্মিক ভাবে আমি একটি স্বর্গীয় স্থানে রয়েছি, যেখান থেকে কেউ আমাকে সরাতে পারবে না। আমি যে নিদারুন যন্ত্রনা অতিক্রম করে এসেছি, সে গুলি কোথায়? অতীতে যে দীর্ঘ সময় আমি দুঃখ কষ্ট ভোগের মধ্যে কাটিয়েছি, তখনো ঈশ্বরের নৈকট্যের বাস্তব আনন্দ আমার মাঝে বিরাজমান ছিল।

এ আনন্দটা ছিল আমার মনের একটা অংশ যা কখনো টলে যায়নি।'

চরম দুঃখ দুদর্শা আমাদের সবার উপরেই এসেছে। একবার যখন আমাদের উপর চরম বিপর্যয় চরম আকার ধারণ করেছে, আমরা তা মানিয়ে নিয়েছি।

অনেক বৎসর পর রির্চাডের সাথে এবিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। সে বলেছে'এই একই উপায়ে আমি নিঃসঙ্গ কারা জীবনের চরম দুঃখের অবস্থায় ও ঈশ্বরের নৈকট্যের আনন্দ আমার মনের মধ্যে টের পেয়েছি।'

একমাস পর ট্রদি কর্নেল শ্যারক্যানু-র বাড়িতে নিজেকে অর্ন্তভূক্ত করে নিল। গোয়েন্দা পুলিশ অফিসারের সাথে সাক্ষাৎকার ও অনেক ফরম পূরনের পর সে আমাকে একটি জরুরী মেসেজ পাঠাল। সে আমাদের বাসায় একটুও আসত না, বরং Miss ল্যান্ডউয়ার-এর বাসায় গোপন বার্তা রেখে দিত।

মেসেজটা ছিল দুঃজনক/ ট্রদি কর্নেল শার্ক্যানূ-কে টেলিফোনে পাষ্টর নটোভিচ এর নাম করতে শুনেছে। এ ব্যাক্তটি প্রায়ই আমাদের গোপন ধর্মীয় সভায় আসতেন।

চ্যালেঞ্জ করে উক্ত পাষ্টর আমাদেরকে বললেনঃ 'আন্ডার গ্রাউন্ড চার্চের বিষয়ে গোপন সংবাদ দিতে কর্নেল শার্ক্যানূ আমার উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল এমন কি দীর্ঘকাল কারাদন্ডের ভয়ও দেখিয়েছিল। কয়েকদিন আগে আমি কর্নেলের কাজে সহযোগিতা করতে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, কিন্তু এখনো আমি কোন কিছুই বলিনি। কোন মন্দ সংবাদ দেইনি।'

পাষ্টর নটোকিচ গভীরভাবে লজ্জিত হয়ে বুখারেস্ট ছেড়ে প্রাদেশিক এক শহরে চলে গেলেন।

তারপর ট্রুদি একটি মেয়ে সম্পর্কে বার্তা পাঠাল যে, কর্নেল শার্ক্যানূ একই ভাবে তার কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রথম অবস্থায় মেয়েটি সব কিছু অস্বীকার করল। আমি আমার হাত মেয়েটির উপর রাখলাম। এবং বললাম-

'দয়াকরে, সত্যবাদী হও। আমরা জানি ওরা কি রকম চাপ সৃষ্টি করে আমাদের বিরুদ্ধে গোপন সংবাদ নিতে তোমাকে ব্যবহার করতে পারে। অনেকে এর আগে আমাদের সে সব কথা বলেছে-ওরা নিজেদের খেয়াল খুশিমত বলপ্রয়োগ করে তথ্য আদায় করে। কিন্তু আসলে কি ঘটেছে, তা তোমার প্রকৃত বন্ধুদের জানাতে নৈতিকভাবে তুমি দায়বদ্ধ।'

আমার কথা শুনে সে আবেগে ভেঙ্গে পড়ল, এবং আমার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, তারপর বলল ঃ

'আমি রাস্তা ধরে হাঁটতেছিলাম। তখন একটি গাড়ি আমার কাছে এসে থামল। দুজন লোক গাড়ি থেকে নেমে আমকে বলল" আমরা পুলিশের লোক. . . . . গাড়িতে উঠ।" আমাকে গাড়িতে উঠিয়ে কোন নিদিষ্ট জায়গায় নিয়ে গেল না, কেবল কয়েক ঘন্টা ধরে ঘুরাল। তারপর আমাকে বলা হল, আপনাদের বাসায় এবং চার্চে কি করা হয়, কি বলা হয় সে বিষয়ে যেন পুলিশ বিভাগে রির্পোট করি। তারপর তারা বলল, আমি যদি তাদের কথামত রিপোর্ট না করি তাহলে আমার ভংকর পরিনতি হবে। এবং আমার পরিবারের সবার উপরেও ভয়াবহ কিছু ঘটবে।

ওদের এরকম কথা শুনে রির্পোট পেশ করতে আমি সম্মত হয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করুন আমি শপথ করে বলছি, সত্যিকারভাবে ক্ষতিকর আপনাদের ব্যাপারে এমন কোন রিপোর্ট আমি পেশ করি নি।'

বার বার এরকম ভাবে ট্রুদি আমাদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ ও তথ্য পাঠাতে থাকল। তার প্রখর দৃষ্টি নিক্ষেপে কর্নেলের বাড়িটাকে সে গুপ্ত আশ্রয় স্থলে পরিনত করে নিল।

কর্নেল চেষ্টা করতে থাকল প্রকৃত লোকদের খোঁজে বের করতে এবং গ্রেফতার করতে। তিনি কমিউনিস্টদের উচ্চপদে পৌঁছে গেলেন। এই সুযোগে তিনি আনন্দ উপভোগ করতে লাগলেন। তারপর পরিবার নিয়ে পাহাড়ি এলাকা ও সমুদ্র ভ্রমন করে অবসর কাটাতে লাগলেন। ট্রুদি খুব বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠেছিল। তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে তার সমস্ত কাজের দায়িত্ব ট্রুদির উপর ছেড়ে দিলেন Miss শার্ক্যান্যু ট্রুদিকে ডাকত ঃ ' আমার ক্ষুদ্র ভান্ডার'।

মিস্ ল্যান্ডাউয়ার এর মধ্যদিয়ে একদিন একটি মেসেজ আসল। তাতে ট্রুদি লিখেছিল ঃ

'কেন আপনারা এখানে এই কর্নেল শাক্যান্যুর বাসায় একটি ধর্ম সভা করেন না'? কর্নেল এবং তার স্ত্রী অনেক দিন ধরে বাইরে আছেন। এখানে অনেক লোকজন ধরবে। তাছাড়া এখানে ধর্মসভা করলে কেহই সন্দেহ করবে না।'

হ্যাঁ, সত্যিই। ধর্মসভা করার উপযুক্ত জায়গাই বটে ! যে লোকটা খ্রীষ্টিয়ানদের বিরুদ্ধে গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করে তার বাড়িতে সভা হলে কে সন্দেহ করতে পারে ওখানে ধর্মীয় সভা হচ্ছে? একটি নিদিষ্ট সন্ধেবেলায় আমাদের গোপন মণ্ডলীর ১২ জন নেতাকর্মী এক এক করে

কর্নেল শার্ক্যান্যুর বাসায় গেলাম। ট্রুদি আমাদেরকে স্বাগত জানাল। সভায় সব কাজ ঠিকমত সম্পন্ন হল।

যতদিন কর্নেল বাইরে ছিলেন, ততদিন আমরা নিয়মিত ভাবে তার বাসায় গিয়ে নির্বিঘ্নে ধর্মসভা করে আসতাম।

ট্রুদি তার দুইরকম কাজ সুন্দরভাবে চালিয়ে গেল। এক. আন্ডার গ্রাউন্ড চার্চের কাজে সহায়তা করা, দুই. কর্নেল শাক্যানুর কাজ করা। সময় যতই গড়িয়ে যেতে থাকল আমাদের আরো অনেকেই এই রকম ডবল ভুমিকা পালন করা রপ্ত করে ফেলল। কমিউনিস্টদের প্রশংসা সুচক বিপ্লবী গান তাদের শিখতে হত। সত্যিকার কমিউনিস্ট হওয়ার ভান করে তারা বিপ্লবী গান শিখল। বাহ্যিকভাবে কমিউনিজমের একান্ত অনুরাগী এই অভিনয় করে বেশ সফলতা পেল। বেশ কয়েকজন উচ্চ পদের অধিকারী হল এবং প্রভাবশালী হল, এতে নির্বিঘ্নে আমাদের গোপন মণ্ডলীর কার্যক্রম সব রকম সন্দেহের উর্দ্ধে থেকে অপ্রতিরোধ্য গতিতে প্রসার লাভ করল।

রুমানিয়াতে সরকারী নিষেধাজ্ঞা ও চরম প্রতিকুল অবস্থার ভিতরে আন্ডার গ্রাউন্ড চার্চের কার্যক্রম চালানোর অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা লাভ করেছিলাম রাশিয়ার আন্ডার গ্রাউন্ড চার্চ থেকে, যেখানে তিরিশ বৎসর ধরে অত্যাচার নির্যাতনের মধ্যেও একান্ত গোপনে ধর্মীয় প্রচার কার্য চলছিল। যেখানে ভ্রাতৃবৃন্দ আমাদের বলেছিল, প্রতিকুল অবস্থার মধ্যে খ্রীষ্টিয়ানগণ কিভাবে তাদের অস্থিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল। তাই আমরাও শিখে নিয়েছিলাম এই রকম পরিস্থিতিতে কিভাবে দু-রকম অভিনয় করা হয়।

আমাদের এই রকম কাজের অবশ্যম্ভাবী কৃতকার্যতারও সম্মুখীন হয়েছিলাম। কারণ আমাদের কিছু সংখ্যক কর্মী কঠোর প্রচেষ্টা চালাত তাদের এই দুরকম জীবন প্রদর্শন করতে। অন্যান্যরা অত্যধিক সাহসী হয়ে উঠেছিল এবং এর ফলও পেয়েছিল।

আমাদের একজন কর্মী রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের ম্যানেজার হয়েছিল। গ্রন্থাগারটি ছিল কয়েক তলা বিশিষ্ট এবং বিশালাকার। তার কাজ ছিল সেখানে বাইবেল বা কোন ধর্মী বই রাখা যাবে না। বরং ঈশ্বরও ধর্মের বিষোদগার ও ঠাট্টা বিদ্রুপে পূর্ণ পাঠ্য বই এর বিশাল ভান্ডার ছিল সেখানে। সে সব বই এ বাইবেলের অনেক পদের উদ্ধৃতি দিয়ে বাইবেলকে এবং ঈশ্বর ও ধর্মীয় বিশ্বাসের ধারণাকে অসার ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে ঠাট্টা বিদ্রুপ পূর্ণ যুক্তি তুলে ধরা হয়েছিল। অধিকাংশ পাঠক সেসব পড়ে কেবল হাসত। অনেক বই বিক্রি হত।

২৩শে আগষ্ট তারিখে ' স্বাধীনতা দিবস' উপলক্ষে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের প্রর্দশনী হল । অনেক উৎসুক দর্শকের ভীড় হল। কিন্তু যখন দেখা গেল লোকজন ক্রমশঃ গ্রন্থকেন্দ্রের চারপার্শ্বে ভীড় করছে, হাততালি দিচ্ছে এবং হাসচ্ছে, তখন গোয়েন্দা পুলিশ অফিসার শার্ক্যান্যু কৌতুহলী হয়ে ব্যাপার কি দেখতে ভীড় টেলে এগিয়ে গেলেন। এবং লক্ষ্য করলেন ভিক্টর হুগো-র বিখ্যাত পুস্তক 'ল্যা মিজারেবল' এর সস্তা সংস্করণের একটি বিজ্ঞাপনী পোষ্টারের প্রতি। আমি নিরব থাকলাম, এবং তার দিক তাকিয়ে রইলাম। পোষ্টারটিতে পরিষ্কার বড় বড় কালো অক্ষরে বইটির নাম লেখা আছে ঃ LES MISERABLES.

তারপর তিনি এই বইটির বিজ্ঞাপন টাঙ্গানোর জন্য এবং এ রকম একটি বই জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রে রাখার জন্য ম্যানেজারকে 'গ্রেফতার করলেন এবং তাকে শ্রমিক কলোনীতে পাঠিয়ে দিলেন।'

তৃতীয় অধ্যায়
রিচার্ডের মুক্তিলাভ ও পুনরায় গ্রেফতার হওয়া

জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার তিন মাস পর আন্ত:মন্ত্রনালয়ের একজন পদস্থ্য কর্মকর্তা আমি ছোট স্যাঁতস্যাঁতে ঘরে বাস করতেছিলাম, সেখানে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এলেন। লোকটা ছিল মোটাসোটা গড়নের। মাথাভর্তি মাঝখানে সিথিঁকাটা লম্বা কালো চুল, আর তার কণ্ঠস্বর ছিল গুরুগম্ভীর। লোকটা একটা ব্রিফক্যাস নিয়ে এসেছিলেন। ব্রিফক্যাসটা কাগজপত্রে এমনভাবে ঠাসাঠাসি করে ভর্তি করা হয়েছিল যে, প্রায় ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। লোকটা এসেই গড় গড় শব্দে কথা বলতে লাগলেন।

ঃ 'তুমি কি একজন মা? কিন্তু তুমি কি প্রকার মা হতে পেরেছ? তুমি কি আদৌ তোমার ছেলের তত্ত্বাবধান করতে পেরেছ? তুমি তোমার ছেলের ভাল শিক্ষা গ্রহনের সুযোগ করে দিতে পেরেছ? তুমি কি ভাল বেতনে তোমার ছেলেকে ভাল একটা চাকুরী করতে দাওনি; এবং রাষ্ট্রীয় পেনশন ও রেশন পাওনি? অবশ্যই পেয়েছ। তাহলে তোমার নাম বদলাও নি কেন, এতগুলি রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা ভোগ করার পরও তোমার নাম সাবিনা ওয়্যার্ম ব্রান্ড থাকে কিভাবে? একজন রাষ্ট্রদ্রোহী রাজবন্দী লোকের সন্তানের মা হিসাবে নিজেকে পরিচয় দিতে সাহস পাও কিভাবে !'

লোকটা অযথাই এমন গালভরা বক্তব্য দিয়ে চেঁচাতে থাকল কয়েক মিনিট ধরে। আমি নিরব থাকলাম, এবং তার দিকে থাকিয়ে রইলাম। অবশেষে আমি তার আসল কথাটা জানতে পারলাম।

আসল কথাটা হল রির্চাডের সাথে আমার 'বিবাহ বিচ্ছেদ'। লোকটার এসব কথার অর্থ হল একজন রাজবন্দীর সাথে আমার বৈবাহিক বন্ধন যেন আমি ছিন্ন করি।

ঃ একজন পাল্টা বিপ্লবী রাজবন্দী, যার সাথে আর কোন দিন দেখা হবে না , তার সাথে কেন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকছ ? তোমার মত একজন বুদ্ধিমতী মহিলা রাষ্ট্রীয় একজন শত্রুর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো উচিৎ একথাটি তোমার সাধারণ জ্ঞান দিয়েই তুমি বুঝতে পারবে। যদি তুমি এখনই ওয়্যার্ম ব্রান্ডের সাথে বিবাহ বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত না নাও, তাহলে অবশ্যই পরে এরকম সিদ্ধান্ত তোমাকে নিতে হবে। কত কাল তুমি অন্ধ মোহে নিবোধ অবাধ্য একজন রাষ্ট্রদ্রোহীর জন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকার চিন্তা করতে পারবে ?

লোকটা তর্জন গর্জন করে মন ভুলানো তোষামুদে মিষ্টি কথায় আমার ও রির্চাডের ভাগ্যের চরম পরিনতির হৃদয় বিদারক দৃশ্যের বর্ননা করল।

ঃ ভালবাসা ! এই শব্দটাকে ভুলে যাও। একজন রাষ্ট্রদ্রোহী ব্যক্তি তোমার স্বামী হলেও তার প্রতি ভালবাসা বা আবেগ দেখানো তোমার উচিৎ নয়।

ভালবাসা একটি সেকেলে শব্দ, বর্তমান পৃথিবীতে এর কোন মূল্য নেই। ভালবাসা একপ্রকার জঘন্য নোংরামী ও ফালতু বিষয়ের নাম। বর্তমানে এর কোন অস্থিত্ব নেই। তোমার এই মুহূর্তে একটি নতুন স্বামী দরকার। এবং তোমার ছেলের জন্য নতুন পিতা দরকার। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পাল্টা বিপ্লবের মনমানসিকতা সম্পন্ন একজন বন্দী লোকের জন্য তোমার এবং তোমার ছেলের কোন ভালবাসা থাকতে পারে না।

আমি ভাবলাম লোকটার (এমন) কথার কড়া জবাব দেইঃ আমার বাসায় দাঁড়িয়ে আমাকে এমন কথা বলা সাহস পেলেন কিভাবে।

কিন্তু আমি ভাবলাম আমার চুপ থাকাই উচিৎ। কারণ আমার চুপ থাকাটাই আমার জন্য সর্বোত্তম রক্ষার ব্যবস্থা হবে।

" তবু বললাম ঃ আমি আমার স্বামীকে শুধুমাত্র আমার সুখী ও আনন্দিত সময়ের জন্যই বিয়ে করি নি। আমরা দুজনে আত্মায় ও মনে চিরদিনের জন্য এক হয়েছিলাম । এবং আমদের জীবনে যাই আসুক আমি কোন অবস্থাতেই তার সাথে বিবাহের পবিত্র বন্ধন ছিন্ন করতে পারি নাই।"

সে লোকটা তবু আবো আধা ঘন্টা বিভিন্ন যুক্তি দেখাতে লাগল এবং আমাকে প্ররোচিত করার চেষ্টা করল। যাতে রির্চাডের সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নতুন স্বামী গ্রহন করতে আমি সম্মত হই। এবং এতেই যে আমার সব রকম মঙ্গল নিহিত তা বুঝানোর জন্য যুক্তির পর যুক্তি পেশ করতে থাকল। যতক্ষন পর্যন্ত লোকটা কথা বলতে ছিল আমি ততক্ষন কিছুই জবাব দিলাম না। আমি একেবারে চুপ রইলাম। এমন কি যারা থাকে তাদের কোন কিছুতে ঈশ্বরও বিরোধী হন না। অবশেষে এই লোকটা মাথা ঝাঁকালো, এবং বললঃ

শীঘ্রই হোক আর একটু দেরিতেই হোক তুমি আমাদের কাছে আসবে। তখন তুমি সব জানতে পারবে।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম । লোকটা শব্দ করে সিঁড়িবেয়ে নেমে গেল।

বন্দীদের স্ত্রীদেরকে বিবাহ বিচ্ছেদে সম্মত করার জন্য সবরকম প্রচেষ্টা চালিয়ে জোর পূর্বক তাদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়া হত। এতে তিন রকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হত। প্রথমত ঃ একজন বন্দী লোক যখন শুনত তার স্ত্রী তাকে পরিত্যাগ করেছে, তখন সে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ত। এভাবে তার জীবনকে ধ্বংস করা হত। দ্বিতীয়তঃ এভাবে কৌশলে এবং বল প্রয়োগে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন করে বন্দীদের স্ত্রীদেরকে কমিউনিস্ট জীবনে জড়িয়ে ফেলা হত। বিবাহ বিচ্ছেদটা আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হয়ে যায়, তখন মহিলারা তাদের স্বামীদের জন্য উদ্বিগ্ন থাকত। কারণ পরিস্থিতিকে তারা মেনে নিয়ে তাদের ভুলে যেতে হত। এবং এভাবেই কমিউনিস্ট পার্টির জীবন ধারা বিনা আপত্তিতে মেনে নেওয়া বা মেনে নিতে বাধ্য করা হত।

আমি বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো অনেক মহিলাকে দেখেছি যারা রাজনৈতিক কারণে বন্দী লোকদের উপহাস করে রচিত শ্লোগান আবৃত্তি করত। সব বন্দী লোকেরা এক সময় তাদের

স্বামী ছিল, ওদের ভালবাসত, এবং ওদের সন্তানকে ওরা পেটে ধারণ করেছিল। অথচ পরিস্থিতির শিকারে পরিনত হয়ে নিজ সন্তানের পিতা, একসময়ের প্রেমময় স্বামীকে উপহাস করতে হচ্ছে।

তৃতীয়ত ঃ এভাবে সংসার ভেঙ্গে দিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো মহিলাদের সন্তানদের পিতৃহীন করা হত। তারপর পিতৃহীন সন্তানদেরকে রাষ্ট্রীয় দয়া দেখিয়ে প্রতিপালন করা হত; যাতে, এসব পিতৃহীন সন্তানদেরকে শৈশব থেকে কমিউনিস্ট মতবাদে দীক্ষিত করা যায়।

সংসার ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য একটা কথাই দরকার হত যখন অফিসার বিবাহ বিচ্ছেদের আহব্বান করত তখন কেবল "হ্যাঁ" শব্দটা উচ্চারণ করা। তারপর সবকিছু তিনিই ব্যবস্থা করতেন তার কয়েকদিন পর মহিলাটি বন্দী স্বামীকে জেলখানায় মান্য সহবন্দীর সম্মুখে জানানো হত ঃ 'তোমার স্ত্রী তোমাকে পরিত্যাগ করেছে। এবং তোমার সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বন্দী লোকটি তখন ভাবতঃ 'এখন আমার প্রতি কে মনোযোগ দিবে? এখন কার কাছ থেকে ভালবাসা পাব? কমিউনিস্টদের নিকট যদি আমি নতি স্বীকার না করি তাহলে তো আমি একজন বোকা। ওরা যা বলবে তাতেই আমি স্বাক্ষর করব, তাই মেনে নেব , এবং এভাবেই আমি মুক্ত হতে পারব। যখন তাকে মুক্তি দেওয়া হত সাময়িক ভাবে, তখন সে ফিরে এসে দেখত ইতিমধ্যেই তার স্ত্রীর বিবাহ হয়ে গেছে। এবং অন্য একটি লোকের সন্তান পেটে ধারণ করছে। তখন সে দেখতে পেত তার ঘর এবং পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে।

আমি জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরে এসে এরকম যতগুলো দুঃখদায়ক ঘটনা দেখেছি, সেসব লিখতে গেলে একটা বই-এ সংকুলান হবে না।

জেলখানায় বন্দী অবস্থায় মহিলারা প্রায়ই বলত ঃ 'আমি কতই না হতভাগিনী ছিলাম, বাড়িতে থাকতে স্বামীর সাথে বিনা কারণে ঝগড়া করেছি। একবার যদি মুক্তি পেয়ে বাড়ি ফিরে যেতে পারি, তাহলে স্বামীকে খুব ভালবাসব !'

কিন্তু মুক্তি পেয়ে ফিরে এসে দেখত তার স্বামী জেলখানায় বন্দী। তার আবেগের সে সুর পাল্টে যেত। কমিউনিস্ট যুক্তিতে অভিভুত হয়ে বলতঃ 'কেন আমার স্বামীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাব না! সেতো বন্দী অবস্থায় সারাজীবন থেকে জেলের ভিতর পঁচে গলে মরবে। কেন তার জন্য অপেক্ষা করে আমার জীবনটা ধ্বংস হতে দেব। আমার ও জীবনে আনন্দ উপভোগের প্রয়োজন আছে। তাছাড়া একজন কয়েদীর স্ত্রীর পরিচয়ে থাকলে তো কোন কার্ড পাবনা। কার্ড না পেলে কাজ পাবনা। কাজ না পেলে খাবার পাব কেথায়? সন্তানদের খাওয়াব কি? তাই কমিউনিস্ট অফিসারের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর প্রস্তাবে নিজের সম্মতি সুচক "হ্যাঁ" শব্দটি উচ্চারণ করে ফেলত।

আমি এসব মহিলাদের উপদেশ দিয়ে বলতাম ঃ 'তোমরা তোমাদের বিবাহিত জীবনের সুখী ও আনন্দের মুহুর্তগুলি স্বরণ কর, স্বামীর ভালবাসার কথা স্বরণ কর। নতুন স্বামী গ্রহন করে সুখী হওয়ার যে প্রলোভন তোমাদের দেখানো হচ্ছে সে প্রলোভনকে জয় কর স্বামীর

ভালবাসার কথা স্বরণ করে,' তোমাদের বিবাহিত জীবনের' আনন্দঘন স্মৃতির কথা স্বরণ করে।'

আমার এসব ভাল উপদেশ প্রায় সব ক্ষেত্রেই বিফল হত। পরিস্থিতির চাপ এতটাই প্রবল ছিল যে তা থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব ছিল না।

কিন্তু আমি মাঝে মাঝে একটি সাধারণ কৌতুকের গল্পের আলোকে লোকদের বৈবাহিক জীবনের সমস্যার বিষয়টা অনুধাবন করতে চাইতাম। একটা পুরানো দিনের ইহুদী গল্প আমার মনে পড়ত।

ঃ 'মনের দুঃখে বিভ্রান্ত এক স্বামী একজন রব্বীর (বা ইহুদী সম্প্রদায়ের ধর্ম গুরু) নিকট গিয়ে স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাল, 'গুরু' আমি বিয়ে করেছি মাত্র তিনমাস হয়েছে। অথচ বিয়ের তিনমাস পরেই আমার স্ত্রী বাচ্চা প্রসব করেছে। এ বাচ্চা তো আমার হতে পারে না। আমার স্ত্রী নিঃশ্চয়ই আমার সাথে প্রতারণা করেছে।'

তার কথা শুনে রাব্বি বললেনঃ মোটেও কোন সমস্যা হয়নি। তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে তিনমাস বাস করেছ, তোমার স্ত্রী তোমার সাথে তিনমাস বাস করেছে এতে ছয়মাস হল, আর তোমার স্ত্রীর গর্ভের সন্তান সহ তোমরা তিন জনে একত্রে তিনমাস বাস করেছ। তাহলে মোট সময় হল নয়মাস। অতএব যা ঘটেছে তা ঠিক আছে। এবং স্বাভাবিক নিয়মে ঘটেছে।

আমিও প্রায়ই নিজে রক্ষা পেতে ও একটু আশ্রয় পেতে এই রকম প্রলোভনকে যাঁচাই করতে সাময়িকভাবে বিয়ের ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে চাইতাম।

যখন মহিলারা আমার কাছে এসব কথা বলতে আসত যে, জেলখানায় বন্দী তাদের স্বামীদের সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে চায়। আমি তখন তাদেরকে মাদাগাস্কার অধিবাসীদের জীবনের একটা সুন্দর সুন্দর গল্প শুনতাম। সেখানে কোন দম্পতি যদি বিবাহ বিচ্ছেদ চাইত, তাহলে তারা পৃথকভাবে বিস্তারিত তথ্য আদায় করত তারা কিভাবে বিবাহিত জীবনে বাস করেছে সে বিষয়ে, এবং তিনি তাদের তথ্য গুলি লিখতেন। তারপর যখন বিচারের দিন আসত, তখন বিচারক ঘোষনা করত, 'তোমাদের বিবাহ বিচ্ছেদ সম্ভব, তবে তার আগে তোমরা তোমাদের দুজনের বিষয়ে যে তথ্য আমাকে দিয়েছ তা আমি লিখে রেখেছি তোমরা সে লেখাটা পড়ে শুনাও।

প্রথমে স্ত্রী স্বামীর লেখাটা পড়ে শুনালঃ 'আমার প্রিয়তমা- যে দিন আমরা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাব, সে দিন আমরা অবশ্যই স্বরণ করব আমাদের সেই মধুর দিনটির কথা যে দিন আমরা প্রথম মিলিত হয়েছিলাম। আমি কতইনা আগ্রহভরে তোমার বাহুর আলিঙ্গনের আকাংঙ্খা করতে ছিলাম। আমি আমার সব কাজ শেষ করে অপেক্ষা করে থেকেছিলাম, কখন তোমার কাছে যাব। তোমার কি মনে আছে আমাদের প্রথম চুম্বনের কথা.." তারপর স্ত্রীটি তার স্বামীর বর্ণিত তাদের জীবনের সবচেয়ে সুখী ও আনন্দঘন মুহুত্বগুলির বর্ননা পড়ে শুনাল। ইতিমধ্যে তার স্বামীও স্ত্রীর দেয়া বিবাহিত জীবনের মধুর স্মৃতিগুলির বর্ণনা পড়ে

শুনাল। তার বর্ণনাটাও একই রকম আবেগে ভরপুর। স্ত্রীর স্মৃতি চারণটি শেষ হয়েছে তার জীবনের ভাল সময়গুলির জন্য ধন্যবাদ দিয়ে এবং বর্তমান দ্বন্ধটার কথা বাদ রেখেই। উভয়ের স্মৃতিচারণ পড়া শেষ হলে কেউ অশ্রু সংবরণ করতে পারল না। তখন বিবাহ বিচ্ছেদের কথা দুজনেই বাদ দিল এবং শান্তিতে ঘরে ফিরে গেল। মাদাগাস্কারে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে আসা দম্পতি পরস্পরে এই রকম স্মৃতিচারণ শুনে না কেঁদে পারে না এবং শেষ পর্যায়ে বিবাহ বিচেছদ ঘটে না।

আপনি যেই না হোন না কেন কখনো বিবাহিত জীবন শেষ করতে পারবেনা, বিবাহের বন্ধন অথবা বন্ধুত্বের বন্ধন ছিন্ন করতে পারবেন না যদি আপনাকে মধুর বন্ধনে কি কি ঘটেছে সেই স্মৃতিগুলি স্মরণ করেন।

জিনেতা এবং মাওরা দালিয়া নামের এক আর্কষনীয়া মহিলার কথা জানতাম। তার স্বামী রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে জেলাখানায় ছিল। তার দুইটা সন্তান ছিল। গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়ার পর সাত বৎসর ধরে সে তার স্বামীর বিষয়ে কোন খোঁজ খবর শুনতে পায়নি। ইতিমধ্যে সে অন্য আর একজন পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে। রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে তার সন্তান দু'টোকে লালন করা হয়েছে এবং কমিউনিজমের আর্দশে মানুষ করা হয়েছে।

এগার বছর পর মাওরা দালিয়া-র স্বামী জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়ে ফিরে আসল। সে তার পরিবার খুঁজে বের করল। তার ছেলের বয়স এখন বার, এবং মেয়ের বয়স তের।

তাদের সম্মুখে তারা নিষ্টুরভাবে জবাব দিলঃ 'তুমি কে আমরা জানি না। তুমি আমাদের বাবা? আমরা ইতিমধ্যে একজন বাবা পেয়ে গেছি !'

সে দালিয়ার মন জয় করতে চাইল। কিন্তু অনেক দেরী হয়ে গেছে। দালিয়া তার সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে এবং অন্য একটা লোকের সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে।

এসংবাদ শুনে তার হৃদয় খান খান হয়ে ভেঙ্গে গেল। আমি তাকে দেখেছি একাকী মাঝে মাঝে রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছে, হৃদয় বিদারক দুঃখ, বেদনা ও বিষন্নতার ছাপ ছিল তার মুখ মণ্ডলে। তারপর চরম হতাশা নিয়ে লোকটা বছরখানেক বাদে মারা গেল।

মাঝে মাঝে এরকম সমস্যা থেকে মুক্ত হতে আমি লোকজনদেরকে সাহায্য করতাম। কারণ আমি তাদেরকে আমার নিজের মত করে জানতাম। রির্চাডের চৌদ্দবছর কারাবাসের সময় আমিও একাধিকবার এরকম প্রলোভনে পড়েছিলাম। আমার মনের গহীনে কোণে রির্চাডের আশা ছেড়ে দিয়ে জীবনকে নতুনভাবে সাজাবার ও উপভোগ করার অদম্য ইচ্ছা মাঝে মাঝে উঁকি দিত।

জেলখানা থেকে ছাড়া পাওয়ার একবছর পরে আমার মনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল।

একজন লোক আমাদের আন্ডার গ্রাউন্ড চার্চের সভায় নিয়মিত আসত সে লোকটা আমার প্রেমে পড়ে গেল। আমার বয়স তখন তেতাল্লিশ বছর। একমাত্র ছেলে প্রথম যৌবনে পর্দাপন করেছে। তখন রির্চাডের কোন খোঁজ খবর ও সংবাদ জানা নেই।

যে লোকটা আমার প্রেমে পড়েছিল, সে ছিল অবিবাহিত। বয়সে আমার সমবয়সী। লোকটা ধনবান এবং পরোপকারী। মিহায় ওর খুব ভক্ত ছিল। সে ছিল ইহুদী থেকে খ্রীষ্টিয়ান। বাবা মার সাথে ছোট একটি বাসায় ভাড়ায় থাকত। আমরা দেখা সাক্ষাত করার জন্য এক জায়গায় মিলিত হতাম এবং মাঝে মাঝে সে মিহায়কে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যেত। মিহায়ের লেখাপড়ায় সাহায্য করত। মিহায় তখন তার পাঠ্য বই নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করত।

সে লোকটা ছিল খুবই দয়ালু এবং ভদ্র। সে আমার মনের দুঃখ ও বিষন্নতা ঘুচাতে আমাকে হাসাতে চেষ্টা করত। ভাবনাটা আমার মনের গভীরে রেখাপাত করেছিল। এই লোকটা এমনই ভাল যে, একজন মহিলা তাকে ভালবেসে, তার উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে পারে।

যখন সে আমার সাথে কথা বলত, মাঝে মাঝে আমার হাত ধরত এবং আমার চোখের দিকে প্রেমময় এক আকাংঙ্খা নিয়ে তাকাত আমি তার হাতের মুঠো থেকে আমার হাত ছাড়িয়ে নিতে পারতাম না। ধর্মীয় বিধান অথবা সামাজিক আইন যাকে যৌনাচার বা যৌন অপরাধ বলতে পারে, তেমন কিছু আমাদের মধ্যে হত না। কেবল আবেশ বশে হাত চেপে ধরা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখতাম আমাদের মনের অদম্য উত্তেজনা ও আকাংঙ্খাকে। এটা নিশ্চয় যৌনাচার নয়। কিন্তু ঈশ্বরের দায়িত্বে এইটুকও ছিল ব্যভিচার বা যৌন অপরাধ। এবং আমার হৃদয় ও তাই বলত।

সৌভাগ্যক্রমে পাষ্টর গ্রেক্যু বুঝেছিলেন যে কি ঘটতে যাচ্ছে। তিনি আমার সাথে কথা বললেন। তিনি খুবই আন্তরিকতার সাথে কথা বললেন, তার কথার মধ্যে আবেগের পরিমান অল্পই ছিল।

ঃ তুমি জান, আমি তোমাকে কতটুকু ভালবাসি এবং তোমার সম্বন্ধে কত উচ্চ ধারণা আমার.....। তুমি এবং রির্চাড, তোমাদের দুজনকেই আমি অনেক বছর ধরে জানি। এবং আমি আশা করি তোমার এটা জানা আছে যে, তুমি পাপ করছ কি কর নাই, তুমি তোমার বিশ্বাসকে হারিয়েছ, না দলে রেখেছ। আমি একই উপায়ে এখনো তোমার তত্ত্বাবধান করব। কারণ, তুমি কি তা আমি জানি। তাই, 'পৌল এবং তোমার মধ্যে কেমন সম্পর্ক তৈরী হয়েছে? ..... এরকম প্রশ্ন করার জন্য আমাকে ক্ষমা করো।

কয়েক মুর্হুত আমি নিরব থাকলাম।

তিনি তার কথা চালিয়ে গেলেন।

ঃ তুমি মনে করো না যে, এভাবে তোমার বিচার করছি বা তোমাকে যাচাই করছি। প্লিজ, আমার কয়েটা প্রশ্নের জবাব দাও।

ঃ তোমার সাথে পৌলের কেমন সম্পর্ক?

ঃ ও আমার প্রেমে পড়েছে।

ঃ এবং তুমিও কি তার প্রেমে পড়েছ?

ঃ আমি জানি না। হয়ত আমার মনেও তার প্রতি ভালবাসা জেগেছে।

তারপর তিনি বললেনঃ রির্চাড প্রায়ই বলত এমন কিছু কথা আমার মনে পড়েছে, তাহল..... বিচার বুদ্ধির প্রতিবন্ধকতার সামনে কোন ভাবাবেগই টিকে থাকতে পারে না।' যদি তুমি অপেক্ষা কর, যদি তুমি তোমার নিজ বিবেককে চিন্তা করার সুযোগ দাও, তাহলে তুমি বুঝতে পারবে কি ক্ষতি তুমি করতে বসেছিলে। তোমার স্বামীর এবং তোমার সন্তানেরও। আমি চাই, তুমি একটি কঠিন সিদ্ধান্ত নাও। হয়ত তোমার জন্য এটা সবচেয়ে কঠিন হবে। সিদ্ধান্তটা হল যে লোকটার প্রতি তোমার মনের কোনায় একটু ভালবাসা সৃষ্টি হয়েছে, তার সাথে আর কোন দিন দেখা করো না।

আমি জানতাম, এইরকম সিদ্ধান্ত আমার জন্য সঠিক। কিছুটা কঠিন হওয়া সত্ত্বেও সপ্তাহের পর সপ্তাহ আমি পৌলকে এড়িয়ে চলতাম। তারপর সেও আমার সাথে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা চালানো থামিয়ে দিল।

পরে আমি জেনেছিলাম যে, পাষ্টর গ্রেক্য তাকেও রিচার্ড জীবিত আছে এবং জেলখানায় বন্দী আছে একথা স্বরণ করিয়ে দিয়ে আমার সাথে সাক্ষাত করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। কেবল তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম এতটা বছর যে অপেক্ষার পালা ও বিশ্বাস ধারণ করে এসেছিলাম, সে বিশ্বাস ও অপেক্ষার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে কতটা নিকটে চলে গিয়েছিলাম। আমি হাঁটু গাড়লাম ও প্রার্থনা করলাম।

আর একটি প্রলোভন ও পরীক্ষা এসেছিল। চৌদ্দটা বছর, অনেক দীর্ঘ সময়। মাঝে মাঝে আমি প্রলোভনের নিকট হার মানার কাছাকাছি পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিলাম। মাঝে এ বিষয়টা মাংসিক অভিলাসের দুর্বলতাকে অতিক্রম করে যেত। যৌনতা হচ্ছে অনুতাপহীন নিষ্ঠুর চালিকা শক্তি, একজন মানুষ সে সময়ে এতটা কঠোরভাবে নিজেকে অভিযুক্ত করে না।

একটি সকাল বেলা আমি গীর্জা ঘরের মেঝে মুছে পরিষ্কার করতেছিলাম। তখন হঠাৎ মারিতা একটি পোষ্ট কার্ড হাতে নিয়ে নাড়াতে নাড়াতে আমার কাছে এসে পড়ছিল।

ঃ 'আমি মনে করি- আমি মনে করি এটা, এসেছে .....' মারিতা কথা বলতে পারছিল না, আবেগে তার নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছিল, আমার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

আমি সস্তা মুল্যের ছোট কার্ডটি নেড়ে চেড়ে দেখলাম। এতে সাক্ষর করা আছে 'ভেসাইল জ্যর্জেসকু' কিন্তু লেখাটা দেখে আমি বুঝতে পারলাম, এটা রির্চাডের হাতের লেখা।

আমি জানতাম, রাজনৈতিক কয়েদীরা চিঠি লিখলে কেবল দশ লাইনের লেখার অনুমতি পায়।

এতগুলি বছর পর রির্চাড কি লিখতে পারে? সে তো জানে না তার স্ত্রী এবং সন্তান জীবিত আছে কি না। আমি পোষ্ট কার্ডের দিকে তাকালাম।

এই প্রিয় দীর্ঘ স্বপ্নের বার্তা শুরু হলঃ 'সময়ের ব্যবধান দুরত্বের সীমারেখা ক্ষুদ্র ভালবাসাকে বিস্মৃতির আবরণে ঢেকে ফেলে। তবুও স্মৃতির পরশে ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে শক্তিশালীরূপে বেড়ে উঠে।'

তারপর লিখেছে, রিচার্ড তীরগাল ওকনা হাসপাতালে আছে, আমি যেন নিদিষ্ট তারিখে সেখানে গিয়ে ওকে দেখে আসি।

তৎক্ষনাৎ এ সংবাদটা আন্ডার গ্রাউন্ড চার্চের প্রত্যেকের কাছে ছড়িয়ে পড়ল।

জেলাখানায় তারা রির্চাডের নামটাও বদলে দিয়েছিল। রির্চাডের নাম দেওয়া হয়েছিল 'ভেসাইল জ্যর্জেসক্যু'। জেলখানার গার্ডেরা ওর পরিচয় প্রকাশ করার অনুমোদন দিত না। যদি গোপনীয়তা প্রকাশ হয়ে পড়ত, তা হলে ব্যাপকভাবে প্রশ্ন করা হত। এটি ছিল ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ।

১৯৫৪ সালে স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর আমরা ভাবলাম এখন আমরা নিজেদের জন্য কিছু করতে পারব। ১৯৫৫ সালে জেনেভা সম্মেলন হল। রুমানিয়া জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করল। আমরা এই সংবাদ শুনে মনে আঘাত পেলাম। তখন হাজারে একশজনকে রাজনৈতিক কারণে বন্দী করে দেশের জেলখানা গুলো পূর্ণ করা হলো। কেউ কল্পনা করতে পারলনা যে, তারা জেলখানা থেকে মুক্ত হওয়ার পূর্বে রুমানিয়ার জাতীয়সংঘের সদস্যপদ এই সস্তা গৌরবকে স্বাগত জানাতে পারে।

যদি জাতিসংঘ রুমানিয়াকে সদস্য হওয়ার সনদপত্র দিয়ে বেধেঁ রেখে রুমানিয়ার অভ্যন্তরে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হওয়ার প্রতি উপেক্ষার মনোভাব রাখে তাহলে জাতীয়সংঘের সদস্য হলেই রুমানিয়ার জনগনের কি কল্যাণ হবে ?

আমরা শুনতাম, রুমানিয়া খাদ্যে অনেকটা স্বয়ং সম্পুর্ণ, আর ঔষধ ও চিকিৎসা সহজপ্রাপ্য।

আমি যে রকম আশা করেছিলাম, রির্চাডের পোষ্ট কার্ডে সেরকমই সর্বোত্তম একটি সংবাদ ছিল। কিন্তু রির্চাডকে দেখার জন্য এতটা আকাংঙ্খা করেছিলাম, তবু আমি রির্চাডকে দেখতে যেতে পারলাম না। প্রতি সপ্তাহেই আমাকে পুলিশ ষ্টেশনে উপস্থিত হতে তো। কিন্তু আমার প্রতি বুখারেস্ট ত্যাগের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে তারা অস্বীকার করল। তাই আমার বদলে মিহায়কে যেতে হল রির্চাডের সাথে সাক্ষাত করতে।

আমি মিহায়ের সাথে ওর এলিস আন্টিকে যেতে বললাম। কিন্তু রাজনৈতিক বন্দীদের সাথে স্ত্রী ও সন্তান ছাড়া তৃতীয় কাউকে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয় না। পাহাড়ি

এলাকার উপর দিয়ে কয়েকশত মাইল রেলগাড়িতে ভ্রমন করে তিরগাল-ওকনাতে পৌঁছাতে হবে।

ওরা চলে গেলে আমি অপেক্ষা করতে থাকলাম, ফিরে আসলে যেন রির্চাডের বিষয়ে জানতে পারি। রির্চাডের বিষয়ে জানার আগ্রহ ও দুঃশ্চিন্তায় আমার মাথা সব সময় টিপ টিপ করতঃ

সব সময় ভাবতামঃ ওরা কি রির্চাডের সাথে দেখা করতে পারবে? (আমার মনে পড়ত আমি যখন ক্যানেলে বন্দী শিবিরে ছিলাম তখন দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে মিহায় আমাকে দেখতে গিয়েছিল। আমাকে না দেখেই ফিরে আসতে হয়েছিল ওকে।) আরো ভাবতাম রির্চাডের জন্য আমি যে গরম কাপড় এবং আমার নিজ হাতে তৈরী খাবারের একটি প্যাকেট ওদের কাছে দিয়েছিলাম, তা কি রির্চাডকে ওরা দিতে পারবে? কারা কতৃপক্ষগন কি ওগুলো নিতে রির্চাডকে অনুমতি দেবে? যেহেতু সে এখন কয়েদীদের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। ওর অসুখটা খুবই মারাত্মক? ওকে কি সময়মত হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে? না অবস্থার অবনতি হওয়ার পর নেওয়া হয়েছে? ওকি দাঁড়াতে পারে, না বেশি অসুস্থতায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে আছে? মিহায়ের সাথে কথা বলতে পারব তো?

এলিস এবং মিহায় ডিসেম্বরের এক সন্ধ্যা বেলায় ফিরে আসল। আমি সিঁড়িতে তাদের পদধ্বনি ও কথার শব্দ শুনলাম। আনন্দে আত্মহারা হয়ে এলিস বলতে লাগল,

ঃ 'আমরা রির্চাডকে দেখেছি! সে জীবিত আছে! এবং কারাভোগের সময় শেষ হয়েছে।

আমি ওদের কথা শুনে দরজা খুলে আবেগে ডেকে উঠলাম ঃ মিহায়!'

ঃ আম্মু! আব্বু ভাল আছে, এবং তোমাকে বলতে বলেছে যে অতি শীঘ্রই মুক্তি পেয়ে আমাদের কাছে আসবে। আব্বুকে দেখতে দিয়ে ঈশ্বর যেন আমার জন্য একটা অলৌকিক আর্শ্চায কাজ সংগঠিত করেছেন।' আমাদের সবার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ল।

আমি এলিস এবং মিহায়কে গরম পানীয় দিলাম মারিতা ও পিটারও সেখানে ছিল। আমরা রির্চাডের কথা শুনে সবাই উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম। বোবা খঞ্জর হয়েও, মৃগী রোগ গ্রস্থ হয়েও , একজন বন্দীর স্ত্রী হয়েও,এবং একজন বন্দীর পুত্র হয়েও আমাদের মধ্যে আনন্দের ধারা উৎসারিত হওয়ার পথে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকল না। রির্চাডের সংবাদ এনে আমাকে শুনাতে পেরে অপরিসীম আনন্দে এলিসের গাল দুটি লাল হয়ে উঠেছিল। এবং যখন সে আমার কাছে রির্চাডের কথা বলতেছিল, তখন খুশিতে ও আনন্দের উত্তেজনায় তার হাত দুটি কাঁপতেছিল।

ঃ রির্চাডের সাথে দেখা করতে গেটের বাইরে খোলা জায়গায় তুষারের উপর আমাদের ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। হাসপাতালের বাইরে কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। তারপর প্রধান

গেটের মধ্যদিয়ে আমাদের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হল। টিনের ছাদ দেওয়া একটি ছোট ঘরে বন্দীদের সাথে সাক্ষাত করার ব্যবস্থা ছিল। তাদের দেখতে অদ্ভুদ ভয়ংকর চেহারার মনে হল। একটু ভীত হলাম। আলো বাতাসহীন বন্ধ ঘরে থাকতে থাকতে তাদের চেহারা সাদা হয়ে গিয়েছিল্ যেন সাদা ভুত বা প্রেতাত্মা। বন্দীদের মধ্যে আমি রির্চাডকে দেখলাম। রির্চাডকে চিনতে ভুল হল না। সে ছিল সবার চাইতে লম্বা। আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম তার সামনের বারান্দা দিয়ে বন্দীরা হেঁটে যাচ্ছিল। আমি রির্চাডকে দেখে পাগলের মত ইশারা করলাম। কিন্তু সে আমাকে তার কাছে উঠিয়ে নিতে পারলনা। কেবল মিহায়কে তার সাথে কথা বলার অনুমতি দেওয়া হল।

মিহায় তার বাবাকে দেখে এতই অভিভুত হয়ে পড়েছিল যে ও কথা বলতে পারছিল না। মনে মনে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম মিহায়কে তার বাবার সাথে দেখা করিয়ে দিতে পেরে। তুমি যে খাবার ও গরম কাপড় দিয়েছিলে সেগুলি রির্চাডকে দিতে অনুমতি দেওয়া হল।

আমি বুঝেছিলাম বাবাকে দেখে মিহায়ের অন্তরের ব্যাথার কারণটা। যে বাবাকে না দেখে শুধু তার কথা শুনে অন্তরের ভালবাসার অর্ঘ, সে বাবাকে কংকালসার ভূতুরে চেহারায় দেখতে পেয়ে ওর কোমল মনের দেওয়ালে শক্ত একটা আঘাতের ধাক্কায় ও প্রথম অবস্থায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।'

এলিস কথা বলার সময় মিহায় আবেগে ফেটে পড়ল। কান্না জড়ানো কণ্ঠে আমাকে বললঃ আম্মু! আব্বু বলেছে আমি আর তুমি যেন আব্বুর কথা মনে করে দুঃখ না পাই, কারণ এই পৃথিবীর জীবনে তার সাথে দেখা না হলেও স্বর্গে নিঃশ্চয়ই আমাদের সবার দেখা হবে। আব্বু আমাকে আদর করে একরকম সান্তনা দায়ক কথায় আমাকে প্রবোধ দিচ্ছিল।

আমাকে সান্তনা দেওয়ার পর আব্বু আমার কাছে জিজ্ঞাসা করেছিল "তোমরা কিভাবে জীবনযাপন করতেছ? তোমরা কি খুব অভাবের মধ্যে রয়েছ? ঠিকমত খাবার পাওতো?" আমি জবাব দিয়েছিলাম, "হ্যাঁ, আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাব নেই। আমরা ভালভাবেই চলছি আব্বু। আমাদের পিতা আমাদের প্রয়োজনীয় সব কিছু দিয়ে আমাদের প্রতিপালন করেছেন।" আমার একথা শুনে জেলখানার রাজনৈতিক অফিসার বিড় বিড় করে বলেছিলেন, "হয়ত রির্চাডের স্ত্রী এই ছেলেটির মা অন্য একটা লোকের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে।"

আব্বু আমাকে বিদায়ের সময় বলেছিলেন, "মিহায় ! আমি পিতা হিসাবে তোমাকে কেবল একটা কথা উপহার দিতে পারি। আমার পক্ষ থেকে তোমার জন্য এই মুহূর্তের উপহার একটি ক্ষুদ্র উপদেশ ঃ সব সময় খ্রীষ্টিয় জীবনের সর্বোচ্চ গুনাবলী অনুসন্ধান করবে।'

আমি রির্চাডের পাঠানো পোষ্ট কার্ডটি বাইবেলের ভিতর রেখে দিয়েছিলাম। মাঝে মাঝে আমি কার্ডটি বাইবেল থেকে বের করে তাকিয়ে দেখি, তারপর নীরবে পড়ি। এভাবে শতবার পড়া হয়ে গেছে।

১৯৫৬ সালে সমস্ত কমিউনিস্ট পরিমন্ডলে একটা বিদ্রোহ বিদ্রোহ ভাব শুরু হয়ে গেল। কমিউনিস্টদের পাঁচ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা কোথাও রইল না। সর্বত্র খাদ্য ঘাটতি। বেতন কমিয়ে দেওয়া হল। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর যে অর্থনৈতিক মুক্তি ও উন্নয়নের আশা নিঃশেষ হয়ে গেল।

তারপর ফেব্রুয়ারী মাসে কমিউনিস্ট পাটির ২০তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল। ক্রুশচেভ প্রকাশ্যে স্ট্যালিনের প্রতি দোষারোপ ও নিন্দা করে বক্তৃতা দিলেন। স্ট্যালিনের সকল নীতি বর্জন করে নতুন নীতি তৈরী করলেন। রাশিয়া কখনো সেটা প্রকাশ করেনি। কিন্তু পশ্চিম ইউরোপের অনেক কমিউনিস্ট দেশে মস্কোর এই উষ্ণ প্রভাব পড়ল।

স্ট্যালিনের নীতির বিরুদ্ধাচরণ ও পরিহার করার ধারণাটা ক্রমাগত স্পষ্ট হতে থাকল। অনেক সেনা অফিসারকে ছাটাই করা হল এবং পদাবনত ঘটানো হল। অর্থনৈতিক বির্পযয় ঠেকানোর জন্য পশ্চিমা বিশ্বের পুজিবাদী দেশগুলোর সাথে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের বানিজ্যিক চুক্তি করা হল। জমির উপর যৌথ মালিকানার নীতি কিছুটা শিথিল করা হল। কমিউনিস্ট পরিমণ্ডলের কতিপয় দেশে নেতৃত্বের সংকট ও নেতৃত্ব দখল নিয়ে প্রতিদ্ধন্দিতা শুরু হয়ে গেল। পরিস্থিতির সবচেয়ে বিস্ময়কর দিকটা হল প্রতিদিন শত শত কারাবন্দীকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমার অধীনে মুক্ত করে দেওয়া হল।

আমি এতটা আশা করার সাহস করতে পারিনি যে, যাদেরকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে রির্চাডও তাদের মধ্যে থাকতে পারে । আমরা রির্চাডের মুক্তির ব্যাপারে কোন আভাস পাইনি, কোন নিশ্চিত সংবাদ ও জানতে পরিনি।

১৯৫৬ সালের জুলাই মাসের এক সুন্দর সকালে আমি আমার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে দেখা করার জন্য বেরিয়ে গেলাম এবং যখন ফিরে আসলাম, তখন তাকে দেখলাম। সে তার দুই বাহু দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল।

সন্ধ্যাবেলায় বুখারেস্টের সব বন্ধু-বান্ধব এসে জড়ো হল। হাসি, আনন্দ, অশ্রু আর অভিবাদনে সেই মুর্হুত্বটা মুখরিত হয়ে উঠল। মধ্যরাত্রের ও পরে প্রতিবেশী কারো কাছ থেকে একটা মাদুর ধার করে নিয়ে এলাম। এবং একটা বিছানা পেতে দিলাম। রিচার্ড ছিল লম্বা তাই, তার রাখার জন্য একটি চেয়ারের উপরে বালিশ দিতে হলো।

কিন্তু সে ঘুমাতে পারল না। একটু পর পর উঠে সে মিহায়কে দেখছিল।

জেলখানাতে রিচার্ডকে র্নিমমভাবে প্রহার করা হতো। তারপর তাকে আফিম খাওয়ানো হতো। তার শরীর ভেঙ্গে পড়েছিল। শরীরে আঠারোটি অত্যাচারের ক্ষত চিহ্ন দেখতে পেলাম।

ডাক্তারী পরীক্ষার পর তার যক্ষা রোগ ধরা পড়ল।

তিন বৎসর ধরে কারাগারে নিঃসঙ্গ রুমে এত মারাত্মক একটা রোগ নিয়ে বিনা চিকিৎসায় পড়েছিল। প্রথম অবস্থায় কোন ডাক্তার দেখানো হয় নি। পরে ডাক্তারেরা

বলেছিল এ রোগ সারবে না, এবং রির্চাড বেশিদিন বাঁচবে না। রির্চাডকে ভাল একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হল।

দেশের সব জায়গা থেকে খ্রীষ্টিয় ভাইয়েরা ওকে দেখতে আসতে লাগল। তাই গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশের দৃষ্টি এড়াতে ওকে এক হাসপাতাল থেকে আর এক হাসপাতালে স্থানান্তর করা হল।

অতি শীঘ্রই রির্চাড অনেকটা আরোগ্য হয়ে উঠল । আমরা আমাদের বিশতম বিবাহ বার্ষিকী উৎযাপন করলাম। এই বিবাহ বার্ষিকীতে আমাকে উপহার দেওয়ার মত একটা টাকাও ছিল না রির্চাডের কাছে। রির্চাড একটি সুন্দর বাধাঁনো ডায়রী খাতা পেয়েছিল এবং এতে আমাকে নিয়ে প্রেমের কবিতা লিখেছিল। আমাদের বিবাহ বার্ষিকীর অনুষ্টানে রির্চাড আমাকে উপহার হিসাবে কেবল তার অতুলনীয় প্রেমের পরশ বুলানো ডায়রী খাতাটাই দিতে পারল। আর কিছু দেওয়ার সামর্থ তার ছিল না। কিন্তু তার দেওয়া এই সুন্দর প্রেমের উপহারটা আমার কাছে দীর্ঘদিন রাখতে পারিনি।

সরকারের ধর্মের প্রতি কঠোর মনোভাব একটু কোমল হয়ে এল। রির্চাডকে ধর্মের প্রচার কাজে অনুমতি দেওয়া হল। রির্চাড প্রথমেই সিবিউ-এ তার পুরাতন বন্ধু অর্থডক্স মণ্ডলীর বিশপের সাথে কথা বলতে চাইল। আমিও সিবিউ-এ ওর সাথে গেলাম। রির্চাড তখনো কিছুটা দূর্বল ছিল। ওকে বসার জন্য একটা আসন দেওয়া হল। কারণ দাঁড়িয়ে কথা বলার মত শারীরিক অবস্থা তার ছিল না। সেখানে বন্ধুরা সিন্ধান্ত নিল আর্চবিশপের মুকুট রির্চাডের মাথায় দিতে। একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, আর্চ বিশপ স্বয়ং প্রচার করতেছে।

রির্চাড কেবল ক্রুশ তৈরী করেনি, ক্রুশের বিষয়ে প্রচারও করেছে। এবং ক্রুশ প্রতীকের প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছে। রির্চাডের বক্তব্যটা ছিল মুলত ধর্মপদেশ এবং এতে বাহ্যিকভাবে রাজনৈতিক কোন কথাবার্তা ছিলনা। তথাপি গোয়েন্দা বিভাগের তথ্য সংগ্রহকারী গোপন সংবাদ দাতা সেখানে এসে রির্চাডের কথা শুনেছিল।এবং প্রতিটি কথার উপর রিপোর্ট পেশ করেছিল। গোয়েন্দা পুলিশ বুঝে নিয়েছিলেন যে, রির্চাডের কথায় গুপ্ত ও রহস্যজনক একটা অর্থ আছে। তবুও অন্য খ্রীষ্টিয়ানদের চেয়ে বরং রির্চাডের কথা ভাল।

যখন রির্চাড কথা বলছিল, ধর্ম মন্ত্রনালয়ের সর্ব্বোচ্চ পদাধিকারী একদল কর্মকর্তাকে রির্চাডের কথা শুনার জন্য পাঠানো হয়েছিল।এই লোক রিপোর্ট পেশ করল যে, রির্চাডের বক্তৃতাটি ছিল "তীব্র গনবিক্ষোভের উস্কানী মুলক"। রির্চাডের বক্তৃতা "গণবিক্ষোভ ও বিদ্রোহের আভাস" হিসাবে ধরে নেওয়া হয়েছিল। কারণ, ধর্মের বিরুদ্ধে কার্লমক্স-এর যে সমস্ত যুক্তি ছিল, রির্চাড সেগুলি জবাব দিচ্ছিল। লুথারেন চার্চের বিশপ অনিচ্ছাকৃতভাবে রির্চাডের উপর চাপ সৃষ্টি করল এবং রির্চাডের আইনগত অধিকারে বাধাঁ দিয়ে কথা বলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে চাইল। তিনি ছয় সপ্তাহ ধরে এমন করলেন।

ধর্ম মন্ত্রনালয়ে প্রতিনিধি লুথারেন চার্চের পাষ্টর পরবর্তী সভায় রির্চাডের প্রতি ঘৃনাস্বরে বলেউঠলঃ 'রির্চাড ওয়্যাম ব্রাড শেষ হয়ে গেছে ! শেষ হয়ে গেছে।' একথা বলেই তিনি সভা কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কয়েক মিনিট পরেই বাইরে ভয়ানক তীক্ষ্ণ শব্দ হল।

রিচার্ড তার প্রচার চালিয়ে গেল। ক্ষুদ্র চার্চগুলো এবং আন্ডার গ্রাউন্ড মিটিং এর বিষয়ে সংক্ষেপে কথা বলে সেই ঘর থেকে আমাকে না বলেই চলে এল। এবং কোথায় গেল তাও বলল না। আমি সারাক্ষণ ভয়ের মধ্যে থাকলাম।

মিহায় বলত, আব্বু একজন "নির্ভীক ভুতুরে প্রচারক"। এটা কৌতক বা উপহাস চ্ছলে বলত না। কারণ রির্চাড এমনভাবে প্রচার করতে ছিল যে, যে কোন সময় আবার গ্রেফতার হতে পারত।

রির্চাডের মুক্তির চারমাসের মধ্যে অক্টোবরের অভ্যুত্থানের সময়ে আমরা প্রচার কাজে সাময়িকভাবে বিরত থাকলাম। সিবিউ-তে একটি ধর্মতত্ত্বের সেমিনারী সংগঠিত হল, সেখানে ট্রেনে করে তরুন পাষ্টরগন যোগদান করলেন। মিহায় সিদ্ধান্ত নিল সেও উক্ত সেমিনারীতে যোগদান করবে।

মিহায়ের বয়স তখন আঠারো বছর এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা ইস্পাতের মত কঠিন। সে অনেক বছর আগে রাশিয়ার সৈন্যদের মাঝে প্রচার কাজ করেছিল। সে সময়ে আত্মিক সংকট ও অস্থিরতায় চরম প্রচেষ্টার মধ্যে এবং শাররীকভাবে কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে সে ধর্মের কাজ করে যেত। স্কুলে তাকে ধর্মবিরোধী মতবাদ শিখানো হতো। তবুও সে নিজের বিশ্বাসে নিজেকে খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে টিকিয়ে রেখেছিল।

রির্চাড মিহায়কে বিশ্বাসে শক্তিশালী হতে সাহায্য করত। কিন্তু মিহায় বলত,ঃ আব্বু ! আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে তুমি এবং আমার ক্ষেত্রে আমিই। আমি সব কিছু চিন্তা করি এবং আমি জানি আমি ব্যক্তিগতভাবে সম্পুর্ণরুপে আমার। আমার নিজস্ব একটা চিন্তার ক্ষেত্র আছে। তাতে আমি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে শিখেছি।

সিবিউ এর সেমিনারে মিহায়ের যাওয়ার কথা শুনে রিচার্ড বললঃ 'মিহায়' তুমি কি সত্যি সত্যি সেমিনারে যোগদান করতে চাচ্ছ? আমি কিন্তু কিছুতেই সিবিউ এর সেমিনারে তোমার যাওয়াটা অনুমোদন করতে পারছি না। কারণ তোমার বয়স এখনো বেশি হয়নি।"

ঃ বাবা কেন তুমি আমার সেমিনারীতে যাওয়া অনুমোদন করতে পারছ না?

ঃ কারণ, ঐ সেমিনারে বর্তমান সময়ের ধ্বংসাত্বক বিষয় গুলি শিক্ষা দেয়া হবে। তুমি সেখানে যোগদান করে সাধু সন্যাসী ও ধর্ম বিশারদ মহান ব্যক্তিদের উত্তম পথে শিক্ষা লাভ করতে পারবে না। উক্ত সেমিনারে তোমার বাইবেল ছুড়ে ফেলতে হবে। ঈশ্বরের বাক্য থেকে সরে যেতে হবে। এতে তোমার আত্মায় ও মনে উক্ত সেমিনারের বিষাক্ত প্রভাব পড়তে পারে। ওখানে যারা আছেন, তাদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন অধ্যাপক ধার্মীক ও মহান চরিত্রের, অন্যান্যরা ঈশ্বর থেকে অনেক দুরে।'

কিন্তু মিহায় ওর বাবার মানা সত্ত্বেও সেমিনারে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল।

সেমিনার থেকে যখন মিহায় বড়দিনের ছুটি উপলক্ষে বাড়ি ফিরে আসল, তখন ওর মন ও চিন্তা ধারার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন দেখলাম, তাতে আমি মনে খুব আঘাত পেলাম। পারিবারিক প্রার্থনা সভায় রিচার্ড বাবিলের নতুন নিয়মের সুসমাচার থেকে পাঠ করতে ছিল। যেখানে যীশু পুরাতন নিয়মের পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে কোন কোন বিষয় বুঝাইতে ছিল। যীশু পুরাতন নিয়মের পুস্তক থেকে ব্যাখ্যা দিচ্ছে এ কথা শুনে মিহায় বলে উঠলঃ

'আহা! যীশু এখানে যে ব্যাখ্যা দিয়েছে, পুরাতন নিয়মের কথাটা একরকম ব্যাখ্যা হতে পারে আমি তা মনে করি না। তাছাড়া পুরাতন নিয়মের ভাববাদী পুস্তকের বিষয়ে এবং তৎকালীন পরিস্থিতির বিষয়ে যীশুর জ্ঞান ছিল না। যীশু পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলির বিজ্ঞান সন্মত ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই।'

সেমিনার থেকে ফিরে মিহায়ের মন ও চিন্তা ধারার এই রকম মারাত্মক পরিবর্তন দেখে এবং যীশুর সম্বন্ধে এমন অবিবেচনা সুলভ কথা মিহায়ের মুখে শুনে আমার কান্না পেল। আমি শুধু বললামঃ যীশু আমাদের জন্য যা করেছেন, সে জন্য আমাদের উচিৎ তাকে ধন্যবাদ দেওয়ার ও তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা।'

মিহায় তার মগজে অনুপ্রবেশ করার ঐরকম ধৃষ্টতা ও অশোভন মনোভাব জয় করতে পেরেছিল। আমরা ওর অন্তরের ভুল ধারণা দুর করার জন্য এ বিষয়ে ওর সাথে কথা বলতে ছিলাম। পরিশেষে সেমিনারের আগত প্রফেসারদের কমিউনস্ট বিশ্বাসের প্রতি অনুপ্রাণিত করার মত যুক্তি গুলির অসারতা বুঝতে পেরে সেগুলির বিরোধিতা করার মনোভাব জেগে উঠল ওব চিন্তা ধারায়। প্রফেসারদের আপাতত দৃষ্টিতে সত্য ও যুক্তিগ্রাহ্য ভ্রান্ত শিক্ষা মিহায়কে গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং অনেকটা কমিউনিস্ট বানিয়ে ফেলেছিল। এই ভ্রান্ত শিক্ষাটা ওকে সত্য থেকে বিচ্যুত করে সমস্যার দিকে নিয়ে গিয়েছিল। আমরা প্রথম আবস্থাতেই ওর অন্তরে সৃষ্টি হওয়া ভুল ধারনা ভেঙ্গে দিলাম।

মিহায় সেই সময় একজন মিশনারী হয়ে ইন্ডিয়া যাওয়ার একটা পরিকল্পনা করল। এই জন্য ইন্ডিয়ার ধর্ম ও হিন্দু মতবাদের সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথা সম্পর্কে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে লাগল। আমি উদ্ভিগ্ন হয়ে পড়লাম, যখন দেখলাম যে মিহায় অধ্যয়ন করতে করতে কয়েক মিনিটের জন্য মাথা নিচের দিকে ও পা উপরের দিকে দিয়ে ধ্যাণ করে যোগ সাধনা করেছে। হিন্দু ধর্মে এরকম যোগ ব্যায়ামের নিয়ম অছে কি না জানি না, তবে মিহায় হিন্দু ধর্ম তত্ত্বের বই পাঠ করে ধ্যাণ করা বা যোগ সাধনা প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। আসলে শৈশব এবং প্রথম যৌবনের কয়েক বছর মানুষের মনের কোমল অনুভুতি গুলি যে কোন নতুন যুক্তির তত্ত্ব বা জ্ঞানের পরিচয় লাভ করলেই সহজে তাতে আকৃষ্ট হয়। এজন্য জীবনের ঐ বিপদজনক মোড়ে পৌছালে সন্তানের প্রতি সবচেয়ে বেশি মনোযোগী হওয়া উচিৎ এবং তাকে সঠিক দিক নির্দেশনা দেওয়া উচিৎ।

রুমানিয়া সবে মাত্র বিশ্ব খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী পরিষদে-র সদস্য হচ্ছে কমিউনিস্টরা পাশ্চাত্য ভাবধারণার অনুরূপ শিক্ষার পদ্ধতি স্কুল খোলার আগ্রহ প্রকাশ করল। কিন্তু ওদের পরিকল্পনা ছিল যত কম সংখ্যক ছাত্র নিয়ে স্কুল চালানো সম্ভব, তা যাচাই করে অতি নগন্য

সংখ্যক ছাত্রদের নিয়ে এ স্কুল পরিচালিত হবে। যখন ৪০০ ছাত্র ভর্তি হওয়ার আবেদন পত্র জমা দিল, তখন কর্তৃপক্ষকে সর্তক করে দেওয়া হল। যেসব বালকেরা পাশ্চাত্য পদ্ধতির শিক্ষার কথা শুনে আগ্রহ হয়ে ভর্তি হতে চেয়েছিল, তাদের জানিয়ে দেওয়া হল, যদি তারা ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে জিদ ধরে, তাহলে তাদের পিতা-মাতার চাকুরী চলে যাবে। একথা শুনে অনেক ছাত্র স্বেচ্ছায় তাদের আবেদন পত্র তুলে নিল। ১৯৬৫ সালে ক্লাজ-এ লুথারেণ সেমিনারীতে মাত্র ৫ জন ছাত্র থেকে গেল। বুখারেস্ট-এ ব্যাপ্টিস্ট সেমিনারীতে ৬ জন ছাত্র ছিল।

মিহায় তিন বৎসর সিবিউ-এ তার শিক্ষা চালিয়ে গেল। সেখানে একটি সুন্দর লাইব্রেরী ছিল। কয়েকজন অধ্যাপক খুবই চমৎকার ও জ্ঞানী। তাই মিহায় ওখানে শিক্ষা সমাপন করতে মনস্থ করল এবং সিবিউ-তে থেকে গেল। যখন ওর বাবাকে দ্বিতীয় বারের মত গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হল, তখন মিহায় বাড়ীতে ছিল না।

আমরা জানতাম এহেন ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। সন্ত্রাস ও আতঙ্কবাদের একটা নতুন ঢেউ শুরু হয়ে গেল ১৯৫৮ সালে। তখন আমরা সকলেই বুঝতে পারলাম, আমাদের কিভাবে প্রতারিত করা হয়েছে। অনেকে সত্যি সত্যি ভেবে বসেছিল যে, কমিউনিস্টরা পাশ্চাত্যের সাথে নমনীয় সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী। তাদের রীতি অনেকটা নমনীয় হয়ে গিয়েছিল। লোকজন যদি ও অতীতে কমিউনিস্টদের প্রতারনার মধ্যে বাস করে এসেছে, তথাপি তার কমিউনিস্টদের (সাময়িক ভাবে বলা নমনীয়) মিথ্যা কথার গভীরতা বুঝতে পারেনি।

১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে এক গাদা কঠিন আইন পাশ করা হল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কমিউনিস্ট দেশগুলোতে বরং আইন গুলো কঠোরতর বিধান হিসাবে পরিগনিত হল। নতুন আইনের লঘূ অপরাধের শাস্তি হিসাবে মৃত্যু দন্ডের ব্যবস্থা রাখা হল।

হাজার হাজার লোককে বন্দী করা হলো সামান্য অপরাধের এসব বন্দী লোকদের দাস বানানো হল এবং দাসদের নিয়ে নতুন কর্ম পরিকল্পনা তৈরী করে এদের দানিয়ুব অববাহিকার বদ্বীপ অঞ্চলের জলাবদ্ধতা পরীক্ষা করার কাজে লাগানো হল।

যে সব তরুণ তরুনীরা কমিউনিস্ট সরকারের সমালোচনা করে অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল তাদেরকে পাঠানো হলো নল খাগড়া পরীক্ষা করার কাজে।

অবাঞ্চিত লোকদের থেকে শাসন ব্যবস্থা মুক্ত করার জন্য উচ্চ পদস্থ্য সরকারী কর্মচারীদের ছাঁটাই করার একটা নতুন কর্মপরিকল্পনা শুরু করা হল।

ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আবার নতুন করে আত্মপ্রকাশ হল। ক্রুশচেভের এক আদেশে চার্চের সকল কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হল। পশ্চিম ইউরোপের সমস্ত কমিউনিস্ট দেশ থেকে সাত বছর ধরে 'কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের ভিত্তিমূল ও চিহ্ন সমুলে উৎপাটনের অংশ হিসাবে অনেক পালক এবং যাজকগণকে গ্রেফতার করা হল। একটা আইন করে তাদের এবং তাদের সন্তানদেরকে কোন বে-সরকারী বা আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানেও চাকুরী সুযোগ দিতে নিষেধ করা হল।

আমাদের গোপন মণ্ডলীর গোপন কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকলাম কমিউনিস্টদের দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে এবং আমাদের প্রতি ওদের মনোযোগের সুযোগ না দিয়ে। দীর্ঘদিন এভাবে চলল। রিচার্ড প্রতিদিন সন্ধ্যা বেলার প্রার্থনা সভায় একটা প্রার্থনা করত ঃ

"প্রভু ঈশ্বর! তুমি যদি মনে কর জেলখানায় বন্দীদেও মধ্যে কতজনকে আমি তোমার রাজ্যে ও ধার্মিকতা প্রসারের কাজে ব্যবহার করতে তোমার কাজে ফিরিয়ে আনতে পারব, তাহলে আমার জন্য সেই সুযোগ সৃষ্টি করে দাও। আমাকে পুনঃরায় জেলখানায় ফিরিয়ে দাও।"

রিচার্ডের এরকম প্রার্থনা শুনে আমি ইতস্ততঃ করতাম, আমার মনের মধ্যে তোলপাড় শুরু হয়ে যেত, আমি ভাবতাম আমার কি এ প্রার্থনায় 'আমিন' বলা উচিত? তবু মনের অজান্তে আমি 'আমিন, বলে ফেলতাম।

১৯৫৯ সালের জানুয়ারী মাসের কোন এক মঙ্গলবার সন্ধে বেলায় আমাদের গোপন প্রার্থনা সভায় অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে একটি মহিলা এসে উপস্থিত হল। এক সপ্তাহ পূর্বে সেই মহিলাটি প্রার্থনা সভায় প্রদত্ত রিচার্ডের ধর্মোপদেশ মুলক ভাষনের লিখিত কয়েকটি পান্ডুলিপি ধার নিয়েছিল। মহিলাটি এসেই কান্না জড়িত কণ্ঠে বললঃ " আপনার ভাষন গুলি পান্ডুলিপি আমার কাছ থেকে অনেকেই ফটোকপি করে নিয়ে গেছে। সেগুলির শত শত কপি এখন সারা রুমানিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছে। এটা তো সরাসরি আইন লংঘন। তাই এখন পুলিশ মহিলাটির ফ্লাটে আক্রমন চালিয়ে কপি গুলি নিয়ে নিচ্ছে। এখন কি হবে? পুলিশ তো আপনাকেও আক্রমন করতে পারে। এজন্য আমিই দায়ী !"- এ কথা বলেই মহিলাটি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

আমরা পাটির এক গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জেনেছিলাম যে, একজন তরুন পাষ্টর- যে লোকটা রিচার্ডের সাথে বন্ধুত্বের ভান করত, সে রিচার্ডের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছে।

১৫ই জানুয়ারী বুধবার একটার সময় একদল পুলিশ আমাদের ঘরের দরজায় প্রচন্ড আঘাত করল। আমরা দরজা খুলে দেয়ার জন্য উঠার আগেই তারা দরজা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করল। ঘরের ভিতরে আলো জ্বালানো হল। একজন পুলিশ কর্মকর্তা চেঁচিয়ে বললঃ

ঃ আপনিই কি রিচার্ড ওয়্যার্ম ব্রান্ড?

আমাদের ক্ষুদ্র ফ্লাটটি মানুষে পূর্ণছিল।কাপবোর্ড খুলে ফেলা হল, ড্রয়ারগুলি খোলা হল, এবং কাগজ পত্র মেঝেতে ছুড়ে ফেলা হল।

রিচার্ড সেখানে বসে লেখালেখির কাজ করত, সেই ডেস্কে তারা খুজেঁ পেল টাইপ করে লেখা রিচার্ডের ধর্মোপদেশ মুলক বক্তৃতার অনুলিপি এবং ছেড়াঁ বাইবেল। এ সমস্ত তারা নিয়ে নিল।

তারপর তারা আমার বিবাহ বাষিকীতে রিচার্ড যে ডায়রী খাতাটা উপহার দিয়েছিল তাও পেয়ে গেল। এ খাতাতে রিচার্ড আমাকে উদ্দেশ্য করে কিছু প্রেমের কবিতা লিখেছিল আর কিছু উপদেশ মুলক নীতিকথা ছিল। রিচার্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার কিছু আলামত থাকতে পারে ভেবে এ খাতাটাও ওরা নিয়ে নিল।

আমি তাদেরকে অনুনয় করে বললামঃ" দয়া করে এই খাতাটা নিবেন না। এটা আমার ব্যক্তিগত জিনিস। এটা আমাকে দেয়া একটা উপহার। এটা তো আপনাদের কোন কাজে লাগবে না। প্লিজ! এটা নিবেন না।"

তবু তারা ডায়রী খাতাটা নিয়ে নিল।

ভারপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন রিচার্ডকে অন্য রুমে নিয়ে গেল এবং তাকে হ্যান্ডকাফ পরানো হল।

রিচার্ডের হাতে হাত কড়া পরানো দেখে কান্না জড়িত কণ্ঠে তাদেরকে বললামঃ

"একজন নির্দোষ মানুষের সাথে এমন ব্যবহার করতে আপনাদের লজ্জা হয় না?"

রিচার্ড আমার দিকে ফিরে তাকালো। তারপর তার হাত ধরল।

ক্যাপ্টেন আমার দিকে তাকিয়ে কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠলঃ

'উনাকে নিয়ে যেতে দিন।'

আমরা হাঁটু গেড়ে প্রার্থনায় বসলাম। পুলিশেরা আমাদের চারপাশে ঘিরে দাঁড়াল। আমরা একটি গান করলামঃ

'প্রতিদিন প্রতিক্ষণ, প্রভু তোমায় করব স্মরণ
হে দীন নাথ! কভু তোমায় নাহি যাব ভুলে।
আঁধার ঘেরা দুঃখের মাঝে
প্রতিদিন প্রতিরাতে
গেয়ে যাব তোমার জয়গান
তোমার প্রেমে জুড়াব মোদের তাপিত পরান
প্রভু তুমি রয়েছ মোদের হৃদয় মন্দিরের ভিত্তিমূলে।"
প্রভু যীশু মসীহ, মোদের হৃদয়ে আসি
আজি দুঃখের দিনে, তব প্রেম বরিষণে
দিয়ে যাও মোদের সান্ত্বনা।
প্রভু, তোমায় পেয়ে সব পেয়েছি, মোরা আর কিছু চাই না।
জীবন সপেঁ দিয়েছি মোরা তোমার ক্রুশের তলে।"

আমাদের গান শেষ হল। তারপর ক্যাপ্টন রিচার্ডের কাধেঁর উপর একাট হাত রেখে বললঃ "প্রায় পাঁচটা বাজে। এখন আমাদের অবশ্যই চলে যেতে হবে। আমাদের সাথে চলুন।" ক্যাপ্টেন এই কথাটি বললেন শান্ত ভঙ্গিতে, তার চোখে জলটা টলমল করতেছিল।

তারা রিচার্ডকে ধরে নিয়ে গেল। আমি ওদের পিছু পিছু সিঁড়ি দিয়ে নামলাম। রিচার্ড আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললঃ " আমার সকল ভালবাসা মিহায় এর জন্য রেখে গেলাম। আমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এজন্য দুঃখ করো না। যে পাষ্টর আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করেছিল তাকে ক্ষমা করো, এবং তাকে আমার ভালবাসা জানিও।"

আমি গেটের বাহিরে যেখানে পুলিশের গাড়ি ছিল সে পর্যন্ত এলাম। রিচার্ড আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। পুলিশেরা ওকে ঠেলে গাড়িতে উঠাল। যখন গাড়ি স্ট্যাট করল, আমি জোড়ে জোড়ে কান্না শুরু করে দিলামঃ 'রিচার্ড! রিচার্ড! বলে জোড়ে ডাকতে ডাকতে এবং কান্না করতে করতে বরফ পড়া রাস্তার উপর দিয়ে পুলিশের চলন্ত গাড়ির পিছে পিছে দৌড়াতে থাকলাম। গাড়িটি দ্রুত গতিতে চলে রাস্তার একটি মোড় ঘুরল তারপর আর গাড়িটাকে দেখা গেল না। আমি হাঁপাতে থাকলাম। আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম না। আমার মনের মধ্যে আলোড়ন শুরু হয়ে গেল।

বাসায় ফিরে আসলাম, দরজা খুলে দেওয়া হলে ঘরে পা দিতেই চিৎকার করে মেঝেতে পড়ে গেলাম। মেঝেতে গড়াগড়ি করে চিৎকার করে বলতে থাকলামঃ 'প্রভু গো! আমার স্বামীকে তোমার হাতে রাখছি। আমি অসহায়। আমি কিছুই করতে পারি না। কিন্তু তুমি রিচার্ডের চারপাশে রক্ষক স্বর্গদূত নিয়োগ করতে পার। ওকে জেলখানার দরজায় তালাবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও আবার আমার কাছে ফিরিয়ে আনতে পার !"

দরজা বন্ধ করে অন্ধকার ঘরে বসে আমি সারারাত প্রার্থনা করলাম আমার আর কোন দিকে খেয়াল ছিল না রাত্রি শেষ হয়ে নতুন দিনের আগমন পর্যন্ত নিবিষ্ট মনে শুধু প্রার্থনাই করেছিলাম। সকাল বেলা এলিস আমাকে দেখতে এল। আমি ওর গলা জরিয়ে ধরে কেঁদে বলে উঠলামঃ

'ঐ জানোয়ারেরা আমার রিচার্ডকে আবার আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।'

চতুর্থ অধ্যায়
নতুন আতঙ্ক

রির্চাডের গ্রেফতার হওয়ার কথাটা মিহায়কে জানাতে হবে। মিহায় কিছুতেই সহজ ভাবে কথাটা মেনে নিতে পারবে না। এমনিতেই অনেক দুঃখকষ্ট ও মানষিক আঘাতের মধ্য দিয়ে ওকে বড় হতে হয়েছে। মিহায়ের ওখানে গিয়ে সংবাদটা দেয়া সহজ কাজ নয়। তাছাড়া সংবাদটা ইউনিভার্সিটির 'গোয়েন্দাবিভাগের গোপন সংবাদ দাতা' যেন জানতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। অন্যথায় মিহায়কে ভার্সিটি থেকে বহিস্কার করতে পারে। এজন্য আমি নিজে সিবিউ-এ গিয়ে ওকে সংবাদটা জানাতে পারলাম না। কারণ আমাকে ওখানকার অনেকেই চিনবে, তখন জানাজানি হয়ে যাবে যে, মিহায় রিচার্ড ওয়্যার্ম ব্রান্ডের ছেলে।

এলিস মিহায়ের কাছে গিয়ে সংবাদটা মিহায়কে জানিয়ে আসতে সম্মত হল। পরের দিন খুব ভোরের ট্রেনে এলিস সিবিউ-এর উদ্দ্যেশ্যে যাত্রা করল। সিবিউ-এ পৌঁছে ইউনির্ভাসিটির ধর্মতত্ত্ব বিভাগের কাছে ক্ষুদ্র পার্কে বসে অপেক্ষা করল, যাতে মিহায় এদিক দিয়ে কোন সময় গেলে তাড়াতাড়ি সংবাদটা বলে চলে আসতে পারে। এলিস কারো কাছে মিহায়ের কথা জিজ্ঞাসা করা ভাল মনে করল না, কারণ এতে মিহায়ের সাথে যে দেখা করতে আসা হয়েছে, এ বিষয়ে রিপোর্ট পেশ করা হবে। তাছাড়া মিহায়ের বাবার গ্রেফতার হওয়ার সংবাদটাও ভার্সিটিতে ছড়িয়ে পড়বে।

এলিস কারো কাছে মিহায়ের কথা জিজ্ঞাসা না করে আশা করে রইল কোন্ সময় মিহায় পার্কের কাছে আসে। পার্কে তখন তীব্র শীত ছিল। পার্কের বেঞ্চের উপর তুষারের পাতলা আবরণ পড়ে ছিল। গাছপালার পাতাও তুষারে ঢাকা পড়ে ছিল। এলিসকে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হল। প্রায় সন্ধ্যার সময় মিহায় পার্কে আসল। এলিস ওকে সবকিছু বিস্তারিত বলল। সব শুনে মিহায় বললঃ

'হ্যাঁ ! আমিও ভেবেছিলাম এ রকম কিছু একটা ঘটবে। মা-কে বলবেন, আমি অতিসত্ত্বর বাড়ি ফিরে আসব। ওরা হয়ত মা-কেও গ্রেফতার করে নিয়ে যেতে পারে।,

ওর সহপাঠী সুজান বলঃ , কিন্তু তুমি বাড়ি চলে গেলে তোমার পড়াশুনার কি হবে? প্রায় তিন বৎসর তোমাকে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে হবে.....,

মিহায় বললঃ 'এখানে ধর্মতত্ত্ব পড়লে কি হবে। অনেক সময় ধর্মতত্ত্বে ডিগ্রীধারী পাষ্টরগণ যারা সত্যিকার ভাবে ঈশ্বরের লোক এবং ঈশ্বরের জন্য' 'মনুষ্যধারী জেলে' তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং তাদের ধ্বংস সাধনে প্রয়াসী হয়। তারচেয়ে বরং ধর্মতত্ত্বের উপর তথাকথিত ডিগ্রী অর্জন করার চেয়ে না করাই বেশি ভাল।'

অনেক দেরী করে এলিস আমাদের বাসায় ফিরে আসল; এবং মিহায় কি বলে দিয়েছে তা আমাকে বলল।

আরও ছয় বছরের জন্য রিচার্ড নিখোঁজ হওয়ার পূর্বে আমি একবার তাকে দেখেছিলাম। তখন রিচার্ডের বিচার কাজ চলছিল। পার্টির নিয়ম নীতি ও আচরণ ১৯৪৮ সালের প্রচন্ড দিনগুলি চেয়ে কিছুটা ন্যায়নিষ্ট ও নমনীয় হয়ে উঠেছিল। বাইরের দুনিয়ার মানুষকে তারা জানাত, 'আমরা বিনা কারণে মানুষদেরকে জেলে পুরছি না, আমাদের আদালত আছে। আমাদের ন্যায় বিচার আছে।'

আদালত প্রাঙ্গনে একটি লাল ব্যানার টাঙ্গানো থাকত, তাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকতঃ' জনগণের হিতার্থে জনগনের মধ্যে জনগণের ন্যায় বিচার।' এই ব্যানারের উপরে জ্যর্জিউ-দেজ এর ছবি এবং পার্টির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের ছবি অঙ্কিত থাকত।

জনগণের শত্রু তথাকথিত ন্যায়বিচারক একদরজা দিয়ে প্রবেশ করত, আর এক দরজা দিয়ে বের হযে যেত। ..... অপরাধের বিষয়ে শুনা হত, অপরাধীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হত, এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে দন্ড প্রদান করা হত। পাষ্টর, সাংবাদিক, গ্রাম্য বিদ্রোহী কৃষক এবং যাযাবর অপরাধীকে গাড়িতে বেল্টদিয়ে বেঁধে জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হত।

আদালত প্রাঙ্গনের মাতাল ঝাড়ুদার নেশায় ঢুলতে ঢুলতে চেঁচিয়ে বলে উঠেছিলঃ 'জর্গিউ-দেজ একটা আস্ত বদমাশ ওর উচিত ওর আগের কাজে ফিরে গিয়ে পাফ্ পাফ্ করে রেলগাড়ি চালানো।' (জ্যর্গিউ-দেজ পূর্বে রেলওয়ে কর্মকর্তা ছিল)

রিচার্ডের অপরাধের শুনানির পালা আসল। আমি শুনানির একটি কথাও শুনতে পারিনি। রিচার্ডও শুনতে পারেনি। আমরা একজন আর একজনের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। হয়ত বা এটাই হতে পারে আমাদের শেষবারের মত দেখা। আমরা রিচার্ডের জন্য কি দন্ডাজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়, তা শুনার অপেক্ষা করছিলাম।

মিহায় আমাকে পরে বলেছিল' ১৯৫১ সালে বাবার যে গোপন বিচার হয়েছিল, সে বিচারর-ই পূণঃরায় শুনানি হল। বাবার পক্ষে যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমা ঘোষনা করা হয়েছিল, তাও বাতিল করা হয়েছে। পুরাতন দন্ডাজ্ঞাই পূনঃরায় বহাল করা হয়েছে।' রিচার্ডকে আদালত প্রাঙ্গণে থেকে বের হওয়ার সময় আমাদের দিকে শেষ বারের মত তাকাল। তার মূখ মণ্ডলে শতদুঃখ দূদর্শার মধ্যেও ফুটে উঠা সেই চির পরিচিত হাসির ঝলক দেখতে পেলাম। ওর এই অসাধারণ হাসি এক সময় আমাদের দুজনের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে দিয়েছিল।

কাজের চাপে ক্লান্ত আদালতের খর্বাকৃতি কেরাণী আমার হাতে একটা কাগজ তুলে দিল। কাগজটা হাতে নিয়ে আমি দেখলাম, এটা রিচার্ডের বিরুদ্বে দেয়া রায়ের অনুলিপি। পড়ে দেখলাম, এত লেখা আছে, নাম- 'রিচার্ড ওয়্যার্ম ব্রান্ড, পিতা ঃ _____, জন্ম ঃ ১৯০৯ সাল, জাতীয়তা ঃ _____, বাসস্থান ঃ _____, _____। তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের ভিত্তিতে সুষ্ট ও নিরেপক্ষ তদন্তের মাধ্যমে এবং সঠিক সাক্ষ্যপ্রমানের দ্বারা দোষী সাবস্থ্য হওয়ায় তাকে রুমানিয়ার জাতীয়

আইনের _____ দন্ডবিধির _____ ধারা মোতাবেক পূর্বে রায় দেয়া শাস্তির সাথে পাঁচ বছর বৃদ্ধিকরে যোগ করে মোট পঁচিশ বছরের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হল। এবং পূর্বে তার পক্ষে যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমা ঘোষনা করা হয়েছিল, তাও এই রায়ের মাধ্যমে বাতিল করা হল।

_____

বিচারপতি

_____

_____

_____

_____

পরে আমরা জানতে পারছিলাম যে, এই রায়ের সাথে 'আইনী খরচা' এবং মোটা অংকের জরিমানা ও অন্তভুক্ত রয়েছে । এবং আমাদের সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ঘোষনা করা হয়েছে। রাজনৈতিক অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত কয়েদীদের পরিবারের বেলায় এরকমই ঘটে থাকে। আমাদের কোন টাকা পয়সা ছিল না। তবুও দুইজন ইনকাম ট্যাক্স অফিসার আমাদের ফ্ল্যাটে আসল, এবং দুইজন ইনকাম ট্যাক্সের বিষয় নিয়ে উচ্চ কণ্ঠে তর্ক জুড়ে দিল। ১৯৫৩ সালে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর যে কয়েকটা মূল্যবান জিনিসপত্র জমিয়ে ছিলাম যাওয়ার সময় তারা সেসব নিয়ে গেল।

তারা আমাদের জন্য রেখে গেল বিছানা পত্র, একটি টেবিল, দুইটি চেয়ার। কিন্তু তারপর ছয় বছর ধরে তারা আমাদের অনবরত জ্বালাতন করত। আমাদের বাসায় এসে টাকা দাবী করত, যদিও আমাদের কোন সম্পত্তি ছিল না, তবুও আমাদের সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার সরকারী ঘোষনার কথা বলে শাসাত। শীত গ্রীষ্ম সব সময় আমাদের অসহায় অবস্থার মধ্যে সরকারী আমলাদের যুদ্ধংদেহী অত্যাচার সহ্য করতে হত। দু' মুটো খেয়ে বাঁচার সামর্থ নেই এমন পরিস্থিতিতেও তারা ভয় দেখিয়ে শাসিয়ে আমাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করার চেষ্টা করত।

সে সময়টা ছিল প্রচন্ড ভয়ের সময়। প্রতিদিন বন্ধু বান্ধবদের গ্রেফতার হওয়ার সংবাদ শুনতাম। আমাদের প্রিয় এবং নিকট সম্পর্কের হিতাকাংখিদের সবাই জেলে ছিল। দেশের সব জায়গা থেকে লোকজন এসে আমাদের কাছে দেশের পরিস্থিতির কথা বলত। তারা বলত নির্মম অত্যাচারের গল্প, তারা বলত, চার্চ গুলি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, তাদের আত্মীয় স্বজনদেরকে কিডন্যাপ করা হয়েছে।

যে সময় আমাদের দেশের মধ্যে এসব ঘটছিল, তখন ক্রুশচেভ হঠাৎ পশ্চিমা বিশ্বের সাথে কমিউনিস্ট দেশগুলির সম্পর্কের টানাপোড়েন ঘুচাতে আমেরিকা এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে ভ্রমনে গেলেন। ১৯৬০ সালের মে মাসে প্যারিসে এক বিশাল সম্মেলনে তিনি কমিউনিস্ট বিশ্বের পরিস্থিতি নিয়ে কথা বললেন।

মিস্ ল্যান্ডাউয়ার এর বাসায় আমরা আমাদের সম্ভাব্য ভবিষৎ নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম।

মিস্ ল্যান্ডাউয়ার আমাকে বলল 'সাবিনা, তুমি দেখে নিও, এই সম্মেলনের পরে কমিউনিস্ট দেশগুলির পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসবে এবং কমিউনিস্টদের রীতিনীতি অনেকটা নমনীয় হয়ে পড়বে। পশ্চিমা বিশ্ব থেকে সাহায্য পাওয়ার আশায় কমিউনিস্টরা এক চুক্তিতে উপনীত হবে। সকল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হবে। এবং তোমার স্বামী রিচার্ডও মুক্তি পাবে।'

আমরা যখন কথা গুলো বলছিলাম, তখন টেলিফোনের রিং বেজে উঠল। আমি ফোনটা ধরলাম। আমার এক প্রতিবেশী ফোনে আমাকে বললঃ তোমাদের বাসা পুলিশে ঘিরে ফেলেছে।

আজ রাতে বাসায় ফিরে এসো না। এলিসকে ধরে নিয়ে গেছে, তোমাকেও ধরে নিয়ে যেতে পারে।'

আমার জানা মতে সম্ভবতঃ সমগ্র রুমানিয়াতে এলিস হচ্ছে সবচেয়ে নিঃস্বার্থ, উদার ও দয়ালু মহিলা। তার যা কিছু ছিল, সব সে অসহায় ও বিপদগ্রস্থ অন্যলোকদের জন্য ব্যয় করেছিল। তাকে গ্রেফতারের কারণ, সে রাজনৈতিক কারণে বন্দী লোকদের রেখে যাওয়া অসহায় সন্তানদের লালন পালন করত। এবং এটাই ছিল তার অপরাধ।

গোয়েন্দা বিভাগের অফিসারগণ জেরা করার সময় এলিস এর কাছ থেকে তার বন্ধু ও পরিচিতদের বিষয়ে তথ্য জানতে চেয়ে ছিল। এলিস তার বন্ধুদের বিষয়ে কোন সংবাদ জানাতে একবারে অস্বীকার করে এজন্য তাকে বেদম প্রহার করা হয়েছিল। তার মুখে বুট জুতা দিয়ে লাথি মারা হয়েছিল, এতে কয়েকটা দাঁত পড়ে গিয়েছিল। এমন প্রহার করা হয়েছিল যে, তার শরীরের বিভিন্ন জায়গার হাঁড় ভেঙ্গে গিয়েছিল। তারপর বিচারে তাকে আট বছরের কারাদন্ড দেওয়া হয়।

সেই রাতে পুলিশ দুইঘন্টা ধরে আমাদের বাসা তল্লাশি করেছিল। পরে আমরা লন্ডভন্ড বাসায় ফিরে এসেছিলাম। দেখলাম, কাগজ পত্র ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। এমনকি মাদুরাটাও ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে।

মিস্ তমাজিঢ়উ বাতজ্বরের চিকিৎসা বিষয়ক একজন জার্মান ডাক্তারের একটি বই থেকে হাতে লিখে একটি নোট তৈরী করেছিলেন। নোটটি তিনি আমাকে পড়তে ধার দিয়েছিলেন। এবং বলেছিলেন, "এটা একটা দূর্লভ পান্ডুলিপি। তাই তোমাকে মাত্র একদিনের জন্য ধার দিকে পারি। তুমি আর যাই কর, আমার অতিকষ্টের এই দূর্লভ নোটটা হারিও না।"

ঘরে প্রবেশ করে ছড়ানো ছিঁটানো কাগজপত্র নাড়াচাড়া করতে করতে মিহায় বলে উঠলঃ "আম্মু! তুমি কি জান, পুলিশ কি নিয়ে গেছে? --- সেই বাতজ্বরের চিকিৎসা বিষয়ক নোটটা ! "

আমি কি জবাব দিব?

যখন মিস্ তমাজিৎউ- কে আমার কাছে নোটটি ফেরত চাইলেন, তখন আমি লজ্জিত হলাম। তাকে কষ্ট করে অনেক সময় ধরে বুঝালাম। বললাম যে নোটটা আমরা ইচ্ছে করে হারাইনি। গোয়েন্দা পুলিশ আমাদের বাসা তল্লাশী করার সময় নোটটা নিয়ে নিয়েছে। তবু আমি ভাবতে পারিনি যে, আমার কথা তিনি পুরোপুরি বিশ্বাস করে নিয়েছেন।

এলিস এবং আমাদের অন্যান্য যেসব বন্ধূবান্ধবদেরকে পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের সংবাদ জানার চেষ্টা করে ঘন্টার পর ঘন্টা দিনের পর দিন ব্যয় করতাম। এত চেষ্টা করেও তাদের বিষয়ে তেমন কিছু জানতে পারলাম না। তারা আন্ডার গ্রাউন্ড কারাগারে নিঃসীম অন্ধকার গহব্বরে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। হয়ত বা কোন একদিন তাদের বিষয়ে কোন সংবাদ শুনতে পাব। (এলিসের গ্রেফতার হওয়ার অনেকদিন পর আমরা জানতে পেরেছিলাম, এলিসের কি ঘটেছিল।)

আমাদের সব ঘনিষ্ট বন্ধুর ভাগ্যেও এলিসের মত কোনকিছু ঘটেছিল।

বৃদ্ধ ত্রিফ্যু, যিনি মিহায়ের দাদুর মত ছিলেন। তিনি একজন কবি ছিলেন। কোন প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান তার ছিলনা। তবুও তিনি স্বর্গীয় আর্শীবাদে সহজ সরল ভঙ্গিতে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ গীতি কবিতা লিখতেন। মিহায়কে তিনি তার কবিতা শিখাতেন। মিহায়ের মিষ্টি কণ্ঠে তার কবিতার আবৃত্তি শুনতেও তিনি পছন্দ করতেন। মিহায় তার কোলেই বড় হয়ে উঠেছে।

নেইলেনক্যু, সম্ভবত তিনি দেশের মধ্যে শ্রেষ্ট সরকার ছিলেন। তিনি তার এক স্ত্রী এবং সন্তানকে রেখে গিয়েছিলেন। তারা তাদের ঘর ছেড়ে পথে নামতে বাধ্য হয়েছিল।

এবং পাষ্টর আর্মেনু, আমি পাশ্চাত্য দেশের লোকদের নিকট তার গল্প বলেছিলাম। আমার কথা শুনে তারা ভেবেছিল, আমি বুঝি মজা করার জন্য বলছি। এই পাষ্টর আর্মেনকে শাস্তি দেয়া হয়েছিল যীশুর একটি বাণী প্রচারের জন্য---- বাণীটি হলঃ 'তোমরা নৌকার দক্ষিণ পাশে জাল ফেল।'

আমার কথা শুনে তারা হাসছিল "কমিউনিস্টরা 'নৌকার দক্ষিণ পাশে জাল ফেল, পাইবে---এই কথাটার মধ্যেও অপরাধ খুঁজে দেখেছিল? ! তাহলে কি নৌকার বামপাশে জাল ফেল বলে অপরাধের আলামত থাকতো না? এই কথটাও তাদের কাছে সাম্রাজ্যবাদী প্রপাগান্ডা মনে হয়েছিল!" বড় অদ্ভুদ ব্যাপার যে, এ রকম সাধারণ স্পষ্ট কথাটারও ভুল তাৎপর্য ধরে নিয়ে অর্থ্যাৎ 'নৌকার দক্ষিন চলমান দিকে জাল ফেলা'র অর্থ তারা মনে করে নিয়েছিল কমিউনিজমের বিপরীতে জাল ফেলা বা রক্তাক্ত করা।

একজন গোপন সংবাদ দাতা আর্মেনিয়ার ধর্মীয় বক্তৃতাগুলোর বিষয়ে রিপোর্ট করেছিল এবং বক্তৃতাগুলোর ভুল ব্যাখ্যা করে তাকে গ্রেফতার করার মিথ্যা গুজব তৈরি করে নিয়েছিল।

পাষ্টর আর্মেনিয়ানু তার স্ত্রী ও পাঁচটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে গিয়েছিলেন। তাকে নির্জন পরিত্যক্ত বারাগান ভুমিতে নির্বাসন করা হয়েছিল।

একদিন পাষ্টর আর্মেনিয়ানুর স্ত্রী, আমাদের বাসার দরজার সামনে কড়া নাড়ালেন। দেখলাম, শুকিয়ে একদম কাঠ হয়েগেছে। হয়ত অনেকদিন অনাহারে থাকতে হয়েছে। মনে হল প্রাণ শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। তাকে দেখে বাসার ভিতরে নিয়ে এলাম। তার মধ্যে কষ্টের অভিব্যক্তির পরির্বতে তার মধুর স্বভাবে নিহীত কারো প্রতি কোন অভিযোগ না করার মহৎ গুণটি বরং আমাদের সকলকে কষ্টকে জয় করতে সাহায্য করল।

তখন আমরা আমাদের বাসায় পাঁচ জন হলাম।

পাষ্টর আর্মেনিয়্যানুর বিরুদ্ধে গোপনে রিপোর্ট করার ব্যাপারে যে লোকটাকে আমরা সকলেই সন্দেহ করতাম, সে লোকটা আমাদের গোপন মণ্ডলীর এক সভায় এসেছিলেন।

লোকটাকে আমাদের ধর্ম সভায় দেখে পালক আর্মেয়ানু-র স্ত্রী ফিস ফিস করে বললেনঃ 'লোকটাকে নিরবে চলে যেতে দিন। ইচ্ছে করে সে আমার স্বামীর বিরুদ্ধে রিপোর্ট পেশ করেনি, হয়ত ওরকম মিথ্যা রিপোর্ট পেশ করতে তাকে বলপূর্বক বাধ্য করা হয়েছিল।'

আসলে পাষ্টর আর্মেয়ানুর স্ত্রী লোকটাকে ক্ষমা করতে চেয়েছিলেন এবং সব কিছু ভুলে যেতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু আমি ক্ষমা করতে পারিনি এবং লোকটাকে সহজভাবে সভা থেকে চলে দিতে পারিনি। সভা শেষে তাকে থামিয়ে তার উপর চাপ সৃষ্টি করলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলামঃ কেন পাষ্টর আর্মেয়্যানু-র বিরুদ্ধে মিথ্যা রিপোর্ট দিয়ে আপনি তাকে কঠিন শাস্তির দিকে ঠেলে দিয়েছেন? তার অসহায় ছোট ছেলে মেয়ে এবং স্ত্রী কি দশা ঘটেছে ভেবে দেখেছেন? একজন নির্দোষ মানুষর সাথে এমন ব্যবহার করার মধ্যে আপনার কি উদ্দ্যেশ্য ছিল?

আমার কথা শুনে লোকটা ভীষণ রেগে গেলেন এবং তর্জন-গর্জন করে কথা বলতে লাগলেন।

গোয়েন্দা পুলিশের লোকেরা পালক আর্মেয়্যানু-র সর্ম্পকে গোপন তথ্য জানাতে আমাকে বার বার চাপ দিয়েছে এবং ভয় প্রদর্শন করেছে। যা হোক, আমি পাষ্টর আর্মেয়্যানু-র সর্ম্পকে এমন কিছুই বলিনি যা সত্য নয়। উনি যা যা বলেছেন আমি তাই রিপোর্ট দিয়েছি। তারা পাষ্টর আর্মেয়্যানু-র যে সব কথাকে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে পাল্টা বিপ্লবের ইংগিত মনে করত, আমি তার সাথে একমত হয়েছি। আমি যা শুনেছি তাই বলেছি, এটা আমার দায়িত্ব ছিল। আমি আমার দায়িত্বই পালন করেছি।

ঃ 'কিন্তু এতে আপনি কি সেই কমিউনিস্ট শাসনের পক্ষের লোক হয়ে গেলেন না, যে কমিউনিস্ট শাসন টিকে আছে মানুষদের হত্যা করে, নির্দোষ লোকজনদেরকে গ্রেফতার করে এবং তাদের অসহায় সন্তানদের মস্তিস্কে বা চিন্তাধারায় নাস্তিকতাবাদের বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেয়?'

আমার কথা শুনে লোকটা কিছুটা অস্বস্তিতে কথার মোড় পরিবর্তন করে বললঃ 'উহ, না। অবশ্যই না। আমি কমিউনিজমের পক্ষে এটা হতেই পারে না।'

আমি বললামঃ তাহলে আপনি যাদের মতাদর্শের বিরোধী তাদের নিকট আপনার সপক্ষ বিশ্বাসী ভাইয়ের বিপক্ষে রিপোর্ট পেশ করেছেন কেন?'

আমার হৃদয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতার যন্ত্রণা ছিল। আমি এই পাষ্টর এবং বন্ধু লোকটিকে চিনতাম। এমন কি যে বিশপ বিশ্বাস ঘাতকতা করে রিপোর্ট পেশ করে রিচার্ডের গ্রেফতারের জন্য দায়ী ছিল তাকেও আমি চিনতাম। এইসব ধর্মীয় নেতারা যে নীতি ও আদর্শের বিষয়ে প্রচার করে তার চেয়ে নিজেদের তারা বেশি ভালবাসত।

যারা আমার স্বামীকে এবং আরো অনেক স্ত্রী লোকের স্বামীকে ধরিয়ে দিয়েছে তাদের প্রতি আমার অন্তরে তীব্র ঘৃনা অনুভব করতাম। আমি প্রার্থনা করতাম তাদের প্রতি আমার মনোভাব স্বাভাবিক রাখতে। কিন্তু আমি অন্তরে শান্তি খুঁজে পেতাম না।

মারিতা ক্রুশের উপর যীশু খ্রীষ্টের ছবি কোন জায়গা থেকে এনে আমাদের বাসায় ঝুলিয়ে রেখেছিল। দেয়ালে ঝুলানো সেই ছবিটার দিকে আমি প্রায়ই স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতাম। যখনই সেই ছবিটার দিকে আমি তাকাতাম, আমার মনে পড়ত ক্রুশের উপর যীশুর শেষ বাণীগুলো

ঃ পিতঃ ইহাদের ক্ষমা কর , কারণ ইহারা কি করিতেছে তা জানে না, । এবং

ঃ 'আমার পিঁপাসা পাইয়াছে।'

বিশ্বাস ঘাতকদেরও ক্ষমা! এটা কেমন ক্ষমা করা! এই চিন্তাটা মাঝে মাঝে আমার মধ্যে একটা পরিবর্তনের হাওয়া নিয়ে আসত। আমি জানতাম , এমন কি ঈশ্বরের নৈকট্য প্রাপ্ত মহান সাধু ব্যক্তিদের মধ্যে মাঝে মাঝে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসার চেয়ে নিজ সত্ত্বার প্রতি ভালবাসাটা প্রবল হয়ে উঠে।

লুতারিণ মণ্ডলীর বিশপ আমার ভাল বন্ধু ছিল--- সে প্রায়ই একটা কথা বলত। যাদেরকে বিশ্বাসঘাতক বলা হচ্ছে তারাও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে দূর্ব্বল সাধু বলে পরিগণিত হতে পারে।

১৯৬০ সালে একটু তাড়াতাড়ি-ই শীতকাল এসে গেল এবং তুষারপাত শুরু হয়ে গেল। রাস্তায় পুরো তুষারের স্তুপ পড়ে থাকত। বাইরে বেরুনো সম্ভব হত না। আমাদের জানালার একটা কাঁচপড়ে গিয়েছিল। মিহায় পুরাতন কার্পেটের একটা টুকরা দিয়ে জানালার ভাঙ্গা আংশটা ঢেঁকে দিয়েছিল। কিন্তু হিম শীতল প্রচন্ড বাতাস এতে বাধাঁ মানত না। দরজার নিচের ফাঁক দিয়েও শিরশির করে ঠান্ডা বাতাস ঘরে প্রবেশ করত।

মারিতা বলতঃ আমরা বরং ঘরের বাইরে বসে থাকলেই একটু বেশি গরম পেতাম।

আমাদের ছোট ঘরটাতে আমরা পাঁচজন থাকতাম।

যখন গোপন মণ্ডলীর কাজ কম থাকত, তখন সরকারী অফিসে রিচার্ডের ব্যাপারে কোন নির্ভর যোগ্য সংবাদ জানার চেষ্টা করতাম।

একটা ফরম পূরণ করে বড় হল রুমের বেঞ্চে বসে থামতাম এবং অফিসাররের কাছ থেকে কোন সাড়া পাওয়ার আশায় অপেক্ষা করতাম।

তারপর কিছুই হত না।

একদিন ইনকাম ট্যাক্স বিভাগের দুইজন অফিসার আমাদের দরজায় কড়া নাড়ল। মিহায় দরজা খুলে দিল এবং আমাকে ডাকল। অফিসার দুইজন আবার আরো অতিরিক্ত টাকা দাবী করল। আমি জবাব দিলাম ঃ 'আমি টাকা দিতে পারব না। কারণ আমার এমন কিছু আয় নাই, যাতে ইনকাম ট্যাক্স আরোপ হতে পারে।

ঃ অফিসারটি কর্কশ কণ্ঠে বিদ্রুপের স্বরে বললঃ ইনকাম ট্যাক্স পরিশোধ করতে পারবে না এটা তো খুব খারাপ কথা !

তারপর আসবাবপত্র এবং অনেক জিনিস পত্রের একটা তালিকা দেখিয়ে বলল ঃ আপনাদের তো অনেক জিনিস পত্র আছে কাজেই ট্যাক্স দিতেই হবে।

আমি বললাম ঃ এগুলো তো আপনারা আগেই নিয়ে নিয়েছেন'

তারা আমাকে বলল ঃ ' আপনাকে আমরা তিনদিনের সময় দিচ্ছি। এই তিনদিনের মধ্যেই আপনাকে আমাদের দাবীকৃত টাকাটা পরিশোধ করতে হবে। না হলে আপনার সমস্যা হবে বলে রাখছি।'

এ কথা বলেই তারা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পরের দিন সকালে আমি ট্যাক্স বিভাগের প্রধান কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাত করার চেষ্টা করলাম। তার অফিসে অনেক্ষণ বসে থাকতে হল। অবশেষে তার সাথে সাক্ষাতকারের জন্য আমার ডাক পড়ল। তিনি দেয়ালের সাথে পিজবোর্ড দিয়ে ঘেরা একটি ক্ষুদ্র একটি কক্ষে ছিলেন। আমার দিকে চক্ষু তুলে ভীষন রেগে গিয়ে তিনি বললেন ঃ

'আপনি বলতে চাচ্ছেন আপনার উপর যে ট্যাক্স আরোপ করা হচ্ছে তার হিসাব স্বচ্ছ নয়। আমাদের হিসাব সব সময়ই স্বচ্ছ। আপনি হয় পুরো ট্যাক্স অতি সত্ত্বর পরিশোধ করবেন না হলে আপনার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেয়া হবে।'

আমি তার অফিস থেকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলাম।

আমার দুগাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তেছিল। আমি কিছুতেই তা সংবরণ করতে পারছিলাম না। সিঁড়ি বেয়ে নামার পর একটা বিশাল হল রুম পেরিয়ে বাইরের তুষার পড়া রাস্তায় চলে আসার আগে এক মুহুত্তের জন্য দরজার কাছে থামতে হল। পিছন থেকে একজন আমার হাত স্পর্শ করল।

চশমা চোখে গারো স্যুটপরা একজন লম্বা লোক আমার পিছে পিছে এসে আমার সাথে দরজা দিয়ে বাইরে বেড়িয়ে এল। আমি রাস্তায় নেমে পড়লাম। লোকটি আমাকে অনুসরণ করছে। আমি ভাবলাম এ লোকটা অন্য একজন অফিসার, উনি হয়ত আমাকে নতুন ধরণের

থ্রেট বা হামকি ধামকি দেওয়ার জন্য আমার পিছনে এসেছেন। তিনি তাড়াতাড়ি উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চারপাশে এক নজর তাকিয়ে নিলেন, তারপর আমাকে আস্তে করে বললেন ঃ

'আমি আপনার সমস্যাটা জানি। এই নিন এখানে কিছু টাকা আছে।'

একথা বলেই তাড়াতাড়ি আমার হাতে একটা টাকার তোড়া তুলে দিয়েই দ্রুত স্থান ত্যাগ করলেন।

আমি ভাঁজকরা কাগজের নোট গুলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম। দেখলাম, অনেক গুলি টাকা! টেক্সের জন্য আমাদের বাসায় এসে উৎপাত করলে এ টাকা দিয়ে কয়েক সপ্তাহের জন্য ওদের থামিয়ে রাখা যাবে!

আমার জুতা ভিজে চপচপে হয়ে গেছে, ঠান্ডায় হাত বরফের মত জমে গেছে। এবং আমি নিদারুন ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়ার মত হয়েছি, সেদিকে খেয়াল না করেই তুষার পড়া রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলাম। অব্যক্ত ভাবাবেগে আমার হৃদয় শান্ত ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে ছিল। এই দয়ালু দানশীল মহান লোকটা ঈশ্বরের ভালবাসার একটা চিহ্ন আমাকে দেখালেন।

আমি শুধু ভাবতে থাকলাম, এই লোকটা কে হতে পারে?

মিহায় অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে খোঁজ খবর নিয়ে জেনেছিল লোকটা ইনকাম ট্যাক্স বিভাগের একজন অফিসার এবং তিনি আন্ডার গ্রাউন্ড চার্চের অনেক বন্ধুদের একজন। আমরা পরস্পর সাক্ষাৎ করতে পারিনি, কারণ এতে বিপদজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটত। কিন্তু তারপর থেকে রিচার্ড যতদিন জেলে বন্দী ছিল, ততদিনই প্রতি মাসেই তার সামান্য বেতনের টাকা থেকে একটা নিদিষ্ট পরিমান টাকা আমার নিকট পাঠাত।

মিহায়কে সেমিনারী থেকে একেবারেই বহিষ্কার করা হল।

আমাদের বন্ধু বিশপ ম্যুলারই সব কিছু করেছেন, তিনি মিহায়কে সেমিনারীতে রাখতে পারতেন। ডঃ ম্যুলার কমিউনিস্টদের সাথে ভাল সংস্রব রাখতেন, এজন্য লুথারেণ মণ্ডলীর সদস্যগণ তাকে ঘৃনা করত। আবার তার পদমর্যাদার জন্য অনেকেই সম্মানও করত। তারা জানত না যে, এই লোকটা আন্ডার গ্রাউন্ড চার্চের প্রতিটি আলোচনার কথা উচ্চ পদস্থ কমিউনিস্ট কর্মকর্তাদের জানিয়ে দিত। এই বিশপ ম্যুলার আবার, কমিউনিস্টদের অত্যাচারে শহীদ হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের পরিবারকে রক্ষা করত এবং আর্থিক সাহায্য করত। আমি তার বিষয়ে এখন খোলাখুলি ভাবে সব কথা বলতে পারি, কারন সে মারা গেছে।

ইউনির্ভাসিটিতে মিহায়ে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কনস্ট্রাকশন ফ্যাকাল্টিতে শিক্ষা লাভের একটা ব্যবস্থা করে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে একজন কয়েদীর সন্তান হওয়ার কারণে এই বিভাগে ভর্ত্তি হওয়া একবারেই অসম্ভব ছিল।

আমি বাড়িতে বসেই কিছু টাকা উপার্জন করার চেষ্টা করতেছিলাম। সুতাকাটা ও কাপড় বুনার একটা পুরাতন মেশিন পেয়েছিলাম। এ মেশিন দিয়েই জার্সি ও পুলওভার তৈরী

করতাম। যখন কাজ করতে চাইলাম তখনই সমস্যাটা দেখা দিল। মেশিন ঠিকমত কাজ করছে না। মেশিনটা ছিল অনেক পুরাতন।

যে বন্ধুটি আমাকে এটা দিয়েছিল, তাকেও অন্য একজন পুরাতন হওয়ার কারণে মেশিনটি দিয়ে দিয়েছিল। বন্ধুটি ছিল মেকানিক। তার কাছে মেশিনটি নিয়ে গেলাম।

সে বলল ঃ 'বিয়ারিং নষ্ট হয়ে গেছে।'

ঃ 'তাহলে কি হবে ?'

ঃ 'এই মডেলের মেশিনের বিয়ারিং এখন কোথাও কিনতেও পাওয়া যাবে না। এটা এখন ফেলে দেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। আমি ঠিক করতে পারব না'।

ঃ 'তাহলে আমার পুলওভার গুলির কি হবে। তৈরী করা শেষ করতে পারলে এগুলো ভাল দামে বিক্রয় করা যেত ।'

ঃ ঠিক আছে। আমি খুঁজে দেখব। সম্ভবতঃ তোমাকে আর একটা পুরাতন মেশিন সস্তায় কিনে দিতে পারব।'

এক সপ্তাহ পর বন্ধুটি মৌজা তৈরী করার দুইটি মেশিন নিয়ে এল। তখন মেশিন দুইটি নিয়ে আমি এবং পাষ্টর আর্মেয়্যানুর স্ত্রী দুজনে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। এ মেশিন দুটোতেও সমস্যা দেখা দিল। প্রায় সূচ ভেঙ্গে যেত। নতুন সূচ ও সহজে পাওয়া যেত না। তাই মোজা উৎপাদন কয়েক মাসের জন্য বন্ধ থাকল।

রাষ্ট্রীয় অনুমোদন ছাড়া মোজা বিক্রিকরা নিষিদ্ধ ছিল। অতএব এ কাজটি ছিল বে-আইনী বা কালো বাজারী।

অবশেষে আমরা একাজটাও ছেড়ে দিলাম।

এরপরে আমি অর্থ আয় করতে ভাষা শিক্ষার পথ বেছে নিলাম।

একদিন রাতের বেলা আমাদের বাসার দরজায় কে যেন কড়া নাড়াল। দরজা খুলে দিতেই দেখতে পেলাম কালো রেইন কোর্ট পরা এক যুবক। যুবকটি জিজ্ঞাসা করলঃ

'কমরেড সাবিনা ওয়্যাম ব্রান্ড।'

ঃ আমি মিসেস ওয়ার্মব্র্যাণ্ড।

ঃ 'আগামী কাল সকাল ৯ টায় আপনাকে আন্তঃপ্রাদেশিক মন্ত্রীর কার্যালয়ে যেতে হবে। আপনি মন্ত্রনালয়ে গিয়ে এই কার্ডটি দেখাবেন, তাহলেই মন্ত্রীর রুমটি আপনাকে দেখিয়ে দেয়া হবে। গুড নাইট !'

একথা বলেই আমার হাতে একটা কার্ড ধরিয়ে দিয়ে লোকটা তড়তড় করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে পড়ল।

এটা ভয় পাওয়ার মত কোন সমন ছিল না আমার জন্য। আমার বিরুদ্ধে কেউ কি কোন রির্পোট পেশ করেছে? সেই জন্য আমরা একটু চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছিলাম।

পরেরদিন খুব ভোরে আমি আমার ছোট ব্যাগে টয়লেট পেপার, সাবান এবং হালকা কিছু প্রসাধনী আর গরম কাপড় ভরে নিলাম। বাসায় সবাইকে বললামঃ 'গুড বাই।' তারপর চলে গেলাম মন্ত্রীর কার্যালয়ের দিকে।

মন্ত্রীর অফিস কক্ষটা ছিল পুরোটাই কার্পেট ঢাকা এবং পর্দ্দা ঝুলানো। দেয়ালে ঝুলানো ছিল সুন্দরী মেয়েদের ছবি। আরো ছিল লেলিনের প্রতিমুর্তি। বড় পিয়ানোর আকৃতি একটা ডেস্কের পিছনে প্রায় চল্লিশ বছর বয়স্ক একজন লোক সিভিল পোষাকে বসে ছিলেন। আমি তার রুমে প্রবেশ করা মাত্র তিনি হাতলওয়ালা একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললেনঃ

'কমরেড সাবিনা ওয়্যার্মব্রান্ড! বসেন, বসেন। আপনাকে এখানে ডেকেছি কারণ হল, আমরা আপনার সমস্যাটা জানতে আগ্রহী । আপনার নিজের সমন্ধে এবং আপনার পরিবার সমন্ধে আমাকে বলুন। ভয় পাবেন না! আপনার কোন কথা এই দেয়ালের বাইরে যাবে না।' (ডেস্কের উপরে রাখা একটা ফাইল দেখে বললেন) 'আমরা জেনেছি আপনার একটা ছেলে রয়েছে---নাম মিহায়।--তার পড়াশুনা কতদুর এগিয়েছে---?

আমি একটু কেঁশে ঢোক গিলে নিলাম। ভাবলাম রিচার্ডের সাথে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য প্ররোচিত করার এটা আর একটা কৌশল ওনাদের যেখানে চাপে বা বল প্রয়োগে কিছু হয় না সেখানে নম্রতা ও ভদ্রতা কাজে আসে। কমিউনিস্টরা এরকম ভদ্রতা প্রয়োগ করতে ওস্তাদ।

তিনি চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসলেন। ভদ্রতা এবং তার প্রতি যে পুরো প্রত্যয় রাখতে পারি এ রকম অভিব্যক্তি প্রকাশ করলেন।

আমি কথা বলার আগে আবার ঢোক গিলে নিলাম। তারপর দৃঢ়ভাবে বললাম ঃ 'আমি আমার স্বামীকে ভালবাসি। আমার জীবনে যা কিছুই ঘটুক না কেন, আমি তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকব। আমরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি সারা জীবনের জন্য, চিরদিনের জন্য।'

ঃ "বেশ ভাল। আমরা আপনার কাছে একটা প্রস্তাব রাখতে চাই। তো চান আপনার ছেলে ভালভাবে তার লেখাপড়া সম্পূর্ণ করুক। আপনার নিজের জীবন বাঁচাতে আপনি একটা কাজ পাওয়ার ও অর্থ উপার্জন করার অধিকার চান। আপনি এসব কিছুই পাবেন। এজন্য খুব বেশী কিছু করতে হবে না, সামান্য একটা কাজ করতে হবে। তাহলে আপনার আইডেন্টি কার্ড আমার কাছে রেখে যেতে হবে। আটচল্লিশ ঘন্টা পর কার্ডটি সংশোধন করে আপনার বাসায় পাঠিয়ে দেয়া হবে। কার্ডে আপনার নাম 'সাবিনা ওয়্যাম ব্রান্ড, রাখা যাবে না। আপনার নাম শুধু মাত্র 'সাবিনা' রাখতে হবে। 'বিবাহ বিচ্ছেদ' এই বড় শব্দটা ভুলে যান। আইডেন্টটি কার্ডে আপনার নামের সাথে রাষ্ট্রীয় কয়েদীর নাম যুক্ত না থাকলেই হল। রাষ্ট্র আপনার কাছে এর কমটাই প্রত্যাশা করে। এই প্রস্তাবটা গ্রহন করা কি বুদ্ধিমানের কাজ নয় ?' তিনি একটু থামলেন। খেলা করার ভঙ্গিতে পেনসিল নাড়াচাড়া করতে থাকলেন। একটু পরে আবার তিনি বললেনঃ

'হ্যাঁ অবশ্যই। প্রস্তাবটা মেনে নেয়ার প্রজ্ঞার পরিচয়। আপনি যদি আমাদের ইচ্ছার সাথে সহযোগিতা না করেন তাহলে অন্য পথ আছে। আমরা যখন কোন কিছু চাই তখন তা পেয়েই যাই------,

আমি উক্ত রাজনৈতিক কর্মকর্তার দিকে তাকালাম। তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কি বলব ভেবে পেলাম না। একটু পর তাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলাম।

ঃ 'আপনি একজন রাজনীতিবিদ। মনে করুন অনেক রাজনীতিবিদদের মত আপনি জেলে আছেন তাহলে কি আপনার স্ত্রী আপনার সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাক এটা চাইতেন?

চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসা অবস্থা থেকে তিনি ঝাঁকি মেরে সোজা ও শক্ত হয়ে বসলেন। তারপর প্রচন্ড ক্রোধে ফেটে পড়ে বিকট আওয়াজ গড় গড় করে বলে উঠলেন-

ঃ 'তুমি জান না আমি কে, আর তুমি কে? তোমার এতবড় স্পর্ধা! আমাকে প্রশ্ন করার সাহস পেলে কিভাবে।'

রাগে উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলেন। হাতের পেনসিল খানা ফায়ার পেস (শীত প্রধান দেশে ঘর গরম রাখার আগুনের কুন্ড) এ নিক্ষেপ করলেন। তারপর বিকট শব্দে চিৎকার করে উঠলেন।

ঃ 'বের হয়ে যাও! বের হয়ে যাও! আর আমি যা বলেছি, তা ভুলে যেয়ো না! বুঝতে পেরেছ?'

তার কথায় কোন জবাব না দিয়ে ছোট ব্যাগটা তুলে নিয়ে আমি চলে আসার জন্য পা বাড়ালাম। যখন দরজার নিকটে আসলাম তখন বজ্রের মত শব্দে আর একবার বললেনঃ

Understand? এত বিকট শব্দ হল যেন ঘরটাই কেঁপে উঠল। শব্দটা দেয়ালে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়ে প্রতিধ্বণির সৃষ্টি করে ঘরের ভিতর গম্ গম্ করতে থাকল।

আমার উপর তার গর্জন করা 'বুঝতে পেরেছ?'--- শব্দটার প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল, তিনি তা ভাল করেই 'বুঝতে পেরেছিলেন' রিচার্ডের সাথে বিবাহ বিচ্ছেদের কথা বলে এটাই ছিল তাদের শেষ হুমকি-ধামকি ও প্রলোভন দেখানো।

তারপরে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য চাপ দেওয়া বা প্রলোভন দেখানোর পরিবর্তে আর এক পথে বের করে নেয়া হল। আমাকে এসে সংবাদ দিল যে, রিচার্ড মারা গেছে।

খেপাটে চাহনী যুক্ত এক তরুণ আমাদের বাসায় এসে বলল যে, সে নাকি পুর্ত জেলখানায় বন্দী ছিল। আমি বিশ্বাস করে নিলাম। যখন তারা বলল যে, তারা রিচার্ডের সাথে একই সেলে বন্দী ছিল, তখন হঠাৎ আমি জেনে গেলাম এই লোক গুলি এসেছে আমাকে নিছক জ্বালাতন করতে এবং রিচার্ডের সংবাদ জানে এই বলে আমাকে প্রতারণা করতে।

দুইজনের মধ্যে সাহসী তরুণটি বললঃ

'আহ ! কি দুর্ভাগ্য পাষ্টর ওর্য়াম ব্রান্ডের ! আসলে আমরা জানি না, তার কি হয়েছিল। মরার আগে তাকে খুব ভাবপ্রবণ দেখাত, কারো সাথে কথা বলত না। অথবা গরলা জেলখানায় একথা আমরা শুনেছি

ঃ 'তোমার কি বলার চেষ্টা করতেছ? সে কি আত্মহত্যা করেছে?'

ঃ 'আপনি হয়ত নিশ্চতভাবে বিশ্বাস করতে পারবেন না। কিন্তু আমরা জানি তার পাগুলি প্রথমে বের করা হয়েছিল, এবং সে যদি নিজেই তা করে তবে কাকে আর দোষ দেবে?'

সে চতুরতার সাথে আমাকে রিচার্ডের মৃত্যুর বুঝাতে চেষ্টা করল। কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করাতে পারে এমন কোন মিথ্যা ও প্রতারণা পূর্ণ কথা ও যুক্তি ঠিক করে নিতে পারল না, কেবল আবোল তাবোল করল।

ঃ 'আহা! পাষ্টর ওর্য়াম ব্র্যান্ড কেমন অসহায় ছিলেন। তিনি সত্যি একজন সাধু ও ঈশ্বরের নৈকট্য প্রাপ্ত লোক ছিলেন। প্রত্যেকে তাই বলত।'

আমি তাদেরকে কি বলে বিদায় করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। কেবল বললামঃ 'তোমরা দয়া করে চলে যাও।'

ঃ আমরা বলতে চাচ্ছিলাম কেমন দুঃখ ও কষ্ট পেয়ে পাষ্টর ওর্য়াম ব্রান্ড জেলখানায় অসহায় অবস্থায়----------

ঃ 'আমি বলছি তোমরা চলে যাও।'

তারা চলে গেল। চলে যাওয়ার সময় তাদের মুখমন্ডলে অপ্রীতিকর পাপবোধ ও লজ্জাবোধের ছায়া দেখতে পেলাম। আমি বুঝতে পারলাম আমাকে রিচার্ডের মিথ্যা সংবাদ দিতে এসে তারা লজ্জিত ও অনুতপ্ত। আরো বুঝতে পারলাম, তারা ইচ্ছে করে এমন মিথ্যা কথা বলতে আমার কাছে আসেনি। কমিউনিস্টরা হয়ত তাদের এসব মিথ্যা কথা বলতে শিখিয়ে দিয়েছে এবং আমার কাছে রিচার্ডের মৃত্যুর কথা বলে আমার অন্তরে অশান্তি সৃষ্টি করতে পারলে তাদেরকে রেশন কার্ড দেওয়া হবে, আর চাকরী দেওয়া হবে এ রকম আশ্বাস দিয়েছিল।

আর একবার সরকারী ভাবে ঘোষনা করা হল যে, রিচার্ড মারা গেছে। কিন্তু সরাসরি আমাকে বলা হল না। তারা এই দুঃখদায়ক সংবাদ সরাসরি পাষ্টর ওয়্যার্ম ব্রান্ডের স্ত্রীকে জানাতে চায়নি।

কয়েক সপ্তাহ রোগভোগের পর তিনি মারা গেছেন এবং জেলখানায় তাকে কবর দেওয়া হয়েছে। এই সংবাদটা তার স্ত্রীকে জানিয়ে কোন বন্ধু কি কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করতে পারে।

একজন বেসামরিক পোষাক পরা লোক আমার এক বন্ধুর বাড়িতে এসে সংবাদটা বলে গেলেন।

অন্য আর একটি পীড়াদায়ক পরিস্থিতির সাক্ষাৎ লাভ থেকে বেঁচে গিয়ে আমি বেশ খুশি হলাম।

কিন্তু ওরা এখানেই থেমে থাকেনি। রিচার্ডের নামে সারাদেশে গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল। সে একটা কিংবদন্তির গল্পের নায়কে পরিনত হল।

তখন পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল যে, শিশুরা পর্যন্ত রিচার্ডের নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা না করে ঘুমাতে যেত না। রিচার্ডের বিষয়ে সারা দেশ ব্যাপী এই গুঞ্জন *থামাতে কমিউনিস্টরা জেল থেকে* ছাড়া পাওয়া কয়েদী এই পরিচয়ে অনেক লোকদেরকে বড় বড় শহরে প্রতিটা খ্রীষ্টিয়ান বাড়িতে পাঠাল, তারা গিয়ে খ্রীষ্টিয়ানদেরকে বললঃ 'আমরা রিচার্ড যে জেলখানায় বন্দী ছিল সেই জেলখানায় তার সাথে ছিলাম। আমরা স্বচক্ষে দেখেছি যে, নিজ হাতে রিচার্ড ওয়্যার্ম ব্রান্ড তার প্রাণ হরণ করেছে।'

কোন লোকই তাদের এই মিথ্যা কথা বিশ্বাস করল না।

মিহায় ভার্সিটিতে কমিউনিস্টদের শিক্ষা ও আচরণ মেনে নিতে সরাসরি অস্বীকার করেছিল, এজন্য তাকে ভার্সিটি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল।

পরে মিহায় এই তথ্য উদঘাটন করে ছিল যে, ভার্সিটির কর্তৃপক্ষগণ তার বিষয়ে সব কিছু জানত। তারা প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ানদের ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণের জন্য একটা ফাইল তৈরী করে রেখেছিল। আমরা জানতাম, আমাদের বিরুদ্ধে লোকজন গোপন পুলিশের কাছে বিভিন্ন তথ্য ও সংবাদ জানায়। এরকম ভোগান্তির মধ্যে পড়া আমাদের খ্রীষ্টিয়ানদের জীবনের একটা অপরিহার্য অংশ। মিহায় বলতঃ

'মা, আমার ভয় হয় হয়ত তোমাকে ওরা আবার গ্রেফতার করবে। এবং আমাকেও গ্রেফতার করবে। তোমার গুপ্ত মন্ডলির কাজে আমি চরম সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গেছি। কিন্তু লোকজন তো আমাদের মত নয়। তারা আমাদের মত জীবনের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে যে কোন রকম বিপদের ঝুঁকি নিতে জানে না। আমি সেই সব বালকদের কথা ভাবতেছি, যাদেরকে সিবিউ এর সেমিনারীতে দেখেছিলাম। তাদেরকে সপ্তাহে দুদিন নেওয়া হত এবং খ্রীষ্টিয়ানদের বিরুদ্ধে গুপ্ত সংবাদ এনে দেয়ার জন্য বলা হলে তারা অস্বীকার করলে, যে পর্যন্ত না খ্রীষ্টিয়ানদের সংবাদ বলে দেয়ার প্রতিজ্ঞা করত, ততক্ষন তাদের প্রহার করা হত। ব্রাসোর্ভ একটা স্বাধীন পার্টি গঠন করার চেষ্টা করেছিল। এটা ছিল নিছক একটা ছেলেমানুষি খেলা। কমিউনিস্টরা এদের সভাগুলোর তথ্য লিপিবদ্ধ করে রাখত। তারা এখন সবাই জেলে। হয়ত প্রহার করতে করতে তাদের মেরে ফেলা হয়েছে।

আমি এলিস এর বিষয়ে ভাবতাম। এলিস ছিল ভদ্র প্রকৃতির মিষ্টি মেয়ে। জেলখানায় একটি লম্বা বেঞ্চের উপর তাকে চিত করে শোয়ানো হত। তারপর হাত-পা বেধেঁ নিয়ে মুখের উপর বুট জুতা পায়ে লাথি মারা হত। এতে তার কয়েকটি দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল। জেলখানায় হয়ত রিচার্ডের উপর ও ভয়ানক অত্যাচর চালানো হয়েছিল। কিন্তু রিচার্ড আমাদেরকে কিছুই বলেনি। আমি ভাবি এবার ধরে নিয়ে যাওয়ার পর তার উপর কেমন অত্যাচার চালানো হচ্ছে? রিচার্ডের কথা ভাবলেই আমার কান্না পায়।

আমরা জেনেছিলাম যদিও পুলিশ আন্ডার গ্রাউন্ড চার্চের কতিপয় মিটিং ভেঙ্গে দিয়েছিল তবুও অন্যান্য কার্যক্রম ঠিকই টিকে ছিল।

আমাদের ধর্মীয় সভাগুলোর পরিধি ক্রমশঃ বাড়তেছিল। পঞ্চাশ থেকে ষাট জনের বেশি লোক এক সাথে মিলিত হত। আমাদের বিশেষ ভাবে সর্তক থাকতে হত যদি পদস্ত কেউ আমাদের সভায় যোগদান করত। যেমন প্রফেসর অথবা কমিউনিস্ট পাটির কোন পদস্ত কর্মকর্তা। এমন কেউ আমাদের সভায় আসলে আমরা তাকে বিশেষ ভাবে পর্যবেক্ষন করে নিতাম। এরকম সন্দেহ ভাজন কারো প্রতি নজর রাখতে আমাদের বিশ্বস্ত বন্ধুদের ৬ জনকে নির্ধারণ করে নিয়েছিলাম।

আমাদের সভায় যারা গোপন সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য আসত, তারা প্রায়ই আমাদের কথার বিকৃত অর্থ করে মিথ্যা সংবাদ তৈরী করার পরিকল্পনা নিত। সাদামাটা পোষাক পরা কোন ব্যক্তি যদি অনেক কথায় নাক গলাত, তাকেই আমরা ধরে নিতাম এর মধ্যে দুষ্টামি আছে।

যদি আমাদের বিরুদ্ধে গুপ্ত সংবাদ দাতা আমাদের পরিচিত হত, তাকে ভুল বুঝানো যেত এবং তার কাছ থেকে সাবধান থাকা যেত। আমাদের বিরুদ্ধে গোপন সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য সভায় এসেছে, একথা জেনেও কাউকে সভা থেকে বের করা যেত না। তাই আমাদের নিয়ম ছিল তাকে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে সভায় রাখা।

আমাদের গুপ্ত মণ্ডলীর একজন সদস্য গোপনে রাশিয়ান ভাষায় বাইবেল ছাপিয়ে ছিল। যদিও তাকে জেরা করার সময় কখনো এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়নি। তবু আমরা অনুমান করে নিয়েছিলাম তাকে এ বিষয়েই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে এবং ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে।

সে লোকটা তখনো আমাদের সাথে ভালবাসার সহিত কাজ করে ও প্রার্থনা করে।

আমরা একদিকে ইনকাম টেক্স অফিসার এবং গোয়েন্দা পুলিশকে ফাঁকি দিতেছি, অন্যদিকে গোপান মণ্ডলীর কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। আমরা এই রকম পরিস্থিতিতে বিপদজনক জীবন যাপন করেছি। তবুও আমরা গুপ্ত ভাবে ধর্মীয় কাজ করে ক্লান্ত হয়ে পড়িনি বা আমাদের মাঝে একঘেয়েমি আসেনি।

নভেম্বর মাসে আমি ক্লাজ-এ যাবার পরিকল্পনা করলাম। ক্লাজ-এ রিচার্ড একটি নিষিদ্ধ ধর্ম সংঘ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছিল। সেখানে ঈশ্বরের সৈনিকদের একটি বিচার কাজ চলছিল। তা দেখার জন্যই আমি ক্লাজ-এ যাত্রা করেছিলাম। আমি শুনেছিলাম একজন শিক্ষক যিনি আমাদের ঘনিষ্ট বন্ধু, তিনিও ক্লাজ-এ ওদের মধ্যে ছিলেন।

সামরিক আদালতে বিচার চলছিল। বিচারের দিন ক্লাজ-এ শত শত আর্মি এসেছিল। তারা রুমানিয়ার সব জায়গা থেকে এসেছিল। যখন কয়েদীদের গাড়ি আসল, তখন ভীড়ের মধ্য থেকে লোকজন তাদের প্রিয়জনকে দেখার জন্য ঠেলে সামনে অগ্রসর হতে লাগল। কয়েদীদের ময়লা পোষাকে অভিযুক্ত নারী পুরুষদের ঠেলে আদালতের ভিতর নিয়ে যাওয়া হল।

কয়েদীদের স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ও পরিবারের অন্যান্য লোকরা কয়েদীদের জন্য খাদ্য ও গরম কাপড় নিয়ে এসেছিল।

মিলিটারীরা তাদের রাইফেল ঘুরিয়ে সবাইকে তাড়িয়ে দিল। দুইজন তরুন সৈনিক রাইফেলে ঘর-ঘর শব্দ করল, যেন এক্ষুনি গুলি ছুঁড়বে। সেখানে এক বেদনা দায়ক পরিস্থিতির সৃষ্টি হল।

একজন অফিসার চিৎকার করে বিল্ডিং এর ভিতরের কোন একজনকে আদেশ করতেছিল। 'আরো সৈন্য পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য ফোন কর।' গার্ডেরা ভীড় করা কয়েদীদের স্ত্রী, সন্তান ও আত্মীয় স্বজনদেরকে ঠেলে রাস্তা থেকে সরিয়ে দিল। তারপর গেট লাগিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হল। কান্নার রোল শোনা গেল। আমাদেরকেও ভিতরে নাও। আমরা ওদের ভাই। আমরাও ওদের মত বিশ্বাস করি (ঈশ্বরকে)।

পরে রাস্তায় বন্দুক হাতে রির্জাভ পুলিশের একটি গাড়ি আসল। রির্জাভ পুলিশের গাড়ি দেখে লোকজন এদিক ওদিক ছুটে পালাতে লাগল, কিন্তু যখন পুলিশের গাড়িটি চলে গেল আবার একসঙ্গে অনেক লোক এসে গেটের কাছে ঠেলাঠেলি করতে লাগল।

অবশেষে পুলিশ এইরকম নিরুপায় অবস্থায় কেবল ঘনিষ্ট আত্মীয়দের কয়েদীদের সাথে দেখার সুযোগ করে দিল। কেবল গুটিকতক স্ত্রী এবং সন্তানেরা দেখা করার অনুমতি পেল। আর বাকীরা গার্ড তাদেরকে ভিতরে নিয়ে যাবে এই আশায় সারাদিন তারা অপেক্ষা করে থাকল। রাতের বেলা ভীড় আরো অনেক বেশী হল।

কয়েদীদেরকে অন্ধকারের মধ্যে জেলখানায় তাদের নিজ নিজ কক্ষে নিয়ে যাওয়া হল। একজন অফিসার বললেন বিচারে কি রায় হয়েছে তা পরশুদিন পর্যন্ত জানানো হবে না। যারা শহরের বাইরে থেকে নিজ আত্মীয় কয়েদীদের বিচার দেখতে এসেছিল, তাদের সে রাতে থাকতে হল। স্থানীয় লোকেরা করুণা করে রাতে থাকার ব্যবস্থা করল ও বিছানা দিল। বিচারে কি রায় হয়েছে তা জানতে না পেরে এবং অজানা আশংকায় সবার চোখই ছিল অশ্রু সিক্ত। কোন স্ত্রী তার বন্দী স্বামীর সাথে শেষ একটি কথা বলার সুযোগ পায়নি। এবং স্বামীর জন্য যে খাবার ও গরম কাপড় নিয়ে এসেছিল তাও দিতে পারে নি।

এজন্যও তাদের অন্তরে বেদনা বোধ ছিল। স্বামীদের বন্দী করা হয়েছে এমন অর্ধডজন মহিলাদের নিয়ে রাত্রি যাপনের জন্য আমি আমাদের গোপন মণ্ডলীর একজন সদস্যের বাড়িতে উঠলাম। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, বন্দী স্বামীদের জন্য প্রার্থনা করে সারা রাত কাটিয়ে দেব।

পরের দিন সকালে আমি আদালত প্রাঙ্গনে গেলাম। গেটের কাছে নামের তালিকা টাঙ্গানো ছিল। গেট ছিল তালাবদ্ধ এবং এর চারপাশে বিষন্ন মানুষের ভীড়।

তারপর আমার বন্ধুর বিরুদ্ধে দেয়া রায়টি দেখলাম, তার আট বছরের কারাদন্ড হয়েছে।

আমি বৃষ্টির মধ্যে ভিজে ভিজে রেল ষ্টেশনে গেলাম এবং ট্রেনে করে বুখারেস্ট ফিরে এলাম।

পঞ্চম অধ্যায়
মুক্তি লাভ

কমিউনিস্টদের জাতীয় উৎসবে গভীর মনোযোগের সহিত রেডিও শুনতাম, এবং রাজ বন্দীদের মুক্তিদানের কোন ঘোষণা শুনার জন্য আশা করে থাকতাম। এ বিষয়ে চিন্তা করতে করতে আমি সারা রাত ঘুমাতে পারতাম না।

১৯৬২ সাল। পহেলা মে আসল। এটা 'শ্রম দিবস' আশা করে রইলাম 'শ্রমিক দিবস' উপলক্ষে কিছু রাজ-বন্দীকে মুক্তি দেয়া হবে কিন্তু কিছুই হল না।

তারপর আসলো ২৩শে আগষ্ট- 'স্বাধীনতা দিবস'। 'স্বাধীনতা দিবস' উপলক্ষেও কোন রাজ বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হল না। আমি তবুও আশা করে থাকলাম।

৭ই নভেম্বর- 'রাশিয়ান বিপ্লব দিবস'। এই মহান দিন উপলক্ষে হত্যা এবং মারাত্মক অপরাধে দন্ডিত কয়েকশত কয়েদীকে মুক্তি দেয়া হল। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে আটক কয়েদীদের কোন খবর শুনা গেল না।

এবং তখনও একটা লক্ষণ অনবরত বৃদ্ধি পেতেছিল। যুগস্লাভিয়ার সাথে এক বিশাল বাণিজ্যিক লেনদেনের চুক্তি হল। 'ইনস্টিটিউট ফর রুশিয়ান স্টাডিজ' নামক প্রতিষ্ঠানের একটা ক্ষুদ্র অংশকে "বিদেশী ভাষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান'এ রূপান্তরিত করা হল। 'রাশিয়ান গ্রন্থ কেন্দ্র'-কে 'বিশ্ব গ্রন্থ কেন্দ্রে" রূপান্তর করা হল।

১৯৬৩ সালের আগষ্ট মাসের ২৩ তারিখ আসল, অর্থাৎ 'স্বাধীনতা দিবস' আমরা ভাল কোন সংবাদ শুনার জন্য অধীর আগ্রহে থাকলাম। কিন্তু কিছুই হল না।

১৯৬৪ সালের প্রথম দিকে কোন পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই কিছু সংখ্যক রাজ-বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হল। মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে আমাদের কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবও ছিল।

আমরা তাদের জিজ্ঞাসা করলামঃ 'এর অর্থ কি? কেন হঠাৎ তোমাদের মুক্তি দেয়া হল?'

তারা বললঃ 'আমরা জানি না। হঠাৎ গার্ড আমাদের রুমে এল এবং একটা নামের তালিকা থেকে নাম ডাকা হল এবং যাদের নাম ডাকা হল, তাদেরকে মুক্ত করে দেওয়ার ঘোষণা শুনানো হল।

ঃ 'কত জনের নাম ছিল তালিকাটিতে?'

ঃ 'প্রায় আশি জনের'।

ঃ 'আশি জন! এত বেশি কয়েদীকে একবারে মুক্তি দেয়া হল'?

আমরা নিশ্চিত হলাম যে, তাদের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছে। ১৯৫৬ সালেও এরকম রাষ্ট্রীয় ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছিল। আমরা ভাবলাম ১লা মে তারিখে 'শ্রমিক দিবস' উপলক্ষ্যে কি রাষ্ট্রীয় ক্ষমা ঘোষণা করার সম্ভাবনা আছে?

কিন্তু ১লা মে সে রকম কোন ঘোষণার সংবাদ শুনা গেল না।

একদিন সকাল বেলা আমি আমাদের ছোট বাসায় একা ছিলাম, তখন মারিতা হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে আমাদের বাসায় প্রবেশ করল এবং বলল,

ঃ 'এলিসা মুক্তি পেয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে।'

খুশিতে আমরা সবাই তাড়াতাড়ি কোট পড়ে নিলাম এবং দৌড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম এবং একটি ট্রাম গাড়িতে চড়ে বসলাম।

এলিসের বাড়ি পৌছে তাকে দেখতে পেলাম। প্রায় চার বছর পর আমাদের দেখা হল। আমাদের কাছে কত কথাই না বলার আছে তার। বিশেষ করে তার বন্দী জীবনের নানা দুঃখ ভোগ ও অভিজ্ঞতার কথা। কিন্তু সে কিছুই বলল না। কিছুই না। দেখলাম অনেক শুকিয়ে গেছে এবং তার মধ্যে বার্ধক্যের ছাপ এসে গেছে এমন জীর্ণ, ক্লান্ত দেখাল তাকে। তবু তার ঠোঁটে কষ্ট ঢাকা একটু হাসির পরশ লেগেই আছে। ওর কষ্টের কথা আমাদের কিছু বলল না, কেবল তার পিঠের উপর ক্ষত স্থানে ছেড়া কাপড়ের প্রলেপ ছিল। আমি দেখলাম ওর ঘরে কিছুই নেই। কথা দিলাম,

ঃ 'আগামী কাল আমরা তোমার জন্য কিছু জিনিস-পত্র নিয়ে আসব।'

এলিস বললঃ 'কিন্তু আমিতো জানি তোমাদের নিজেদের কিছুই নাই'।

মিহায় হেসে বললঃ 'আহ! আমরা তো বিলাস বহুল জীবন যাপন করছি। আপনি গেলেই দেখতে পাবেন আমরা ঢালু ছাদওয়ালা কেমন বিলাস বহুল ফ্লাটে বাস করছি।'

মিহায়ের কথা শুনে মারিতা বললঃ 'বিলাস বহুল ই তো বটে! দেয়ালের ছিদ্র ঢাকতে হয়েছে কার্পেটের টুকরো দিয়ে।'

ঃ 'এমন কি ভাংগা জানালাও ঢাকা আছে ছেঁড়া কার্পেটের টুকরো দিয়ে।'

ঃ 'ভাঙ্গা ছাদ দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে পানি পড়ে!'

এমন দীনতার মধ্যে বাস করেও, অন্যান্য অনেক মহিলারা যেভাবে বাস করছে তার সাথে তুলনা করে আমি ভাবি কতই সৌভাগ্যবান আমরা এমন একটা জীর্ণ ফ্লাটে বাস করার সুযোগ পেয়ে। সবার ভালবাসার মধ্যে পরিবেষ্টিত হয়ে আমরা বাস করতেছিলাম। সব ক্ষেত্রে আমাদের জন্য কাজ চলছিল। গোপন মণ্ডলীরূপী বিরাট বৃক্ষের প্রাণরস সরবরাহের জন্য সব জায়গায় কাজ চলছিল।

এলিসের সাথে দেখা করে বাড়ি ফেরার পর সারারাত আমি দুটো চোখ বন্ধ করে একটু ঘুমানোর চেষ্টা করেও ঘুমাতে পারলাম না। পরের দিন ভোরে কয়েকটা জিনিস সংগ্রহ করে এলিসকে দিয়ে এলাম।

তখন আমরা আশা করে থাকতাম, আমাদের প্রিয়জন যারা বন্দী আছে তারা হয়ত মুক্তি পেয়ে বাড়ি ফিরে আসবে। এরকম মনে হওয়ার কারণও ছিল। কিন্তু সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে গেল, মাসের পর মাস কেটে গেল, তবু কোন আশাদায়ক সংবাদ পেলাম না।

মারশিয়া নামের আমাদের এক বন্ধু কয়েক সপ্তাহ পর পর এসে আনন্দের অভিব্যক্তি নিয়ে বলতঃ

'রাষ্ট্রীয় ক্ষমা! সামনের সপ্তাহেই। সকল রাজ বন্দীর জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমা ঘোষণা করা হবে। দেখো! এইবার আমার কথা সত্যি হবে!' মারশিয়া প্রতি সপ্তাহেই এরকম রাষ্ট্রীয় ক্ষমা ঘোষণার কাল্পনিক খবর নিয়ে আসত।

এজন্য 'সিস্টার রাষ্ট্রীয় ক্ষমা'- এই উপনামে সবাই তাকে ডাকতে থাকল। মারশিয়া চার্চের জন্য কঠোর পরিশ্রম করত। ওর স্বামী ছিলেন একজন পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা। তাই ওর মুখে রটানো 'সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমা ঘোষণা করবে'- এরকম গুজব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হত। তবু ওর মুখে বার বার রাষ্ট্রীয় ক্ষমা ঘোষণার কথা শুনে কোন আলামত দেখতে না পেয়ে আমরা ওর কথাটাকে নিছক গুজব ভাবতে থাকি এবং ওকে 'সিস্টার রাষ্ট্রীয় ক্ষমা' বলে ক্ষেপাতে থাকি।

কিন্তু যখন সত্যি সত্যি 'রাষ্ট্রীয় ক্ষমা' ঘোষণা করা হল তখন আমরা সবাই নিরুত্তর হয়ে গেলাম।

একদিন আমি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠলাম এবং বাজার করতে বেরিয়ে গেলাম। সেদিন ছিল বুধবার। জুন মাসের সুন্দর সকাল, মেঘমুক্ত নীল আকাশ, আবহাওয়াটা ছিল একটু উষ্ণ। বাজার সেরে বাসায় ফিরে এসে দেখলাম একজন বন্ধু সেদিনের দৈনিক পত্রিকা নিয়ে এসে আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

পত্রিকাটির প্রথম পাতার মাঝখানে একটি সংবাদের শিরোনাম চোখে পড়লঃ রাজ-বন্দীদের প্রতি রাষ্ট্রীয়ভাবে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা।

আমি সংবাদটা পড়লাম। বারবার পড়লাম।

এই ক্ষমা ঘোষণাটা প্রত্যেক রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য প্রযোজ্য নয়। তাছাড়া কার কার জন্য তাও পরিষ্কার করে কিছু লেখা হয়নি সংবাদটিতে। ঘোষণাটিতে পরিষ্কার ভাবে কিছু না বলে প্রতিরক্ষা মূলক গোপনীয়তা রাখা হয়েছে। যে সব হাজার হাজার লোকদেরকে অন্যায় বিচারের মাধ্যমে বছরের পর বছর ধরে বন্দী করে রাখা হয়েছে, সরকার সহসা তাদের মুক্তি দিতে পারেন না। এরকম ভাবে সবাইকে মুক্ত করে দেয়াটা কমিউনিস্টদের জন্য বোকামী হবে। তাছাড়া রাশিয়া রুমানিয়ার সবকিছুর উপর নজরদারী করে আসছে।

আমি খবরের কাগজটা রেখে দিয়ে দ্রুতবেগে আমার এক বন্ধুর বাসায় গিয়ে উঠলাম। ইতিমধ্যে বন্ধুদের একটি ক্ষুদ্র দল সংবাদটা নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠেছে। মিসেস ল্যান্ডাউয়ার বলে উঠলেন,

ঃ 'আহা, সরকারের এ ঘোষণাকে তোমরা এত গুরুত্ব দিচ্ছ কেন? দেখে নিও গত বছরের মতই এবারও শুধুমাত্র দাগী আসামীদেরই ছেড়ে দেয়া হবে। ধর্মীয় কারণে অথবা রাজনৈতিক কারণে আটক কাউকেই মুক্তি দিবে না।'

আর একজন বন্ধু বললঃ 'আরে না, না। আমি প্রায়ই তোমাদেরকে সরকারের "সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার" কথা বলতাম না? এসো আমরা আমাদের প্রিয়জনদের জন্য প্রার্থনা করি এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই। তারপর দেখে নিও আমার কথা সত্যি হয় কিনা!'

বন্ধুটির কথা মত আমরা প্রার্থনা করলাম এবং তারপর সবাই বাড়ি ফিরে গেলাম।

আমি বাড়ি ফিরে আসার পর পাঁচ মিনিটও হয়নি, এই সময়ের মধ্যে আমার এক প্রতিবেশী আমাদের বাসায় দৌড়ে এসে আমাকে জানাল, ঃ'আমার এক বন্ধু ঘারলা বন্দী শিবির থেকে মুক্তি পেয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে। আজ সকালে টেলিফোনের মাধ্যমে সে আমাকে সংবাদটি জানিয়েছে।

সে ফোনে আরো জানিয়েছে তোমার স্বামী রিচার্ডের নামও মুক্তি প্রাপ্তদের তালিকায় রয়েছে। রিচার্ডকে সে বন্দী শিবিরের প্রাঙ্গনে অপেক্ষমানদের মধ্যে দেখে এসেছে। আজকেই তোমার স্বামী মুক্তি পাবে।

যখন প্রতিবেশী লোকটি কথা বলতেছিল তখন আমি আলুর খোসা ছাড়াতেছিলাম। রিচার্ডের মুক্তির কথা শুনে আনন্দে আবেগে আমার হৃদয়ে দ্রুতগতিতে ঘন ঘন ধুঁক ধুঁক কম্পন শুরু হয়ে গেল। আমি বসে পড়লাম। কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে এভাবে ঘন্টাখানেক বসে রইলাম।

হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে আমার আবিষ্টতা কেটে গেল। আমি চমকে উঠলাম। দরজা খুলে দেখি মিষ্টার আইওনেস্কৃ্য। উনি আমাদের নিজ তলায় থাকেন। আমার মুখোমুখি হয়েই মুচকি হাঁসি হেসে আমার হাত ধরে বললেনঃ 'আপনার ফোন এসেছে। কে যেন বুখারেস্টের বাইরের কোন জায়গা থেকে ফোন করেছে এবং আপনার সাথে কথা বলতে চান তাড়াতাড়ি আসুন।'

আমি মিষ্টার আইওনেস্কৃ্য-র পিছে পিছে তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিলাম। আমার বুকটা কেঁপে উঠল। রিচার্ডের কণ্ঠস্বর। রিচার্ডের গলা শুনে আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। আমি নিজেকে সামলে নিতে পারছিলাম না। মনে হল আমি যেন টাল খেয়ে পড়ে যাচ্ছি। রিচার্ডের কণ্ঠস্বর আমার কাছে সাগরের গর্জনের মত মনে হল। আমার চোখে অন্ধকার দেখলাম। আমার অবস্থা মুর্চ্ছা যাওয়ার মত হল।

ওরা মিহায়কে নিয়ে এল। মিহায় টেলিফোনে ওর বাবার সাথে কথা বলল। রিচার্ড ছাড়া পেয়েছে এবং ক্লাজ-এ এক বন্ধুর বাড়িতে উঠেছে। টেলিফোনে জানাল, ও ভালই আছে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি ফিরে আসবে। আরো জানালো ক্লাজ-এ গোপন মণ্ডলীর একটা সভার আয়োজন করা হয়েছে, সন্ধ্যা বেলায় ওকে সেই সভায় যোগদান করতে হবে। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর এটাই ওর গোপন মণ্ডলীর প্রথম সভা। সভা শেষে পরের দিন ক্লাজ থেকে ট্রেন যোগে ফিরে আসবে।

সারা বিকাল ধরে দেশের বিভিন্ন স্থানের জেলখানা থেকে ছাড়া পাওয়া বন্ধুরা আসতে লাগল। তাদের বন্ধু-বান্ধব এবং স্ত্রীরা আমাদের বাসায় প্রিয়জনের আগমনের জন্য গভীর আশায় অপেক্ষা করতেছিল এবং উদ্বিগ্ন ভাবে কথা বলতে ছিল। সিঁড়িতে আগমনকারী বন্ধুদের একটা হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। তখন একটা টেলিগ্রাম এল। আমি খুলে পড়লাম।

রিচার্ড জানিয়েছে, সে রাতের ট্রেনেই ফিরে আসবে। এবং সকাল সাড়ে ৮টায় এসে পৌছবে।

আমাদের যে বোনকে 'সিস্টার রাষ্ট্রীয় ক্ষমা' নাম দিয়েছিলাম সে মেঝেতে পড়ে গিয়ে মুর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিল। লোকজন তার চারপাশে ভীড় করল। চোখে মুখে ঠান্ডা পানির ছিটা দিল।

সেই রাতে আমরা ঘুমাতে পারলাম না। প্রতি ঘন্টায় সদ্য মুক্তিপ্রাপ্তদের সংবাদ আসতে লাগল। যাদেরকে আমরা দশ বছর, চৌদ্দ বছর ধরে দেখিনি সেই সব বন্ধুরা দরজা দিয়ে ভিতরে আসতে লাগল। আমাদের কাছে মনে হল, তারা যেন মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে ফিরে এসেছে। সমস্ত ঘরটা লোকজনে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তারা একজন আরেকজনকে অভিবাদন করতেছিল, কুশল জিজ্ঞাসা করতেছিল। তাদের পূর্বের স্মৃতি মনে করতেছিল, অতিশয় উত্তেজনায় ও আবেগে কথা বলতে বলতে তাদের পরিকল্পনা তৈরী করতেছিল। বন্দী অবস্থা থেকে ছাড়া পাওয়া বন্ধুদের জন্য সবাই গোলাপ ফুলের বড় বড় তোড়া নিয়ে এসেছিল অনেকে প্রতিকুলতার জন্য আসতে পারেনি এবং ষ্টেশনেও সদ্য মুক্তি প্রাপ্ত বন্ধুদের সাথে দেখা করতে পারেনি, তারাও ফুলের তোড়া পাঠিয়েছিল- তাই আমরা তাদের ভালবাসার নিদর্শণ স্বরূপ সেই সব ফুলের তোড়াগুলি রেখে দিয়েছিলাম তাদের বন্ধুদের দেয়ার জন্য।

আমি অনুধাবন করতে পারিনি যে, এতগুলি ফুলের তোড়া উপহার হিসাবে আনা হবে। যে বোনকে আমরা টিটকারী করে 'সিস্টার রাষ্ট্রীয় ক্ষমা' বলে ক্ষেপাতাম তার দু হাত ভর্তি ছিল গ্ল্যাডিওলের তোড়া। মারিতা নিয়ে এসেছিল গোলাপ ফুল। মিসেস আর্মেয়্যানূ এবং এলিস নিয়ে এসেছিল ডেইজি ফুল। প্রভাতী সূর্য মোহনীয়তা ও সজীবতার আলোকচ্ছাটা ছড়িয়ে নতুন দিনের আগমন ঘোষণা করল। রেলষ্টেশনে উদ্বিগ্ন অপেক্ষামান জনতা প্রত্যেকটি ট্রেনের আগত যাত্রীদের সাথে দেখা করল। নিরাশা সত্বেও তাদের মধ্যে ক্ষীণ আশা ছিল, হয়তবা তাদের বন্দী আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধু বান্ধব ফিরে আসবে, অথবা আগমণকারীদের কাছে তাদের বিষয়ে কিছু জানতে পারবে। কিন্তু তারা কোন সংবাদ পেল না।

তারপর ঝক ঝকা ঝক শব্দ করে ডিজেল ইঞ্জিন চালিত একটা বড় ট্রেন আসল। আমার সন্ধানী চোখ দুটি ট্রেনটির দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রইল। লাউড স্পিকারে গড়গড়ে শব্দে একটা ঘোষণা শুনা গেল। অপেক্ষমান জনতার ভীড়, ঠেলাঠেলি করে, চারিদিকে ছুটাছুটি করছিল। পলকহীন চোখে আমি ট্রেন থেকে নেমে আসা যাত্রীদের দিকে তাকিয়েছিলাম। রিচার্ড আমাকে দেখার আগেই আমি ওকে দেখতে পেলাম। রিচার্ড জানালা দিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে আমার দিকে আসল। দেখলাম, রিচার্ড শুকিয়ে গেছে, শরীরটা কেমন ফ্যাকাশে! মাথার চুল ফেলানো।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম যে, তিনি রিচার্ডকে আবার আমার কাছে ফিরিয়ে এনেছেন।

রিচার্ডের পরনে ময়লা ছেঁড়া পোশাক। জুতা জোড়াও ছিল ছেঁড়া। তাতে ফিতাও ছিল না। রিচার্ড ভালভাবে হাঁটতে পারছিল না। আমাকে দূর থেকে দেখতে পেয়ে খুব আস্তে আস্তে হেঁটে আমাদের কাছে আসল এবং আমাকে ও মিহায়কে জড়িয়ে ধরল।

জেল ফেরত প্রিয়জনদেরকে দেখতে পেয়ে তাদের অভিবাদন জানানো, চেঁচামেচি ও আনন্দ-গুঞ্জনে ষ্টেশন গুম গুম করতেছিল। রিচার্ড যখন আমাকে ও মিহায়কে জড়িয়ে ধরল, তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাওয়া আমাদের তিনজনের এই আলিঙ্গনের মধুর দৃশ্যটা একটা ক্যামেরা বন্দী করল।

যাদের আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধব ঐ ট্রেনে ফিরে আসেনি, তারা সবাই রিচার্ডকে ঘিরে ধরল। সবাই তাদের আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবদের সংবাদ জানতে চাইল।

আমি তখন রেচার্ডের চারপাশে অনেক লোকের ভীড় দেখে বুঝতে পারলাম, কতগুলো লোক বন্দীশালা থেকে ফিরে আসতে পারে নি, হয়ত তারা কোনদিনও ফিরে আসতে পারবে না, কারণ, তারা হয়ত বন্দী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।

রিচার্ড সবার প্রশ্নের জবাব দিতে পারছিল না। সবাইকে থামাতে কেবল বললঃ 'তোমরা সবাই একসাথে এভাবে কথা বলো না আমাকে একটু ভাবতে দাও।'

রিচার্ড আমাদের ছোট বাসায় ফিরে আবার পর থেকেই ওকে দেখার জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে বন্ধু-বান্ধব এবং অন্যান্য আগন্তুকগণ দিন রাত সব সময়ই আমাদের বাসায় এসে ভীড় করে থাকত। সবার জায়গাও হত না ছোট্ট বাসাটিতে। তারা কেউ কেউ দাঁড়িয়ে থাকত। কেউ কেউ বসে থাকত, এমনকি কতকজন জোড় করে দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে থেকে রিচার্ডের কথা শুনত। প্রত্যেকজনের সাথেই কথা বলতে হত। গোয়েন্দা পুলিশ আমাদের বাড়িতে লোকজনের এই জমায়েত বা সভাকে ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা চালাত না। তবে তারা পর্যবেক্ষণ করত এবং রির্পোট তৈরী করে নিয়ে যেত।

রিচার্ড শুকিয়ে কাঠির মত হয়ে গিয়েছিল। এবং ওজনও অনেক কমে গিয়েছিল। (তখন রিচার্ডের ওজন ছিল মাত্র ৯৮ পাউন্ড)। বেদম প্রহার ও কমিউনিস্টদের 'মগজ ধোলাই' অর্থাৎ ওদের মতবাদ শিক্ষা দেয়ার জন্য বিরক্তিকর প্রচেষ্টা ও চরম মানসিক অস্থিরতার মধ্যে ফেলানোর পরেও রিচার্ড টিকে ছিল কোন রকমে প্রাণ নিয়ে জীবিত থেকে ছিল। অবশেষে ওকে হাসপাতালে নিতে হল। কিন্তু সেখানেও লোকজন ওকে দেখার জন্য গিয়ে ভীড় করতে থাকল। শেষ পর্যন্ত হাসপাতালের পরিচালক বিণয়ের সাথে জানালেন ওকে অন্য কোথাও সরিয়ে নিতে হবে। তাছাড়া গোয়েন্দা পুলিশও অনবরত অভিযোগ পেশ করতেছিল। রিচার্ডকে এক হাসপাতাল থেকে আর এক হাসপাতাল এভাবে ঘুরানো হল। কিন্তু কোথাও চিকিৎসার ব্যবস্থা হল না। অবশেষে মনোরম পার্বত্য এলাকার এক স্বাস্থ্যনিবাসে ওকে নিয়ে যাওয়া হল। এ জায়গাটি এক সময় রাজকীয় গ্রীষ্ম নিবাস ছিল। এখানে রিচার্ডের ভালই চিকিৎসা চলতে লাগল। কিন্তু এখানেও লোকজন রিচার্ডকে দেখার জন্য মটর সাইকেল ও

বাই সাইকেল করে এসে ভীড় করতে লাগল। গোয়েন্দা পুলিশ আবার আর একটা সর্তক বার্তা পাঠাল। রিচার্ড সিদ্ধান্ত নিল এ স্থান থেকেও চলে যেতে হবে। এভাবে এখানেও রিচার্ডের চিকিৎসার ব্যাপারে আর বেশি কিছু হল না।

বুখারেস্টে বিশৃংখল অবস্থার সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। অনেক রাজনৈতিক বন্দীদের সে বছর মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। তারা একদিকে খেয়ে পরে জীবন বাঁচানোর তাগিদে কোন কাজের খোঁজ করছিল; অন্যদিকে দীর্ঘদিন বন্দী জীবন কাটানোর পর মুক্তি পেয়ে ফিরে এসে পাগলের মত হন্যে হয়ে হারিয়ে যাওয়া স্ত্রী ও সন্তানদের খোঁজ করতেছিল। চৌদ্দ বছর, বিশ বছর ধরে বন্দী অবস্থায় স্বাভাবিক জীবনের ধারার সাথে অপরিচিত থেকে তারা বিভিন্ন মারাত্মক প্রভাবের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল- তারা চেষ্টা করত নিজেদেরকে জীবনের স্বাভাবিকতায় খাঁপ খাইয়ে নিতে। কিন্তু এটা কঠিন ছিল। যখন বন্দী ছিল তখন তাদের স্ত্রীরা হয়ত অন্যত্র বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে বাধ্য করা হয়েছে। এ ভাবে সংসার ভেঙ্গে গেছে। সন্তানেরা অসহায় অবস্থায় কোথায় হারিয়ে গেছে, তারও ঠিকানা জানা নাই। বন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরে এসে যখন তারা এসব জেনেছে তখন তাদের হৃদয় খান খান হয়ে ভেঙ্গে গেছে। কি বাড়িতে কি রাস্তায় সকল স্থানেই এই দুঃখদায়ক অবস্থা।

এই বিশৃংখল অবস্থায় সবকিছুই গোয়েন্দা পুলিশের আয়ত্বের বাইরে চলে গিয়েছিল। তাই রিচার্ড গোপনে প্রচার কাজের এই অনুকুল সুযোগটা কাজে লাগল। যে মণ্ডলীতেই পালক রিচার্ডকে আমন্ত্রণ জানাত, সেখানেই রিচার্ড নির্দ্বিধায় গিয়ে প্রচার কাজ করত। এভাবে আমরা অনেক বন্ধুকে সাহায্য করতে পেরেছিলাম। মিসেস আর্মেয়্যানূর স্বামী তখনো মুক্তি পায়নি। তবুও আমরা এই মহিলাটিকে কন্সতেনজা পাঠালাম।

রিচার্ড স্বাধীন ভাবে প্রচার করতে পারার একটা লাইসেন্স কোনমতে লাভ করতে পারল। কিন্তু এই লাইসেন্সটা দেওয়া হল সীমিত অধিকারের ভিত্তিতে। এই লাইসেন্স বলে রিচার্ডকে শুধু অরসোভা গ্রামেই প্রচার করার অধিকার দেয়া হল। সেখানের মণ্ডলীতে সরকারীভাবে সীমিত সংখ্যক অর্থাৎ মাত্র ৩৬ জন লোকের সমাবেশ অনুমোদন করা হয়েছিল।

গোয়েন্দা পুলিশ কঠোরভাবে সর্তক করে দিতঃ 'যদি মাত্র একজনও বেশি হয় তাহলে সমস্যা হবে। আমরা তোমাদের সভার সবকিছু জানতেছি, এবং সবকিছু পর্যবেক্ষণ করতেছি।'

রিচার্ড আমাকে বলত,ঃ 'আমি সেখানে ধর্মীয় বিষয়ে প্রচার করার কথা ভাবতেও পারি না। যখন আমি প্রচার করতে থাকি, তখন লোকজন আমার চারপাশে ঘিরে থাকে। আমি মনে করি আমরা অবসোভা-র জনগণের দ্বারাই ক্ষতিগ্রস্থ হব।

তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, এ সময়ে আমরা যাব না। তাছাড়া গোপন মণ্ডলীর কাজে বুখারেস্টে আমরা আরো ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। এখানে সেখানে আমরা গোপনে মিলিত হতাম- কারণ বাসায় এতগুলো লোক একত্র হওয়া ছিল বে-আইনী। রিচার্ড এভাবে গোপনে ধর্ম সভা করে শত শত লোককে যীশুর কাছে এনেছিল। কিন্তু তখনো ওর কাছে এমন মনে

হয়নি যে, যীশুর জন্য যথেষ্ট কাজ হয়ে গেছে। আমরা জানতাম না, কতকাল এভাবে গোয়েন্দা পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে আমরা আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে পারব। যখন আমি রিচার্ডকে ওর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতাম, তখন জবাব দিতঃ

'আসলে আমি নিঃসঙ্গ সন্যাসী হতে চাই। পরিত্যক্ত নির্জন কোন জায়গায় গিয়ে আমি ঈশ্বরের ধ্যান করতে চাই। কিন্তু এই বিষয়টা বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে।

কমিউনিস্টরা বলত, জনগণকে ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে; কিন্তু একাধিকবার দেখা গেছে একথাটি একটি প্রতারণা মাত্র। বাস্তবে কতটুকু স্বাধীনতা উপভোগ করতে পেরেছে মণ্ডলী? সব দিকে গুপ্ত সংবাদ দাতা বিরাজ করত যাজকদের বলা হত, তারা যদি মণ্ডলীর কার্যক্রমের গোপন সংবাদ কমিউনিস্ট গোয়েন্দা বিভাগে জানাতে ব্যর্থ হয় তাহলে, তাদের মণ্ডলী বন্ধ করে দেয়া হবে। ছোট ছেলে মেয়েদেরকে এবং তরুণ বয়সের ছেলেমেয়েদেরকে নাস্তিকতার মতবাদে দীক্ষিত করা হত। কমিউনিস্টরা চেয়েছিল আমাদের ধর্মের অস্থিত্বকে নিঃশেষ করে দিতে। অশিক্ষিত সরল লোকদের তারা ধর্ম বিরোধী তত্ত্ব শিক্ষা দিত। এইসব লোকেরা কমিউনিস্টদের ভ্রান্ত যুক্তিতে সহজেই প্রভাবিত হত এবং নাস্তিকতাবাদে বিশ্বাসী হয়ে পড়ত।

ঠিক এমনই সময়ে আমি রাশিয়ার মণ্ডলীগুলির উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে একটা সম্পর্ক তৈরি করা শুরু করলাম যাতে কমিউনিজমের বিষবাষ্পে গুলিয়ে যাওয়া সরল লোকদের চিন্তা চেতনায় আবার বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করতে পারি। কিন্তু তাদের অনেকেই কমিউনিস্ট পার্টির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছিল, যদিও বাহ্যিকভাবে তাদের পরিচয় ছিল উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে। তারা খোলাখুলি ভাবে আমার কাজে সহযোগিতা করতে অনিচ্ছুক হল এবং দুঃখ প্রকাশ করল।

অন্যান্য উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ধর্মযাজকগণ যারা কমিউনিজমের লৌহ যবনিকার অন্তরালে থেকে গোপন মণ্ডলীর কাজ করতেছিল। তাদের জনপ্রিয়তা ছিল, পার্টিতে গ্রহণযোগ্যতাও ছিল, বাহ্যিক ভাবে কমিউনিজমের একনিষ্ট ভক্ত। এই পরিচয়ে থেকে সুচারু রূপে ধর্মের কাজ করতে পারতেন।

আর্ন্তজাতিক ধর্মীয় সম্মেলন থেকে যখন তারা ফিরে আসলেন, তখন আমাদের উপর তাদের প্রভাব পড়ল। সম্মেলনে আমেরিকান ও ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের প্রতারণা মূলক আচরণে তারা ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তাদের কিছু সংখ্যক কমিউনিজমের প্রতি আগ্রহান্বিত ছিল।

এই অবস্থায় কি করা যেতে পারত?

গোপন মণ্ডলীর প্রধান পরিচালক আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং সিদ্ধান্ত দিলেন যে, পশ্চিমাদের আয়ত্বে আনার জন্য রিচার্ডের প্রচেষ্টা চালানো উচিত। তার কাজ হল আমাদের উপর বাস্তবে কি ঘটছে এবং তাদের কি হতে পারে তা লোকজনদেরকে জানানো।

১৯৮৪ সাল থেকে রুমানিয়া ইস্রায়েলের নিকট ইহুদীদেরকে বিক্রি করে আসতেছে। এই ইহুদী বিক্রয় পক্রিয়ার উপর আমাদের নিশ্চিত ভরসা ছিল যে, আমরা এভাবে রুমানিয়া

ছেড়ে চলে যেতে পারব। হাজার হাজার ইহুদী দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করতেছিল।

যারা সে সময় রুমানিয়া ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছিল তারা লম্বা লাইন করে দেশ ত্যাগের অনুমোদন পাওয়ার আবেদন পত্রের ফরমের জন্য অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকত। ইস্রায়েলের উদ্দ্যেশে দেশ ত্যাগীরা আরব দেশ সমূহ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হত বা আক্রমনের শিকার হত এজন্য সরকার সতর্ক ছিল।

ইহুদীদেরকে ইস্রায়েলের নিকট বিক্রী বা হস্তান্তর করার জন্য ইস্রায়েলের সাথে দরকষাকষির প্রক্রিয়াটা ছিল দীর্ঘ এবং আমাদের জন্য ক্লান্তিকর।

আমাদের বন্ধু-বান্ধবেরা পরামর্শ দিল মিহায়কে আগে পাঠানোর জন্য। কারণ সে সময়টাতে মিহায় ছিল সবচেয়ে বিপজ্জনক। অন্যান্য বন্ধুরা বলত,

ঃ'তোমার একাকী যাওয়া উচিত, যাতে আমাদের জামিনের ব্যাপারে পশ্চিমা দেশ থেকে টাকা সংগ্রহ করে পাঠাতে পারবে।

অনেক সংখ্যক কয়েদীদেরকে একসঙ্গে ছেড়ে দেয়ার তখন একটা বিশৃংখলা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। এবং সেই সাথে অত্যাচারের মাত্রাটা আর ফিরে এসেছিল। রিচার্ড সবদিকেই নজর রাখতেছিল। এজন্য রিচার্ড যে মণ্ডলীতেই যেত, সেখানের পালক তাঁকে সতর্ক করে দিত অথবা ভয় দেখাত।

পূর্বে আমাদের নিজেদের যে মণ্ডলী ছিল, তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। এবং সেখানে কমিউনিস্টদের ধর্ম নিয়ে বিদ্রুপ মূলক কার্টুন ছবির প্রদর্শনী বানানো হয়েছিল। গীর্জার ভিতরের সব কিছু তছনছ করে দেয়া হয়েছিল।

গোপন চ্যানেলে আমরা আমাদের বন্ধু আন্যুৎজা-র নিকট বাইবেল পাঠাতে ছিলাম। সে আমাদের মুক্তিপণের টাকা সংগ্রহের জন্য কাজ করতেছিল।

আনুৎজা-র প্রচেষ্টায় আমরা অবশেষে দেশ ত্যাগ করতে সক্ষম হলাম। সে তার প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে নরওয়ের ইস্রায়েল মিশন এবং হিব্রু খ্রীষ্টিয়ান এলাইয়েন্স আমাদের মুক্তির জন্য ৭০০০ ডলার পাঠিয়ে দেয়। সে নরওয়ের সরকারের কাছ থেকে আমাদের জন্য ভিসার ব্যবস্থাও করে। অন্য একটি উৎস থেকে ৩০০০ ডলার আসে। আমার পরিবার অনেক দিক থেকে সাহায্য পেতে লাগল। এসবই ছিল ভালবাসা।

আমাদের অবস্থা পরিদর্শনের জন্য প্রথম অবস্থায় যারা আসেন তারা হলেন, কমিউনিস্ট জগতে কাজ করার জন্য গঠিত ব্রিটিশ মিশনের চেয়ারম্যান রেভাঃ স্টুয়াট হ্যারিস এবং আমেরিকান মিশনের পালক জন মোজেলি। তারা গোপনে সতর্কতার সহিত রাতের বেলা এলেন এবং যেসব পরিবারে সাহায্য দেয়া সবচেয়ে বেশি জরুরী, সেসব পরিবারে প্রথমে সাহায্য দিলেন। তারা আমাদের সাথে রাত ১টা পর্যন্ত থাকলেন। তারপর তারা চলে গেলেন। পরের দিন পার্কে দুইজন লোকের কাছ থেকে আমরা কয়েকটা বাইবেল সংগ্রহ করলাম। এমনকি আমরা সেখানে গুপ্ত চরের কাজও করলাম। কমিউনিস্ট গোয়েন্দা

বিভাগের একজন গুপ্ত সংবাদ দাতা পরে সেখানে আসল এবং আমাদেরকে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল। তার প্রশ্নগুলোতে আমরা এরকম গুপ্ত ইঙ্গিত পেলাম যে, লোকটা আমাদের সন্দেহ করেছে এবং আমরা যেন কমিউনিজমের নীতি লংঘন করে ধর্মীয় বিষয়ে কাজ করে আইন লঙ্ঘন করেছি। অবশ্য সরাসরি এমনভাবে কিছু জিজ্ঞাসা করেনি তবে তার প্রশ্ন এবং প্রশ্নের ধরণ দেখে আমরা বুঝে নিতে পেরেছিলাম যে লোকটা কি বুঝাতে চায় এবং আমাদেরকে কি রকম হুমকী দিয়ে গেল পরোক্ষভাবে। ব্যাপ্টিষ্ট সেমিনারিতে হ্যারিস এবং মোজেলিকে বাইবেলের বিবৃতি পাঠের অনুমতি দেওয়া হল।

পরে কয়েকজন আমেরিকান ও সুইস পরিদর্শক এসেছিলেন রুমানিয়ার খ্রীষ্ট মণ্ডলীগুলোর বিষয়ে ভালভাবে কিছু না জেনেই। এমনকি তারা রিচার্ডের ঠিকানা পর্যন্ত জানতেন না। তারা তাই প্রথমেই সরকার নিয়ন্ত্রিত মণ্ডলীতে গেলেন পরিদর্শনের জন্য।

পাষ্টর ওয়্যার্ম ব্রান্ড? হ্যাঁ এই নামে ঈশ্বরের অনুগ্রহভাজন সু পরিচিত সৎ স্বভাবের ও নীতি নিষ্ট একজন ধার্মিক পালকের নাম তারা শুনেছিল। এই নামটা তাদের নিকট পরিচিত ছিল। একজন গাইডের সাথে তাদের একজনকে তারা পাঠাল। লোকটা আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। আমাদেরকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। আমরাও প্রভুর কাজ কোথায় কিভাবে করা যায় সে বিষয়ে তথ্য, পরামর্শ এবং সব ধরণের সহযোগিতার আশ্বাস দিলাম। যে লোকটি গাইড হিসাবে বিদেশী পরিদর্শকদের আমাদের কাছে নিয়ে এসেছিল, সে সোজা চলে গেল এবং আমরা যা বলেছিলাম সে বিষয়ে গোয়েন্দা বিভাগে সব জানিয়ে দিয়েছিল।

তাছাড়া সাক্ষাতের ও আলাপ আলোচনার বিষয়টা মজার অবস্থায় মোড় নিল। যে লোকটি পরিদর্শকদের গাইড হিসাবে এসেছিলেন, তিনি ফ্রান্স ভাষায় কথা বলতেন, ইংলিশ জানতেন না। তাই রিচার্ড পরিদর্শকদের সাথে ইংলিশ কথা বলতে লাগল। আমি তার অনুবাদ করে দিলাম।

তখন আমার স্বামী রুমানিয়া মণ্ডলীগুলোতে কতটুকু ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সুযোগ সুবিধা আছে তা বুঝিয়ে বলল। তারপর সে ভ্রমনের সম্ভাবনা ও তখনকার আবহাওয়ার বিষয়ে কথা বলল।

সব বিষয় নিয়ে রিচার্ড দ্রুততার সাথে কথা বলে চলল। রুমানিয়াতে খ্রীষ্ট মণ্ডলীতে কি কি ঘটেছে এবং এর সত্যিকার অবস্থা কি সব ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলল। রিচার্ডের প্রাণবন্ত, প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা শুনে তারা হেসে উঠল। যদিও এটা হাসির সময় ছিল না। রিচার্ড রুমানিয়াতে তথাকথিত সুবিধাভোগী খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম যাজক, পালক, পুরোহিতদের এবং সাধারণ খ্রীষ্টিয় সমাজ ব্যবস্থার সত্যিকারের চিত্র তুলে ধরেছিল। বলেছিল কিভাবে তথাকথিত বিখ্যাত ধর্মনেতারা পার্থিব ভয় এবং পার্থিব সুবিধা ভোগের জন্য ধর্মকে এবং ধর্মীয় আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে কমিউনিজমের কাছে হার মেনে নাস্তিকতাবাদীদের সাথে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল।

দীর্ঘ সময় ধরে রিচার্ডের কথা শুনার পর একজন আমেরিকান বললঃ 'উত্তম, এটা খুবই

গুরুত্বপূর্ণ ও কৌতুহল উদ্দীপক এবং হৃদয়গ্রাহী বিষয়, কিন্তু মহাশয়, আমাদের সময় কম, আমরা চলে যাওয়ার আগে পাষ্টর ওয়্যার্ম ব্রাণ্ডের সাথে একটু কথা বলে যেতে চাই।'

ঃ 'আমিই পাষ্টর ওয়্যার্ম ব্রাণ্ড!'

ঃ 'এটা অসম্ভব! অবিশ্বাস্য! আপনি পাষ্টর ওয়্যার্ম ব্রাণ্ড হতেই পারেন না।'

ঃ 'কিন্তু এটা সত্য!'

ঃ 'যদি আপনি বলতে চান আপনার কথাই সত্য- আপনিই পাষ্টর ওয়্যাম ব্রাণ্ড, তাহলে তো আমাদের দেখাতে হবে চৌদ্দ বছর জেলখাটা একটা মানুষকে- আমরা জানি পাষ্টর ওয়্যাম ব্রাণ্ড চৌদ্দ বছর জেল খেটেছে। আপনাকে ঠিক চৌদ্দ বছর জেলখাটা একজন মানুষের মত মনে হয় না। আমরা আশা করেছিলাম পাষ্টর ওয়্যার্ম ব্রাণ্ডের খোঁজে এসে আমরা এমন একজন মানুষের সম্মুখীন হব যে মানুষটি বিষন্ন এবং হতাশায় একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। কারণ চৌদ্দটা বছর জেলের অন্ধকারে সীমাহীন অত্যাচার ভোগ করে আসলে সেরকম হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তার পরিবর্তে আমরা তো আপনাকে দেখছি বেশ সুখী ও আনন্দিত একজন মানুষ হিসাবে!'

অবশেষে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য পশ্চিমা বন্ধুদের কঠোর প্রচেষ্টা এবং রুমানিয়ার কমিউনিস্ট সরকারের উপর চাপ প্রয়োগের ফলে সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের জানানো হলঃ তোমরা দেশ ত্যাগের অনুমোদন প্রাপ্ত হয়েছ এবং এজন্য প্রয়োজনীয় ডলার পাওয়া গেছে।

দেশ ত্যাগের অনুমতি ও ভিসা পাওয়ার পর রিচার্ড অপ্রত্যাশিতভাবে গোয়েন্দা পুলিশের সম্মুখীন হল। রিচার্ডকে বলা হলঃ 'এখন তুমি দেশ ত্যাগ করে চলে যেতে পার। যা ইচ্ছা প্রচার করতে পার। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে কথা বললে- তোমাকে শেষ করে দেয়া হবে। বিদেশে গিয়ে তোমার কণ্ঠ যদি কমিউনিজমের বিরুদ্ধে একটা কথাও উচ্চারিত হয়, তাহলে তোমার সেই কণ্ঠস্বরকে চিরদিনের জন্য স্তব্দ করে দেয়া হবে।'

আমাকেও দেশ ত্যাগের পূর্বে সরকারী অফিসারদের সাথে শেষ বারের জন্য সাক্ষাৎকারে মিলিত হতে হয়েছিল।

দেশ ত্যাগের পূর্বে বিদায় জানাতে খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসী ভাই ও বোনেরা দূরদূরান্ত গ্রাম ও শহর থেকে এসেছিল। বুখারেস্টের বন্ধু-বান্ধবেরা আমাদের মঙ্গলবাদ জানাতে প্রতি ঘন্টায়ই একজন আসতেছিল।

পরের দিন খুব ভোরে আমরা বিমান বন্দরে পৌছলাম। সেদিন ছিল ৬ই ডিসেম্বর। এই দিনটি রুমানিয়ার অর্থডক্স ক্যালেন্ডার মতে সাধু নিকোলাস দিবস। প্রচুর কুয়াশা পড়েছিল, মনে হল চারিদিক ধোঁয়ায় ঢাকা এবং দালান কোঠাগুলি দেখা যাচ্ছিল না।

ধুসর বর্ণের আমাদের DC7 প্লেনটা রানওয়েতে এল। বন্দীত্ব দশা থেকে মুক্ত আমরা প্রায় ৬০ জন মানুষ ছিলাম সেখানে; অধিকাংশই ইহুদী। আমরা কমিউনিজমের দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে যাচ্ছি। এজন্য পরস্পরকে গভীর আন্তরিকতার সাথে অভিবাদন জানালাম, এবং যারা কমিউনিজমের দাসত্বের মধ্যে তখনো বন্দী রয়েছে তাদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলাম। অফিসারগণ, পার্সপোর্ট কর্মকর্তাগণ আমাদের দিকে ঈর্ষাপরায়ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। আমরা পশ্চিমা দেশে বাস করতে যাচ্ছি। পশ্চিমা দেশে! এটা তো বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়! তাদের দৃষ্টি ভঙ্গি যেন এরকমই ছিল।

এয়ারপোর্টে ভীড় করা লোকদের থামানোর চেষ্টা করা হল। এই লোকগুলি আমাদেরকে শেষবারের মত দেখার জন্য এবং বিদায় জানানোর জন্য এয়াপোর্টে এসেছিল।

আমরা প্লেনে উঠলাম। মিহায় দেখল একজন বিদেশী প্যাসেঞ্জার বিমানে রয়েছে। তিনি ইতালিয়ান ব্যবসায়ী। হঠাৎ তিনিই কথা বলা শুরু করলেন উৎসুক প্রবণ হয়ে তিনি মিহায়কে এক সাথে অনেকগুলি প্রশ্ন করলেন। মিহায় নীরব হয়ে রইল।

আমাদের প্লেন ইতালির রোম বিমান বন্দরে আসলে ইতালিয়ান ব্যবসায়ী লোকটা নেমে পড়ল। মিহায় জিজ্ঞাসা করলঃ

'এটা কি সত্যি রোম নগরী? এটা পশ্চিম বার্লিন নয়? বা অন্য কোন শহর?'

ব্যবসায়ী লোকটা হেসে জবাব দিলঃ 'শিউর! শিউর! এটাই ঐতিহাসিক রোম নগরী। তুমি এর চারপাশে তার নিদর্শন দেখতে পারবে। তোমরা এখন ইতালির মাটিতে রয়েছ। এখন আমি মুক্ত দুনিয়ার মানুষ!' একথা বলেই তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। তারপর শেষে তিনি বললেন, 'এখন তুমি যদি শুনতে চাও তাহলে আমি বলতে পারি এটা কিভাবে সত্যিকার রুমানিয়া হয়ে গেছে। কিন্তু আমি জানি না কিভাবে তোমাকে বুঝাব, আমার মনে হয় এমন কেউ নেই তোমাকে বুঝাতে পারবে।'

আমার ভাই, বৌদি, আমাদের জন্য বিমান বন্দরে অপেক্ষা করতেছিল। আমাদের প্রতি ভালবাসা তাদেরকে প্যারিস থেকে এখানে আসতে অনুপ্রাণিত করেছিল। আমাদের দেখতে পেয়ে তারা খুশিতে উৎফুল্ল হয়ে উঠল এবং আমাদেরকে স্বগত জানাল।

ষষ্ঠ অধ্যায়
উপসংহার

রোম থেকে আমরা অসলোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। রুমানিয়াতে কমিউনিস্টদের দ্বারা আমাদের কেমন অত্যাচার নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে তার সাক্ষ্য দিতে রিচার্ডকে জেনেভা-তে থামতে হল। কিন্তু লূথারেণ ওয়্যার্ল্ড ফেডারেশেনের সেক্রেটারী রিচার্ডকে বিনতি করেছিলেন যেন জেনেভা-তে কমিউনিজমের নির্যাতনের বিবরণ পেশ করতে না যায়; কারণ রাশিয়া এটা জানতে পারবে। তখন সমস্যা হতে পারে। আমি আশ্চর্য হয়ে যেতাম বিশ্ব খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী পরিষদের কেহ কেহ রাশিয়াকে কেন এত ভয় পায়, অথচ রাশিয়ার কতৃত্ব ও শাসন যেখানে ছিল, সেখানে থেকেও আমরা রাশিয়াকে এত ভয় পেতাম না।

নরওয়ে একটি মনোরম দেশ। সেখানে বাস করার জন্য আমাদেরকে বাসা দেওয়া হল। আমরা ইস্রায়েল মিশনের সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। এই মিশনে কমিউনিজমের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে মূল্য দিয়েছিল। অন্যান্য সদস্য ছিল খ্রীষ্ট মণ্ডলীর কর্মকর্তাগণ।। কিন্ত সবচেয়ে গরুত্বপূর্ন কাজ সংগঠিত হয়েছিল অনুৎজার দ্বারা। সে ইহদীদের পূর্ণমিলনের জন্য চৌদ্দবছর ধরে কাজ করেছিল। সুইডিশ ইস্রায়েল মিশনের প্রধান পাষ্টর হেডেনকুইস্ট আমাদের ভুলে যান নি। তিনি স্টকহোম থেকে এসেছিলেন। একবছর ধরে প্রতিদিন তিনি আমাদের জন্য প্রার্থনা করে ছিলেন। হিব্রু খ্রীষ্টিয়ান এ্যালাইয়েন্স ও কমিউনিস্ট দেশে বন্দী খ্রীষ্টিয়ানদের মুক্তির ব্যপারে কাজ করেছিলেন। আমাদের সব রকম অভাব ও প্রয়োজনের সময় সত্ত্বর খোঁজ খবর নিত।

নরওয়ে থেকে আমরা ব্রিটেন গেলাম। সেখানে আমাদের বন্ধু স্টুর্য়াট হেরীস সব সম্প্রদায়ের অনেক গুলি চার্চ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দ্বার আমাদের প্রতি উন্মুক্ত করে ছিলেন। আমাদের মধ্যদিয়ে মুক্ত বিশ্বের জনগণ অবশেষে কমিউনিস্টদের অধীনে দেশে সমস্যার ভিতর পরিচালিত আন্ডার গ্রাউন্ড চার্চের সদস্যদের ধর্মের জন্য প্রাণ দেওয়ার কাহিনী এবং ঈশ্বরের কাজে বিজয় লাভের কাহিনী জানতে পারল। এই কাহিনী গুলো তাদের কাছে ইতঃপূর্বে অজানা ছিল। ব্রিটিশ খ্রীষ্টিয়ানরা প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে সতর্ক ছিল না। কমিউনিস্ট শাসনের অধীনে তাদের খ্রীষ্টিয়ান ভাইদের অত্যাচার ভোগের কথা তারা খোলাখুলিভাবে উল্লেখ করত। অধিকাংশ জায়গায় আমার স্বামী কথা বলত। কিছু কিছু জায়গায় আমি কথা বলতাম। এভাবে গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে আত্মিক উদ্দিপনা জেগে উঠেছিল।

আমরা স্মরণ করতে পারি পোপ গ্রেগরী দ্য গ্রেট এর কথা। তিনি যখন তরুণ যাজক ছিলেন, তখন একদিন রোমের কৃতদাসদের কেনা বেচার বাজারে দেখলেন যে সুন্দর মুখমণ্ডল ও নীল চক্ষু বিশিষ্ট সাদা চামরার বালক বালিকাদের বিক্রির জন্য নিয়ে আসা হয়েছে। তিনি দাস-ব্যবসায়ী লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলেন এদের কোথা থেকে আনা

হয়েছে। এরা কোন জাতি? দাস-ব্যবসায়ী বলল, 'এরা এঙ্গেল'। তখন তিনি বললেন এরা এঙ্গেল নয়, এঙ্গেল অর্থাৎ স্বর্গ দূত। আমি এই জাতিটাকে খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করব। এদের চেহারা স্বর্গ দূতের মত। আচ্ছা এদের 'রাজার নাম কি' দাস ব্যবসায়ীটি জবাব দিলঃ অল্ল্যা যাজক গ্রগরী তখন বলে উঠলেন, আল্ল্যা-র দেশে শিঘ্রই অ্যাল্লেলূইয়া গান বেজে উঠবে। এক সময় গ্রেগরী পোপ হলেন, তখন দেখতে পেলেন এ্যাগল সেকশান-এর পুরো জাতিটাই খ্রীষ্টিয়ান হয়ে গেছে।

পাষ্টর স্টারডি এবং পাষ্টর নাট্‌শন দেখলেন যে, আমাদের আমেরিকা যাওয়া উচিত। আমি এবং রিচার্ড চার্চে এ বিষয়ে আবার কথা বললাম।

রিচার্ডকে আমেরিকার একটা কমিটির সন্মুখে কমিউনিজমের অত্যাচারের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে ডাকা হল। যখন রিচার্ড কথা বলল, তখন আমি তার পাশে বসা ছিলাম। সেখানে কেবল সিনেটররাই বসা ছিল না, সংবাদ পত্র এবং রেডিও ও টিভির প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিল। রিচার্ড যখন আন্ডার গ্রাউন্ড চার্চের উপর কমিউনিজমের অত্যাচারের কথা বলছিল, তখন টি ভি প্রতিনিধিরা ওর ছবি তুলে নিচ্ছিল।

ঃ 'আমেরিকানরা শুধু আপনাদের দানের বিষয়েই ভাবেন। আমি দেখেছি, কমিউনিস্ট জেল খানাতে বন্দীরা পায়ে ৫০ পাউন্ড ওজনের বেড়ি নিয়ে আমেরিকানদের জন্য প্রার্থনা করত; কিন্তু আপনারা আমেরিকার মণ্ডলীগুলোতে কমিউনিস্ট বিশ্বের বন্দী খ্রীষ্টিয়ান ভ্রাতা ভগ্নিদের জন্য খুব কমই প্রার্থনা করেছেন।'

একজন সিনেটর বললঃ 'যদি আপনার উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হয়েই থাকে, তাহলে আপনার শরীরে সেই অত্যাচারের চিহ্ন দেখান।' রিচার্ড কাপড় খুলে ওর শরীরে ১৮টি ক্ষত চিহ্ন দেখাল। লোকজন রিচার্ডের কথা শুনে এবং রিচার্ডের শরীরে অত্যাচারের চিহ্ন দেখে কেঁদে ফেলল।

ঃ আমি আমার শরীরে যীশুর জন্য অত্যাচার ভোগের ক্ষত নিয়ে দিরুক্তি করছি না। আমি আমার চার্চের উপর, আমার দেশের উপর অন্যায় অত্যাচারের চিত্র দেখিয়ে দিয়েছি। আমি সেই সব বীর ও ঈশ্বরের মহান সাধু ব্যক্তিদের কথা বলছি, যারা নিজেদের কথা বলতে পারেনি। প্রটেষ্ট্যান্ট, ক্যাথলিক, অর্থডক্স মুসলিম এবং ইহুদীদের মধ্য থেকে এমন হাজার হাজার লোক নিজেদের ধর্ম বিশ্বাসের জন্য, ঈশ্বরের অস্থিত্বে বিশ্বাসের জন্য নাস্তিক কমিউনিস্টদের অমানবিক অত্যাচারের মুখে জীবন দিয়েছে। কিন্তু সীমাহীন অত্যাচারের মধ্যেও ঈশ্বর আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন মুক্ত বিশ্বের মানুষদের কাছে কমিউনিস্টদের বিভৎস অত্যাচারের কথা তুলে ধরতে।

রিচার্ড যখন কথা বলছিল, আমি ওর পাশেই বসা ছিলাম। তার কথা শুনে আমার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তেছিল। আমি আমার চোখ বন্ধ করলাম। কমিউনিস্টদের জেলখানাতে আমি ওর অনেক প্রটেস্ট্যান্ট, ক্যাথলিক এবং ইহুদী মহিলা, সন্যাসীনি, যুবতী

মেয়েদের উপর বিভৎস অত্যাচারের দৃশ্য দেখেছি। রিচার্ডের কথা শুনার সময় চোখের সামনে সেই সব নারকীয় দৃশ্য ভেসে উঠেছিল। কমিউনিস্টদের অত্যাচারের বলি হয়েছিল সেইসব জাতীয়তাবাদী ইহুদীরাও যারা ইহুদীদের জন্য আলাদা স্বাধীন ভুখন্ডের স্বপ্ন দেখত, পিতৃপুরুষদের পবিত্র ভুমি যেরুজালেমের অধিকার ভোগের স্বপ্ন দেখত, ইহুদী জাতির সহিত ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির পূর্ণতার স্বপ্ন দেখত। এ যুগের নতুন ফৌরণ তাদেরকে বন্দী করে রেখেছিল, তাদের উপর অত্যাচার করেছিল। সেই অত্যাচার যারা মারা গিয়েছিল আমি আজও তাদের কথা স্বরণ করি। আমি জানতাম, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তারা সেই এক ঈশ্বরের ভালবাসার হাতে চলে গিয়েছে, যিনি সুন্দর লিলিফুল ও মন মাতানো সৌরভের ও দৃষ্টি নন্দন সৌন্দর্য্যের গোলাপী বর্ণের গোলাপফুল তৈরী করেছেন। (আমি বিশ্বাস করি ধর্মের জন্য কমিউনিস্টদের অত্যাচার ভোগ করে যারা মৃত্যু বরণ করেছে, তাদের আত্মা স্বর্গের বাগানে গোলাপ ও লিলি ফুলের মত ফুটে আছে।) তাদের ত্যাগের মহান আদর্শ যুগযুগ ধরে ঈশ্বরের সন্তানদের হৃদয়ের মধ্যে গোলাপের সুবাস ছড়িয়ে এমন আত্ম ত্যাগের ও সত্যের জন্য যেকোন অত্যাচারের ভোগ মেনে নিতে তাদেরতে উদ্বুদ্ধ করবে। তবুও আমার হৃদয়ের মধ্যে কোন সান্ত্বনা খুঁজে পাইনা; তাদের কথা মনে হলে এখনো আমার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ে। আমি কিছুতেই আমার কান্না থামাতে পারি না।

রিচার্ড পরে বলেছিলঃ 'আমার কথা বলার সময় তোমার চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়া অশ্রু আমার আবেগ প্রবণ কথার চেয়েও উপস্থিত জনতার মধ্যে বেশী প্রভাব ফেলেছিল। তোমার অশ্রু মাটির নিচে পুতে রাখা মাইনের মত শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ওদের কঠিন হৃদয়ের শক্ত দেয়ালকে উপরে ফেলেছিল।

রিচার্ড ওর লেখা প্রথম বই "শোণিতের স্বাক্ষর" উৎসর্গ করছিল 'এ যুগের সাক্ষ্যমর' চার্চকে। সোপার উপর বসে কাপড় বুনতে বুনতে আমি রিচার্ডের এ উৎসর্গের কথা শুনছিলাম। কথাটা বলেই রিচার্ড কেঁদে উঠল। আমিও কাঁদলাম। হতে পারে এটা একটা সাধারণ বই; কিন্তু বইটি কলমের কালী দিয়ে লেখা নয়; বইটি ধর্মের জন্য বিসর্জনকারী শহীদদের বেদনার অশ্রু ও রক্ত দিয়ে লেখা। অপ্রত্যাশিত ভাবে বইটি অনেক গুলি ভাষায় অনুদিত হয়ে প্রকাশিত হল এবং সর্বাধিক বিক্রিত বই হিসাবে বিক্রিত হল। এই বইটি বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পরার এবং বিভিন্ন দেশ ও মহাদেশে আমাদের ভ্রমনের ফলে ইউরোপ, এশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকার উনিশটি স্বাধীনদেশে মিশন সৃষ্টি হয়ে গেল। তারা একত্রে কাজ করে যেসব দেশে ধর্মীয় কার্যকলাপ নিষিদ্ধ, সেইসব অবরুদ্ধ দেশের আন্ডার গ্রাউন্ড চার্চে খ্রীষ্টিয় বই পুস্তক নিয়ে আসল, সেই সব দেশের ভাষায় রেডিওতে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার করল, এবং ধর্মের জন্য প্রাণ দিয়েছে তাদের পরিবারকে সাহায্য করল।

রিচার্ডের ক্ষুরধার লেখনীতে একটার পর একটা বই সৃষ্টি হল। যে বইগুলো সারা পৃথিবীতে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের কাজে আলোড়ন সৃষ্টি করল। রিচার্ড ক্লান্তিহীন ভাবে প্রচার কাজ চালিয়ে গেল। কিন্তু এটা কেবল কথার দ্বারাই হয়নি, -সে একটা কার্যকর সংগঠন তৈরী করেছিল; যে সংগঠনটি গোপনে রাশিয়ান সেনাছাউনিতে প্রচার কাজ চালাত। রিচার্ডের প্রচার কাজের এই পদ্ধতির উপর কেহ কেহ আপত্তি তুলত; কিন্তু তাদের সমালোচনা সব

সময় ভন্ডুল হয়ে যেত। সব বাধা, সমালোচনা, আপত্তির মধ্যেও রিচার্ড এই চিন্তাটা মাথায় রেখে কাজ করত যে, সবকিছু যাচাই করার পর্যাপ্ত সময় পরেও পাওয়া যাবে, কিন্তু যে কাজের সম্মুখীন হতে হয়েছে বা দায়িত্ব এসেছে তা দৃঢ়তার সাথে করতে হবে।

প্রত্যেকটা দেশে যেসব লোকজনদের দেখেছি তাদের মধ্যে আমরা সুখী ছিলাম এবং খাপ খাইয়ে নিয়েছিলাম। নিজ বাড়িতে আমরা যে রকম স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করি, জামার্নীর ভ্রাতা-ভগ্নিদের মাঝেও সেরকম ভাবে বাস করেছি; যদিও জার্মান এবং ইহুদীদের মধ্যে জাতিগত দ্বন্দ্বে ও রাজনৈতিক কারণে রক্তের নদী বয়ে গিয়েছিল- জার্মানীরা হাজার হাজার ইহুদীদেরকে বেপরোয়া ভাবে হত্যা করেছিল। ঈশ্বরের সৃষ্টি একটি সাগরকে 'লোহিত সাগর' বলা হয়, এ সাগরটা প্রাকৃতিক উপায়ে দৈবযোগে। কিন্তু ইহুদী জাতির রক্তে যে সাগরের সৃষ্টি হয়েছিল আর্কষিক দৈবযোগের ঘটনা নয়; জার্মানীরা ইহুদী জাতিকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল তাই এত রক্ত পাত ঘটিয়েছিল চরম প্রতিহিংসায়। কিন্তু আমরা যখন জার্মানীতে গেলাম তখন আমাদের স্বজাতির একসাগর রক্তের কথা ভুলে তাদের সাথে আন্তরিকতার সাথে মিশলাম, তারাও নিজ পরিবারের সদস্যের মত আমাদের গ্রহণ করল। আমরা অষ্ট্রেলিয়ার মারী উপজাতিদের সাথে স্বাচ্ছন্দ্যে সুখী মনে কাজ ও আনন্দ করলাম, এবং সাদা, কালো, ইন্ডিয়ান, আফ্রিকান সবার সাথে কাজ করে সুখ ও আনন্দ অনুভব করলাম। আমরা দক্ষিণ আফ্রিকায় যখন সভা করতেছিলাম তখন আমাদের মধ্যে কোন জাতিবিদ্বেষ, বর্ণ বিদ্বেষ ছিল না। সব বর্ণ, সব জাতির লোক এক সাথে মিশে আন্ডার গ্রাউন্ড চার্চের শিক্ষা দেয়া যীশু খ্রীষ্টের বার্তা যখন শুনলাম, তখন সবার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল। এ অশ্রুর কোন বর্ণ নেই, কোন জাত নেই মানুষের আবেগের কোন জাত থাকে না। মানুষ বৃথাই হৃদয়ের সংকীর্ণতায় মানুষে মানুষে বিদ্বেষ ছড়ানোর জন্য বর্ণ ও জাতির পার্থক্যটাকে বড় করে দেখেছে।

একবছর আগে মিহায়ের অন্তরে যে দুঃখদায়ক অনুভুতি জেগেছিল, সে কথাটি আমার মনে পড়ল। মিহায় বলেছিলঃ 'এমনকি বাবা যদি ফিরেও আসে, তাহলে আমরা তাকে মানুষ হিসাবে দেখতে পাব না ভুতের চেহারায় ফিরে আসবে। কারো উপকার করতেও সক্ষম হবে না।' আফ্রিকাতে যখন আমরা গিয়েছিলাম, ওখানকার একটি সংবাদ আমাদের ভ্রমণের উপর এক প্রতিবেদনে লিখেছিলঃ 'রিচার্ড নামের একটা হ্যারিকেন আমাদের সুপ্ত সত্বায় আঘাত হেনে আমাদের অনুভুতিকে জাগিয়ে দিয়েছে।'

রিচার্ডের শিক্ষা হলঃ 'কমিউনিজমকে ঘৃনা কর, কিন্তু কমিউনিস্টদেরকে ভালবাস, তাদেরকে খ্রীষ্টের জন্য জয় কর।'

এই শিক্ষাটা সব জায়গাতে মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ লাভ করে ছিল। আন্ডার গ্রাউন্ড চার্চের জন্য সক্রিয় সহযোগিতা ও উদ্বেগই ছিল তখনকার প্রার্থনার বিষয়। যারা আমাদের উপকার করত, তারাও আমাদের কাছ থেকে খ্রীষ্টিয় ভালবাসা পেত; যদিও তাদের সমস্ত আচরনের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত ছিল। মিথ্যা ও মন্দতার বিরুদ্ধে এই সংগ্রামের আদর্শ দিয়ে রিচার্ড সেইসব খ্রীষ্টিয়ান ধর্মীয় নেতাদেরও আক্রমন করত, যারা কমিউনিজমের আদর্শের সহায়করূপে কাজ করেছিল।

রিচার্ডের ক্ষেত্রে রিচার্ড ছিল এবং আমার ক্ষেত্রে আমি। আমাদের ব্যক্তিগত চিন্তাধারার ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্নতা ছিল। কারণ তার সংগ্রামটা ছিল অনেক জনের বিরুদ্ধে ব্যাপক ভাবে। আমি চাইতাম রিচার্ড একটু শান্ত হউক। আমি ওকে মাঝে মাঝে শলোমনের গীত থেকে পড়ে শুনাতাম। খ্রীষ্টের তুলনা হতে পারে ফুলের সাথে। সুন্দর ফুটন্ত ফুলকে তুলে ফেলা হয়। পায়ে পিসে ফেলা হয়। ফুল শুকিয়ে যায়। অনেক ফুলের জীবনে তার সৌন্দর্য দিয়ে তার মন মাতানো সৌরভ দিয়ে দর্শককে আনন্দ দেয়া ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। যে ফুলকে গাছ থেকে তুলে ফেলে, নষ্ট করে ফেলে তাকেও উক্ত ফুল কিছুই বলে না। কোন প্রতিবাদও করে না। ফুলের মত, এরকম উচিৎ আমাদের খ্রীষ্টিয় জীবনে। এটাই খ্রীষ্টিয় জীবনের আদর্শ!'

আমার কথা শুনে রিচার্ড জবাব দিত, 'যদি আমরা কমিউনিজমের আদর্শের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সাথে সংগ্রাম না করি, তাহলে কমিউনিজমের ভাবধারা খ্রীষ্টিয় ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যে অনুপ্রবেশ করবে। তখন কমিউনিস্ট অত্যাচারীরা আমাদের পরাজিত করবে।'

আমি আশ্চর্য হয়ে যেতাম, রিচার্ড এই বিষয়টা নিয়ে এত উদ্বিগ্ন কেন! আমাদের আন্ডার গ্রাউন্ড চার্চের ধর্মীয় কার্যক্রমের সাথে কি পশ্চিমাদেশের তথাকথিত ধার্মিক মণ্ডলীর তুলনা হতে পারে? পূণরুত্থানের ঘটনা শুনে আনন্দে জয়ধ্বনী করে উঠে না। ওদের চেয়ে তো আমাদের মণ্ডলীর আত্মিক মান অনেক উপরে ওরাতো খ্রীষ্টিয় ধর্ম বিশ্বাসের চেতনা ও আদর্শ টিকিয়ে রাখার জন্য এত বেশি উদ্বিগ্ন নয়। তাহলে আমাদের কেন এত উদ্বিগ্ন হতে হবে?

আমার স্বামী আমার এই রকম যুক্তির গভীরতা উপলব্দি করতে পারে নি। সে আমার কাছে জানতে চাইতঃ 'শলোমনের পরম গীতে যীশুকে কোন ফুলের সাথে তুলনা করা হয়েছে?' রহস্যময় ভঙ্গিতে আমি বললামঃ 'গোলাপ ফুলের সংগে।' চট করে রিচার্ড জবাব দিলঃ গোলাপ ফুলের সাথে তুলনা করা হয়েছে ভাল কথা, জেনে রেখ, গোলাপ ফুলের কাটাঁ আছে। সাবধান, ধরো না যেন! তাহলে সে তোমার হাতে কাটাঁ ফুটিয়ে দিবে।'

আমি রিচার্ডকে তিরিশ বছর ধরে জানি। আমি ওকে পরিবর্তন করব না। তাই আমি নিজে শান্ত অবস্থানে থাকাটাই পছন্দ করে নিলাম। আমাদের মিশনে যে সব সংবাদ, চিটি পত্র কমিউনিস্ট দেশ গুলোতে পৌঁছাত, এবং কমিউনিস্ট দেশ গুলো থেকে আমাদের মিশনে আসত, আমি সে গুলো সাজিয়ে দিতাম। খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী গুলো সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদ সংগ্রহ করে কমিউনিস্ট বিশ্বের চার্চ গুলিতে দিতে হত। সাহায্যের জন্য টাকাও পাঠাতে হত।

চীন এবং উত্তর কোরিয়ায় হাজার হাজার বিশ্বাসী খ্রীষ্টিয়ান শুধু মাত্র খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতি বিশ্বাসের অপরাধে জেলখানায় বন্দী ছিল। কোথায় কোথায় কোন্ কোন্ খ্রীষ্টিয়ান অত্যাচার-নির্যাতন ভোগ করছে, সে সংবাদ জেনে আমার অতীত জীবনের কথা মনে পড়ত। কেননা আমিও একসময় চরম নির্যাতন ভোগ করেছিলাম। ১৯৬৯ সালে জুলাই মাসে সোভিয়েত বাহিনী রবিন চোক এবং তার পাঁচ ছেলেকে ধর্মের প্রতি তাদের বিশ্বাসের কারণে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। রবিন চোকের স্ত্রী শূন্য বাড়িতে একা কি ভয়ংকর পরিস্থিতিতে দুঃখ কষ্ট ও অপমান ভোগ করেছে সে কথা আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। আলবেনিয়াতে এক ধর্ম

যাজককে তেলের ব্যারেলের ভিতর ভরে রাস্তা দিয়ে ব্যারেলটি গড়িয়ে গড়িয়ে নিয়ে গিয়ে সাগরে ফেলা হয়েছিল। মধ্যপ্রাচ্যে মুসলিম থেকে কেউ খ্রীষ্টিয়ান হলে তার হাত পা কেটে ফেলা হত, অথবা মেরেই ফেলা হত। ১৯৬৯ সালে উত্তর কোরিয়াতে একদিনেই ৪৫ জন খ্রীষ্টিয়ানকে মেরে ফেলা হয়েছিল। এই লোকগুলির পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা অনাহারে জীবন যাপন করতে ছিল। তবুও কোরিয়া প্রত্যেক জায়গায় তৃষ্ণার্ত আত্মাগুলো ঈশ্বরের বাক্য জানার জন্য আকুল ভাবে আকাঙ্খা করত।

পূর্ব থেকে বিভিন্ন রকম সর্তকতা অবলম্বন করে খ্রীষ্টিয়ানদের উপর নির্যাতনের সংবাদ সংগ্রাহকদের সাথে আমি ব্যক্তিগত ভাবে সাক্ষাৎ করতাম এবং প্রকৃত তথ্য ভালভাবে জেনে নিতাম। এই কাজটি (অত্যাচার) ২৫ বছর ধরে চলছে।

অন্যান্য লোকদের সাথেও আমাদের সাক্ষাৎ করতে হত। মুক্ত বিশ্বের ধর্মযাজকগণ বিশ্ব খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী পরিষদের সম্মেলন করার জন্য আসতেন। ব্যাপ্টিষ্ট এবং অর্থডক্স মণ্ডলীর যাজকগণ ধর্মীয় সম্মেলন করতেন, অথবা কেবল হালকা ধরনের প্রচার করতেন, যাতে পশ্চিমা বিশ্বের মুক্ত দেশ গুলোকে প্রতারণার মাধ্যমে জানাতে পারেন যে, কমিউনিস্ট বিশ্বের দেশগুলোতে ধর্মের প্রতি বাধাঁ নিষেধের অস্থিত্ব নেই। এসব ধর্ম যাজকগণ ছিলেন বিশেষ একধরণের মানুষ। এরা ছিলেন কমিউনিস্ট সরকার নিয়ন্ত্রিত সোভিয়েত চার্চের ধর্মীয় নেতা। রিচার্ড এদেরকে বলত 'বিশ্বাস-ঘাতক'। আমি অবশ্য তাদেরকে এরকম বলতাম না। কেননা, আমি ভাবতাম ওদের বিচার করার আমি কে? হয়ত ওরা নিজেরাও ওদের ধর্ম নিয়ে প্রতারণা মুলক কাজে সন্তুষ্ট ছিল না। আসলে ওরা ছিল পার্থিব স্বার্থান্বেষি ও কমিউনিস্টদের আজ্ঞাবহ সেবাকারী দাস। কমিউনিস্টদের আনুগত্য মেনে না নিয়ে ওরা নিজেদের জন্য আর কোন পথ বেছে নিতে পারত?

ওদের কেহ কেহ দশ বছর ধরে এই আশা নিয়ে অপেক্ষা করে ছিল যে, তাদের দেশ কমিউনিস্ট নাগপাশ থেকে মুক্ত হবে এবং ধর্মের প্রতি নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবে। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে এক রকম অনেক প্রতিশ্রুতি আসত যে, তারা কমিউনিস্টদের পরাজিত করে জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করে দিবে; কিন্তু সে রকম কিছুই ঘটত না। পশ্চিমাদের কাছ থেকে সাহায্য না পেয়ে হতাশায় তারা সরকারের আনুগত্য থেকে জীবন ধারণ করাটাই রপ্ত করে নিয়েছে। কিন্তু এদের এক সময়ের সহযোগী খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসী দৃঢ়তার ভাইয়েরা মৃত্যুবরণ করাটাই তাদের জীবনের জন্য বেছে নিয়েছিল।

চীন এবং অন্যান্য অত্যাচারিত দেশগুলোতে তথাকথিত ধর্মীয় স্বাধীনতার অধীনে খ্রীষ্টিয়ানগণ কিরূপ ধর্মীয় স্বাধীনতা উপভোগ করছে এবং প্রকৃত অবস্থা কতটা মন্দ পর্যায়ের তা পশ্চিমা বিশ্বের মুক্ত দেশগুলির কৌতুহলী লোকদের বলতে এবং ভালভাবে হৃদয়ংগম করাতে তারা পাশ্চত্যের দেশগুলো ভ্রমণ করত। (ব্রিটিশ এবং আমেরিকান খ্রীষ্টিয়ানগণ কি তাদের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে পৃথিবী ঘুরে বেরিয়েছে?) পশ্চিমা দেশের মণ্ডলী গুলির নেতারা অবরুদ্ধ কমিউনিস্ট দেশের খ্রীষ্টিয়ানদের দুর্দশার বিষয়টা হৃদয় দিয়ে দেখার চেষ্টা করতে পারেনি। এসব দেশের দুঃখদায়ক ঘটনা গুলি তারা সর্তকতার সাথে পর্যবেক্ষণ না

করার ফলে প্রকৃতপক্ষে কি রকম হৃদয় বিদারক নির্যাতন প্রতিদিন কমিউনিস্ট দেশের খ্রীষ্টিয়ানদের উপর সংগঠিত হচ্ছে তা জানতে পারে নি।

এসব খ্রীষ্টিয়ান ধর্মীয় নেতাগণ কমিউনিস্ট সরকারের কাছ থেকে অথবা সরকার চার্চের তথা কথিত পালক, পুরোহিত ও পাদ্রীদের কাছ থেকে যা শুনতেন, তাই প্রচার করতেন, বলতেনঃ "কমিউনিস্ট শিবিরে ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে!"

খ্রীষ্টের শত্রুরা যাজকীয় পোষাক পরে থেকে নিজেদেরকে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরূপে প্রদর্শন করত; কিন্তু আমাদের আন্ডার গ্রাউন্ড চার্চের সদস্যরা ভ্যাৎলানা স্ট্যালিনা, মিস্ কমিঝিন এবং সমকালীন আলোড়ন সৃষ্টিকারী রাশিয়ান লেখক সলঝেনিৎসিন এর মত বিখ্যাত লোকদের খ্রীষ্টের জন্য জয় করে প্রমান করেছে চরম প্রতিকুল অবস্থায় কাজ করেও কিভাবে প্রভুর রাজ্য বিস্তার করা যায়।

আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছিল। রিচার্ড বছরের পর বছর জেলখানায় পড়ে থেকে চরম ঘৃণ্য ও অপমান জনক আচরণ সহ্য করেছে, তাকে উপহাস করা হত, বেত্রাঘাত করা হত, এবং এ সবে সে অভ্যস্থ হয়ে উঠেছিল। এখন সবাই তাকে প্রশংসা করছে, কিন্তু রিচার্ড কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে পার হয়ে এসেছে। তাই সে জানে লোকজন যে তাকে হীনভাবে প্রশংসা করছে, এ প্রশংসার কোন মূল্য নেই। ঈশ্বরে জন্য সে এসব সহ্য করে এসেছে এবং ঈশ্বরই তাকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করেছেন তাঁর গৌরব প্রকাশ করার জন্য; তাই সব প্রশংসা কেবল ঈশ্বরেরই।

আমেরিকাতে আমাদের চারপাশে প্রচুর সম্পদ দেখে আমি প্রথম অবস্থায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম। বুখারেস্টে আমরা কুড়ের ঘরের মত ছোট্ট বাসায় ছিলাম। আমেরিকাতে এসে ক্যালিফোর্নিয়ার শহরতলীর একটা ছোট্ট সাধারণ বাসা পেলাম। যদিও এখানকার অন্যান্য বাসার তুলনায় এটা সবচেয়ে নগণ্য; তবুও বুখারেস্টে যে বাসায় ছিলাম তার তুলনায় এটা আমাদের কাছে বিলাসী প্রাসাদের মত মনে হল। কিছু আসবাবপত্র কেনা হল। আমরা উপহার হিসাবে একটা গাড়ি পেলাম। আমি সব সময় আমাদের এই নতুন বিলাসীজীবনের জন্য উদ্বিগ্ন থাকতাম। কিন্তু রিচার্ড আমার কথা শুনে জার্মানীর অতীন্দ্রবাদী লেখক মেইসটার একাদ এর একটি উক্তি শুনাতঃ 'তুমি যদি ধন সম্পদকে ঘৃনার চোখে দেখতে পার, তাহলে চেষ্টা কর ধনী হতে- কারণ- এক মাত্র তুমিই পারবে ধন সম্পদকে ভালকাজে ব্যবহার করতে।' কেন সম্পদশালী হব না? বাইবেল বলেছে, ঈশ্বর যোসেফের সহবর্তী ছিলেন এবং যোসেফকে ঐশ্বর্যশালী করেছিলেন। একটা কথা এই মুহূর্তে জানার চেষ্টা কর য়ে, আমরা কেবল আমার নিজেদের জন্য নই; আমরা ঈশ্বরের জন্য। এবং ঈশ্বর আমাদের যা কিছু দিয়েছেন, তা কেবল আমাদের নিজেদের জন্য দেন নাই; অন্যদের জন্যও দিয়েছেন। এটা কি মূর্খ ধারণা নয় যে, ঈশ্বর মৌমাছিদের সৃষ্টি করেছেন শুধু পাপী লোকদের জন্য মধু তৈরী করতে? সাধু ধার্মীক লোকদেরও কি অধিকার নেই এর স্বাদ নেয়ার? আমরা তো জেনে এসেছি দুঃখ, কষ্ট, অপমান ও অবজ্ঞার অভিজ্ঞতা কি রকম, এখন আমাদের সম্পদে ও গৌরবে উপচে পড়ার সময়।

আমি রাশিয়ার নিঝনাইয়া তাগিলা শহরের ভাইদের বিষয়ে ভাবতাম। সরকার তাদের যে জরিমানা ধার্য্য করেছিল তা শোধ করতে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে একসপ্তাহ ধরে উপবাস ছিল এবং প্রার্থনা করতে ছিল। এর পূর্বে এই রকম জরিমানার টাকা শোধ করতে তাদের আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতী এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় গৃহস্থালী জিনিস পত্র বিক্রয় করতে হয়েছিল। এই সব নির্যাতিত মানুষদের কথা স্মরণ করলে খাওয়ার সময় সুস্বাদু খাবার কিছুতেই গলার ভেতর যেতে চায় না। রিচার্ড চেষ্টা করত ওর বাস্তবে যতটুকু সামর্থ আছে সে অনুসারে এইসব লোকদের খাবার খাওয়াতে, যত্ন নিতে এবং সব রকম সাহায্য করতে। কারণ রিচার্ডের মনে পড়ত, যখন সে জেলখানায় ছিল, তখন থেকে সপ্তাহে চারদিন উপবাস থাকতে হত।

রিচার্ডকে জানার মধ্যদিয়ে আমি সেই সকল লোকদেরকে জেনেছি, যারা অন্ধকার কারাকক্ষে বছরের পর বছর পড়ে থেকে নির্যাতন ভোগ করেছে। সূর্য্যের আলো দেখার সৌভাগ্য খুব কমই হত, জীবনের সোনালী সময় থেকে বঞ্চিত থাকতে হত, এর অপরিহায্য প্রতিক্রিয়া এই হত যে, সব রকম আনন্দ পাবার প্রচন্ড আবেগ হৃদয়ে সবেগে উথলে উঠত, তারপর নিঃসঙ্গ কারাকক্ষের অন্ধকারে সে আবেগে স্তিমিত হয়ে পড়ত। আমি এমন অবস্থায়ও ভীত হতাম না, আমি ভাবতাম, ঈশ্বর অবিশ্বস্ত ও অকৃতজ্ঞ নয়; তিনি এই নিদারুণ ত্যাগ স্বীকারকে ভুলে যাবেন না।

রিচার্ড যে কোন বিপদের বিষয়ে সর্তক থাকত। আসলে যে বিপদের বিষয়ে পূর্বেই সর্তক থাকা হয়, সে বিপদ সত্যিকার বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে না।

আমি রিচার্ডকে এই কথাটা বেশি করে বলতামঃ ' রিচার্ড! তুমি যে টাকা পয়সা বা ধন সম্পদকে ঘৃনা কর একথা শুনে আমি মনে আনন্দিত এবং তোমার প্রতি সন্তুষ্ট।'

আমরা অনেক আনন্দ উপভোগ করলাম। আমাদের দুঃচিন্তা বা উদ্বেগের বিষয়ও ছিল। রিচার্ডের কাছ থেকে দুরে গেলেই আমি আবেগ-তাড়িত হতাম ও ভয় পেতাম। কিন্তু ঈশ্বরের কাজ করতে গিয়ে এর রকম আবেগ ও ভীতি মারাত্মক, কারণ কাজ সম্পূর্ণ না করে ফিরে আসলে কতই না মারাত্মক বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনা। কোন লোকই ঘূণিঝড় থামাতে পারে না। কমিউনিস্ট নেতাদের মধ্যে এবং তাদের অনুগত চার্চের ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে কমিউনিজমের নিষ্ঠুরতা ও প্রতিহিংসার উম্মত্তা ক্রমাগত সুকৌশলে অনুপ্রবিষ্ট হতে হতে এত বেশি বেড়ে গিয়েছিল যে, এই বিষয়টা আমি এবং রিচার্ড কেউ-ই থামাতে পারি নি।

আমি কাজ করছি। কাজটি হল, চোরা কারবারী। খুব ভাল শব্দ না চোরাকারবারী কথাটা; আমাদের চোরাই মাল হল বাইবেল। এই কাজ সাক্ষ্যমর পরিবার ও গুপ্ত মণ্ডলীর পালকদের সাহায্য করার জন্য। পাশ্চাত্যের যুব সমাজকে খ্রীষ্ট বিরোধী বিষাক্ত শিক্ষার বিরুদ্ধে যুদ্ধের কাজ।

প্রতিদিন একাজ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেসব খ্রীষ্টিয়ানরা সুসমাচারের জন্য অত্যাচারিত হচ্ছে তারা জানে এখন তাদেরকে প্রার্থনায় স্মরণ করে শিশুরা ঘুমাতে যায়।

পালকের স্ত্রী হিসাবে আমি প্রায়ই যুবক যুবতীদের একটি বালকের গল্প বলে থাকি। গল্পটি হল, বালকটি সমুদ্র উপকূলে দাড়িয়ে সমুদ্রের একটি জাহাজ থামানোর জন্য ইশারায় হাত নাড়ছিল। একজন লোক পাশে এসে বলল, "বোকামী করও না, জাহাজটি তোমার ইশারার কারণে থামবে না।" কিন্তু দেখা গেল যে, জাহাজটি উপকূলে ভিড়ল এবং বালকটিকে তুলে নিল। বালকটি জাহাজে উঠতে উঠতে চিৎকার করে লোকটিকে বলল, "জনাব আমি বোকা নই, এই জাহাজের ক্যাপ্টেন আমার বাবা"।

আমরাও জানি যে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালক আমাদের পিতা এবং তিনি আমাদের প্রার্থনা শুনেন।

এ বিষয়ে আরও জানতে হলে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

জিপিও বক্স নং-২২০
চট্টগ্রাম-৪০০০
বাংলাদেশ।

একজন পালকের স্ত্রী

১৯৪৯ ইংরেজীতে যখন সোভিয়েত প্রচারণা ইঙ্গিত দিচ্ছিল যে, খ্রীষ্টিয় উপসনাকে গণ্য করা হবে, ঠিক তখনই কমিউনিস্ট লৌহ যবনিকার অন্তরালে রুমানিয়াতে পাষ্টর রিচার্ড ওয়ার্মব্র্যাণ্ডকে বন্দী করা হল।

"একজন পালকের স্ত্রী"- বইটি হচ্ছে সাবিনা ওয়ার্মব্র্যাণ্ড এর একটি উপাখ্যান যাতে স্বামীকে বন্দীত্ব থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা এবং তার নিজের বন্দীত্ব বরণ করা সম্বন্ধে প্রকাশিত হয়েছে। সর্বোপরি এটি নিষিদ্ধ এলাকাসমূহে অপ্রকাশিত খ্রীষ্টিয় উপাসনালয়ের প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত তার নিরলস প্রচেষ্টার বিবরণ।

প্রকৃতপক্ষে, কমিউনিস্টরা আজ পর্যন্ত প্রকৃত খ্রীষ্টধর্মকে সহ্য করতে পারে না এবং এখনও হত্যা ও বন্দী করছে গোপন মণ্ডলীর লোকদিগকে। "একজন পালকের স্ত্রী" বইটিতে এই 'জরুরী বার্তা'ই উপস্থাপন করা হয়েছে ॥